

ବାସୁନୀଯମନ

কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র প্রণীত

বাঙালীমঞ্চ

বা

বিশাললোচনীর গীত

সম্পাদক

শ্রীমুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক ও প্রাক্তন পুথিশালাধ্যক্ষ

শ্রীশুভেন্দ্রসুন্দর সিংহ রায় এম. এ.,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাক্তন চিত্রশালাধ্যক্ষ



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ

২৪৩১ আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীমদেবকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ : চৈত্র ১৩৬৪

মূল্য চার টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্ডিয়া বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীমদেবকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত

৫২—১০. ৪. ৫৮

॥ নিবেদন ॥

বৎসর কয়েক পূর্বে বর্ধমান জেলার চকদীঘির তরুণ ভূমাদিকারী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্য শ্রীমান্ লীলামোহন সিংহ রাধের অনুরোধে গায় ও অর্থাত্তকুলে এবং এই গ্রন্থের অন্ততম সম্পাদক শ্রীভবেন্দ্রসুন্দর সিংহ রাধের পরিচালনায় উক্ত গ্রামে “রাঢ় প্রত্নাগার” প্রতিষ্ঠার জন্ম কয়েকজন কর্মী চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের সাহায্যে শতাব্দিক মূর্তি এবং কিছু পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। পরে সেই চেষ্টা ব্যাপ্তিক অবস্থায় আয়লোপের জন্ম ব্যাহত হয়। সংগৃহীত মূর্তিগুলি সম্প্রতি ভবেন্দ্রসুন্দর ও লীলামোহন পরিষৎ-প্রীতির চিহ্ন-স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-চিত্রশালায় দান করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সংগৃহীত পুথিগুলির মধ্যে এক খণ্ড ‘বাংলৌমঙ্গল’ বা ‘বিশাললোচনীর গীত’ আমাদের চক্ষুগত হয়। চকদীঘির অধৈতনাথ সিংহ রায় মহাশয় বৃদ্ধবয়সে নবীন উৎসাহে বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম হইতে সেই পুথিখানি সংগ্রহ করেন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও অপূর্ব নিষ্ঠাসহকারে আগাগোড়া ইহা নকল করেন। আজ তিনি আমাদের মধ্যে বর্তমান না থাকিলেও কৃতজ্ঞ অন্তরে আমরা তাঁহার কথা স্মরণ করিতেছি। ঠিক কোন্ স্থানে পুথিখানি পাওয়া গিয়াছিল, আজ তাহা বলিতে পারিতেছি না। কারণ, যিনি তাহা জানেন, সেই ভবেন্দ্রসুন্দর বাক্শক্তিরহিত হইয়া দীর্ঘকাল বোগশয্যায় শায়িত। ভগবান্ তাঁহাকে নিরাময় করিয়া তুলুন।

পুথিখানি দেশী তুলট কাগজে পরিষ্কার অক্ষরে দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার ১৩"×৪" ইঞ্চি ও পত্রসংখ্যা ১২৪, সম্পূর্ণ। মধ্যে দুই-একটি জায়গার পাতা উদ্ধার করা যায় নাই। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পংক্তি লেখা আছে।

পুথিটিতে লিপিকরের পরিচয়-সহ একটি তাবিতখণ্ড দেওয়া আছে—“শুভমঙ্গল শকাব্দা ১৬৫৭ সৌর কাৰ্ত্তিকশ্রু ত্রিংশ দিবসে সংক্রান্ত্যাং শনিবাসরে দিবা এক প্রহর সময়ে চতুর্দশান্তিথৌ শ্রীশ্রীমদ্বিশালাক্ষীদেবীঃ গীতং সমাপ্ত ॥ স্বাক্ষরমিদং শ্রীকিশোর দাস মিত্রস্ব মোকাম সাং আখড়িয়া পরগণে মঙ্গলঘাট আমল শ্রীযুত মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায় মহাশয় সন ১১৪২ সাল তারিখ ৩০ কাৰ্ত্তিক ॥” (পৃ. ১৬৪) কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৭০২-১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ। সেই কালে ১১৪২ বঙ্গাব্দে=১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুথিটি নকল করা হইয়াছে, অর্থাৎ পুথিটি দুই শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন।

এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের পরিচয় কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। পুথি হইতে যেটুকু জানা যায়, তাহা এখানে বিবৃত করিতেছি—

বিপ্রকুলে জন্ম পিতামহ দেবরাজ।

পিতা বিকর্ত্তন মিশ্র বিদিত সমাজ ॥

শ্রীযুক্ত মুকুন্দ হারাবতীর নন্দন।

পাচালি প্রবন্ধে করে ত্রিপুরাস্মরণ ॥

(পৃ. ৫, ১৭)

বন্দিলু পণ্ডিত গদাধর খুল্লতাত ।

স্বশিক্ষিত কৈল যত্নে দিয়া বস্তুজাত ॥ (পৃ. ৫)

বিপ্রকুলোদ্ভব মুকুন্দ মুখবর

সাধ তুহু নিজ কাজ ॥ (পৃ. ৪১)

রমানাথ চন্দ্র- শেখর সোদর

সনাতন তিন ভাই ।

তুমি নারায়ণী বিশোললোচনী

রক্ষা পরাপর মাই ॥ (পৃ. ৫১)

মিশ্র বিকর্তন সম্ভব কারণ

যাবে তুষ্ট ত্রিনয়নী ।

হাবাবতীস্বত মুকুন্দ অদ্ভুত

রচিল মঙ্গলবাণী ॥ (পৃ. ৫৫, ১০৬, ১১৩)

মিশ্র বিকর্তন- তনয় মুকুন্দ

রচিল মঙ্গলবাণী ॥ (পৃ. ৫৮)

মিশ্র বিকর্তন- সম্ভব তনয়

মুকুন্দ রচে চণ্ডীপদে ॥ (পৃ. ৬১)

রক্ষ দেবী ভগবতী রমানাথে নিরবধি

চন্দ্রশেখর সনাতনে ॥ (পৃ. ১০১, ১০৩, ১২০)

রমানাথে রক্ষ দেবী কবিচন্দ্র ভনে ॥ (পৃ. ১০৮)

মুকুন্দ আচার্য্য বাণী রমানাথে নারায়ণী

অবিরত করিবে মঙ্গল ॥ (পৃ. ১২৬)

শ্রীযুত রমানাথে রক্ষ ভগবতী

শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ॥ (পৃ. ১২৮)

ব্রাহ্মণ বিখ্যাত গুণ জ্ঞানদাতা বিকর্তন

হাবাবতী হৃদয়ধারিণী ॥ (পৃ. ১৫০)

ত্রিপুরা রক্ষিত তিন মুকুন্দনন্দনে ।

রমানাথ চন্দ্রশেখর সনাতনে ॥ (পৃ. ১৫১)

এই সমস্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কবিচন্দ্র উপাধিধারী মুকুন্দ মিশ্রের পিতামহের নাম—
দেবরাজ, পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে বিকর্তন ও হাবাবতী, খুল্লতাতের নাম—গদাধর,
ইহার নিকট হইতেই তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন নামে
মুকুন্দের তিন পুত্র ছিল। ইহা ভিন্ন আর কোন পরিচয় আমরা জানিতে পারি নাই।

পুথির রচনাকাল সম্বন্ধে জানা যায়—

শাকে রস রথ বেদ শশাঙ্ক গণিতে ।

বাস্তলীমঙ্গল গীত হটল সেই হইতে ॥ (পৃ. ৫)

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী' বা 'অভয়ামঙ্গল'ের রচনাকালের সহিত এই বিষয়ে অঙ্কুরিত সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। সেখানে আছে—

শাকে রস রস বেদ শশাক গণিতা।

কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা ॥

উপরোক্ত পুষ্পিকা অঙ্কুরে 'চণ্ডী'র রচনাকাল ১২৪১ অর্থাৎ ১৪২২ শক = ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই তারিখ মুকুন্দরামের 'চণ্ডী'র রচনাকাল কি না সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ গ্রন্থরচনার এই তারিখ হস্তলিখিত পুথিতে পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র মুদ্রিত পুস্তকে আছে।

এ সম্বন্ধে 'বাঙ্গালীমঙ্গল' 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৬০ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিবার সময় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীজিদিবনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

“‘রথ’ শব্দের অর্থ যদি চরণ ধরা যায়, তাহা হইলে ২ সংখ্যা ধরিতে হয়। কাজেই তারিখ হয় ১৪২২ শক বা ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ। আর যদি লিপিকর প্রমাদবশে ‘রস’ ‘রথ’এ পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উভয় গ্রন্থের রচনাকাল একই বৎসর বলিতে হয়।

একটি বৈশিষ্ট্য এই পুথিতে দেখা যায় যে, ইহাতে চৈতন্যদেবকে বন্দনা করা হয় নাই, অথচ মুকুন্দরাম বিশেষ করিয়া শ্রীচৈতন্যবন্দনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম মানসিংহের গোড়-বন্ধ-উৎকল শাসনকালে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আকবরের মৃত্যু হইয়াছিল ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময়ে মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর রচনাকাল হইতে পারে না। ঐ পংক্তি দুইটি প্রক্ষিপ্ত এবং খুব সম্ভবতঃ তাহা বিশাললোচনীর গীতেরই এই পংক্তি দুইটি। কবিচন্দ্র চৈতন্যকে দেবতার পর্যায়ে ফেলিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তিনি মাত্র কিছু কাল পূর্বে [১৫৩৪ খ্রীঃ] দেহরক্ষা করিয়াছিলেন এবং নরক হইতে দেবত্ব প্রাপ্ত হন নাই।”

‘বাঙ্গালীমঙ্গল’ দেখা যাইতেছে যে, বর্ধমান ছাড়িয়া বড়সোল, জামদহ, বেউরগ্রাম, হিরণ্যগ্রাম, মোলা, জাড়গ্রাম, দশঘরা, বৈজ্ঞপু, তেঘরা, চণ্ডীপুর, দ্বারহাটা, জাজিপাড়া, টাছুরা (টাচুরা), ডিঙ্গালহাট, বাধাণ্ডা (বাধাণ্ডা), নাক্তিকুল (পৃ. ১০০-০২) প্রভৃতির মধ্য দিয়া সাধু পাটন যাত্রা করিয়াছিলেন এবং ঐ একই পথে দেবদল দিয়া গুণদত্তও গিয়াছিলেন (পৃ. ১১৮-১২) ও প্রত্যাবর্তন (পৃ. ১৫১) করিয়াছিলেন। এই গ্রামগুলির পার্শ্ব দিয়া বাহিত দামোদর যে সময়ে নৌকা-চলাচলের মত বহমান ছিল, এই গ্রন্থের রচনাকাল সে সময়ে ভাবা বোধ হয় অসম্ভব হয় না। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর সে পথে প্রবাহিত ছিল কি না জানি না। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত করিবেন বলিয়া আশা করি।

কবিকঙ্কণের ‘চণ্ডী’ এবং কবিচন্দ্রের ‘বাঙ্গালীমঙ্গল’ এই দুই মঙ্গলকাব্যের বিষয়সূচী

পাশাপাশি তুলনা করিলে আমরা যেমন কিছু মিল দেখিতে পাই, তেমনই যথেষ্ট পার্থক্যও দেখিতে পাই। মঙ্গলাচরণ অংশে ‘চণ্ডী’তে যে সরস্বতীবন্দনা, শ্রীচৈতন্যবন্দনা, লক্ষ্মীবন্দনা এবং কোন কোন পুথিতে অতিরিক্ত মহাদেববন্দনা, শ্রীরামবন্দনা, শুকদেববন্দনা প্রভৃতি দেখিতে পাই তাহা বর্তমান কাব্যে নাই। দিগ্‌বন্দনায় কবিকঙ্কণ যে সকল স্থানীয় দেবতার নাম করিয়াছেন কবিচন্দ্রের কাব্যে তাহার একটিরও উল্লেখ নাই। কবিচন্দ্রের দিগ্‌বন্দনা বা দেববন্দনা সংক্ষিপ্ত এবং উহাতে দুই-একটি মাত্র স্থানীয় দেবতার উল্লেখ আছে। বহু দেবতার বন্দনা না করিয়া কবিচন্দ্র নানাভাবে দেবীর বন্দনা করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ গ্রন্থ-উৎপত্তির একটা কারণ দেখাইয়াছেন, বর্তমান কাব্যে সেরূপ কোন কারণ দেখানো হয় নাই, কবি কেবল বলিতেছেন—

কলিকালে কথা যত পুরাণঘোষণা।

আচম্বিতে হৈল মোর চঞ্চল ঘিষণা ॥ (পৃ. ৫)

হঠাৎ খেয়ালবশে কবি এই কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—কাহারও নির্দেশে নহে, সেই জন্য এই কাব্যে আড়ম্বর নাই।

মুকুন্দরায় তাঁহার ‘চণ্ডী’তে যে “সৃষ্টিপ্রকরণ” দিয়াছেন, কবিচন্দ্রের কাব্যে তাহা নাই। কবিকঙ্কণের ‘চণ্ডী’র আরম্ভ হইয়াছে ভৃগুর যজ্ঞের কাহিনী হইতে—দক্ষকন্যা সতীকুপিণী দেবীর কাহিনী হইতে ইহার সূচনা। কিন্তু ‘বাণ্ডলীমঙ্গল’ আরম্ভ হইয়াছে দেবীর পরজন্মের কাহিনী হইতে। মঙ্গলাচরণান্তে কবি এই বলিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন—

দক্ষের হুহিতা সতী হিমালয়ের ঘরে।

ভবপত্নী, জনমিলা মেনকাঙ্করে ॥ (পৃ. ৫)

উভয় কাব্যে এই অংশে হর-গৌরীর বিবাহ, গণেশ-কাতিকের জন্ম, হর-গৌরীর পাশাখেলা ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে এবং উভয় বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও কয়েকটি প্রসঙ্গে, বিশেষতঃ পাশাখেলা প্রসঙ্গে, যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

কবিকঙ্কণের শিব বিবাহের পর শম্ভুরালয়ে বাস করিতেছিলেন, সেইখানেই গণেশ ও কাতিকের জন্ম হইল। শম্ভুরের গৃহে নিশ্চিন্তে যখন শিব গৌরীর সহিত পাশাখেলায় মত্ত, শামুড়ী মেনকা আসিয়া শিবের উপার্জনের চেষ্টার অভাব ও নিশ্চিন্তে পাশাখেলার জন্য গৌরীকে কটুবাক্য বলিলেন। গৌরীর সহিত পরামর্শ করিয়া শিব ভিক্ষা করিতে গেলেন। একদিন ভিক্ষায় বাহির না হইয়া শিব গৌরীকে নানা ব্যঞ্জন রান্নিতে আদেশ করিলেন। গৌরীর গৃহে ততুল নাই, অথচ স্বামীর এই আশ্চর্য আদেশ! গৌরী স্বামীকে কটুবাক্য বলিলেন। শিব তখন গৃহত্যাগের মন্বল করিলে গৌরী খেদ করিতে লাগিলেন। পদ্মা তখন গৌরীকে উপদেশ দিলেন—

সপ্তবীপে যুগে যুগে

তোমার অর্চনা আগে

আপনি কবহ পরকাশ।

দেবীর আজ্ঞায় কলিঙ্গ নগরে বিখকর্ম্য দেবীর দেউল রচনা করিলেন। দেবী কলিঙ্গ-

মুপত্যিকে চণ্ডীপূজা করিতে স্বপ্নাদেশ দিলেন। এইভাবে কালকেতুর উপাখ্যানের সূচনা হইল।

‘বাল্মীকীমঙ্গলে’ হর-গৌরীর বিবাহের পরদিন—

শুভরচরণে হর করিয়া বিদায়।

বিদায় হইয়া হর নিজ গৃহে যায় ॥

(পৃ. ১১)

কবিচন্দ্র গণেশ-কাঁতিকের জন্মবিবরণ বর্ণনা করেন নাই, তাঁহাদের জন্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। কাতিক-গণেশের অন্ন লইয়া কাড়াকাড়িতে অন্নভাবে অন্তরে দুঃখ পাইয়া দেবী পিতৃগৃহে বাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নন্দী তাঁহাকে নিবারণ করিল। নারদ আসিয়া শিবকে পাশা খেলিয়া নগরাজনন্দিনী পার্বতীর বস্ত্র-আভরণাদি জিনিয়া লইতে উপদেশ দিলে শিবই পাশাখেলার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু তিনিই পরাজিত হইলেন। এই লইয়া উভয়ের রহস্ত-পরিহাসাদি কবি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে শাশুড়ীর গল্পনা নাই, তিক্ততা নাই।

‘বাল্মীকীমঙ্গলে’ কালকেতুর উপাখ্যান নাই, তাহার পরিবর্তে মার্কণ্ডেয় পুরাণের সমস্ত চণ্ডীটি সম্পূর্ণ বর্ণিত হইয়াছে। এই চণ্ডীর আখ্যানের সূচনা করা হইয়াছে অতি অভূত-ভাবে। দেবী নিজপূজা প্রচারের জন্য দেবলোকে উপস্থিত হইলে সেখানে উপস্থিত মার্কণ্ডেয় মুনি ক্রৌঞ্চিক মুনিকে আদেশ দিলেন, বিদ্যাচলে গিয়া বকাদি চারিটি পক্ষীর নিকট চণ্ডিকার পূর্বকাহিনী বর্ণনা করিতে। ক্রৌঞ্চিক মুনি বিদ্যাচলে গিয়া পক্ষিচতুষ্টয়ের নিকট চণ্ডীর আখ্যান বর্ণনা করিলেন।

এই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আখ্যানের পর ধুমদত্তের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মুকুন্দরামের ‘চণ্ডী’ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ধুমদত্ত ধনপতির “মামাইত ভাই”। ধুমদত্ত সম্বন্ধে সেই কাব্যে লিখিত আছে—

বর্দ্ধমানে ধুম দত্ত

যার বংশে সোম দত্ত

মহাকুল বেণ্যার প্রধান।

বাল্মীকীর প্রতিদ্বন্দ্বী

দ্বাদশ বৎসর বন্দী

বিশালাক্ষী কৈল অপমান ॥

কবিকল্পের ‘চণ্ডী’তে স্পষ্ট লেখা আছে যে, স্ত্রীলোকের পূজা লইতে দেবীর ইচ্ছা হওয়ায় দেবী খুল্লনাকে দিয়া চণ্ডিকার পূজার প্রচার করাইয়াছেন, এই ভাবে দ্বিতীয় কাহিনী ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানের আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমান কাব্যে সুস্পষ্টভাবে স্ত্রীলোকের পূজা লইতে দেবীর ইচ্ছাপ্রকাশের কথা নাই বটে, তবে কাব্যতঃ ধুমদত্তের উপাখ্যানে কল্পিত কৰ্ত্তক দেবীর পূজাপ্রচারের কথা আছে।

ধনপতির উপাখ্যান ও ধুমদত্তের উপাখ্যানে বিষয়বস্তুর অনেক মিল আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে কবিকল্পের ‘চণ্ডী’তে ধনপতির উপাখ্যানে ধুমদত্তের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু ‘বাল্মীকীমঙ্গলে’ কোথাও ধনপতির উল্লেখ নাই। এই কারণে অনুমান করা যায় যে, কবিচন্দ্রের ‘বাল্মীকীমঙ্গল’ মুকুন্দরামের ‘চণ্ডী’ অপেক্ষা প্রাচীনতর। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে ঠিক

করিয়া বলিতে পারিবেন। কবিচন্দ্র অপেক্ষা কবিকঙ্কণ শক্তিশালী কবি, সেই জন্য, যে কারণে ভারতচন্দ্রের বিজ্ঞানস্বন্দর গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম প্রভৃতির বিজ্ঞানস্বন্দরকে অতিক্রম করিয়া টিকিয়া আছে, সেই কারণে 'চণ্ডী' আত্মও বাঁচিয়া আছে, 'বামনলীল' লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পুথিটিতে বানান সম্বন্ধে যথেষ্টাচারিতা দেখা যায়। আমরা ছাপিবার সময় বানানের কিছু পরিবর্তন করিয়াছি; কিন্তু কোন জায়গায় বানানের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করি নাই।

এই পুথির পাঠোদ্ধারে সাহিত্য-পরিষদের পণ্ডিত শ্রদ্ধাঙ্গদ শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে সহায়তা পাইয়াছি, কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় মহাশয়ের অকুণ্ঠ সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ-সম্পাদনা দুরূহ হইয়া উঠিত। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আমাদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ করিতে চাহি না।

পুথিখানি হস্তগত হইলে সাহিত্য-পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় আমাদের মত অনভিজ্ঞ ও অক্ষম লোকদেরও যে উৎসাহ দিয়াছিলেন তাহা বিরল। তাঁহার উৎসাহেই এই দুরূহ কার্য সম্পাদনে সাহসী হইয়াছি। তিনি সে সময় একটি "মুখবন্ধ" লিখিয়া দিয়াছিলেন, এখানে সেটি মুদ্রিত করিলাম। তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

॥ মুখবন্ধ ॥

১৮২০ সনে বঙ্গদেশের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের যত্ন ও চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিগত ৬৫ বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নানাভাবে বঙ্গভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসারে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ হুশ্রূপ্য ও কালজীর্ণ পুথির পাতা হইতে মুদ্রণের সাহায্যে বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থরাজির সংরক্ষণ ও প্রচারণ। বাংলা ভাষাগঠনে ও সাহিত্যনির্মাণে যে সকল গ্রন্থ একদিন বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া কালপ্রবাহে হারা হইয়া গিয়াছিল, পরিষৎ তাহার প্রায় সব কয়টিরই পুনঃপ্রচারের গৌরব দাবি করিতে পারেন; বৌদ্ধগান ও দোহা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীসংগ্রহ, পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, পদ-কল্পতরু, শৃঙ্গপুরাণ, ছুটিখানের মহাভারত প্রভৃতি পরিষৎ-কর্তৃক প্রকাশিত না হইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মাত্র পঁয়ষট্টি বৎসরের মধ্যে হাজার বছরের সমৃদ্ধি দাবি করিতে পারিত না। আরও অনেক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরিয়া এই কার্যে পরিষদের সহযোগিতা করিয়াছেন এবং ইদানীং বহু প্রতিষ্ঠান প্রাচীনগ্রন্থ-মুদ্রণকাৰ্যে তৎপর হইয়াছেন। ফলে উল্লেখযোগ্য সকল গ্রন্থই প্রায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই অবস্থায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গবেষক ও কর্মিগণ যে এখনও দুই-একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ আবিষ্কার ও প্রচার করিতে পারিতেছেন ইহাতে পরিষদের সৌভাগ্যই স্মৃতিত হইতেছে। সম্প্রতি-প্রকাশিত রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবাযন এইরূপ একখানি গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করিবার জন্ত এই শিবাযনটির পুনঃপ্রকাশ প্রয়োজন ছিল। একখানি বাঙালীমঙ্গলের ও গুরুতর অভাব ছিল। স্বর্গীয় অষ্টদেবনাথ সিংহ রায়ের আবিষ্কারে এবং শ্রীভবেন্দ্রচন্দ্র সিংহ রায় ও শ্রীমুখলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে সেই অভাব পূরণ করিতে পারিলেন, সেইজন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমি এই তিনজন কর্মীকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ইংরেজী ষোড়শ শতকের শেষে রচিত কবিকরণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল বাংলা সাহিত্যের একটি স্তম্ভ; প্রায় সমসাময়িক (কিছু পূর্বের) এই বাঙালীমঙ্গল অতঃপর অন্ততম স্তম্ভরূপে বিবেচিত হইবে এবং বাংলা দেশের তদানীন্তন সামাজিক ইতিহাস স্পষ্টতরভাবে রচিত হইতে পারিবে। এই দিক দিয়া এই গ্রন্থের গুরুত্ব খুবই বেশী। গ্রন্থখানি বঙ্গ-সাহিত্যবাসিক স্থধীসমাজের হস্তে অর্পণ করিয়া পরিষৎ আর একটি মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া ধন্ত হইলেন।

শ্রীমুখলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভূত যত্নসহকারে এই পুথির পাঠনির্ণয় ও শব্দসূচী প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবাযন ও মুকুন্দ কবিচন্দ্রের এই বাঙালীমঙ্গলের আলোকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অবশ্য পুনর্লিখিত হইবে। এইগুলির মূল্য তখনই সঠিকভাবে নির্ণীত হইবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সূচীপত্র

সূচনা	১	গৌরীর নিকট কাঠিকের প্রাণ	১৬
গণেশবন্দনা	১	দেবগণের চণ্ডীপূজা ও মার্কণ্ডেয়ের কথায়	
দেবীবন্দনা	১	কৌটিক মূনির বিদ্যাচলে গমন	১৬
দেবীস্তুতি	২	পক্ষিচতুষ্টয়ের নিকট কৌটিকের প্রাণ	১৭
বাঙালীস্তুতি	৩	স্বরথ উপাখ্যান	১৭
চণ্ডী-আবাহন	৩	স্বরথের মেঘসাপ্রমে গমন	১৮
দেববন্দনা	৪	স্বরথ ও সমাধির মিলন	১৮
ত্রিপুরার তপস্তা ও ব্রহ্মচারিবেশে		স্বরথ ও বৈশ্যের কথোপকথন	১৯
শিবের আগমন	৫	মূনির নিকট উভয়ের গমন	১৯
হরনিন্দা	৬	মেঘস-স্বরথ-সংবাদ	১৯
হরের নিজরূপ ধারণ ও হিমালয়ের		মহামায়ার উপাখ্যান	২০
নিকট গৌরীর বিবাহ প্রস্তাব	৬	স্বরথের প্রাণ	২০
গৌরীর অধিবাস	৭	মধুকৈটভের জন্ম	২১
গৌরীর গাজহরিজা	৮	ব্রহ্মা কর্তৃক মহামায়ার স্তব	২১
হরের রূপদর্শনে খেদ	৮	বিষ্ণুর আগরণ	২১
বেনকার খেদ	৮	মধুকৈটক বধ	২২
বেনকার খেদে গৌরীর হুঃখ	৯	জন্মের শিবারাধনা	২২
হরের স্বরূপ প্রকাশ	৯	শিবের বরে জন্মের পুত্রলাভ-সংবাদ-প্রবণে	
গৌরীর খেদ	১০	ইন্দ্রের ভয়	২২
হরবরণ	১০	ইন্দ্রের যুদ্ধযাত্রা ও মহিষাসুরের জন্ম	২৩
হর-গৌরী-বিবাহ	১১	মহিষাসুরের জন্মগ্রহণে দৈত্যগণের	
হরগৌরীর পুত্রলাভ ও সংসারে অনটন	১১	আহ্লাদ	২৩
হরের ভিক্ষা	১২	মহিষাসুরের তপস্তা	২৪
ভিক্ষাশেষে হরের প্রত্যাবর্তন	১২	ব্রহ্মা কর্তৃক মহিষাসুরকে বরপ্রদান	২৪
কাঠিক ও গণেশের অন্ন কাড়াকাড়ি	১২	ইন্দ্র-জম্ব যুদ্ধ	২৫
গৌরীর পিতৃগৃহগমনেচ্ছা	১২	জম্ব-নিধন	২৫
নারদ কর্তৃক পাশাখেলার পরামর্শ দান	১৩	মহিষাসুরকে রাজপদে বরণ	২৫
গৌরীর নিকট শিবের পাশাখেলার		অসুরগণের উৎসব	২৬
অভিপ্রায় জ্ঞাপন	১৩	অসুরগণের আনন্দ	২৬
হরগৌরীর পাশাখেলা	১৪	দেবতা-দানবে যুদ্ধ ও চণ্ডীর আবির্ভাব	২৬
শিবের পরাজয় ও শিবদুর্গার পরিহাস	১৫	চণ্ডীর শক্তিধারণ	২৭

দেবভাগণের চণ্ডী

মহিষাসুরের রণসজ্জা

চণ্ডীর রণসজ্জা

চণ্ডী-মহিষ যুদ্ধাবস্থা

চণ্ডী-মহিষ যুদ্ধ

অসুরগণের সহিত চণ্ডীর যুদ্ধ

চিকুর বধ

চামর বধ

মহিষাসুর-দৈত্যবধ

মহিষাসুরের যুদ্ধে গমন

মহিষাসুরের যুদ্ধ

মহিষাসুর বধ

চণ্ডীজ্ঞতি

শুভ-নিশুভের শিবপূজা

শুভ-নিশুভকে শিবের বরদান

শুভের যুদ্ধযাত্রা

দেবগণের দুর্দশা

চণ্ডীজ্ঞতি

চণ্ডীর আবির্ভাব

শুভসমীপে দেবীভাস্ত কথন

চণ্ডীর রূপবর্ণনা

শুভ কর্তৃক চণ্ডীর নিকট দূত প্রেরণ

চণ্ডীকে দূতের অত্যাচার

দূতের কথায় চণ্ডীর উত্তর

দূতের প্রত্যাবর্তন

চণ্ডীর কথা শুভকে নিবেদন

শুভের ক্রোধ ও ধূলোলোচনের যুদ্ধযাত্রা

ধূলোলোচন-ভঙ্গ

দৈত্যাবধ

দূত কর্তৃক যুদ্ধের সংবাদ জ্ঞাপন

চণ্ড-মুণ্ডকে যুদ্ধে প্রেরণ

চণ্ড-মুণ্ডের যুদ্ধযাত্রা

চণ্ড-মুণ্ডের যুদ্ধাযোজন

চণ্ড-মুণ্ড কর্তৃক চণ্ডীকে যুদ্ধে আহ্বান

২০ ১১০

চণ্ডী-মুণ্ড বধ

৩০ চণ্ডীজ্ঞতি

৩১ দূতের শুভের নিকট প্রত্যাবর্তন

৩১ দূত কর্তৃক চণ্ডীর বর্ণনা

৩২ যুদ্ধে রক্তবীজ প্রেরণ

৩৩ রক্তবীজের যুদ্ধসজ্জা

৩৩ রক্তবীজের যুদ্ধযাত্রা

৩৪ চণ্ডীর যুদ্ধসজ্জা

৩৫ চণ্ডী কর্তৃক মহেশকে দূতরূপে প্রেরণ

৩৬ মহেশের কথায় দৈত্যগণের ক্রোধ ও

৩৫ যুদ্ধযাত্রা

৩৬ অসুরগণ সহ চণ্ডীর যুদ্ধ

৩৬ রক্তবীজের যুদ্ধসজ্জা

৩৭ চণ্ডী-রক্তবীজ যুদ্ধ

৩৮ রক্তবীজের যুদ্ধ

৩৮ রক্তবীজ বধ

৩৮ চণ্ডীজ্ঞতি

৩৯ রক্তবীজ বধের সংবাদ জ্ঞাপন

৩৯ শুভের যুদ্ধযাত্রা

৪০, ৪১ নিশুভের যুদ্ধযাত্রা

৪১ নিশুভের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন

৪২ দেবীর সহিত শুভ নিশুভের যুদ্ধারম্ভ

৪২ নিশুভের পতনে শুভের যুদ্ধোদ্‌যোগ

৪৩ শুভের যুদ্ধ ও মূর্ছা

৪৩ নিশুভ বধ

৪৩ মাতৃকাগণের দৈত্যসংহার

৪৪ শুভ ও দেবীর উক্তি প্রত্যুক্তি

৪৪ শুভের সহিত দেবীর যুদ্ধারম্ভ

৪৫ শুভ-দেবী যুদ্ধ

৪৫ শুভের হতাশা

৪৬ শুভবধ

৪৬ শুভবধে আনন্দ

৪৭ দেবীর বন্দনা

১১০

৪২

৪২

৫০

৫০

৫০

৫১

৫১

৫২

৫৩

৫৩

৫৩

৫৪

৫৪

৫৫

৫৬

৫৬

৫৭

৫৭

৫৭

৫৮

৫৮

৫৯

৫৯

৬০

৬০

৬১

৬১

৬১

৬১

৬২

দেবীর বরদান	৬২	সত্যবতীর ঈর্ষা ও সখীর কুপরাইশ	৭২
দেবীর মাহাত্ম্য	৬৩	সখীর অগ্র কুপরাইশ	৭২
স্বরথ ও সমাধির দেবীপূজা ও বরলাভ	৬৩	সত্যবতীর মিথ্যা পত্র রচনা	৮০
		কুন্সিগীর ক্রোধ	৮০
ধুসদন্তের উপাখ্যান		সত্যবতী ও কুন্সিগীর কোন্দল	৮১
সত্যবতীর বিশালাক্ষী পূজার কথা	৬৪	দেবী বাণ্ডুলীর কুন্সিগীকে বরদান	৮১
সত্যবতীর বিশালাক্ষী পূজা প্রচার	৬৪	কুন্সিগীর বারমাসিয়া	৮৩
সত্যবতীর বর প্রার্থনা	৬৪	সত্যবতীর স্বপ্নদর্শন ও বিদ্বেষ পরিহার	৮৪
নটিনীর ইন্দ্রসভায় আগমন	৬৫	কুন্সিগীর যৌবনসমাগমে উৎসব	৮৫
ইন্দ্রসভায় নটিনীর নৃত্য	৬৫	ধুসদন্তের গৃহাগমনের ইচ্ছা	৮৫
নটিনীর তালভঞ্জে ইন্দ্রের অভিষাপ	৬৫	স্বরথ রাজার নিকট ধুসদন্তের আগমন	৮৬
কনকার গর্ভে নটিনীর কুন্সিগীরূপে জন্ম	৬৬	ধুসদন্তের গৃহে আগমন	৮৬
কনকার ষষ্টিপূজা	৬৭	সত্যবতী ও কুন্সিগীর সহিত ধুসদন্তের	
কনকার কল্যাজিয়ে উৎসব	৬৭	মিলন	৮৭
কুন্সিগীর বাল্যাবস্থা	৬৮	কুন্সিগীর রন্ধনের ব্যবস্থা	৮৭
কুন্সিগীকে বিবাহ প্রস্তাব	৬৮	পানির হাটে গমন	৮৭
কুন্সিগীর পিতার সহিত ঘটকের		খাণ্ডজব্য ক্রয়	৮৮
কথোপকথন	৬৯	কুন্সিগীর রন্ধন	৮৮
কুন্সিগীর বিবাহে সম্মতি	৭০	সতীকে রন্ধনকার্যে সাহায্যের জন্ত	
ধুসদন্তের সহিত বিবাহে সম্মতি	৭০	অহরোধ	৮৯
পুনবিবাহের জন্ত ধুসদন্তের চাতুরী	৭১	কুন্সিগীর নানাবিধ রন্ধন	৯০
স্বামীর পুনবিবাহে সত্যবতীর খেদ	৭১	সাধুর ভোজন	৯১
সইয়ের পরামর্শ গ্রহণ	৭২	সাধুর পিষ্টকাদি ভোজন	৯২
কুন্সিগীর বিবাহসজ্জা	৭৩	আহারান্তে সাধুর মুখ প্রক্ষালন ও	
ধুসদন্তের বিবাহসভায় আগমন	৭৩	তাঁতুল ভক্ষণ	৯২
কুন্সিগীর মাজলিক সাজ	৭৪	সাধুর জন্ত শয্যারচনা	৯২
কনকার জামাতা-বরণ	৭৪	কুন্সিগীর সজ্জা	৯৩
নিজ নিজ পতি সম্বন্ধে রমণীদের খেদ	৭৪	কুন্সিগীর পতিসমীপে যাত্রা	৯৪
ধুসদন্ত-কুন্সিগী বিবাহ	৭৫	কুন্সিগীর ত্রিফলকথা বর্ণন	৯৪
স্বরথ কর্তৃক কারিকর আনয়নের প্রস্তাব	৭৬	সতীনের কথার উত্তর	৯৫
ধুসদন্তের মানিকা পাটনে যাত্রা	৭৬	কুন্সিগীর স্বামিসমীপে গমন	৯৫
মানিকা পাটনে আগমন	৭৭	গতি প্রত্যাশা	৯৫
ইন্দ্ররাজার নিকট অষ্টভূজা লাভের প্রস্তাব	৭৭	সাধুর কপট নিজা	৯৬
নৃপসম্মিথানে ধুসদন্তের অবস্থান	৭৮	সাধুর কপট নিজাভঙ্গ	৯৬

কৃষ্ণগী ও সাধুর মিলন	২৬	কৃষ্ণগীর পদ	১১০
কৃষ্ণগী ও সাধুর কথোপকথন	২৭	চণ্ডীর যোগিনীবেশে আবির্ভাব ও	
সন্তোগ	২৭	কৃষ্ণগীর পুত্রলাভ	১১০
সন্তোগ-বর্ণনা	২৭	কৃষ্ণগীর যষ্টিপূজা	১১২
ত্রিপুরার প্রার্থনায় শিব কর্তৃক শশধরকে		পূজাস্তে প্রসাদ বিতরণ	১১২
মর্ত্যে প্রেরণ	২৮	কৃষ্ণগীপুত্রের নামকরণাদি	১১৩
শশধরের কৃষ্ণগীর গর্ভে প্রবেশ এবং		গুণদত্তের বিচারান্ত ও গুরু কর্তৃক	
সাধুর পাটনে গমনোদ্যোগ	২৮	ভৎসনা	১১৩
শুভ দিন-গণনা	২৯	গুণদত্তের অভিমান	১১৩
সাধু কর্তৃক বাসুলীর ঘট লঙ্ঘন	২৯	পুত্রের অমৃতসন্ধান	১১৪
বাসুলীর নিকট কৃষ্ণগীর ক্ষমা প্রার্থনা	১০০	মাতা কর্তৃক পুত্রকে পিতৃপরিচয় দান	১১৪
সাধুর পাটনযাত্রা	১০০	পাটনে বাইবার জন্ত গুণদত্তের মাতৃ-	
পথে সাধুকর্তৃক বাসুলীমন্দির ভঙ্গ ও		আজ্ঞা লাভ	১১৫
দেবীর ক্রোধ	১০১	ডিক্কা নির্মাণে বিশ্বকর্ষার স্বীকৃতি	১১৫
পাটনের পথে সাধুর অগ্রগমন	১০২	হুম্যান্ সহ বিশ্বকর্ষার ডিক্কা নির্মাণ	১১৫
মায়াদহে ঝড়বৃষ্টি	১০২	মাতা-পুত্রের ডিক্কা দর্শন	১১৬
মায়াদহে আশ্চর্য দর্শন	১০৩	পাটনে বাইবার অহুমতিলান্তের জন্ত	
সাধুর পাটনে উপস্থিতি	১০৪	গুণদত্তের রাজসভায় গমন	১১৬
সাধুর রাজসভায় গমন	১০৪	রাজার অহুমতিলান্ত	১১৭
রাজা ও সাধুর কথোপকথন	১০৫	গুণদত্তের পাটনে যাত্রা	১১৭
মায়াদহের আশ্চর্য দর্শন বর্ণন ও		গুণদত্তের বাসুলী পূজা	১১৯
প্রতিজ্ঞা	১০৬	পাটনের দিকে গুণদত্তের অগ্রগতি	১১৯
রাজার মায়াদহে গমন	১০৬	মায়াদহে ঝড়বৃষ্টি	১২০
মায়াদহে কিছু না দেখিয়া সাধুর সাক্ষী		গুণদত্ত কর্তৃক মায়াদহে আশ্চর্য দর্শন	১২০
তলব	১০৭	গুণদত্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা	১২১
সাক্ষী না পাইয়া সাধুকে বন্দী করার		গুণদত্তের রাজসভায় আগমন	১২২
আদেশ	১০৭	রাজার সন্তোষ	১২৩
সাধুর ডিক্কা লুণ্ঠন	১০৭	মায়াদহ বর্ণনায় রাজার অবিশ্বাস ও	
বাক্যল মাঝিদের ক্রন্দন	১০৮	প্রতিজ্ঞা	১২৩
সাধুকে কারাগারে প্রেরণ	১০৯	গুণদত্তের সহিত রাজার মায়াদহে	
সাধুর মহেশ বন্দনা	১০৯	উপস্থিতি	১২৪
দুর্গা বন্দনা	১১০	রাজার সাক্ষী তলব	১২৪
কৃষ্ণগীর প্রসববেদনা	১১০	সাক্ষীর স্বীকৃতি	১২৫

ভিক্সা লুপ্তন	১২৫	হুম্মুখ কর্তৃক দেবীর শরণ গ্রহণ	১৪৪
বাক্সালদের খেদ	১২৫	দেবী কর্তৃক হুম্মুখের অপরাধ বর্ণন	১৪৫
গুণদত্তকে বধের জ্ঞাত আনয়ন	১২৬	হুম্মুখের ক্ষমা ভিক্ষা	১৪৫
কোটালকে অমুরোধ	১২৬	দেবীর ক্রোধ সংবরণ	১৪৫
কোটালের কাছে প্রার্থিতিকা	১২৬	হুম্মুখের প্রতি দেবীর আদেশ	১৪৬
গুণদত্তের ভগবতী-পূজা	১২৭	হুম্মুখের দেবীস্তুতি	১৪৬
গুণদত্তকে রক্ষার জ্ঞাত দেবীর শরণ	১২৭	দেবী কর্তৃক সকলের জীবনদান	১৪৬
দেবীর চিন্তা	১২৮	গুণদত্তের সহিত হুম্মুখিকতা বিচার	
দেবীর অমলাবতীকে কারণ জিজ্ঞাসা	১২৮	বিবাহ	১৪৭
অমলাবতীর গণনা ও কারণ বর্ণন	১২৮	গুণদত্ত কর্তৃক বন্দীগণকে মুক্তিদান	১৪৭
দেবীর ক্রোধ	১২৯	ধুমদত্তের মুক্তি	১৪৮
দেবীর মর্ত্যালোকে গমন	১৩০	গুণদত্তের দেশে ফিরিবার অভিপ্রায়	
দেবীর যোগিনীরূপ ধারণ	১৩১	জ্ঞাপন	১৪৮
দেবীর আশানে উপস্থিতি	১৩২	বিচার বারমাসী	১৪৮
কোটালের সহিত কথোপকথন	১৩৩	বিচারে দেশে ঘাইবার অমুরোধ	১৫০
পারণাজব প্রার্থনা	১৩৩	হুম্মুখের নিকট বিদায় প্রার্থনা	১৫০
কোটালের উক্তি	১৩৪	গুণদত্তের পিতা ও বধূদহ স্বদেশে যাত্রা	১৫০
কোটালের প্রতি দেবীর উক্তি	১৩৫	স্বদেশের পথে	১৫১
উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি	১৩৫	বর্দ্ধমানে প্রত্যাগমন	১৫২
কলির অবস্থা বর্ণনা	১৩৫	বর-বধু-বরণ	১৫২
দেবীর সহিত কোটালের যুদ্ধ	১৩৬	বর্দ্ধমানে স্বরথ রাজার নিকট সাধুর	
কোটালের পলায়ন	১৩৬	প্রত্যাগমন	১৫৩
রাজসমীপে কোটালের নিবেদন	১৩৬	পাটনের কথা বর্ণনা	১৫৩
কোটালের রাজসমীপে উপস্থিতি	১৩৭	হুম্মুখের পরিণতি বর্ণনা	১৫৪
হুম্মুখের ক্রোধ	১৩৭	কুন্সীগীর বাস্তলীপূজা	১৫৫
হুম্মুখের যুদ্ধসজ্জা	১৩৮	বাস্তলী-বন্দনা	১৫৬
হুম্মুখের যুদ্ধযাত্রা	১৩৮	বাস্তলীর আবির্ভাব	১৫৬
দেবীর যুদ্ধসজ্জা	১৩৯	বাস্তলীস্তুতি	১৫৭
দেবীর যুদ্ধযাত্রা	১৪০	বাস্তলীকে ধুমদত্তের অহুনয়	১৫৮
যুদ্ধারম্ভ	১৪০	বাস্তলীর আত্মপ্রকাশে ধুমদত্তের ভয়	১৫৮
দেবীর ক্রোধ	১৪১	ধুমদত্তের বাস্তলী-বন্দনা	১৫৯
দেবী ও হুম্মুখে যুদ্ধারম্ভ	১৪২	ধুমদত্তের ক্ষমাভিক্ষা	১৬০
দেবী কর্তৃক হুম্মুখের নৈরাসংহার	১৪২	ধুমদত্তের বাস্তলী-পূজা	১৬০
হুম্মুখের পলায়ন	১৪২	বাস্তলী-বন্দনা	১৬০
হুম্মুখের আক্ষেপ	১৪৩	অষ্টমঙ্গলা	১৬১

সূচনা

॥ মঙ্গল রাগ ॥

ধলরেণু ঘুচাইয়া যুবতী রসবতী ।
 সরস গোময়রসে স্থান কৈল শুদ্ধি ॥
 সুগন্ধি চন্দনরসে রচিল দেহালি ।
 আরোপিল খেত ধাত্ত হেমখট বারি ॥
 ঘটে চূতডাল দিল কণ্ঠে ফুলমাল ।
 স্থাপিল কুঞ্জরমুখ দেবার কুমার ॥
 যত দেবতার তথি হয় অধিষ্ঠান ।
 মুষিকবাহন দেব দেবের প্রধান ॥
 সুগন্ধি ফুলের ঝারা ধবল বিতান ।
 বাক্সিল ছান্দলা সর্ষমঙ্গলনিদান ॥
 যশের পট্টহ শঙ্খ বাজে অবিরল ।
 ঘাঘর নূপুর বাজে স্থান দ্বন্দল ॥
 জ্বতি করে বিজয়গণ শ্রবণ শ্রবণে ।
 আরম্ভে দেবতাপূজা নানৈককল্যাণে ॥
 যুবতী সকল মেলি দেই হলাহলি ।
 আনিল সিন্দূর গন্ধ খই ধিরগুলি ॥
 মোদক লড্ডুক কলা মধুর শ্রীফল ।
 নারিকেল লবঙ্গ কপূর জাতিফল ॥
 ইক্ষু শসা নারিকেল বিচিত্র তাণ্ডুল ।
 ঘৃতস্থবাসিত তথি আতপ তণ্ডুল ॥
 পানিফল পনস কেশরি খণ্ড দধি ।
 ধূপ দীপ নৈবেদ্য রচিল যথাবিধি ॥
 দেবতা পূজিয়া সতে করয়ে শ্রণতি ।
 গায়েনে মঙ্গল গায় চণ্ডীপদে মতি ॥
 ভক্ত সেবকে চণ্ডী হও বরদায় ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাসংহার ॥০॥

গণেশবন্দনা

॥ গৌরী রাগ ॥

অপমালাকুণপাশ দণ্ডে ধরি হাথে ।
 ফণীক দদয়মাঝে জটাতার মাথে ॥
 প্রলম্ব অষ্টর চাক্র ভূজ ত্রিলোচন ।
 স্তম্ভন পালন মহাশ্রয়কারণ ॥
 বন্দো দেব গণপতি মুষিকবাহন ।
 বিচিত্র শার্দূলচর্শ্ব বিভূতিভূষণ ॥
 [২ক] সিন্দূরে মণ্ডিত গণ্ড কুঞ্জরবনন ।
 মকর কুণ্ডল কর্ণে পুখুললোচন' ॥
 চারি দশ লোকনাথ চপল নিষ্ঠল ।
 পারিজাতমালা বিভূষিত গণ্ডস্থল ॥
 ব্রহ্মরূপ সনাতন প্রধান ঈশ্বর ।
 দেবের প্রধান পূজু চরণকমল ॥
 একানেকা লঘু গুরু ব্যক্তাব্যক্ত তম্ভ ।
 ধৈর্যানে না আনে ব্রহ্মা নারায়ণ স্বাপ্ন ॥
 শ্রবণপবন নিজ শ্রবজলহরা ।
 মধুগন্ধলোভে মস্ত চপল ভ্রমরা ॥
 কুমতিদহননক্ষ ভবভয়হারী ।
 নিয়ত ব্রুতিতৃষ্ণ জগদ্ধপকারী ॥
 নব শশী শিরে শোভে শরীর সুহান্ন ।
 মদনবাননপর পুণ্যিক চান্ন ॥
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুঙ্গমতি ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

দেবীবন্দনা

॥ পয়ার ॥

নম দেবী ভগবতী নুমুণ্ডমালিনী ।
 কুমতিনাশিনী সুখসমুদ্রিনাশিনী ॥

১। গুণিতে—'শ্রবমোচন'।

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত

অগতীমণ্ডল মাঝে ছান্দলা বান্ধিয়া পুঁজে
অগজনে জানিঞা দৈবরী ॥

উর চণ্ডী ভগবতী আনন্দে পূর্ণিতমতি
প্রণত সেবকে দিতে বর ।

মুদ্রঙ্গ সঙ্গীতনাথ গায়নে যুড়িল গীত
ভেজ চণ্ডী দেবতানগর ॥

গলে নরশিরোমালা শিরে শোভে শশিকলা
প্রোতাসনে রহিণী বাঙলী ।

কর্ণর প্রথর কাতি উজ্জল দশনজ্যোতি
ত্রিভুবনে তুমি ক্ষেমকরী ॥

বড়ঙ্গ মঙ্গল ধূপ বিবিধ নৈবেদ্য দীপ
নায়েকে রচিল পূজাবিধি ।

বিশালাক্ষী শশিমুখী সংহতি করিয়া সখী
তনয়া কমলা সরস্বতী ॥

বিরিঞ্চি প্রভৃতি যত দেবতা না জানে তত্ত্ব
নাম জয়া অম্বরঙ্গলনী ।

গুণ তিন বিভাবিনী আদি অগ্ন নাহি জানি
অশেষ বিশেষ মায়াবিনী ॥

কুমতিনাশিনী স্তম্ভ-সমুদ্ভিদায়িনী হুঃখ-
ভবভয়হরিতহারিণী ।

অযোনিসম্ভবা সতী শিবশক্তি অগদাদি
নৃজন পালন সংহারিণী ॥

তুমি নগনন্দিনী শূল চক্র শঙ্খিনী
গদিনী খড়্গিনী বোরঙ্গপা ।

ললাট ফলকে যার বিধি লিখে ছুরাচার
বিপরীত করে তব রূপা' ॥

যে তোমার পদ সেবে অভিমত কর্ম লতে
ক্ষিতি তার জনম সফল ।

[৪] চণ্ডীপদসরসিজে ত্রীযুত মুকুন্দ বিজে
বিরচয়ে সরস মঙ্গল ॥•

দেববন্দনা

॥ পরার ॥

মঙ্গলকারিণী জয়া বিপত্তিনাশিনী ।

মহামারাবিনী মধুকৈটভঘাতিনী ॥

শক্তিরূপা নীরপারূপিণীশ্বরী দেবী ।

যাহার প্রসাদে মূৰ্খ জন মহাকবি ॥

তার পাদপদ্ম বন্দো সেবিয়া সতত ।

প্রজ্ঞাপতি বন্দো শ্বেত বিহঙ্গমরথ ॥

শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বিভূষিত কর ।

বিহঙ্গনাথের নাথ বন্দো দামোদর ॥

ভূজগ পটহ কর বিশাল লগুড় ।

বৃষভবাহনে প্রণমহো পশিচূড় ॥

সিন্দূরে মণ্ডিত গণ্ড কুঞ্জরবদন ।

বন্দো গজমুখ নীললোহিত লোচন ॥

শরবনভব দেব ময়ূরবাহন ।

পূর্ণসুধাকর মুখ বন্দো যড়ানন ॥

দিবসাদিপতি শুভ বন্দো যমরাত ।

মোক্শহান কৈলে মাতা রাজবলহাট ॥

সকল বিফল তার অন্তস্তর চণ্ডীরে ।

সুরাসুর নর স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে ॥

হেম হৈম বিরচিত দেউল বিশাল ।

যথা দেবী বৈসে সর্বদেবতাবতার ॥

বন্দো বিশালাক্ষী দেবী গলে মুণ্ডমাল ।

ডাহিনে বন্ধিলু নন্দী বামে মহাকাল ॥

সমুখে ডামরসাই বীর হুহুমান ।

ক্ষেত্র জাটু বটু ঝাঁটু বন্দো বলরাম ॥

ঐরাবভারুচ শচীনাথ পুরন্দর ।

ত্রিদিব নগরপতি শচীর ঈশ্বর ॥

যার কণ্ঠে পারিজাতমালা জাহ্নগতা ।

রাত্রি দিবা সন্ধ্যাকালে [এক] নহে মলিনতা ॥

যেদ্রপ্রদক্ষিণে অবিরত পরকাশি ।

কমল কুমুদবজ্র বন্দো রবি শশী ॥

তার পাদপদ্ম বন্দো জোড় করি কর ।

কেবল ভরসা চূর্ণাচরণকমল ॥

তকতভারণ দিনরজনীর নাথ ।

বিহঙ্গনাথের জেঠ সুরস্বতাজাত ॥

প্রণমহো তার পদকমলযুগল ।

কেবল কুর্পর যার পৃথিবীমণ্ডল ॥

বাস্তলীমঙ্গল

পক্ষে যার বৈসে বিষ্ণু অমিতচরিত্র ।
 পুষ্পমধ্যে প্রণমহো পরম পবিত্র ॥
 গলিত তুলসীদল ভঞ্জে যেই জন ।
 অচিরান্তে হয় স্বর্গমর্ত্যের ভাজন ॥
 উদয়পর্বত গিরি হেম চিমাচল ।
 বন্দিলু নিবসে যথা দেবতা সকল ॥
 দশরথনৃপমুত শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
 ভবত শত্রুঘ্ন বন্দো সীতার চরণ ॥
 ভারতী কমলালয়া কৃষ্ণের যুবতী ।
 একত্রবাসিনী বন্দো সর্বলোকে গতি ॥
 ব্রহ্মাদি না জানে যার জলের কারণ ।
 ব্রহ্মকমণ্ডলু ভবরূপ নারায়ণ ॥
 নব শশী শিরোমণি শিরে নিবাসিনী ।
 বন্দো ভাগীরথী মহাপাতকনাশিনী ॥
 সরসিজাগনা সিজাতকনিবাসিনী ।
 বন্দো বিষহরি দেবী ভূজগজননী ॥
 কমলকাননভবা হরের হৃদিতা ।
 প্রণত জনেরে মাতা বক্ষিঃ সর্বদা ॥
 প্রথমে বায়ীক মুনি ব্যাস বন্দো শুক ।
 সত্য ত্রেতা ঋপার কলি বন্দো চারি যুগ
 নানা তীর্থ ক্ষিতিতলে বন্দো যথা তথা ।
 ভক্তি করিয়া বন্দো অনন্ত দেবতা ॥
 ডাকিনী যোগিনী বন্দো ধর্ম নিরঞ্জন ।
 পণ্ডিতে মণ্ডিত সভা বন্দো গুরুজন ॥
 বন্দিলু পণ্ডিত গদাধর ধুল্লতাত ।
 সুশিক্ষিত কৈল [৪] যত্নে দিয়া বস্তুজাত ॥
 স্নমেক লংঘিতে চাহি অলপ শক্তি ।
 সমুদ্রতরণে ভেলা বাঙ্ছিল হুম্বতি ॥
 অলংঘ্য স্নমেক গিরি অপার সাগর ।
 কেবল ভরসা দুর্গার চরণকমল ॥
 কলিকালে কথা যত পুরাণঘোষণা ।
 আচঘিতে হৈল মোর চঞ্চল ধিষণা ॥
 শুনিয়া প্রবন্ধ মনে বাঢ়িল সন্তোষ ।
 ক্ষেমিহ পণ্ডিত জন যদি থাকে দোষ ॥

সেই সভা নহে যথা না থাকে পণ্ডিত ।
 একচিন্তে শুন নর বাস্তলীর গীত ॥
 ত্রিপুরার গুণকথা জগতের হিত ।
 প্রবন্ধ তরুণ শিশু জন বিমোহিত ॥
 যার মতি রহে চণ্ডীর চরণকমলে ।
 রোগ শোক দারিদ্র্য না থাকে কোন কালে
 শাকে রস রথ [৭] বেদ শাস্ত্র গণিতে ।
 বাস্তলীমঙ্গল গীত হইল সেই হইতে ॥
 চণ্ডীর চরণে মতি পূর্বজন্মতপে ।
 পয়ার রচিয়া কথা কথিব সংক্ষেপে ॥
 ত্রৈলোক্যে না জানে কেহ দেবী প্রভাব ।
 শুনিলে দুর্গতি খণ্ডে ধনপুত্রলাভ ॥
 সুখ মোক্ষ পায় যদি করে ভাল সেবা ।
 পরিবার লইয়া সুখে বঞ্চে রাজি দিবা ॥
 জনক জননী বন্দো গুরু চরণ ।
 প্রণাম করিয়া বন্দো সমস্ত ব্রাহ্মণ ॥
 সুনারী সুনর ভঞ্জে নহে কুমিলন ।
 একভাবে পূজে যদি চণ্ডী চরণ ॥
 বিশ্রুতলে জন্ম পিতামহ দেবরাজ ।
 পিতা বিকর্তন মিশ্র বিদিত সমাজ ॥
 শ্রীযুত মুকুন্দ হারাবতীর নন্দন ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে করে ত্রিপুরাশ্রয়ণ ॥১॥

ত্রিপুরার তপস্তা ও ব্রহ্মচারিবশে শিবের আগমন

॥ বসন্ত রাগ ॥

দক্ষের হৃদিতা সতী হিমালয়ের ঘরে ।
 তবপত্নী জনমিলা মেনকাভঠরে ॥
 জন্মিঞা বিজয়া [৬ক] জয়া লৈয়া দুই সখী ।
 তপস্তা করিতে গেলা রাক্ষা শশিমুখী ॥
 তপ করে ভগবতী মহেশ ভাবিয়া ।
 ষাদশ বৎসর বনে পবন ভক্ষিয়া ॥
 পার্বতীর তপে স্থির নহে পশুপতি ।
 সত্বরে আইলা যথা বৈসে ভগবতী ॥

আচ্ছাদন কোপীন নমেককরমালী ।
 কুশ কমণ্ডলু হাথে হৈয়া ব্রহ্মচারী ॥
 ত্রিপুরা নিকটে হর বলে ত্রিলোচনে ।
 কমলমুকুরমুখী তপ কি কারণে ॥
 অসত্য না বল যোরে শুন শশিমুখী ।
 আমি তপস্বিনী বড় তোর হুঃখে হুঃখী ॥
 তপের কারণ তোর আমি নাহি বুঝি ।
 কিয়ে হেতু পতিবর মাগ শুন নগরি ॥
 অনবস্থ তহু কেহ মাগে স্বর্গবর ।
 উত্তম শরীর তোর স্বর্গে বাপঘর ॥
 পুরুষ রতন চাহে গর্ভ লোকে জানি ।
 রতন পুরুষ চাহে কোথাহ না শুনি ॥
 যুবতীরতন তুমি না করিহ লাজ ।
 যদি বা পুরুষ চাহ তপে কোন কাজ ॥
 প্রথম ঘোবন তোর হুঃখ নাহি সহে ।
 ধর্মের সাধন দেহ মুনিজন কহে ॥
 অশ্বিনীকুমার বিধি হরি পুরন্দর ।
 আর বা কেমন দেব ইচ্ছ প্রাণেশ্বর ॥
 বড়ুর বচনে বলে পরিহরি লাজ ।
 তপস্বিনী নারীরে জিজ্ঞাসা কোন কাজ ॥
 ব্রাহ্মণের বচন না লংঘে তপস্বিনী ।
 পুনরুজ্জি করি ইচ্ছি প্রভু শূলপাণি ॥
 ত্রিঞা দেবীর বাণী হাসে ব্রহ্মচারী ।
 রূপ গুণ জাতি কুল সকল বিচারি ॥
 শুন ল স্মৃতি নাহি বুঝি ভাল মন্দ ।
 ত্রিপুরাচরণে কহে আচার্য্য মুকুন্দ ॥০॥

হরনিম্ভা

॥ কামোদ রাগ ॥

গলে হাড়মাল হস্তে নুকপাল
 জনম গেল চাঁদ বর্যা ।
 প্রেত ভূত সঙ্গে বিভূতি মাখে রঙ্গে
 পাগল ধুতুরা খায়া ॥

সকল গুণহীন [৬] রূপে ত্রিনয়ন
 না জানি কোন জাতি জহু ।
 কাহার নন্দন বুঝি নে কি আছে ধন
 লাজট পুরাতন তহু ॥
 চল ল গুণবতি কে তোরে দিল মতি
 নাতিনী ছলে উপহাসে ।
 এ বোলে করি ভর তপস্তা নিরন্তর
 যুগল সখী ছুই পাণে ॥
 ক্রকুটী করি নাচে প্রতি জন নাছে
 ভিক্ষা মাগে দেশে দেশে ।
 ইচ্ছিলে ভাল বর শ্রমানে যার ঘর
 সুনারী ভঞ্জে কুপুরুষে ॥
 ধুস্তর ফুল কানে সন্তোষ বিষপানে
 কখন পরে বাঘছাল ।
 হৃদয় বিরষণ সুরভিনন্দন
 বাহন শিরে জটাতার ॥
 ব্রাহ্মণ বুদ্ধে সহি কি জানি কি কহি
 সুনীঞা প্রভুতিরস্কার ।
 বড়ুরে প্রতিষেধ করহ সখী ক্রত
 মন্দ বলিবেক আর ॥
 জে বলে মহাজনে মন্দ যে বা শুনে
 তাহার পাপ দূর নহে ।
 ত্রিপুরাপদস্থল- কমল মধুকর
 মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

হরের নিজরূপ ধারণ ও হিমালয়ের
 নিকট গৌরীর বিবাহ প্রস্তাব

॥ পয়ার ॥

ব্রাহ্মণের বদনে প্রভুর নিন্দা শুনি ।
 তপের কানন তেজে নগের নন্দিনী ॥
 মরালগামিনী রামা যার পদে পদে ।
 হাথ দিয়া ব্রহ্মচারী আগলিল পথে ॥
 শশিমুখী বলে বড়ু কি রূপ তোমার ।
 আমি তপস্বিনী নারী ছাড় ছুরাচার ॥

বাণুলীমঙ্গল

তোমায়ে জানিল আমি কপট ভপন্বী ।
 কাননে ভুলিলে তুমি দেখিয়া রূপসী ॥
 হরিনাম কর বৃথা হাথে জপমালা ।
 বাহিরে লঙ্কত ভাণ্ড ভিতরে মদিরা ॥
 দেবীর বচনে উচ্চ বলে ব্রহ্মচারী ।
 আমি ত্রিনয়ন শিব ত্তন প্রাণেশ্বরী ॥
 তুমি ভূতনাথ দেব আমি নাহি জানি ।
 আপন মুরতি যদি ধর শূলপাণি ॥
 চণ্ডীর বচনে ব্রহ্মচারী বেশ ছাড়ে ।
 আপনার কণ্ঠ উজ্জ্বল কৈল ছাড়ে ॥
 হাতে নৃকপাল ধুস্তর ফুল কানে ।
 [৭ক] বিভূতি ভূষিল সকল অপঘনে ॥
 সুরনদী হিণ্ডির ধবল কৈল জটা ।
 ললাটে উইল চাঁদ চন্দনের ফোঁটা ॥
 মলয় পবন বহে ডাকয়ে কোকিলী ।
 কান্ধে রাখে মনোহর সিঙ্গা সিদ্ধমূলি ॥
 মকরকুণ্ডল কানে ঘন মুখে হাসি ।
 চঞ্জিকা প্রকাশে যেন পূর্ণিমার শশী ॥
 রূপে ত্রিভুবন মোহে দিতে নাহি সীমা ।
 উরিল রুচির কণ্ঠে গরল কালিমা ॥
 পরিল বাঘের ছাল হৃদয়ে বাণুকি ।
 বল্লভ উপরে ত্রিনয়ন পঙ্কমুখী ॥
 জিশূল ভূষিত ভুজ ডমরু বাজায় ।
 পথে আগলিল গৌরী দেব মহাকায় ॥
 তুমি প্রাণনাথ অরহর ত্রিনয়ন ।
 আমার পিতার ঠাঞি কর নিবেদন ॥
 বসিষ্ঠে ডাকিল দেব কুবেরের মিত ।
 উরিল। বসিষ্ঠ মুনি যুবতী সহিত ॥
 মূনিরে পুজিয়া দেব বলে শূলপাণি ।
 বিভাহ করিব আমি নগের নন্দিনী ॥
 চল মহাশয় মুনি হিমালয়ের ঠাঞি ।
 উত্তম জনের কথা ব্যাভিচার নাঞি ॥
 হিমালয়ের ঠাঞি মুনি দিল দরশন ।
 মূনিরে পুজিয়া গিরি দিলেক আগমন ॥

শুন মুনি মহাশয় তুমি সৰ্ব্ব জান ।
 কি হেতু আমার গৃহে করিলে পয়ান ॥
 মুনি বলে শুন নগ নগের প্রধান ।
 মহাদেবে কর তুমি গৌরীকল্পানন ॥
 তোমার আদেশ ভাল বলে হিমালয় ।
 [৭] শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাবিজয় ॥০॥

গৌরীর অধিবাস

॥ মল্লার রাগ ॥

গৌরী বিভা দিব হরে শুভ ক্ষণ বেলা ।
 বাহিরে বাঙ্ছিল গিরি রতন ছান্দলা ॥
 জানাজানি কৈল হিমালয় প্রতি ঘরে ।
 জ্ঞী পুরুষে ধাওয়াধাই সকল নগরে ॥
 নানা শব্দে বাজ বাজে জয়শব্দ তেরী ।
 আনন্দিত হইল লোক নগনূপপুরী ॥
 সুরঙ্গ বসন পরে রত্নের কুণ্ডল ।
 ললাটে সিন্দূর কার নয়নে কজ্জল ॥
 সধবা বিধবা নারী লমে নানা স্তখে ।
 কেহ কাঁখে করি চুমু দেই শিশুমুখে ॥
 কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গীত
 মঙ্গল উচ্চারে কেহ যুবতী সহিত ॥
 কেহ পরিহাসে হলদিজল ছলে ।
 যুবতীজনের দেই নিতম্ববসনে ॥
 শিশু বৃদ্ধ তরুণ ত্রিবিধ জনে মেলা ।
 গুয়া পান লয় একে একে খই কলা ॥
 কস্তুরী চন্দন গন্ধ কুঙ্কুমের খেলা ।
 বিভাহের কালে যত অবলা প্রবলা ॥
 অধিবাস কৈল গুহ নগের ঝিয়ারি ।
 নান্দীমুখ যথাবিধি কৈল হেমগিরি ॥
 মহেশ বসিব স্তখে গৌরী দিব দানে ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

গৌরীর গাত্রহরিজ্ঞা

॥ মঙ্গল রাগ ॥

যতেক যুবতীগণ হইয়া হরষিত মন
জল সাহে দিয়া জয়ধ্বনি ।
কক্ষে করি হেমবারা কণ্ঠে দিয়া পুষ্পঝারা
ঘিরদগামিনী নিতম্বিনী ॥
পঞ্চযরে গায় গীত ঘরে ঘরে উপনীত
রাথে ঘট আলিপনা দিয়া ।
নানা[৮ক] পরিপাটী করি আসিয়া গৃহের নারী
জল দিল তখি উভারিয়া ॥
লগাটে সিন্দূর দিল নয়নে কঙ্কল আর
কপূর তাঘুল দিল ভুঞ্জে ।
শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বেনি দগড় কঁাসর ধ্বনি
মুদঙ্গ পটহ সানি বাঞ্জে ॥
গৃহে আসি রামাগণ করে পড়া মঙ্গলন
ঘরে হইতে অধিকারে আনি ।
চারি দিগে চারি কলা পুখুরের মাঝে শিলা
তত্পর বসিল ভবানী ॥
জয় জয় উচ্চারণ অঙ্গে দেই উদ্‌বর্তন
কেহ কেহ জল ঢালে শিরে ।
বসন পরিল গৌরী সূত্র দিয়া বেচে নারী
নানা বেশ করে লইয়া ঘরে ॥
ঔষধ বাটিল নারী বরিবারে জিপুরারি
সাজিয়া লইল হেম খালা ।
জিপুরাচরণ আশে কবিচন্দ্র যধু ভাষে
রক্ষ দেবী সর্বমঙ্গলা ॥০॥

হরের রূপদর্শনে খেদ

॥ জাতি ছন্দ ॥

গৌরীর বিবাহে রামা হরষিত হইয়া ।
শ্রেণিত পেষিত বাটিল মৌষধি
বজ্জু শর্করা দিয়া ।
কুঞ্জরগামিনী যতেক রমণী
ভুঞ্জেতে ভেবজ ডালা ।

বরিতে শঙ্কর

চলিলা সত্বর

নিকটে উপনীত ভেলা ॥

ভুজপরি ভোজ্য যতেক শঙ্ক
নিছিয়া পেলই রঙ্গে ।
মুকুটে মৌষধি মোক্ষতা যুবতী
ঘিচরণ চলই তঙ্গে ॥
গোত্রবর্ণপতি গন্ধে ছোটই
হরিভুজ ন খসই ছাল ।
জুহুটিত নেত্রে বিভূষিত গাত্রে
হৃদয়ে অস্থিক মাল ॥
শিরোপরি গন্ধ গৌরী আধ অঙ্গ
ত্রিশূল ডিঙিম ভুঞ্জে ।
পেখি দিগম্বর মহিলামণ্ডল
বদন লুকাঅহি লাজে ॥
ভুজঙ্গ মারে ছো না সঘরে কো
[৮] নারী অতিরথ ছোটে ।
কিঙ্কণী কঙ্কণ ঠেকাঠেকি বঙ্কন
কেহ কোথা পড়ে উঠে ॥
অম্পিত বসনা মিলিত রসনা
হৃদয় মারল ভুজ ।
জামাতা লাঙ্গল দেখিয়া বিকট
সর্বজ ভাবহু দুঃখ ॥
ভেজ্জত নাটকী হাসত মুচকি
কেবল নারদ তথ ।
শৈলসুতাপদ অঙ্গে মনোমত*
ভুজ ভনই কবিচন্দ্র ॥০॥

মেনকার খেদ

॥ মঙ্গল রাগ ॥

গলায় হাড়ের মাল জটা ধরে শিরে ।
কিলি কিলি করে সাপ জটার ভিতরে
ধুস্তর কুম্ম কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল ।
বিভূতি ভূষণ অঙ্গ বজ্জিত অঘর ॥

১। পুথিতে—‘অঙ্গে ময়ম’

বাণুলীমঙ্গল

আইমা মা আল খিয়ে বিধাতা ছুরত ।
 গৌরীর কপালে ছিল যুগী অরা কাস্ত ॥
 বাস্তার নন্দন কিবা হেন মনে বাসি ।
 কোথা হইতে আইল বুঢ়া কুণ্ড তপস্বী ॥
 ঘটাইয়া দিল যেবা এমত কুকাঙ্গ ।
 অবস্তা তাহার মুণ্ডে পড়িবেক বাঙ্গ ॥
 না হউক বিবাহ গৌরী থাকু অবস্থিতা ।
 হেন বরে বিবাহ দেই দাক্ষণ তোর পিতা ॥
 আল বুক মরোঁ মরোঁ হেথা আইস গৌরী ।
 জনক জননী আজি তোরে হইল বৈরী ॥
 লাক্ষট দেখিয়া হরে বলে আইয়গণ ।
 শুনিঞা মেনকা দেবী জুড়িল ক্রন্দন ॥
 মহেশের তত্ত্ব সবে জানে ভগবতী ।
 কবিচন্দ্র বিরচিল মধুর ভারতী ॥০॥

মেনকার খেদে গৌরীর দুঃখ

॥ কোঁ রাগ ॥

দেখ গ সুবতিগণ বিধি বড় নিদাক্ষণ
 কি করিব বল না ভারতী ।
 বিবৃত্তি মাথিয়া গায় অরা তম্ব অতিশয়
 ঐ শিব গৌরার পতি ॥
 গলায় বাঙ্কিয়া গৌরী হইমু যে দেশান্তরি
 বেন বিভা না করে মহেশ ।
 ছাড়িয়া গৃহের আশ করিব কাননবাস
 এই কথা কহিলু বিশেষ ॥
 জৈলোকানন্দরী গৌরা বর কেন যুগী বুঢ়া
 এত দুঃখ সহে মোর প্রাণে ।
 করিয়া গরল পান তেজিব আপন প্রাণ
 যেন আমি না দেখি নয়নে ॥
 বুগল নয়ান খাইয়া সধক করিল গিয়া
 এত দুঃখ দেই তোর বাপ ।
 তোমার বালাই লইয়া অগে প্রবেশিব গিয়া
 তবে সে খণ্ডিব মোর তাপ ॥

[৯ক] আগে বাপ দেখে বর তবে ধন কুল ধর
 আর যত তার অম্ববন্ধ ।
 যদি দোষ থাকে বরে কি করিব কুল ধরে
 এই কথা বিধির নিবন্ধ ॥
 ঘটক বশিষ্ঠ মুনি কুচেষ্টা করিল কেনি
 ধীর হইয়া হইল কুমতি ।
 বর্ণের নির্ণয় নাঞি কাহারে কহিব মুঞি
 বর আন্তা দিল বুযপতি ॥
 পঞ্চম বৎসরের কালে তপস্তা করিতে গেলে
 ক্রমে হইল দ্বাদশ বৎসর ।
 ধাতাব দাক্ষণ মতি বুঝিতে নারিল গতি
 পুত্ৰপতি তোরে দিল বর ॥
 শুনিয়া মায়ের কথা ক্রমে লাগিল ব্যথা
 প্রভুনিলা সহিতে না পারি ।
 ক্রমে চিস্তে নাবাংয়নী নারদে ডাকিয়া আনি
 কবিচন্দ্র রচিল মাধুরী ॥০॥

হরের স্বরূপ প্রকাশ

॥ পয়ার ॥

নারদে ডাকিয়া বলে অচলনন্দিনী ।
 সমুচিত রূপ ধর প্রভু শূলপাণি ॥
 বিবাহের কালে এত নহে ত উচিত ।
 ধরি মনোহর রূপ পালহ পীরিত ॥
 নারদের বচনে প্রভু দেব অরহর ।
 ইঙ্গিতে ধরিল রূপ কামিনীমনোহর ॥
 দ্রব্যত নয়নে আসি দেখিল মেনকা ।
 শরতের চন্দ্র বেন সম্পূর্ণ চন্দ্রিকা ॥
 জামাতার রূপ দেখি পড়ি গেল ধলেক ।
 রডারডি যায় রামা চুল নাহি বাকে ॥
 আইস আইস রামাগণ দেখ গ জামাতা ।
 সফল জঠরে আমি ধরিল ছুহিতা ॥
 মদনমোহন কিবা জামাতার রূপ ।
 আইস আইস আইয়গণ দেখ গ স্বরূপ ॥

মেনকার বচনে সন্তে দিল দরশন ।
 দেখিল শিবের রূপ জিনি জিহুবন ॥
 মুকুন্দা পড়িল যত দেখিল যুবতী ।
 হৃদয়ে কুসুমবাণ হানে রতিপতি ॥
 ধীরে ধীরে যায় রামা রূপ নিরক্ষিয়া ।
 সন্তে মরি হরগৌরীর বালাই লইয়া ॥
 দেখিয়া হরের রূপ যতেক অবলা ।
 আঁখি ঠারাঠারি করে হৃদয় চপলা ॥
 যেন হান্তি তেন সরি বিধির ঘটন ।
 চামি মরকত যেন অভেদ মিলন ॥
 হর হরি আরাধন কৈল ভাগ্যবতী ।
 তে কারণে বিধি হেদে দিলেন পুপতি ॥
 তরুণ যুবতী [২] যত বৃদ্ধ জনে মেলা ।
 একে একে রামাগণ খায় মনকলা ॥
 বিরচিল কবিচন্দ্র ত্রিপুরার বরে ।
 মনকলা খায় রামা দশম অক্ষরে ॥০॥

ঘুরেতে তেয়াগিয়া রত্ন ।
 পরিতোষে আনি তবে গজ ॥
 তবে সে পুরমে মোর আশ ।
 হা হা বিধি করিল নৈরাশ ॥
 যখন ছিলাম বাপঘর ।
 কোথা ছিল হেন পোড়া বর ॥
 অনঙ্গ আনলে সন্তে বলে ।
 কুমারের পোয়ান যেন জ্বলে ॥
 নিবারিল সন্তে চিত ।
 বরিতে চলিল তুরিত ॥
 মেনকা লৈয়া যত সখা ।
 শিবের সমুখে দিল দেখা ॥
 অধিকাচরণে দিয়া মতি ।
 কবিচন্দ্র কহে স্তোত্ররতী ॥০॥

হরবরণ

॥ মঙ্গল রাগ ॥

গৌরীর খেদ

॥ একাবলী ছন্দ ॥

তরুণী যতেক রামা বলে ।
 তপস্তা করিব সিদ্ধজলে ॥
 তবে যদি না পাই জ্বিনয়ন ।
 তবে সন্তে তেজিব জীবন ॥
 তখনি কথিল যুবা নারী ।
 জনক জননী হৈল বৈরী ॥
 হেন বর ছিল যদি দেশে ।
 তবে বাপ না কৈল উদ্দেশে ॥
 বিবাহ না দিল হেন বরে ।
 বজ্র পড়ুক তার শিরে ॥
 যখন ছিলাম অবস্থিতা ।
 যুগল নয়ন খাইল পিতা ॥
 তখন কথিল বৃদ্ধ জন ।
 পুনরপি নেউটুক যৌবন ॥

মেনকা বরিল শিবে পায় দিয়া দধি ।
 দেউটা জ্বালিয়া ফিরে সকল যুবতী ॥
 গলায় ঘউর দিয়া ফিরে যথাবিধি ।
 মহেশ্বরের মুকুটে হাসিল কলানিধি ॥
 রতনে ভূষিল গৌরী কলশোতনিভা ।
 উচ্চায়ে মঙ্গল যত সখা বিধবা ॥
 অঙ্গনে সানন্দ যত কহাবরব্রজ ।
 ভুবনমোহন রূপ বুধে বুধব্রজ ॥
 সিংহপৃষ্ঠে ত্রিপুরা বিভূজে নাগদল ।
 চারি দিগে চারি রত্ন প্রদীপ উজ্জ্বল ॥
 ধরিলেক অন্তর্যমি স্তম্ভ কণ পাইয়া ।
 সমীরণ বেগে সিংহ যায় বইয়া বইয়া ॥
 প্রদক্ষিণ সাত বার দুই হাত বুকে ।
 সুচাইল অন্তর্যমি শিবের সমুখে ॥
 পাক দিয়া পেলো পান উর্দ্ধ দুই ভূজে ।
 হরগৌরীর বিবাহে সকল দেব নাচে ॥

ত্রৈলোক্যমোহিনী [১০ক] দেবী বুঝে পরিপাটি । সগুড় চাউলি পেলেন যত বিজ্ঞাধরী ।
 ছুই কর্ণে তুলি দিল চিরাতের কাঁটি ॥ মধুকবকোলে কেলি করে মধুকরী ॥
 হরিল ছুঁহার মন নাচনে নাচনে । নারদ কথিল কুপা কর সর্বজনে ;
 মালা দিয়া ভগবতী বরে ত্রিলোচনে ॥ মার্জ্জিল কন্দল রে বিলয় স্তম্ভা পানে ॥
 বিবিধ ঔষধ দিল মুকুটে মথিয়া । ধন্ত হিমালয় গিরি ধন্ত সে মেনকা ।
 নারিকেল পিয়ে প্রভুব নুকে হাথ দিয়া ॥ কোটা চান্দমুখ বরে গৌরী দিল বিভা
 নায়েকে চামুণ্ডা চণ্ডী করিবে কঠ্যাণ । ধনি ধনি করে যত উরুসী গণিকা ।
 তোমার প্রসাদে হউক ধনপুত্রবান ॥ অস্তরে হরিশ হইল শুনিঞা মেনকা ॥
 নমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী । বেদযজ্ঞ পড়ে শুক কোলে ভগবতী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া দৈবী ॥০॥ হলহলি দিল আসি সকল যুবতী ॥

হর-গৌরী-বিবাহ

॥ কামোদ রাগ ॥

মধুর মাদল বাজে ছন্দুড়ি দিমি দিমি । দক্ষিণা সন্তোষে বিজ্ঞ পড়ে শুভ বেল ।
 গৌরী মছেশে দুহেঁ করিল ছামনি ॥ যে বচনে সকল দারিত্র্য ছুঃখ ভেল ॥
 প্রেত ভূত পিচাস সঘনে পেলেন চেলা । ক্ষীর ভোজন করে মহেশ শঙ্করী ।
 উরিল নারদ মুনি কন্দলমেখলা ॥ অথৈ পুষ্ট গেল যত নগরে নাগরী ॥
 হুড়াহুড়ি মারামারি কত্তাবরণে । পুষ্পের শযায় হর ত্রিপুরা সহিত ।
 ব্যাকুল বসিষ্ঠ মুনি কন্দল মার্জ্জনে ॥ শ্রীযুত মুকুন্দ কহে বাণুলীর গীত ॥০॥

প্রথম পালা সমাপ্ত ॥

হরগৌরীর পুত্রলাভ ও সংসারে অনটন

॥ ছন্দ ॥

[১০] দেখিয়া প্রভাত কালে হবগৌরীর মুখ ।
 স্নবর্ণ কঙ্কণ কেহ দিলেক যৌতুক ॥
 শস্তুরচরণে হর করিয়া বিদায় ।
 বিদায় হইয়া হর নিজ গৃহে যায় ॥
 কথ দিন ভগবতী মহেশ সহিত ।
 প্রসবিলা ছুই পুত্র দেবতার হিত ॥
 কেহ স্তন পান করে কেহ বৈসে কোলে ।
 হাসি হাসি চুমু দেই বদনকমলে ॥
 হাসে নাচে ঘরে বুলে ছাওয়াল যুগল ।
 ঘরে ভাত নাহি গৌরী আরম্ভে কন্দল ॥

স্তন লে। বিজয়া জয়া বল ত্রিলোচনে ।
 কোপাহ না যায বুঢ়া বস্তা থাকে কোণে ॥
 প্রভাতে ভাতেরে কান্দে যুগল ছাওয়াল
 প্রতিদিন কত আমি করিব উদার ॥
 উদার করিলে সখি শোধ নাহি যায় ।
 কি করিব কহ সখি বল না উপায় ॥
 গৌরীর বচনে বলে দেব অরহর ।
 উগরে পীযুষকণা যেন স্ন্যাকর ॥
 আজিকার মত প্রিয়ে করহ সফল ।
 প্রভাতে আনিঞা আমি শুধিব সকল ॥
 মহেশবচনে গৌরী রন্ধনে দিল মন ।
 ইজিতে রাঙ্কিল অন্ন অমৃত ব্যঞ্জন ॥

ভোজন করিয়া শোএ শয়নের গৃহে ।
রজনী হইল শেষ কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

হরের ভিক্ষা

॥ মালগী ॥

বাষছাল পরি কুণ্ডল কাল ।
পূর্ণ অধাকর ভরলি ভাল ।
শূন্যনাথ গলে ত্রিশূল হাথ ।
ভিক্ষে চলে নগনন্দিনীকাত ॥
দিমি দিমি দিমি ডমরু বায় ।
বুধে চাপি হর মন্থর যায় ॥
পাকিল বিষু মধুর হাসি ।
ললাট মাঝে উয়ে নব শশী ॥
জাগে যেন হইল প্রভাত কাল ।
তণ্ডুলপাত্র লগে চলে খাল ॥
যার ঘরে শিব পুরে শূন্যনাথ ।
স্বর্গে নাচে তার পুরুষ সাত ॥
ভিক্ষা দেই কেহ [১১ক] শিবের খালে ।
যমের দায় নাহি কোন কালে ॥
ভিক্ষা কৈল দেব বলদকেতু ।
শুগল নন্দন সন্তোষ হেতু ॥
সত্বর চলিলা আপন গৃহে ।
ত্রিপুরাচরণে মুকুন্দ কহে ॥০॥

ভিক্ষাশেষে হরের প্রত্যাবর্তন

॥ মল্লার রাগ ॥

শুন গো জননি বাজে ডমরু ।
আমার বাপ আইসে তব গুরু ॥
হুই ভাই গণ ময়ূরনাথ ।
করতালি দেই বাজার হাথ ॥
অস্থলি দেখায় বুচায় হুঃখ ।
হাসি হাসি পেখে মায়ের মুখ ॥
গৌরীপতি নব চন্দ্র ললাটে ।
উপনীত হইল গৃহ নিকটে ॥

পঞ্চস্বরহর ডমরু হাথ ।
তেজিল বলদ বলদনাথ ॥
জীবননাথেরে দেখিয়া গৌরী ।
সম্মুখে উঠে হাথে জলবারি ॥
চরণের ধূলি বিনাশিল জলে ।
আসন আনি দিল বসিবারে ॥
আমোদিত কৈল গায়ের বাসে ।
বসিল শঙ্কর গৌরীর পাশে ॥
মুকুন্দ কহে স্থলি এড়ি কাছে ।
দেখি দেখি বাপু কি আনিঞাছে ॥০॥

কার্ত্তিক ও গণেশের অন্ন কাড়াকাড়ি

॥ গৌরী রাগ ॥

দেখ মাই মোরে কিছু নাই দেই ।
একেলা গণেশ সকলি লেই ॥
সর্প ঋতিমুখ সঙ্গে সেনানী ।
স্থলি বাড়ি হাসে পিনাকপাণি ॥
তিলের মোদক রম্ভার ফল ।
কাড়াকাড়ি ছুই হাসি বিকল ॥
হাথ পাঁচ কায় দেখিতে ধর্ম ।
চারি ভূজে লোটে না ছাড়ে দর্প ॥
অভূজে যুঝে অপর ভূজে খায় ।
ষড়মুখ দেব ঘন ডাকে মায় ॥
অচলনন্দিনী গগনকেশ ।
হুঁহে বলি পুত্র শুন সুরেশ ॥
ইন্দুরত্নমুরনাথ গণেশ ।
অমুখ ভাইরে কিছু দেহ শেষ ॥
তণ্ডুল দেখি অধাকরমুখী ।
হাসি গালে হাথ চকোর ঝাঁপি ॥
কবিচন্দ্র কহে শুন হে নাথ ।
যতনে হয়ে আজিকার ভাত ॥০॥

গৌরীর পিতৃগৃহগমনোচ্ছা

[১১] ॥ পঠমল্লারী রাগ ॥

লোকে বলে ভাল যৌবন উজ্জল
পরম স্নান্যরী গৌরী ।

আজ্ঞাকর্ষফলে সুস্বামী পাগলে
 বুঢ়া জনমজ্জিতারী ॥
 চল রে নন্দ যাইব নাইয়র
 কি মোর ঘরকরণে ।
 অন্নহীন জনে শাস্তি নাই মনে
 কন্দল রক্তনী দিনে ॥
 কেশরী শাদুল ইন্দুর ময়ূর
 বলদ আমার গৃহে ।
 আর ফণিবর সতে স্বতন্তর
 কার বশ কেহ নহে ॥
 যুগল নন্দন এক ষড়ানন
 আওর কুঞ্জরমুখ ।
 পঞ্চমুখ প্রভু মীনকেতুরিপু
 সকল বিরূপ হুঃখ ॥
 নন্দী কহে বাণী স্তন নারায়ণি
 না যাইহ পিতৃঘরে ।
 অচলনন্দিনী হরের ঘরণী
 কে তোমা চিনিতে পারে ॥
 জনপদ যত হইব এমত
 আসা তেজ পিতৃবাসে ।
 স্থজিলে সংগার যত চরাচর
 স্ননিঞা চণ্ডিকা হাসে ॥
 যে সহে সে বড় অভিযোগ ছাড়
 ভক্তজনে কর দয়া ।
 ত্রীযুত মুকুল রচিলা প্রবন্ধ
 সকলি তোমার মায়া ॥০॥

নারদ কর্তৃক পাশাখেলার পরামর্শ দান
 ॥ মল্লার রাগ ॥

নারদ আসিয়া খণ্ডায় হুঃখ ।
 পুরিজন মেলি হস্ত কৌতুক ॥
 নাটকী ভেজান আইল মুনি ।
 উপনীত যথা হয় ভবানী ॥

হাসিতে হাসিতে বলে নারদ ।
 বাপে ঝিয়ে আজি কেন বিরোধ ॥
 লজ্জায় অধিক। গেলেন ঘর ।
 নারদ শুড়িল নাটকী শর ॥
 মহেশ্বরে বলে নারদ মুনি ।
 ছুই জনে আজি কন্দল কেনি ॥
 নিবেদন করি স্তন হে বোল ।
 অন্নের তরিতে কেন কন্দল ॥
 ভূমি নাহি জ্ঞান অচলকি ।
 উঁহি থাকিতে বা অন্নের কি ॥
 নানা রত্ন আছে উঁহার অঙ্গে ।
 পাশা খেলাইয়া জিনিহ রঞ্জে ॥
 একত্র বা মাত্র জিনিঞা লবে ।
 কত কাল অন্ন বসিয়া থাকে ॥
 [১২ক] মুনিবর কহে তত্ত্ববিশেষ ।
 বড় প্রতিআশে যায় মহেশ ॥
 ছুই জনে স্তন হস্ত কন্দল ।
 মুকুল কহে বাণুলীমঙ্গল ॥০॥

গৌরীর নিকট শিবের পাশাখেলার
 অভিপ্রায় জ্ঞাপন
 ॥ গৌরী রাগ ॥

নিবেদন করি স্তন লো গৌরি ।
 রোষ না করিলে বলিতে পারি ॥
 অনেক দিবস মনের আশা ।
 আজি ছুই জনে খেলিব পাশা ॥
 প্রভুর বচনে বলে ত্রিপুরা ।
 নিশ্চয় বিজয়া ধরিল পাশা ॥
 চরণে পড়হঁ চল ভাঙড়া ।
 কাটা যায় কত লোন চোবড়া ॥
 আল আল জয়া হেদে শো স্তন ।
 ঘরে ভাত নাহি রন্ধেতে মন ॥
 ছি ছি লাজ নাহি তোমার মুখে ।
 পাশা খেলাইবে কেমন স্নখে ॥

দিনের সঞ্চল মিলাইতে নার।
 পাশা খেলাবারে ভাল সে পার ॥
 নাহি হও বাম স্তন লো প্রিয়ে।
 অবশ্য পাশা খেলাব ছুই ॥
 হাসিতে হাসিতে বলিলা গৌরী।
 যদি হার তবে তোমার কি করি ॥
 হারিবে প্রভু না ছাড় মায়া।
 টিটিকারি দিব জয়া বিজয়া ॥
 গিরিজাবচনে গিরিশ বলে।
 হারি জিনি আছে খেলার কালে ॥
 দেখিব চাতুরি আমার ঠাঞি।
 আমি গ খেলা জানি গ নাঞি ॥
 পণ কর ছুই পাত্তিব খেলা।
 মনে মনে হাসি সর্বমঙ্গলা ॥
 ত্রিপুরাচরণে মুকুন্দ ভাবে।
 জয়া বিজয়া রহে দাহুড়ি আশে ॥০॥

হরগৌরীর পাশাখেলা

॥ কামোদ রাগ ॥

বলে ত্রিলোচনী যদি হারি আমি
 গায়ের ভূষণ দি।
 যতপি খেলিবে স্তন সন্নাশিবে
 হারিলে তোমার কি ॥
 কহে ত্রিলোচন যদি তুমি জিন
 আজি ছুই করি কেলি।
 স্তন মোর পণ ডমরু বাজন
 সিঙ্গা শূল কাঁধা ঝুলি ॥
 মহেশ শ[১২]করী ছুই খেলে সারি
 রচিয়া হীরার পাটী।
 নন্দী মহাকাল দশদিগপাল
 সাক্ষী আর যত চেটী ॥
 দশ দশ দশ ডাকে ভবকেশ
 বারচর গোঞ্জে খেলে।

মানসের হুখে পাটী ঘষ বৃকে
 পাঁচনি চৌবন্ধ পেলে ॥
 হাথে করি সারি বলে ত্রিপুরারি
 আজি এক ছুই কাট।
 ছুই চারি করি ডাকে শিবনারী
 ছয়া চারি হৈল নাট ॥
 সাতা ছয়া চারি ডাকে ত্রিপুরারি
 ত্রিপুরা পেলিল বিহ।
 পড়িল ছুতিয়া শুধাইল ছিয়া
 হারিল বলদকেতু ॥
 ঝাঁধি ঠার দিয়া সখীরে পাঁচিয়া
 শিবীর ঈশ্বর মাতা।
 বাজন ডমরু সিঙ্গা আর ত্রিশূল
 কাড়ি নিল ঝুলি কাঁধা ॥
 বুদ্ধি হইল লোপ শিবে বাটে কোপ
 বলে পাশা আর চাল।
 ভিক্ষার কারণ চলিব সকাল
 জিনি লহ বাণছাল ॥
 পাশা কর দূর স্তন হে ঠাকুর
 সন্তোকার আছে কাজ।
 তুমি ভূতনাথ স্তন মোর বাত
 হারিলে পাইবে লাজ ॥
 চাল পাত্তি ভুবি পাটী ঘষে দেবী
 ক্রমে দশ ছুই চারি।
 সাতা বিহুবিহু পেলে ভগবতী
 পাঁচনি করিলা সারি ॥
 বারে বারে পেলে বামঞ্চ ছুতিয়া
 হারিলা লাক্ষণ মৌলি।
 আছাড়িয়া পাটী ছাড়ে মহেশ্বর
 মুচকি হাসিল গৌরী ॥
 আমরু দিবস আছে গৃহদোষ
 পশ্চাত্ত নিবসে কাল।
 হারিয়া শঙ্কর দেব নিগধর
 ছাড়িল বাঘের ছাল ॥

পাশা ছাড়ি যান করিল ভোজন
ভিন্ন কভু হুই নহে ।

ত্রিযুত মুকুল রচিলা প্রবন্ধ
চণ্ডিকার লোষ সহে ॥০॥

শিবের পরাজয় ও শিবদুর্গার পরিহাস
॥ নুই রাগ ॥

অমৃত সমান ভাব শিবদুর্গা পরিহাস
কুতূহলে শুন সর্বজন ।

[১৩ক]শব্দ হারিয়া পাশা ছাড়িল সকল ভূষা
দিগদ্বর হইল ততক্ষণ ॥

দিগদ্বর প্রাণপতি আনন্ডিত ভগবতী
জিজ্ঞাসিতে করে অমুবন্ধ ।

জানয়ে বিবিধ কলা চতুর বিজয়ামালা
বচনে পাতিয়া যায় ছন্দ ॥

কেবা তুমি কহ মোরে কিবা কাজে হেথাকারে
পরিচয় দেহ দিগদ্বর ।

বলে শিব আমি শূলী শুন গো তোমায়ে বলি
পরিচয় করিহু গোচর ॥

বলে দেবী সুলোচনী চিকিৎসক নহি আমি
চলি যাহ ভিষক আগার ।

আছে যদি শূলব্যাধি ঔষধ করহ বিধি
যাহাতে পাইবে প্রতিকার ॥

শুন গো অবলা বাল্য মধুতে মধুতা ভোলা
স্বাগু আমি তুমি নাহি জান ।

অধিকা করিল আশ্রয় স্বাগু পদে বৃক্ষ সংজ্ঞা
গৃহমাঝে ঝট গাছ কেন ॥

শুন গো প্রমুগ্ধা কাষ্ঠা মনে না করিহ চিন্তা
নীলকণ্ঠ আমার খেয়াতি ।

চণ্ডী প্রকাশিল তুণ্ড শিখিপদে নীলকণ্ঠ
কেকাবাণী ডাক স্তম্ভরতী ॥

হিমালয়সুতাধর তোমায়ে কি বলিব আর
পশুপতি কহিল নিদান ।

শুনিলো প্রভুর বোল চণ্ডী হাসি উত্তরোল
এত তুমি পাইলে সন্ধান ॥

যদি তুমি বৃষেশ্বর তৃণাহারী বনচর
শূন পৃচ্ছ চারি চরণ ।

তবে কেন হেন গতি কোথা আছে নিজাকৃতি
কহ মোরে ইহার কারণ ॥

হারিয়া চণ্ডীর ঠাঞি পূর্বপক্ষ আর নাঞি
লজ্জায় মলিন ভোলানাথ ।

বসিয়া চণ্ডীর পাশে জয়া বিজয়া হাঙ্গে
চাক্ষুর্বাণি বদনেতে হাথ ॥

অনঙ্গ তরঙ্গ সঙ্গ সধরিতে নারে অঙ্গ
ভঙ্গ দিয়া যায় পঞ্চজনে ।

অধিকা জাঁখির ঠারে কহিল সখীর তরে
প্রভুরে রাখিহ হুইজনে ॥

দেবীর আদেশে সখী শিবেরে ধরিয়া[১৩]রাখি
শিব তবে নৃজিল উপায় ।

ধরিয়া দুর্গার হাথে সংযোগ করিয়া মাথে
বলে ব্রীড়া সনে বরদায় ॥

পরিহার করোঁ তোরে বাঘছাল দিবে মোরে
শুন ষড়াননের জননি ।

চণ্ডিকা বলেন প্রভু এ কথা না কহ কভু
ছাড়িয়া না দিব ছালখানি ॥

বৃষভ ডমরু খাল কাঁধা কুলি অস্থিমাল
শেষ শিলা শূল আভরণ ।

এ সব অবধি দিল অবিচারে লৈয়া চল
বাঘছাল আমার জীবন ॥

ক্ষুধাতুর ষড়ানন আইল নিজ নিকেতন
জননীর কোলে শুন পিরে ।

দিগদ্বর দেখি পিতা কহিতে লাগিল কথা
জিজ্ঞাসা পড়িল মায়ে পোএ ॥

কোলে করি তারকারি পরিহাস হরগৌরী
এইরূপে পাল তত্ত্বজনে ।

অধিকাচরণপদ্ম অন্তর শরণ সঙ্গ
ত্রিযুত মুকুল সুরচনে ॥০॥

গৌরীর নিকট কার্তিকের প্রাঙ্গ

॥ একাবলী ছন্দ ॥

একাসনে হরগৌরী ।

দিগধর ত্রিপুরারি ॥

স্তন পিয়ে হেন কালে ।

কুমার মায়ের কোলে ॥

লাজট দেখিয়া হরে ।

প্রাঙ্গ করে কুতূহলে ॥

স্তন হিমালয়সুতা ।

কহিবে না মোরে মিথ্যা ॥

বাপার মন্তকে আজি ।

কি দেখি ধবল ক্রটি ॥

না ধর আঁচল তেজ ॥

পূজ বাপে জিজ্ঞাসিয়া বুঝ ॥

চরণে পড়ি মাঞি ।

কখিল চান গোসাঞি ॥

কি আন ললাটের মাঝে ।

কখিলে থাকিব কাছে ॥

নাছে গিয়া তুমি খেল ।

গড় করি মাই বল ॥

আঁচল না ধর পুত্র ।

কখিল তৃতীয় নেত্র ॥

কি আর কণ্ঠপ্রদেশে ।

জলদ প্রতিমা ভাসে ॥

বুদ্ধি নাঞি মোর পোয়ে ।

মাই পড়ে। তোর দুই পায়ে

কোলে থাকি পুত্র উঠ ।

খ্যাতি বিব কালকূট ॥

ধরিল অধরপুটে ।

কি নামে নাভির হেটে ॥

স্বরূপ করিয়া বল ।

চণ্ডী হাসে খলখল ॥

কাঁখে করি মহাসেনে ।

চণ্ডী গেলা নিকেতনে ॥

[১৪ক] ত্রিযুত মুকুন্দ ভনে ।

রক্ষ দেবী নিজজনে ॥০॥

দেবগণের চণ্ডীপূজা ও মার্কণ্ডেয়ের

কথায় ক্রৌঞ্চিক মূনির

বিজ্ঞ্যাচলে গমন

॥ পয়ার ॥

প্রভুরে বিদায় করি সখীর সংহতি ।

পর্যটন করিল সকল বহুমতী ॥

দ্বিদেশ ভ্রমিঞা সিংহাসনে সুরলোকে ।

ত্রিপুরা অমরাবতী বসিলা কোতুকে ॥

উপকথা কহে কেহ স্তনে ভগবতী ।

শরৎকালে পূজ দুর্গা করিয়া ভক্তি ॥

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে স্ত্রীপুরুষে ।

মহেশ্বর সেবা কহে করে মধুমাংসে ॥

চণ্ডীর অর্চনা করে পতিপুত্রবতী ।

কেহ লক্ষ্মী পূজে কেহ পূজে সরস্বতী ॥

ব্রহ্মার অর্চনা কহে করে যজ্ঞ দান ।

অনন্ত মানসে কেহ পূজে ভগবান ॥

ভূজগজদ্বন্দ্বী জৈষ্ঠ মাসে অবতরে ।

যত দেবতার দাস দাসী কিত্তিলে ॥

সেবক নাহিক স্তনি হাসিল চণ্ডিকা ।

পূর্ণিমার চন্দ্র যেন প্রকাশে চন্দ্রিকা ॥

অযোনিমন্তবা কহে বিশাললোচনী ।

লজিয়া সেবক দাসী লব পুষ্পপাণি ॥

শনি কুজ বারে মোরে বিবিধ প্রকারে ।

পূজিব সেবক লোক করিয়া প্রচারে ॥

কিন্নরী কিন্নরী গায় নাচে বিভাধর ।

দেবগণ সঙ্গে যথা দেব পুরন্দর ॥

মল্ল মল্ল চলে দেবী আপনার কাজে ।

সখী সঙ্গে উপনীত দেবতা সমায়ে ॥

পদ্মবোনি সুরপতি হর বনমালী ।

দাণ্ডাইল দেবগণ দেখিয়া রঞ্জনী ॥

অর্চনা পাইয়া দেবী বৈসে নিজাসনে ।
 হেন কালে সুধাসীন বলে মুনীগণে ॥
 জিজ্ঞাসে ক্রৌঞ্চিক মুন মুকুন্দনন্দনে ।
 মধুসূরকথা কহ কি হৈল অষ্টমে ॥
 মুকুন্দনন্দন বলে ক্রৌঞ্চিকবচনে ।
 আশ্রয় প্রভৃতি আমি আছি তপোবনে ॥
 দেবকার্য যত কথা কহিতে না পারি ।
 আমার নিদেশে তুমি চল বিদ্যাগিরি ॥
 পিজাক বিবাদ আর সুবৃদ্ধি সমুখে ।
 পক্ষ চারিজন তথা নিবসয়ে স্থখে ॥
 উলুক কুরল কাক বক তপোধন ।
 সানন্দে নিবসে তথা পক্ষ চারিজন ॥
 আমার নিদেশে তুমি নিবেদিহ তাঁরে ।
 মধুসূরকথা জানে হোণ মুনবরে ॥
 [১৪] কথিব বিচিত্র কথা পয়ার রচিয়া ।
 মুনির নন্দন স্তন সাবধান হৈয়া ॥
 বিপ্রকূলে জন্ম পিতামহ দেবরাজ ।
 পিতা বিকর্তন মিশ্র বিদিত সমাজ ॥
 শ্রীযুত মুকুন্দ হারাবতীর নন্দন ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে করে ত্রিপুরাস্বরণ ॥০॥

পক্ষিচতুষ্টয়ের নিকট ক্রৌঞ্চিকের প্রশ্ন

মুনি চলিল মুনির নিদেশনে ।
 যথা বিদ্যা নামে নগ উলুক কুরল কাক
 বক পক্ষ রয় চারি জনে ॥
 এড়াইয়া নগ নদী বিষম কানন ক্ষিতি
 তপোবনে করিয়া বিদায় ।
 গঙ্গা সিংহ শার্দূল মহিষ ভলুক গৌল
 শশ মুগ স্থখে তৃণ খায় ॥
 বিহগনন্দন পেথি বলে মুন ক্রৌঞ্চিকি
 আইলাঙ তোমার সন্নিধানে ।
 কহিবে অষ্টম মধু বিবরিয়া খগতম্বু
 মুকুন্দনন্দন নিদেশনে ॥

বলে পক্ষ স্তন মুনী আমরা তিথ্যকষোনি
 তোমায়ে উচিত গুরু নহি ।
 মুকুণ্ডর তনয় কহিলেন মুন্সয়
 পক্ষের বচনে সেই ঠাঞি ॥
 মুন্সয় মুনির পদ, কমল পূজিয়া ব্রত
 কথা শুনিবারে পক্ষের ঠাঞি ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে চণ্ডী স্প্রশন জনে
 রমানাথে রক্ষিহ সদাই ॥০॥

স্বরথ উপাখ্যান

॥ বারাড়ি ॥

স্তন মুনী মহাশয় স্বর্ধোর তনয়
 সার্বণি জঠরে যার জম্বু ।
 মহামায়া অঘুতবে প্রজা পালে একরূপে
 সার্বণিক অষ্টমে সেই মধু ॥
 স্বারোচিষাস্তর বর পূর্ক মধুসূর
 চৈত্র বংশ নৃপমণি ।
 সকল ধরণীতলে নৃপ হইল পুণ্যবলে
 স্বরথ স্বরথ নামখানি ॥
 অকাতর হয়ে দানে রূপে কামদেব জিনে
 রণভূমি বিপরীত সত্ত্ব ।
 ঔরস নন্দন যবে যেন প্রজাপতি পালে
 কি কহিব তাহার মহত্ত্ব ॥
 অশেষ বিদিত কলা প্রজা জুললিত বোলা
 পুরিতে হইল পরিপন্থী ।
 আছিল সেবক যত হরিল পশ্চিক রথ
 গৃহদোষে হস্তবর দত্তী ॥
 স্বরথ অনেক সৈন্ত লোকে তারে ঘোষে ধন্ত
 বলহীন পুরিজন বৈরী ।
 তা সনে করিয়া যুদ্ধ হা[১৫ক]রিল আপন রাজ্য
 নিজপুরে হত অধিকারী ॥
 বিপক্ষে বেটিল পুরি রাজা মনে মনে করি
 হ্যাকট মৃগয়ার ছলে ।

তেজিলা যতেক ধন নিজদারানন্দন
 একেলা চলিলা বনস্থলে ॥
 ধন উলটিয়া চায়ে বিপক্ষের প্রতি ভয়ে
 রাজা হইয়া জীবনে কাতর ।
 চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ বিজে
 বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

সুরথের মেধসাপ্রশ্নে গমন

॥ গৌরী রাগ ॥

মহিপাল সুরথ শঙ্করদাস ।
 নগর তেজিয়া প্রাণের ভয়
 করিল কাননবাস ॥
 বনের ভিতর মেধসের ঘর
 বধা বৈসে শিষ্টা মুনি ।
 সফল দিবস দেখিয়া তাপস
 ধায় বেদধ্বনি শুনি ॥
 দেখিয়া অতিথি করিয়া ভকতি
 মুনি মহাশয় মেধা ।
 আপদ মিলনে হরিণ দেখিয়া
 নৃপ কথদিন তথা ॥
 মূনির আশ্রমে ঠাঞি ঠাঞি ভ্রমে
 মমত বিকল মনা ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
 নৃপতি চিন্তয়ে নানা ॥০॥

সুরথ ও সমাধির মিলন

॥ পরার ॥

পূর্বপুরুষ মোর পালি নিজ পুরি ।
 রক্ষিতে নারিল আমি কেন নাহি মরি ॥
 আমার কিঙ্কর বত ছুট মহাশয় ।
 পালে বা না পালে রাজ্য ধর্ম প্রতি ভয় ॥
 ময়গল হস্তী মোর মহা বলবান ।
 না জানি কি ধায় কিবা তুখায় পরাণ ॥

অমুগত জন মোর খাইত নানা স্নেহে ।
 বিপক্ষেরে সেবে মনে পাইয়া মনহুঃখে ॥
 অনেক যতনে ধন করিল সঞ্চয় ।
 দুষ্ট রিপু জনে তাহা করিলেক ব্যয় ॥
 সদসা সঙ্কিত মধু যেন থাকে বনে ।
 প্রতিপালে আপুনি বিনাশে দুর্জনে ॥
 এই কথা ভাবি মনে পাঁচ সাত করে ।
 মেধস মূনির কাছে বসি তরুতলে ॥
 আসিয়া মিলিল হেন কালে এক নর ।
 দুই জনে দরশন জীবন সফল ॥
 প্রফুল্ল বদনে কহে নৃপতি প্রধান ।
 কে তুমি বলহ মোরে আপনার নাম ॥
 শোকাকুল মন দেখি বিরস বদন ।
 কি হেতু কানন মাঝে করিলা গমন ॥
 প্রণয় বচন নৃপতির মুখে শুনি ।
 অবনত পথিক কথিল শু[১৫]দ্ধবাণী ॥
 সমাধি আমার নাম জন্ম বৈশুকুলে ।
 আমি ধনবান স্নেহে আছিলাম ঘরে ॥
 না লজ্জ বচন পুত্র করিত সন্তোষ ।
 হরিলেক সেই ধন কবি মহারোষ ॥
 গ্রহদোষে হইল মোর যুগভী কুমতি ।
 ধনলোভে খেদিলেক নাঞি বলে পতি ॥
 বজ্রজন সহিত কল্লল প্রতিদিনে ।
 ধনপুত্রহীন আমি প্রবেশিগু বনে ॥
 পুত্র মিত্র বজ্রজন যুবতীর তরে ।
 ভাল মন্দ তার ভাবি মন মোর খুরে ॥
 তেজিল সকল স্নেহ শয়নমন্দির ।
 শোকেতে সৃজিল বিধি আমার শরীর ॥
 কানন ভিতরে বসি করি অমুতাপ ।
 না জানি কেমনে মোরে হৈল ব্রহ্মশাপ ॥
 স্নপথে কুপথে কিবা পুত্র বধু ঘরে ।
 না জানি মঙ্গলে কিবা আছে অমঙ্গলে ॥
 সুরথ নৃপতি বলে বৈশ্যের বচনে ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

স্বরথ ও বৈষ্ণোর কথোপকথন

॥ পঠমঞ্জরী ॥

বিষবহ্নি দিয়া মোরে প্রমদা যে জন হরে
যেই জন অঙ্গ ধরি বধে ।

আততায়ী করি বধ তাতে নাহি পাতক
এই কথা কথিল ভারতে ॥

শুন আমি তোমারে বুঝাই ।

শুন বৈষ্ণোর নন্দন যে হরে পরের ধন
ছয় বেদে করে আততাই ॥

অব্যয় জনের বধ করিলে পাতক যত
বধের রক্ষণে সেই ফল ।

ভূমি তারে কর দয়া না বুঝি তোমার মায়ী
মন মোর করয়ে চঞ্চল ॥

ইষ্টবান্ধব পুত্র কলত্র যতেক মিত্র
ধন লৈয়া খেদিল আমারে ।

তারে অমুরাগ বাঢ়ে যেন বহ্নি ঘর পোড়ে
তেন মত না দেখি বিচারে ॥

শুন নৃপ মহাশয় তুমি যে কথিলে হয়
সেইরূপ আমার হৃদয় ।

হুঁরাচার মোর মন নাঞি জানি কি কারণ
নিষ্ঠুরতা তবু নাহি হয় ॥

ধন প্রাণ যেই লয় কভু সে বান্ধব নয়
জানি আমি গুরুর প্রসাদে ।

কি বলিব শুন ভাই চল যাই মুনির ঠাঞি
বিরচিল মুকুল পণ্ডিতে ॥০॥

মুনির নিকট উভয়ের গমন

॥ কৌ রাগ ॥

নৃপ চলিল মুনির সন্নিধানে ।

বৈষ্ণোর সঙ্গতি সমাধি সংহতি
করিয়া প্রবেশিলা বনে ॥

[১৬ক] শশ যুগ কুঞ্জর ভলুক বানর
শাদ্দুল সিংহ বিশালে ।

নিবসে স্থাপন যত পারে কেহ নহে ভীত
কেবল মুনির তপবলে ॥

সকল পাতক হরে আপন ভেজয় ধূরে
যতদূর যায় বেদধ্বনি ।

জানিল মুনির ঘর কাননের তিত্তর
হরষিত বৈষ্ণু নৃপমণি ॥

মুনিপদে উপনীত ছুই জনে অবনত
বসিল মুনির আদেশে ।

নৃপ বৈষ্ণু নিঃশব্দ কোন কথা প্রসঙ্গ
করিয়া রহিলা পরিতোষে ॥

হুঃখে পীড়িত মন চিরদিন ছুই জন
সমাধি স্বরথ নরপতি ।

চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুল বিজে
বিরচয়ে মধুর ভারতী ॥০॥

মেধস-স্বরথ-সংবাদ

॥ পঠমঞ্জরী ॥

কলত্র বান্ধব পুত্র পুরিজন ইষ্ট মিত্র
কুটুম্ব সকল হুঃখদাতা ।

কি কহিব বিশেষ ছাড়িল আপন দেশ
তথি কেন আমার মমতা ॥

জ্ঞান থাকিতে জানি আপুনি পণ্ডিত মানি
মুখের সদৃশ হৃদয় ।

এই বৈষ্ণবনন্দন ইহার যতেক ধন
হরিলেক প্রমদাভনয় ॥

শুন মুনি মহাশয় নিবেদি তোমার পায়
কেন বণ নহে মন ঘেরা ।

বসিয়া মুনির পাশে নৃপতি মধুর ভাষে
হিমকর নিকটে চকোরা ॥

খেদিয়া হরিল ধন আজেহ পরিজন
অনুখে করিল বনবাস ।

জান তুমি চারি বেদ এইরূপ মোর খেদ
তব পদে করিল প্রকাশ ॥

দেখিল বিশেষ দোষ হ্রদয়ে নাহিক তোষ
নয়নের অল খসে মোহে ।

ছুই নহি অজ্ঞান শুন মুনি তপোধন
এত দুঃখ কেনি প্রাণে সহে ॥

ময়গল যত রথ তুরগ পশ্চিক যত
গোধন ছিল নাহি লেখা ।

সে সব হরিল পরে বিধি বিভিষিল মোরে
বড় গুণ্যে বৈশ্ণব সনে দেখা ॥

ছুই প্রাণী এই জ্ঞানী নয়ান থাকিতে নাহি
মূৰ্খতা দেখিতে সকল ।

চণ্ডীপদসরসিজে ত্রিযুক্ত মুকুন্দ বিজে
বিরচয়ে সরস [১৬] মঙ্গল ॥০॥

মহামায়ার উপাখ্যান

॥ পরার ॥

নুপতির বচনে বলে মুনির প্রধান ।

বিষয় গোচরে যত অস্তর জ্ঞানান ।

পৃথক বিষয় যত প্রাণীর নিবন্ধ ।

কেহ রাখে দেখে কেহ দিবসেতে অন্ধ ॥

রাত্রি দিবা নাহি দেখে ক্ষিত্তিতে বৈসে ।

একরূপ দেখে কেহ রজনী দিবসে ॥

কেবল মনুষ্য জ্ঞানী হেন বোল নহে ।

পশু পক্ষ মুগ আদি জীবন যে বহে ॥

তুরগ বারিষ মুগ পক্ষজ সকল ।

নরতুল্য নহে জ্ঞানী যত জীবধর ॥

দেখ রে নুপতিস্বত পক্ষ থাকে বনে ।

তুণে ঘর বান্ধিয়া আপন পর জানে ॥

প্রসবিয়া ডিম নিরবধি দেই তা ।

অনেক যতনে তবে ছুই করে ছা ॥

যদি জ্ঞান নাহি তবে পাখে কেন চাকে ।

কেহ জানি খায়ে পুত্রে শীত পাছে লাগে ॥

কুখানলে আপনার তত্ব প্রাণ দহে ।

শিশুমুখে কণা দেই পক্ষগণ মোহে ॥

শুনহ সুরথ অহে বৈশ্ণব পো ।

যত দেখ ছাওয়ার সভার মায়ী মো ॥

নিজ পর জ্ঞান হয় মহামোহরূপে ।

মুখ দুঃখ যত তত্ব পড়িল স্বরূপে ॥

কেহ মুখ ভুঞ্জে কেহ করে অমৃতাপ ।

যত সব দেখ মহামায়ার প্রভাব ॥

যোগনিদ্রাশেষে বিষ্ণু মানসে বিন্ময় ।

যাহার মায়ার সৃষ্টি কথিল নিশ্চয় ॥

কারে ভাল মন্দ করে কারে করে দয়া ।

জ্ঞানী জনেরে মোহ দেই মহামায়ী ॥

মহামায়ী রূপে বিরাজিল চরাচর ।

যাহার রূপায় মুক্তি পায় দেব নর ॥

জগতপালন হেতু নির্ঝাঁপ কারণ ।

সকল পরমবিদ্যা সেই ত্রিভুবন ॥

শুনিয়া মুনির বাক্য বলে নরপতি ।

ত্রিযুক্ত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা ভারতী ॥০॥

॥ ইতি দ্বিতীয় পালা সমাপ্ত ॥

সুরথের প্রহ্ন

॥ রাগ গৌরী ॥

ভগবন কথিলে সে কে মহামায়ী ।

হাম নাহি জানো জনম তাহার

কো হেতু উৎপন্ন কায়ী ॥

বামন তপস্বী যো তুহঁ কহসি

সোই সব সত্য হোই ।

চতুরবেল তব

মুখ ফুকরই

তুহঁ বিধি আন নাহি কোই ॥

কিরূপ হস্ত

চরণ মুখমণ্ডল

[১৭ক] লোচন তারক ক্রহি ।

কে তার জনক

জননী কো হয়

কোন কর্ম করে সোই ॥

দেবীর তত্ত্ব

শুনি হাম সকল

তো ঠাই পীযুষ ভাসি ।

শ্রীযুত যুকুল

ভনই বামন

ভবপদ্মোপদ অভিলাষী ॥০॥

মধুকৈটভের জন্ম

আজ্ঞা প্রকাশে দেবী দেবতার কাজে ।
উৎপত্তা বলিয়া তাঁরে অগজনে পুঞ্জে ॥
যোগনিজ্ঞা শেষে বিষ্ণু প্রলয়ের জলে ।
জন্মিল কৈটভ মধু তাঁর কর্ণমূলে ॥
নৃজিল পৃথিবী যেই শত্ৰুবতী সতী ।
আমা হৈতে শুভ নৃপ তাঁহার উৎপত্তি ॥
জন্মিল কৈটভ মধু দেখিল হৃদয়িত ।
হরিনাভিপদ্মে ত্রাসে লুকাইল বিধি ॥
ধাইল অশ্বর ছুই আপনার বলে ।
না দেখি পুরুষবর লুকাইল জলে ॥
দেখিয়া অশ্বর উগ্র হরির শয়ন ।
যোগনিজ্ঞায় স্তুতি করে সরসিজাসন ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুঙ্গমতি ।
শ্রীযুক্ত যুকুল কহে মধুর ভারতী ॥০॥

ব্রজা কর্তৃক মহামায়ার স্তব

॥ পাহিড়া রাগ ॥

হরির নয়ন তেজ ডর লাগে বুকে ।
তোমার মহিমা কি বলিব চারি মুখে ॥
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা সকল বসট ।
চারিদশলোকে তুমি করিলে কপট ॥
খড়্গা ত্রিশূল গদা শঙ্খ চক্রিণী ।
বিশাললোচনী জয়া নুমুণ্ডমালিনী ॥
অর্ধমাঝা ত্রিমাঝা ত্রিগুণ বিভাবিনী ।
নৃজন পালন কয় তৃতীয় রূপিণী ॥
তুমি ক্রিতি নৃজ পাল তুমি কর অস্ত ।
বধিলে অমরে যত অশ্বর ছরস্ত ॥
অলঙ্কারী কমলা তুমি ত্রিজগদীশ্বরী ।
মহামোহ মহামায়া জননী শঙ্করী ॥

কোণ্ডধারিণী কেম্বা সতী তপস্বিনী ।

তুমি তুষ্টি তুমি পুষ্টি মো[১৭]হিনী শঙ্খিনী

কাল তপস্বিনী মহাজননী খেচরী ।

তুমি মন্ত্রময়ী লজ্জা পরম সুলক্ষ্মী ॥

স্বাহা মেধা মহাবিদ্ভা শাস্ত্রি স্বরূপিণী ।

অচিন্ত্যরূপিণী জয়া হরের গৃহিণী ॥

নৃজে পালে সংহার করয়ে চক্রপাণি ।

তাঁরে নিজীবন তুমি করিলে আপনি ॥

তোমার প্রসাদে আমি বিধি হরি হর ।

তুমি দেবী নরমুরাসুরে অগোচর ॥

আপনা আপনি কাল জ্বিলোক্য মণ্ডলে ।

কোটা মুখে তব স্তুতি কে করিতে পারে ॥

মরুক কৈটভ মধু মহা মোহজালে ।

হরিরে প্রবোধ যেন জ্বিনে রণস্থলে ॥

সমুখে কৈটভ দেখ মহাসুর মধু ।

বিষ্ণুর শরীর তেজ দেবতার রিপু ॥

বধিলে কৈটভ মধু তয় হয় দূর ।

শ্রীযুত যুকুল কহে ত্রিপুরাকিকর ॥ ০ ॥

বিষ্ণুর জাগরণ

প্রলয়ের জলে হরি ভুজগ খট্টায় ।

অনেক দিবস প্রভু স্থখে নিত্রা যায় ॥

নয়নে ছাড়িল নিন্দ উঠে ভগবান ।

দেখিল অশ্বর ছুই অচল সমান ॥

ধাইল রে ছুই মধু কৈটভ যুঝে ।

জগদীশ সহিত কেবল জুজে ভুজে ॥

ব্রজা পলায় ডরে নাহি ঘরে বাস ।

হংস উড়িল পাখে ঠেকিল আকাশ ॥

আয়াস লাগিল দেহে গলে বর্ষজল ।

নিরন্তর যুঝে পাঁচ সহস্র বৎসর ॥

ঘন উঠে পড়ে কেহ নহে হীনবল ।

ক্রোধে নয়ন করে অরুণ মণ্ডল ॥

দশনে চাপিয়া ওষ্ঠ গৌফে দেহে পাক ।

মুঠকিতে ভাঙ্গে বুক ছাড়ে বীরডাক ॥

অসুর মোহিল দেবী কোপে মহাবল ।
 দাঙাইয়া রহে যেন দুই মহীধর ॥
 স্তন রে পুরুষ মাগ মোর ঠাঞি বর ।
 রণে তোরে পরিতোষ পাইল [১৮ক] নির্ভর ॥
 অসুরের বচনে সন্তোষ ভগবান ।
 বর মাগি তুমি যদি নাঞি কর আন ॥
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুঙ্গ মতি ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

মধুকৈটভ বধ

কি কহিব মহাসুর তোর বড় বুক ।
 বুকিয়া অনেক দিন পাইলাঙ স্মৃৎ ॥
 তোমরা আমার যদি তুই দুই ভাই ।
 বর মাগি দুই জনে বধিব এথাই ॥

এ বোল শুনিয়া সুর চারি দিগে চার ।
 আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায় ॥
 মহামায়া বঞ্চিত অসুর দুই বল ।
 কাটিয় আমার মাথা যথা নাহি জল ॥
 এই বচন সত্য অস্তথা না করি ।
 মিলিলা দুই ভাই যথা দেব শ্রীহরি ॥
 স্নানদর্শন কমল ধরিয়া শঙ্খ গদা ।
 জঘনে কাটিল মধু কৈটভের মাথা ॥
 ত্রিপুরা সহায় জিনে মধু কৈটভ রিপু ।
 দেবীর প্রভাব এই স্থল শূন্য বপু ॥
 অপর দেবীর কথা স্তন দুই জন ।
 যাহার প্রসাদে হরি দেব জিনয়ন ॥
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুঙ্গমতি ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

। তৃতীয় পালা সমাপ্ত ॥

জন্মের শিবারাধনা

॥ কামোদ ॥

জন্ম লক্ষ্যজন্মত আছিল নিরাপদ
 রাজত্ব করিল চিরদিন ।
 মহত্ত্ব ধন বল সকল বিফল
 জীবন সন্ততিহীন ॥
 শয়ন জাগরণে বসিয়া ভাবে মনে
 তুরঙ্গ গজ দোলায়িত ।
 সকল জন কহে তনয় অস্ত্র নহে
 সেবিলে বিনি শশিচূড় ॥
 চলে তপোবনে শিব আরাধনে
 সেবক দিয়া নিজ পুরে ।
 বিমল বহে নীর মকর কুস্তীর
 জহু তনয়ার তীরে ॥
 ষাটশ বৎসর করিয়া নিরাহার
 পু[১৮]জিল বিধিমত দেশে ।
 সন্তোষ হইয়া হর তজিয়া স্নানগর
 উড়িলা জন্ত যথা বৈসে ॥

ডমরু সিঙ্গানাদ বলদে ভূতনাথ
 দেখিয়া পুটহাথে ভাবে ।
 আমার বৌর্য্যে পুত্র জিনিব শতমথ
 নিদেশ কর পরিতোষে ॥
 তোমার অভিযত করিব আমি সিদ্ধ
 বলিয়া শিব গেলা ঘরে ।
 নারদ মহামুনি শুনিঞা যত বাণী
 কথিল গিয়া পুরন্দরে ॥
 বিষ্ণুর তুমি জ্যেষ্ঠ উপায় চিন্তা ঝাট
 ত্রিদেব যেন নষ্ট নহে ।
 ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর
 মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

শিবের বরে জন্মের পুত্রলাভ-সংবাদ-
 শ্রবণে ইন্দ্রের ভয়

॥ ছন্দ ॥

স্তন ইন্দ্র বাক্য মোর দেবতার রাজা ।
 জন্ত করিল তপ বনে মহারাজা ॥

সেই তপে বশ হৈল দেব পশুপতি ।
 বর দিল তার তরে হইব সন্ততি ॥
 তোর পুত্র হব রাজা ত্রিভুবনেশ্বর ।
 জিনিব সকল দেব ইন্দ্রের নগর ॥
 বর দিয়া পশুপতি গেলা নিজ ঘর ।
 দেশেরে চলিলা জন্তু পাইয়া পুত্রবর ॥
 দেখিল তুলি কথা কহিল তোমারে ।
 হিতাহিত বিচাৰিয়া চিন্তা প্রতিকারে ॥
 নারদবচনে শুয় পাইল ইন্দ্র মনে ।
 জিজ্ঞাসিল কি করিব কহ তপোধনে ॥
 বলিলেন উপায় নারদ মহাশয়ি ।
 ষাটশ বৎসর জন্তু আছে উপবাসী ॥
 ঐরাবত চড়ি চল বজ্র লইয়া হাথে ।
 সংগ্রাম করিয়া মার অশুরের নাথে ॥
 নারদবচনে চাপে ঐরাবত হাথী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥৩॥

ইন্দ্রের যুদ্ধযাত্রা ও মহিষাসুরের জন্ম

৥ পয়ার ৥

নারদের বচনে হৃদয়ে লাগে ডর ।
 মাতুলি আনিঞা পান দিলেক সত্তর ॥
 বাটো রথ সাজি আন নাই কর হেলা ।
 প্রসাদ চন্দন দিল পারিজাত মালা ॥
 ইন্দ্রপদে মাতুলি সন্তোষে করে সেবা ।
 সাজিয়া আনিল ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রব ॥
 সঘোত পা[১৯ক]ধর পিঠে কনকের জিন ।
 ছশিখ আতর বহে নহে গুণহীন ॥
 বজ্র হাথে করি ইন্দ্র ঐরাবতে চাপে ।
 ধনুকে টঙ্কার দেই ত্রিভুবন কাঁপে ॥
 ইন্দ্রের আজ্ঞায় গজ ছাড়িল সত্তর ।
 আগলে জন্তুর পথ বায়ু করি ভর ॥
 ইন্দ্র কহে শুন জন্তু কোথা রে গমন ।
 ইংসা বড় বাড়ে তোমা সঙ্গে করি রণ ॥

ইন্দ্রের বচনে জন্তু মনে মনে হাসি ।
 ষাটশ বৎসর আমি আছি উপবাসী ॥
 ঐরাবতাকট শচীনাত পুরন্দর ।
 আমারে সংগ্রাম চাহে দেখিয়া নির্বল ॥
 সংগ্রাম চাহিলে যদি নাহি হয় সত্তর ।
 মরণে মুক্তি নাহি বিখ্যাত বীরত্ব ॥
 জীবন যৌবন ধন সকল বিফল ।
 এতেক ভাবিয়া জন্তু দিলেক উত্তর ॥
 জ্ঞান করিয়া আমি করি জলপান ।
 ক্ষেণেক বিলম্ব কর শুন মরুতান ॥
 ধীরে ধীরে যায় জন্তু জঙ্ঘু নদীতটে ।
 রূপসী মহিষী দেখে কানন নিকটে ॥
 দিবা অবসানে জন্তু যায় তার পাশে ।
 ঋতুবতী মহিষী দেখিয়া পরিতোষে ॥
 শ্রবণের জব জর বিধির ঘটনে ।
 পরিতোষে আলিঙ্গন হইল দুই জনে ॥
 মহিষী সহিত জন্তু বকিল সুরতি ।
 কোন কালে নহে মিথ্যা মহেশভারতী ॥
 মহিষীর গর্ভে রহে জন্তুর তনয় ।
 মহেশের বরেতে জন্মিলা মহাশয় ॥
 জ্ঞান করিবারে জন্তু মজিলেক জলে ।
 জলপান করি উঠে জঙ্ঘু নদীকূলে ॥
 জন্তু বাসবে যুদ্ধ হয় রাজি দিনে ।
 মহিষী মহিষ নামে প্রসবিলা বনে ॥
 পরিজন দিয়া জন্তু পুত্র নিল ঘরে ।
 অবিরত যুঝে অন্ন নাহিক জঠরে ॥
 নৃপগুমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥৩॥

মহিষাসুরের জন্মগ্রহণে দৈত্যগণের আহ্বাদ

৥ পঠমঞ্জরী ৥

ক্ষেণে ক্ষেণে চমকিত অদিতিনন্দন যত
 মহিষাসুর অবতীর্ণে ।

সকল জলধর শিরে শশিমণ্ডল
মকর কুণ্ডল ছুই কর্ণে ॥
মুরজ পটুহ বেণী সুরগিত শঙ্খধ্বনি
কার কথা কেহ নাহি শুনে ॥
[১৯] অনেক দৈত্যের মালা কুঙ্কম চন্দন খেলা
কর্ণুর তাড়ুল স্রবদনে ॥
জয় জয় কোলাহল হরষিত দৈত্য বল
সুর নর ভূবি রসাতলে ॥
পূর্বে ধূপ দীপ ছিল অনল উজ্জ্বল হইল
প্রতিপক্ষ হৃদয়ে বিশালে ॥
কম্পিত বসুমতী দিনেশ বিষম গতি
প্রতিকূল বহে সমীরণ ॥
মেঘ ডাকে উৎপাত ঘন হয় বজ্রাঘাত
অসমীহ জলে হতাশন ॥
অমর নগর প্রভু বাটিল বিষম রিপু
দেবগণে করে অহুমান ॥
অলঙ্কিত রূপ বল বিপরীত কলেবর
চুর্জয় দল্লজপ্রধান ॥
ভৃগু মূনির স্মৃত অশ্বরের পুরোহিত
সরস মঙ্গল বেদগানে ॥
করিলেক আশীর্বাদ তুমি ত্রিভুবন নাথ
কামরূপ মন্ত্র দিল কানে ॥
চামর চিকুর বীর প্রভৃতি যতেক সুর
গতায়ান্তে মহিষচরণে ॥
ত্রিপুরাচরণবর সরোবর মধুকর
কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥০॥

মহিষাসুরের তপস্তা

॥ সিদ্ধি ॥

মহিষ অস্তুর পুত্র করে অহুমান ॥
ত্রিভুবনে নাহি ধর্ম কর্ণের সমান ॥
দেবতা দানব যক্ষ রাক্ষস মাছুষ ॥
শিশাচ কিয়র নর অরা মধ্যাহ্নজ ॥

পুণ্যের প্রতাপে ইন্দ্র ত্রিদশের নাথ ॥
ধর্মহীন জন করে সতত বিবাদ ॥
অবশ্য জনমে মৃত্যু মরণে জনম ॥
সৃষ্টি হ্রস্বতি স্রবদুঃখের কারণ ॥
পূর্বকর্ম ভুজে মৃত বিশ্বরে আপনা ॥
জলে পদ্ম বিকশে বিনাশে হিমকণা ॥
ধর্মের কারণে বীর সুরনদীতটে ॥
প্রবেশিলা নিরাহারে তপস্বী নিকটে ॥
আঁধি মুখ নাসা শ্রুতি নিবারণ করি ॥
ব্রহ্মজ্ঞান যুখে রহে ব্রহ্মে দিয়া তালি ॥
দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে ॥
মন দিয়া রহে ক্ষুধা তৃষা নাহি জানে ॥
মহিষতপের বলে টলটল ক্ষিতি ॥
জানিঞা সাক্ষাত হইল অনাদি যুগপতি ॥
চারি বেদ পঢ়ে ব্রহ্মা প্রণবে নাহি টুটে ॥
সমাধি তাম্রিল বীর চাহে কোপদিঠে ॥
বর মাণ মহাসুর খণ্ডাইব দুঃখ ॥
[২০ক] ভক্তি করিয়া নাচে হংসে চারিমুখ ॥
প্রণতি করিয়া বীর বলে সবিনয় ॥
ত্রিভুবনের নরপতি করিবে অক্ষয় ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুকমতি ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

ব্রহ্মা কর্তৃক মহিষাসুরকে বরপ্রদান

॥ পয়ার ॥

মহিষ বচনে বলে বিধি বেদানন ॥
আমি যুগপতি জন্মমরণকারণ ॥
কোন কালে নহে মিথ্যা আমার বচন ॥
অগ্নিলে বরণ শুন অস্তুর নন্দন ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি নিশ্চয় নির্ভর ॥
চবণকমলযুগে ধরে মহাসুর ॥
ভক্তিভাবে ব্রহ্মার মানসে উঠে দয়া ॥
জানিঞা দৈত্যের যুখে বৈসে মহামায়া ॥

মিথ্যা আমি সেবিল তোমার পাদপদ্ম ।
 বর দিতে আমারে পাতিলে নানা ছন্দ ॥
 পুরাণপুরুষ ব্রহ্ম জানিল ধ্যানে ।
 বিষ্ণুমায়ী লয়াবতী নৈত্যের বদনে ॥
 খল খল হাসে ব্রহ্মা দেবের প্রধান ।
 পুনর্বার মাগে বর করি পূর্ণকাম ॥
 ক্ষেম অপরাধ গোসাঞি যে কথিল রোষে ।
 সর্বদা সেবকে পরিপূর্ণ গুণদোষে ॥
 স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে যাহার জনম ।
 তার হাথে কভু মোর নহিব মরণ ॥
 সত্য সত্য বলে ব্রহ্মা হংসের ঠাকুর ।
 মরাল মঙ্গল ধনি চরণে নুপুর ॥
 আজি তোরে দিল আমি চারি মুখে বর ।
 সানন্দে নিবস গিয়া ত্রিভুবনেশ্বর ॥
 বর দিয়া বিধি অন্তর্জ্ঞান সেইখানে ।
 জন্তের মরণ গুন কবিচন্দ্র ভনে ॥৩॥

ইন্দ্র-জন্ত মুক্ত

॥ বাঁপা ॥

মুঠকী চাপড় চড় অঙ্গ নাহি হাথে ।
 এক ঘায়ে মুচ্ছিত করয়ে সুরনাথে ॥
 উনরে নাহিক অন্ন না ভাবে অস্থখ ।
 পরশিল নহে যেন তপে হতভূক ॥
 ইন্দ্রের সহিত যুঝে মহাসুর জন্ত ।
 সমরপণ্ডিত সুর নাহি [২০] ছাড়ে দন্ত ॥
 ঘোরতর করে যুদ্ধ অসুর লাক্ষণ ।
 রথাক্ষ ফিরায় যেন কোষিত অরুণ ॥
 দেখিয়া দেবতাগণ করয়ে কল্পণ ।
 বিপরীত ধবল পাষণে বিদ্ধে ঘূণ ॥
 রথহীন অসুর বাসব গজকঙ্কে ।
 গুলানি উঠানি রণ নানা পরিবন্ধে ॥
 নৃমণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া দৈতরী ॥৩॥

জন্ত-নিধন

॥ ছন্দ ॥

অনেক দিবস অন্ন নাহি খায় জল ।
 হাথাহাণি দুই জনে বুঝে বলাবল ॥
 হাথ ছাড়াইয়া বজ্র পেলে হরি হয় ।
 জন্ত বধিল রণে দিল জয় জয় ॥
 জন্ত বধিয়া ইন্দ্র গেল নিজ ঘর ।
 নারদে আসিয়া কহে হরিশ্ব অস্তর ॥
 জন্ত বধিল আমি আর নাহি ভয় ।
 আশীর্বাদ করহ নারদ মহাশয় ॥
 বাগবেদ কথা শুনি হাসে মহামুনি ।
 কোন কালে নহে মিথ্যা মহেশের বাণী ॥
 জন্মিয়া জন্তের পুত্র গিয়াছে তপোবনে ।
 মহিষ হইব ইন্দ্র গুন মঘবানে ॥
 নারদের বচনে বাসব কাঁপে ডরে ।
 সুরপুরি রাখিতে উপায় বল মোরে ॥
 করিব মহিষ বধ বিশাললোচনী ।
 কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধ বাণী ॥৩॥

মহিষাসুরকে রাজপদে বরণ

॥ বারাচে ॥

না জানি মহিষাসুর আছে কোন কাজে ।
 বাদশ বৎসর করিয়া নিরাহার
 তপ করে তপস্বীর মাঝে ॥
 সন্তোষ জননী যতেক ভগিনী
 বনিতা সনে সরসতা ।
 বিকশিত পুরাজন সহোদর বন্ধুগণ
 অন্ন দিল নাহি আর কথা ॥
 সন্তোষ মানসে রজনী দিবসে
 দেবতা অসুরে নাহি ভেদ ।
 মহিষাসুর সনে দরশ কত দিনে
 ধণ্ডিব যনের খেল ॥
 বিজিতা[২১ক]ধণ্ডল কিরীটী কুণ্ডল
 দত্ত কমণ্ডলু ধারী ॥

জ্যেষ্ঠাস্থর সর্জন জয় বীর গর্জন
সতে উপনীত নিজপুরি ॥
বহিষ বিপুল বল গুরু করে মঙ্গল
হরষিত হইল যত প্রজা ।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে
অসুরে মেলিয়া কৈল রাজা ॥০॥

অসুরগণের উৎসব

॥ সিদ্ধিড়া ॥

আনন্দে বিভোল লোক নাচে উর্দ্ধভুজে ।
নগরনাগরী আইল ধাওয়াধাই
বসন না দেই কুচে ॥
কৃতজয় নির্মল পোরপুরিজন
নিছিয়া কেহ পেলে পান ।
প্রণবপূর্বক বেদ পড়য়ে মঙ্গল
মুনিজন করয়ে কল্যাণ ॥
ধাতু পুরি জল পুণিত কলসে
বদনে নব চুতডাল ।
তৎকর্তে লবিত গন্ধামোদিত
সুরতরুপুঙ্গের মাল ॥
প্রতি জন নাছে অথগু রোপিত
কদলি ক্ষিতিক্লহতলে ।
দূর্বাক্তত যব কাঞ্চন পাত্রে
স্বতের মশাল জলে ॥
অসুর মহোৎসব শুনিঞা দেবতা
জ্ঞাসে নিশ্চিন্তিতা ।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে
না জানি রজনী দিবা ॥০॥

অসুরগণের আনন্দ

॥ গুজরী রাগ ॥

জয়শব্দ বাজে ভেরী মৃদল মাঙ্গল ।
স্বভী সহিত লোক আনন্দে বিভোল ॥

বিজয় মঙ্গল পজ তুরঙ্গম লেখা ।
রথ পদাতিক জয় ধবল পতাকা ॥
দামা দড়মসা কাড়া দগড় কাঁসর ।
ঢাক ঢোল বাজে জয় জয় কোলাহল ॥
হরষিত হইল ইষ্টকুটুম্ব সকল ।
রবির কিরণে যেন বিকশে কমল ॥
প্রতিপক্ষ টুটে যেন দিবসে দিবসে ।
শিরীষ কুমুম যেন হতাশন পাশে ॥
দান পুণ্য করে রাজা না করে বিচার ।
অদ্বিতিনন্দনগণে লাগে চমৎকার ॥
আনন্দে নিবসে লোক আপন ভবনে ।
[২১] শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

দেবতা-দানবে যুদ্ধ ও চণ্ডীর আবির্ভাব

॥ পয়ার ॥

অদ্বিতি দ্বিতির পুত্র দুইই দণ্ডধারী ।
কার কেহ নহে বশ বৈসে সুরপুরি ॥
আলাআলি গালাগালি করে সুরাসুর ।
রড়ারড়ি দুই জনে নহে অতি দূর ॥
হস্তী ঘোড়া রথ পদাতিক দুই নলে ।
ঠেলাঠেলি করে দুইই আপনার বলে ॥
নানা বাস্ত্র বাজে উল্লসিত হইল ঠাট ।
কোপে কাট কাট বলে সুরাসুররাট ॥
অতি কোপে কাণ্ডাকাণ্ডি সময় প্রচণ্ড ।
হানাহানি করি কেহ হয় খণ্ড খণ্ড ॥
দোয়াড় বিক্লি কারে সাজিতলে যায় ।
ডাঙসের ঘায়ে কেহ ধরণী লোটায়ে ॥
মাহত পেলাইয়া হস্তী লোটাইল ক্ষতি ।
রথে মহারথী বুঝে পড়িল সারথি ॥
দাবাসিনি পড়ে যন বজ্র সমান ।
ঘোড়ার রাউত কেহ হয় চুইধান ॥
পড়িল দেবতাসুর বহে রক্তনদী ।
ভাসে গণ্ডি মুণ্ডি পঙ্কি রথ ঘোড়া হাথী ॥

জয় জয় কোলাহল নাহি অবসাদ ।
 দেবতা দানবগণে হইল বিবাদ ॥
 যন শিলা নগড়ে ভেটাই ভেরিচয় ।
 ক্ষেপে ক্ষেপে রণভূমি জয় পরাজয় ॥
 দেবতা দানবে যুদ্ধ হয় নিরন্তর ।
 সম রণ দেখে লোক শতেক বৎসর ॥
 শূল শক্তি শেল কেহ মারে চক্র বাণ ।
 ঐরাবতাক্রাট বজ্র পেলে মরুতান ॥
 কোপে মহাসুর হয় মহিষশরীর ।
 বিশাল কাঁপয়ে দেবগণ নহে স্থির ॥
 যুঝে ইন্দ্র মহিষ দেবতা দৈত্যপ্রভু ।
 দেবসৈন্য জিনিলেক দেবতার রিপু ॥
 জিনিল দেবতাগণ দিতির তনয় ।
 মহিষ হইল ইন্দ্র দেবতানিলয় ॥
 [২২ক] দিতিসুতপরাজিত দেবতা সকল ।
 পালাইয়া যায় সতে না পরে অশ্বর ॥
 অবল দেবতা দৈত্য মহাবলধর ।
 গৃহস্থ দেখিয়া যেন চোরে লাগে ডর ॥
 জয় বুধধ্বজ প্রভু দেব নারায়ণ ।
 দেবতার প্রাণ পরিভ্রাণ কারণ ॥
 তাঁর সন্নিধানে গিয়া রাখ নিজ প্রাণ ।
 মঙ্গলা করিল বিধি মঙ্গলনিধান ॥
 তুনিঞা মঙ্গলা হরষিত দেবগণ ।
 কাকুবাদ করি ধরে ব্রহ্মার চরণ ॥
 অনন্তাদি মধ্য চতুঃস্থ বৃগপতি ।
 অশেষ মঙ্গলা প্রভু দেবতার গতি ॥
 যতনে স্থজিলে দেব দেবতানগর ।
 আপুনি করিলে দেবরাজ পুরন্দর ।
 দানবে লইল রাজ্য স্বর্গভূমিতল ।
 দেবতা সকলে কিছু নাহি বুদ্ধিবল ॥
 ভূমি দেবপিতামহ পুরাণপুরুষ ।
 স্থজন পালন নাশ হেতু নিঙ্কলুষ ॥
 ভূমি যদি চল যথা হয় নারায়ণ ।
 সতে গিয়া করি নিজ হুংখ নিবেদন ॥

দেবতার বচনে হৃদয়ে লাগে ব্যথা ।
 ভাল ভাল করি উঠে তিনলোকপিতা ॥
 আগে ব্রহ্মা পাছে বত দেবতাননয় ।
 যাত্রা করিল সতে দিয়া জয় জয় ॥
 মনের অধিক গতি দেবতা সকল ।
 উপনীত হইল যথা দেব দামোদর ॥
 একে একে মহাশয় অদিতিনন্দন ।
 প্রণাম করিয়া করে হুংখ নিবেদন ॥
 জলদশুম্বর দেহ গরুড়বাহন ।
 জলধিশয়ন প্রভু জলজনয়ন ॥
 বসুমতী ধবল কমঠ রূপধর ।
 ধবল ভূজগপতি তাহার উপর ॥
 পৃথিবীমণ্ডল মাঝে স্থজিলে মাছুষ ।
 অষ্টলোকপাল দেব একেলা পুরুষ ॥
 স্থজিলে দেবতালয় হেম হিমগিরি ।
 দেবতার নাথ ইন্দ্র করিলে শ্রীহরি ॥
 দোষগুণবিরহিত [২২] সদয় হৃদয় ।
 জিনিল বিবুধরিণু কমলানিলয় ॥
 স্থলশূত্র পুরুষ নিরূপ দামোদর ।
 স্থাবর জলম নদ নদীর দৈবর ॥
 পালন প্রায় ভব তনু সনাতন ।
 জন্ম যৌবন জরা মরণ কারণ ॥
 চারি ভূজে গদা পদ্ম শঙ্খ স্তম্ভধন ।
 অবল সকল দেব বিপক্ষ গর্জ্জন ॥
 নরায়ুত শশিশিরোমণি ত্রিলোচন ।
 ত্রিশূল ডমরু করে বলদ বাহন ॥
 ভুবনবিখ্যাত প্রভু হাড়মালা গলে ।
 ভগ্নপূর্ণ শরীর বাসুকি বক্ষঃস্থলে ॥
 অনেক যতনে প্রভু মণিলে সাগর ।
 সিতাসিত শরীর অভৈল হরিহর ॥
 ভূমি দেব স্থজিলে ভুবন চারিদশ ।
 অস্তুরে লইল রাজ্য হইল অপবশ ॥
 ত্রিদিবে মহিষাসুর হইল শচীনাথ ।
 চন্দ্র সূর্য শমন বরুণ বহি বাত ॥

আর যত দেবতার করে অধিকার ।
 সহিতে না পারি কেহ যুদ্ধ তাহার ॥
 তেজিয়া ত্রিদিব দেব মহিষের ডরে ।
 মহুগ্য সমান আমি বসুমতীতলে ॥
 অনাথের নাথ তুমি অবলের বল ।
 অসুরে জিনিল দেব জীবন বিফল ॥
 তোমার চরণে হইল প্রণত দেবতা ।
 অসুরের বধ চিন্ত না করিহ বিধা ॥
 তুনিঞা দেবের সরস করুণ বাণী ।
 ক্রোধে পূর্ণ দেহ দেব শূলচক্রপাণি ॥
 উন্নত বেশ হইল হর দামোদর ।
 অকুটিকুটিল মুখে ক্ষুরে কোপানল ॥
 কুমলবাক্যে স্বর্ঘ্য বসু বিলোচন ।
 মহুগ্যবাহন বসুমতী হত্যাশন ॥
 বরুণ পবন যম বিধি পুরন্দর ।
 সভাকার বদনে নির্গত কোপানল ॥
 দেবতাগণের তেজ ক্ষীরোদে কূলে ।
 অন্তরে অন্তরে ক্রমে ধক ধক জলে ॥
 নিদায়ে সকল দেব নামে সিজুজলে ।
 একত্র হইল তেজ পবনের ঠেলে ॥
 [২৩ক] স্তম্ভে পর্বত যেন দেবকোপানল ।
 উজ্জল করিল স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ॥
 শক্তিরূপিণী জয়া অনন্ত রূপিণী ।
 দেবকোপানলে দেবী বিশাললোচনী ॥
 অযোনিসম্ভবা দেবী শূন্তে অবতরে ।
 মহিষমর্দিনী জয়া নিজ রূপ ধরে ॥
 প্রথমে জন্মিল মুখ মহেশের বরে ।
 শরীর রহিত শমী বোল কলা ধরে ॥
 শমনের তেজে তাঁর হৈল কেশপাশ ।
 কাদম্বিনী জিনি যেন করিল প্রকাশ ॥
 ভূজগ হৈল তাঁর মাধবের বরে ।
 প্রবল তরঙ্গ যেন জলনিধি জলে ॥

চন্দ্রিমার তেজে ছুই কুচ অবিরল ।
 স্নগঠিত দশবান কনক শ্রীফল ॥
 বাসবের তেজে তাঁর হইল মধ্যখান ।
 চন্দ্রশিরোমণি হর ডমরু বাজান ॥
 বরুণের তেজে সুবলিত জম্বা উরু ।
 ক্ষিতিতেজে তাঁহার দিত্য হইল গুরু ॥
 পিতামহ তেজে তাঁর হইল ছুই পদ ।
 অলিহীন বিকশিত নব কোকনদ ॥
 অরুণের তেজে চরণের দশাঙ্গুলি ।
 অতি সুশোভিত যেন চাঁপার পাখড়ি ॥
 বায়ুতেজে করঙ্গুলি হইল সমতুল ।
 কুবেরের তেজে হইল নাসা তিলফুল ॥
 প্রজাপতিতেজে হইল দশন তাঁহার ।
 সিন্দূরে নির্মিত যেন মুকুতার হার ॥
 অনলের তেজে তাঁর হইল ত্রিনয়ন ।
 কনক দর্পণে যেন বসিল খঞ্জন ॥
 উভয় সন্ধ্যার তেজে অয়ুগ স্তম্ভর ।
 মধুপান করে যেন চপল ভ্রমর ॥
 পবনের তেজে হইল শ্রবণ গুহাদ ।
 বিহগকণ্টক যেন আক্ষটির কাঁদ ॥
 দেখিল দেবতাশক্তিধৃতকলেবরা ।
 ত্রিগুণজননী দেবী ত্রিমূর্ত্তি ত্রিপুরা ॥
 জয় জয় শঙ্ক করে গগনবাসিনী ।
 দেবতেজোময়ী দেবী ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥
 দেখিয়া হরিষ হইল যত দেব[২৩]গণ ।
 দুর্জয় মহিষাসুর ভয়াকুল মন ॥
 অহুমান করে যুক্তি রণের কারণ ।
 দেবতা মেলিয়া দেই অস্ত্র অন্তরণ ॥
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলক্ষ্মমতি ।
 ত্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

চণ্ডীর শক্তিধারণ

॥ পাহিড়া রাগ ॥

নিজশূল ভবশূল শ্বরহর দামোদর
চক্রে স্থজিয়া চক্রবাণ ।

বরুণ বাঞ্জন শঙ্খ শক্তি দিল হতাশন
ধনু তুণ শর পরমাণ ॥

ঐরাবত গজঘণ্টা কনকনির্মিত কণ্ঠা
কুলিশজ বজ্র সুরেশণ ।

কালদণ্ড দিল যম স্থজিয়া আপন সম
নাগপাশ জলধি বিশেষ ॥

দেখি সুরতরুতলে ত্রিপুরা কীরোদকুলে
বিবসনা শক্তিরূপিণী ।

ভূষে অস্ত্র অভরণে মেলিয়া দেবভাগণে
হরষিত দৈত্যদলনী ॥

দেবীর লোমকূপ মাঝে প্রবল আপন তেজে
ধরিলেক সহস্রকিরণ ।

কমণ্ডলু অক্ষমালা প্রজাপতি খাণ্ডাফলা
অনন্তফণা দিল সুরশোভন ॥

কীরোদ আপন সার স্থজিয়া রক্তের হার
অরুণ যুগল বস্ত্রখানি ।

কেয়ুর নুপুর শঙ্খ অর্ধচন্দ্র নিকলক
বলয়া কুণ্ডল চূড়ামণি ॥

অঙ্গুরি পাণ্ডুলী টাঙ্গি বিশ্বকর্মা দিল রঙ্গি
নানারূপ অস্ত্র সকল ।

জলধি পঙ্কজমাল শিরে দিল অবিশাল
শিরে দিল আপার কমল ॥

গিংহ দিল হিমবান তর্পি চণ্ডী অধিষ্ঠান
নানা রত্নে ভূষে ভববধু ।

কুবের ধনের পতি যার সখা বৃষপতি
কনকরচিত পাত্র ধনু ॥

অনন্ত নাগের পতি পিঠে যার বহুমতী
নাগহার দিল ত্বনি সঙ্গে ।

আর যত দেবগণ দিলেক বিবিধ বাণ
রত্নে ভূষিত অতি রঙ্গে ॥

বিধি পড়ে জ্ঞতি বেদ খণ্ডিতে দেবের খেদ
ভগবতী হাসে থল থল ।

চণ্ডীপদসরসিজে ত্রিমূর্ত মুকুন্দ বিজে
[২৪ক] বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

দেবভাগণের চণ্ডীস্ততি

॥ মালসী ॥

চণ্ডীর অটু অটু হাশু পুরিল অন্তরীক্ষ ।
প্রতি শব্দে চমকে ত্রৈলোক্য দশ দিগ ॥

উৎলিল সিদ্ধ টলটল বহুমতী ।
সকল পর্বত নড়ে কাঁপে ফণিপতি ॥

গিংহবাহিনী দেবী তুমি ভগবতী ।
কহে দেবগণ জয় জয় পার্বতী ॥

ছুটিল সূর্য্যের ঘোড়া শূন্য হইল রথ ।
শচীপতি এড়িয়া পালাইল ঐরাবত ॥

বৃষভ ছুটিল পেলাইয়া শশিচূড় ।
পেলিয়া কমলাপতি উড়িল গরুড় ॥

ব্রহ্মার বাহন হংস চক্রাবর্তে ফিরে ।
ত্রাসে না দেখে নীর সমুদ্রের তীরে ॥

সিন্ধার ধেম্যান ভাঙ্গে কর্ণে লাগে তালি ।
সঙ্কলিতে নারে হাশু রক্তিণী বাণুলী ॥

জ্ঞতি করে দেবগণ মুখে যার বেদ ।
স্মিত পরিহারি দেবী দেবতার খেদ ॥

মুকুন্দ সকল লোক দেখে দৈত্যপতি ।
ভনই মুকুন্দ আঃ কিমিতি কিমিতি ॥০॥

মহিষাসুরের রণসজ্জা

॥ কাঁপা ॥

বীর সাজিল রে মহিষাসুর পতি
দেবতার ত্বনিঞা নিশান ।

ক্রোধে দন্তে ওষ্ঠ চাপে গগনে মুকুট লাগে
কলেবরে ছুটে কাল ঘাম ॥

কামান কুপাণ ফরি ভব করে নথ ছুরি
করতলে ডাঙস দোরাড় ।

লোহার মুদ্রার টাঙ্গি শেল শক্তি শূল সাঙ্গি প্রাতে উদিত রবি নয়ন কমল ভবি
 হলকা কাছিল জন্ম নড় ॥ তাম্র বাঙ্কল মহাবল ॥
 চিনিলা বিষম সুর নেজাপঞ্জি বট সর বিড়াল বিষম বীর হরি হর নহে স্থির
 মথিয়া চেয়াড় চক্র বাণ ॥ যারে ডরায় শচীর দৈবর ॥
 গদাঙ্ক কি জাঠে পাশ জয়যণ্টা রিপুনাশ ডরে মুনি ছাড়ে ধর্ম জাসিত হইল কুর্ষ
 দাবাসিনী বজ্র সমান ॥ দেখিয়া বুকের পরিপাটি ॥
 নানা অস্ত্র বহে রথি ষোটকের পবন গতি উদয়াত্ত গিরিমূলে চতুরঙ্গ দলে চলে
 রজত কাঞ্চে শোভে রথ ॥ অস্ত্র নিযুত কোটি কোটি ॥
 ধর ধর মায় মায় বোরতর অঙ্ককার কুবের বরণ হিম- কিরণ তরণ যম
 সারথি সমরে বিশারদ ॥ মঙ্গ দণ্ডি কাঁপে ধর ধর ॥
 শিলা নড় মস কাড়া চাক ঢোল বাজে পড়া চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ বিজে
 ঘন ভেরি বরণ তে[২৪]বাই ॥ বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥
 মহিষ পরানকালে সূর্য মর্ত্ত রসাতলে
 সুরেরে লাগিল ধাওরাধাই ॥
 হানিঞা লোহার গুণ্ডা পেলাইয়া লোফে খাণ্ডা
 লাফ দিয়া মারে মালসাট ॥
 হুর্দর হুগুর্ধ ধায় বিবরঙ্গক যায়
 সমরে বুড়িতে মহাকাট ॥
 কোটি কোটি ষোড়া হাথী টল টল করে ক্ষিতি
 অস্ত্রেরে বেচিল চারি দিগ ॥
 আছিল অমরপুরে সুরে নিজ ঘরে ডরে
 দেবতা পলায় অন্তরীক্ষে ॥
 আকাশে পাতালে তহু হেন বীর মহাহতু
 বিষম উত্তত অসিলোমা ॥
 দেবতার করে চুর সমর পণ্ডিত সুর
 দ্বিতর নলন যারে ক্ষেমা ॥
 নৃপ চাহে কোপদিঠে উঠিয়া ষোড়ার পিঠে
 ক্ষটিক ধবল পক্ষরাজে ॥
 অঙ্গে দিয়া আঙ্গরেখি রবি শশী করে সাকী
 চামর চিকুর বীর গাজে ॥
 উদ্যাত উদ্যবীৰ্য্য করাল দৈত্যের পূজা
 উদ্যজ্ঞ ধায় অবিচারে ॥
 কোটি নিযুত রথ হস্তী ষোড়া অগণিত
 ব্রহ্মা পলায় যায় ডরে ॥

চণ্ডীর বরণসজ্জা

॥ মালসী ॥

সাজিল মহিষ চণ্ডী ভাবে মনে মন ॥
 কেমনে রাখিব আজি অদ্বিতিনন্দন ॥
 সহস্রেক ভূজে পূর্ব আগলে পশ্চিম ॥
 ধনুকে টঙ্কার দেই কুলিশ প্রবীণ ॥
 চরণকমলতরে অলঙ্গ ধরণী ॥
 [২৫ক] মাথার মুকুট আংসাঙ্গিল মুনি ॥
 বেদমুখ হৃদকেশ ত্রিলোচন যম ॥
 হংস গরুড় বৃষ মহিষবাহন ॥
 ধরিয়া আপন অস্ত্র যুঝিবার আশে ॥
 রজনী দিবস ঝড় বহিল আকাশে ॥
 বহু সন্ধ্যা বহুযতী হুদয় চঞ্চল ॥
 ফণিপতি আনিল একত্র বলাবল ॥
 কুবেরাঙ্গি বরণ পবন শচীনাথ ॥
 রহিল সকল দেব দেবীর পশ্চাত ॥
 চতুরঙ্গ দলে দৈত্য উত্তত কুপাণ ॥
 পাশাপাশি ষোড়া হাথী করিয়া সন্ধান ॥
 সেনাপতি চলে আগে চিকুর চামর ॥
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিন্দর ॥০॥

চণ্ডী-মহিষ যুদ্ধারম্ভ

॥ বাঁপা ॥

ঝক ঝক খজা ঝটক্কেছে ॥
 বীর মাদল দগড় বাজে ॥
 কোপে মহিষাসুর সাজে ॥
 জ্বালে কম্পহঁ সর্পরাজে ॥
 ঘোটধ্বজ গুটজাত ধূলি ॥
 হয় দিনকর কিরণমালি ॥
 রত্ননির্মিত হারশালী ॥
 মস্ত কুঞ্জর বিষম গাজে ॥
 নেত্রা ধবতর ডাঙশ কাছে ॥
 চমক পড়িল অস্তুর মাঝে ॥
 সর্ব্ব দানব চৌদিকে ধায় ॥
 চণ্ডী কাঁপিল কমল পায় ॥
 ত্রীযুত মুকুন্দ বামন গায় ॥৩৥

চণ্ডী-মহিষ যুদ্ধ

॥ ছন্দ ॥

হাথী ঘোড়া কোটী কোটী অগণিত রথ ॥
 নানা বাস্ত্র বাজে বিরোধিল কর্ণপথ ॥
 দগড় কঁাসর ভেরি মদল মাদল ॥
 দণ্ডি মোহরি ডম্ফ বাজে অবিরল ॥
 দামা দড়মসা কাড়া বাজে ঠাঞি ঠাঞি ॥
 ধন ঘন পড়ে শিলা বিরল তেবাই ॥
 জয় বীরচাক কাড়া বাজে অবিশাল ॥
 বিজয় ছন্দুভি বাজে ফুকরে কাহাল ॥
 বীরদণ্ডা ভেরি বাজে বরদো বিশাল ॥
 তোলপাড় করে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ॥
 কোটী কোটী সহস্র কুঞ্জর অশ্ব রথ ॥
 মহিষ দৈত্যের নাথ তথি মহাসত্ত্ব ॥
 আগে পাছে ধায় দৈত্য যথা মহাশক্ত ॥
 [২৫] দেখিয়া অস্তুরগণ দেবগণ স্তব ॥
 ক্ষীরোদ সিদ্ধর কূলে দেখে দৈত্যপতি ॥
 তেজে ত্রিভুবন ব্যাপে একেলা সুবতী ॥

আনন্দ ধরণী করে পদসরসিজে ॥
 আগলিল দুই দিগ দশ শত ভূজে ॥
 মাথার মুকুট লাগে গগনমণ্ডলে ॥
 ধনুসকটকারে সর্প কাঁপে রসাতলে ॥
 তন লো মুমুখী কজা পড়িলি বিপাকে ॥
 হান হান কাট কাট দৈত্যগণ ডাকে ॥
 মথিয়া তবকসিনি দাবা সিংহনাদ ॥
 প্রলয় সময় যেন হয় বজ্রাঘাত ॥
 তোমর পেলাইয়া কেহ মারে ভিন্দিপাল ॥
 কেহ শক্তি মারে কেহ তবক বিশাল ॥
 ত্রিপুরা সহিত যুঝে লইয়া শেল সাজি ॥
 কেহ হানে কুপাণে পেলিয়া মারে টানি ॥
 কেহ খোঁচ বিদ্ধে কেহ লোহার চেয়াড় ॥
 কেহ নেত্রা মারে কেহ বিষম ধোয়াড় ॥
 সহজে ত্রিপুরাদেবী বলবুদ্ধিমতী ॥
 টানিল দৈত্যের বাণ দেবতার প্রীতি ॥
 অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপে দেবী কোপে কাঁপে তহু ॥
 পড়িল অনেক দৈত্য হত রথ ধনু ॥
 দেবীর ঞ্জাঞাহারে কবিল দৈত্যগণ ॥
 চণ্ডীরে হানিতে যায় করিয়া বিক্রম ॥
 নানা অস্ত্র বরিষণ করে দৈত্যগণ ॥
 সেই ভগবতী দেবী হাসে মনে মন ॥
 অস্ত্র বরিষণে দেখে আপন বিভব ॥
 নিরস্ত্র কারিল চণ্ডী যতেক দানব ॥
 সমরে কবিল শ্রবহরসহচরী ॥
 স্তুতি করে দেব ঋষি দেখিয়া ঈশ্বরী ॥
 নিজ শস্ত্র ক্ষেপে ভগবতী নাহি সহে ॥
 ফুটিল অনেক বাণ অস্ত্রেরে দেহে ॥
 কেশরী কাঁপায় গটা কোপে বাড়ে বল ॥
 কাননের মাঝে যেন জলিল অনল ॥
 লাফ দিয়া পড়ে দৈত্য সহিত ভিতর ॥
 কার যুগু ছিণ্ডে কার বিদরে জঠর ॥
 [২৬ক] যুঝে ভগবতী ক্রোধে ছাড়িয়া নিখাস ॥
 শতেক সহস্র দেবীগণের প্রকাশ ॥

রণে নামে দেবীগণ দেখে দৈত্যপতি ।
 ভিক্রিপাল টাকি শক্তি পট্টস সংহতি ॥
 নানাক্রপে যুঝে লাগে অস্ত্রের চমক ।
 মুদন বাজার কেহ কেহ পুরে শব্দ ॥
 পট্টহ বাজার কেহ কাড়ার লেখা ।
 সিংহনাদ পুরে কেহ চোলে দৈবা ॥
 দামা দড়মসা কাড়া দগড় কীসর ।
 রাউতে মাহতে যুঝে রথী হইল জড় ॥
 গদাবাড়ি মারে কারো বৃকে শক্তিশূল ।
 ত্রিপুরা হানিল খড়্গে শত শত সুর ॥
 দিতির নন্দনে দেবী বান্ধে নাগপাশে ।
 ঘণ্টার শব্দে কেহ পড়িল তরাসে ॥
 কারো গাণ্ডে যুগে হানে কারো হানে কঙ্ক ।
 ঝন ঝন রণভূমি বাঢ়িল আনন্দ ॥
 দেবীগণ কোপে কারো বৃকে মারে শেল ।
 সহিতে না পারে দৈত্য দেবতার ঠেল ॥
 ঘোড়া ছাড়ে রাউত মাহত ছাড়ে হাথী ।
 খান খান ঘোড়া হাথী সারথি বিরতি ॥
 কার বাম হাথে হানে কারো বাম পদ ।
 খান খান হইয়া পড়ে নাহি ছাড়ে সজ ॥
 বাহ বন্ধ চরণ নয়নে নিল যায় ।
 অর্ধখান দেহ কার ধরণী লোটায় ॥
 রণের ভিতর উঠে ধরি বমর্ক ।
 নানা যুদ্ধ করে কেহ বড়ই প্রমর্ক ॥
 কেহ করতালি দেই কার কঙ্ক নাচে ।
 কার কঙ্ক রড় দেই কার কঙ্ক যুঝে ॥
 হাথে ঞ্জগ কবন্ধ চণ্ডীরে দেই গালি ।
 না পালা না পালা রহ রক্তিনী বাস্তলী ॥
 নানা অস্ত্র হাথে করি উঠিল কবন্ধ ।
 চণ্ডীর সহিত যুঝে করিয়া প্রবন্ধ ॥
 পড়িল তুরগ সেনা রথ[২৬]দণ্ডাবল ।
 দেবতাদানবগম্য নহে রণস্থল ॥
 শোণিতের নদী বহে ভাসে গাণ্ডিযুতি ।
 দেখিয়া বাস্তলী হাসে মজলচণ্ডী ॥

কাষ্ঠনিচয় যেন জলে হতাশনে ।
 দেবীগণ বিনাশিল দিভির নন্দনে ॥
 দেবীর বাহন সিংহ করে মহারব ।
 জীবন তেজিয়া কত পড়িল দানব ॥
 স্ততি করে দেবগণ দেবীর বিজয় ।
 অসংখ্য দানব পড়ে মহিষ নির্ভয় ॥
 পুষ্প বরিষণ করে দেবীর উপর ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥

অম্বরগণের সহিত চণ্ডীর যুদ্ধ

॥ পঠমঙ্করী ॥

বিষম সমর সুর ধায় বীর চিন্মুর
 চামর ধাইল তার পাছে ।
 হান হান কাট কাট নিনাদে পাগল ঠাট
 একেলা রহিয়া চণ্ডী যুঝে ॥
 নেত্রা খাণ্ডা করতল ব্যাপিল রণস্থল
 অস্ত্রের কিরণ দশদিশ ।
 দেবতা পালায় ডরে বলে দৈত্য উচ্চ স্ববে
 অবলার সাহস অধিক ॥
 আগল সকল দিগে শেল শক্তি মার বৃকে
 যুচে যেন যুবতীজনম ।
 বলে দেবী মধু ভাষা জীবনের তেজ আশা
 অকারণে দৈত্যের বিক্রম ॥
 বাটী সহস্র রথি উদগ্রজ সংহতি
 অবিরত করে শরবৃষ্টি ।
 ধর ধর মার মার ঘোরতর অন্ধকার
 অধিক প্রসরে নাঞি দৃষ্টি ॥
 অসিলোমা দিতিমুত পঞ্চাশ নিযুত রথ
 মহাহু লৈয়া শত কোটা ।
 বাস্তল মহিষ পক্ষ কোটীধিক বাটী লক্ষ
 রথ হয় গজ পরিপাটী ॥
 বিড়াল দিতির স্তূত কোটী নিযুত রথ
 গজ বাজি পদাতি বিস্তর ।

আর যত মহাসুর তার সৈন্ত প্রচুর দেখিয়া দৈত্যের বাণ চঞ্চল দেবীর প্রাণ
 দেবতা মহুয়ে অগোচর । নিজ শূল ক্লেপিল তরাসে ।
 হস্তী ঘোড়া চরণালি গগনে উড়িল ধূলি সেই শূলে নৈত্যোৎসব অস্ত পেল চিন্তুর
 করয়ে গগনমণ্ডল । যুদ্ধ রচিল চণ্ডী হাসে ।৩।
 চণ্ডীপদসর[২৭ক]সিঞ্জে ত্রিযুক্ত যুদ্ধে
 বিরচিল সরস মঙ্গল ।৩।

চামর বধ

চিন্তুর বধ

। ত্রি রাগ ।

॥ ধানশী ॥

চিন্তুর পড়িল রণে হরষিত হইল মনে
 দেবতা সকলে নিল জয় ।

দেখিয়া চণ্ডীর বল পড়ে চকুর ল
 হৃদয়ে বিশাল বাড়ে কোপ ।
 বলে দৈত্য চিন্তুর নাশিব অমরপুর
 দেবতা করিব আজি লোপ ॥
 রণে নামে মহাসুর ঘন বাজে রণভূর
 চণ্ডীর উপর মহারথ ।
 অশেষ বিশেষ শর বেগে সমীরণ জল
 যেন মেরুশিখরে জলধ ॥
 যাহার যতেক বাণ কৈল চণ্ডী খান খান
 নিজ বাণে তাহার তুরঙ্গ ।
 কাটিল ধনুক ধ্বজ সারথি বিষম গজ
 বাণে বিদ্ধে অমর বিশঙ্ক ॥
 ছিন্নধ্বা মহাসত্ত্ব হতাস্ত্র অগণিত রথ
 অবিসাধি অবিচারে ধাম ।
 ঞ্জা চন্দ্র ধরি হাথে লাফ দেই শূত্র পথে
 ত্রিপুরা নিকটে নৈত্য যায় ॥
 ধরধার ঞ্জাখানে সিংহের মস্তকে হানে
 চণ্ডীর হানিল বাম ভুজে ।
 পাইয়া দেবীর হাথ ঞ্জা হইল খান সাত
 ক্রিশূল ধরিয়া বীর যুঝে ॥
 শূল পেলি লোফে ভুজে পৃথিবী ব্যাপিল তেজে
 শূত্রে যেন সহস্র কিরণ ।
 চণ্ডীর উদ্দেশে পেলো বর্গ মর্ত্ত রসাতলে
 অতি কোপে অরুণলোচন ॥

আপনা আপুনি নিলে চামর গজের কঙ্কে
 দেবতা কণ্টক মহাশয় ॥
 নানা অস্ত্র ধরি ভুজে উরিল্য সময় মাঝে
 চণ্ডীর উদ্দেশে শক্তি এড়ে ।
 [২৭]চণ্ডিকা হকার ছাড়ে যাবন পৃথিবীতলে
 নিস্তেজ হইয়া শক্তি পড়ে ॥
 ব্যর্থ হইল শক্তিধান কোপে বীর কম্পমান
 শূল যারে ত্রিপুরার গায় ।
 বাড়বানলের তুল দেখি দেবী সেই শূল
 নিজ বাণে কাটিয়া পেলায় ॥
 ধনুকে টকার দেই বলে বীর যোর ঠাঞি
 রণভূমি আজি যাবে কোথা ।
 করে বাণ বরিষণ বিম্ব দেবীগণ
 দেখিয়া কাটিল তার মাথা ॥
 কোপে দেবী ঞ্জালোফে সিংহ লাফে অতিকোপে
 উঠিল গজের কুণ্ডলে ।
 টানাটানি ভুজে ভুজে চামর কেশরি যুঝে
 হুজনে পড়িল মহীতলে ॥
 মুটকী চাপড় চড়ে কারে কেহ নাহি ছাড়ে
 স্রোত বহে শোণিত কিঙ্কণী ।
 চামর উন্মাস পায় হানিল সিংহের গায়
 কোপে দেবী ঞ্জরঘরী ॥
 দস্তে দস্ত নাহি টুটে গগনমণ্ডলে উঠে
 চামর উপরে পড়ে লাফে ।

বাড়ে বীর অবিরত যেন বিদ্যাপর্যন্ত
 দেখিয়া ভরাস দেবরাজে ॥
 বিবাহে জলধি বিচ্ছেদে রবি শশী পথ রুদ্ধে
 ডরে কুর্শ কাঁপে ধর ধর ।
 চণ্ডীর সমুখে চলে চরণকমলভরে
 ঘন পড়ে উঠে ফণীধর ॥
 বিষম বিক্রম করে কোন জন বধে ধুরে
 শুলে বিদ্যারে কোন জনে ।
 লেজের বিক্ষেপে মারে বলনে প্রহারে কারে
 কোন জন বলিল ভ্রমণে ॥
 ছাড়য়ে বিষম ডাক কুমারের যেন চাক
 ফিরে চক্ষু অক্লণ কিরণ ।
 ধায় বীর অতি বেগে কেহ দেখে নাহি দেখে
 মুচ্ছিত পড়য়ে দেবগণ ॥
 মরুতান্নি ধর্মরাজ রাজ রাজ বিজরাজ
 আর যত দেবতা কাতর ।
 পলায় দেবের জ্যেষ্ঠ লাজে মাথা করে হেট
 জিম্বু বিষ্ণু মুগাক্ষশেখর ।
 নাসিকাপবনঝড়ে কারে ক্রিতিভলে পাড়ে
 সিংহে বধিতে করে মন ।
 পুরে দেবী সিংহনাদ বাহন যুগের নাথ
 মহারবে পুরিল গগন ॥
 অধিকার হুকার ছাড়ে অতি কোপে লাফ ছাড়ে
 অসিতনয়ন শতদল ।
 চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ বিজে
 বিরচিল সরস মঙ্গল ১০৥

মহিষাসুর বধ

॥ হ্রদ ॥

ধরশূল মহিষ সম্বরে অবতরে ।
 নাগপাশে ত্রিপুরা বাক্সিল দৈত্যেধরে ॥
 রণে বন্দী মহাসুর পাইল বড় লাজ ।
 ভেজিয়া মহিষতলু হৈল মুগরাজ ॥

দেখিয়া কেশরী কোপে হানিল ভবানী ।
 তৎকাল পুরুষ চর্শ্ব ধর খড়্গাপানি ॥
 মহামায়াসুর ক্রোধে ভগবতী দেখে ।
 হানিল হুকার দিয়া চণ্ডী নাহি সহে ॥
 উলটি হানিল চণ্ডী [২৯ক] না জানে বিষাদ ।
 ছিঙিল পুরুষ গজ হইল অচিরাত ।
 দেবীর বাহন সিংহ কর দিয়া টানে ।
 কবিল ত্রিপুরা মায়াজয়ের গর্জনে ॥
 ধরসান কুপাণ হানিলা ভগবতী ।
 গজশুও ছিঙিল কবিরে বহে ক্রিতি ॥
 করহীন করিকর নাহি করে ভয় ।
 পুন মহাসুর হয় মহিষ হুজ্জয় ॥
 উঝটে উপাড়ে শিলা পর্তত পাথর ।
 স্বর্গ মর্ত পাতালে কাঁপিল চরাচর ॥
 অসুরদলনী জয়া জগতের মাতা ।
 কবিল ত্রিপুরাদেবী মধুপানে রতা ॥
 আনন্দে মহিষ নাচে রণমত্তমনা ।
 খল খল হাসে চণ্ডী অক্লণলোচনা ॥
 কবিল মহিষ রণে বাজে জয়ঢাক ।
 বিবাহে পর্তত বিচ্ছেদে ছাড়ে বীরডাক ॥
 অধিকার পর্তত মারে পেলিয়া বিবাহে ।
 অধিকা পর্তত চূর্ণ কৈল নিজ বাণে ॥
 বিশাললোচনী বলে গদগদ বাণী ।
 শুন রে মহিষ তোম বল বুদ্ধি জানি ॥
 ক্ষেণেক গরজ মূঢ় রণে মহারম্ভ ।
 মধুপান করি আমি তাবদ বিলম্ব ॥
 আমার বচন কোন কালে নহে মিথ্যা ।
 হানিলে মস্তক তোম গর্জিব দেবতা ॥
 এ বোল বলিয়া দেবী লাক দিয়া উঠে ।
 ত্রিশূল কুপাণ হাথে মহিষের পিঠে ॥
 ছুটিল মহিষাসুর যেন বিদ্যাচল ।
 দেখিয়া দৈত্যের বল দেবতা সকল ॥
 কবিল ত্রিপুরা ভগবতী সেই ক্ষণে ।
 গলায় চরণ দিয়া বিচ্ছেদ শূল বাণে ॥

মাথা পাতি মহাসুর ধীরে ধীরে যায় ।
 মহিষবদনে রহে অর্ধখান কায় ॥
 ত্রিপুরার তেজে অর্ধ শরীর লুকায় ।
 ধরধ্বজাপাণি বীর চিত্তিল উপায় ॥
 হানিতে উত্তম কৈল ত্রিপুরার গায় ।
 মায়া[২৯]বিনী বুঝিল দৈত্যের অভিপ্রায়
 হানিল মহিষমুণ্ড ধরণী লোটার ।
 পড়িল মহিষদৈত্য বলে হায় হায় ॥
 দিভির নন্দন বিনাশিল ভগবতী ।
 আনন্দ হইল দেব ঋষি করে স্তুতি ॥
 নানারূপ বেণুযন্ত্র বাজায় মৃদঙ্গ ।
 অঙ্গরাগণে নাচে নহে তালভঙ্গ ॥
 গঙ্ঘর গীত গায় দেবগণপ্রীতি ।
 ত্রিযুত মুকুন্দ ভনে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ পাহিড়া রাগ ॥

চামুণ্ডা প্রচণ্ডা চণ্ডবতী চণ্ডরূপা ।
 চণ্ডবিনাশিনী চণ্ডী তুমি কর কৃপা ॥
 উজ্জলদশন নবশশী শিরোমণি ।
 প্রেতবিনাশিনী দেবী কিরীটী কুণ্ডলিনী ॥
 কে জানে তোমার মায়া তুমি নগের নন্দিনী
 অনন্তরূপিণী জয়া যোগীর জননী ॥

॥ পঞ্চম পালা সমাপ্ত

শুভ-নিশুভের শিবপূজা

নিবাতকবচ পূর্বে ছিল মহাবল ॥
 শুভ নিশুভ তার তনয় যুগল ॥
 প্রবেশিলা তপোবনে চুই শুভমতি ।
 অস্তোহস্ত মানসে চুই সেবে পণ্ডপতি ॥

ত্রিমাাত্রা ত্রিগুণ ত্রিকা ত্রিশূলধারিণী ।
 ত্রিপুরা ত্রিদেব ধনী কর্পর ঋজিগনী ॥
 বিশাললোচনী নরমন্তকমালিনী ।
 ত্রিপুরসুন্দরী জয়া বাণ্ডলৌ রক্ষিণী ॥
 ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী তুমি মরালগামিনী ।
 কমলা ভগবতী হরিহরদয়বাসিনী ॥
 ত্র্যম্বরী জীষরী তুমি ত্রিপুরধাতিনী ।
 সেবকবৎসলা শিবা হরের গৃহিণী ॥
 ত্রিষকশক্তি জয়ী ত্রৈলোক্য তির্কীতী ।
 ত্রিপুরসুন্দরী ব্রহ্ম তৃতীয় ভগবতী ॥
 নিশক সকল লোক শব্দের জননী ।
 কন্দের নিয়মে দেবী দেবারিদলনী ॥
 চারিদশ লোকে যত নিবসে মুরতি ।
 কারণে বুঝিতে পারি যেই জন সত্যী ॥
 মহাদি প্রলয়ে মরে ব্রহ্মাদি গীর্ষণ ॥
 তোমার জীবনপতি না মরে ঐশান ।
 তুমি যারে কর কৃপা সে জন মুকুতি ॥
 ধন্ত সর্ব গুণে সেবি ক্রমে শুভমতি ॥
 আপদ সম্পদ [৩০ক] হেতু স্মৃতি কুমতি ।
 ত্রিযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ ইতি মহিষাসুরবধ সমাপ্ত ॥

নৈমিত্ত্য কিং বর্গ্যতে চণ্ডী কিং জ্ঞাতেন স্বয়ম্ভুবা ।
 সঙ্গস্ত মতিরম্বাকং ত্রিপুরাপদপঙ্কজে ॥

বাহিরে ভিতরে মন ক্রমধ্যভাগে ।
 নিরবধি ছুই ভাই শিব শিব অপে ॥
 নাসিকায় না লয়ে গন্ধ অনিমিষ আঁখি ।
 মংস্ত অভিলাষী শ্রোতজলে যেন পাখি ॥
 নয়নে না দেখি কিছু না তুনি শ্রবণে ।
 চিত্তের পুস্তলি যেন রহিল ধোয়ানে ॥

বাস্তবীকরণ

চারি ছয় দশ বার ঘোল ছুই কুল ।
 তাহার উপরে পদ্ম সহস্র কমল ॥
 যমুনা ভারতী গঙ্গা বহে এক রূপ ।
 কুখা তৃণা হরিল নাহিক ভূতভুক ॥
 ফুটিল কমলরাজ দশশতদল ।
 তখি মধু পিয়ে মস্ত চপল ভ্রমর ॥
 বাহিরে চঞ্চল বড় ভিতরে নিশ্চল ।
 স্থলশূন্য ভহু তিন লোকে অগোচর ॥
 মধুপানে মাতিয়া ভ্রমরা ধূলি খেলে ।
 শক্তিরূপিণী দেবী প্রকাশিল কোলে ॥
 ত্রিপুরার মায়ায় সমাধি পরিহরি ।
 কবিচন্দ্র কহে দৈত্য পুঞ্জে ত্রিপুরারি ॥০॥

শুভ-নিশুভকে শিবের বরদান

॥ ছন্দ ॥

প্রতিমা সাক্ষাত কৈল মহেশ মুরতি ।
 তোমার চরণ বিহু আর নাঞি গতি ।
 করবন্তি প্রহার করিয়া দশাঙ্গুলি ।
 শোণিত করিয়া ঘৃত রচিল দীপালি ॥
 নৈবেদ্য করিল মাংস ভক্তি অধুরূপ ।
 দশন করি[৩০]য়া চূর্ণ করে গন্ধধূপ ॥
 অস্থি খণ্ড খণ্ড পুগ রসনা তাষুল ।
 তপ করে মন তাঁর নহে প্রতিকূল ॥
 কাটিয়া আপন মুণ্ড দ্বৈশ শিবপদে ।
 অখণ্ড কমল যেন ফুটে পুণ্য হ্রদে ॥
 সেবকবৎসল প্রভু মহেশের বরে ।
 পুনঃ পুনঃ হয়ে মুণ্ড যুগল কঙ্করে ॥
 শোণিতসম্ভব জবা পুষ্পের বিকাশ ।
 তিমির নাশিতে যেন রবির প্রকাশ ॥
 অনাহারে ছুই তাই ষাদশ বৎসর ।
 অবিরত পুঞ্জে নগনন্দিনীঈশ্বর ॥
 আইল বসন্ত ঋতু ফুটে নানা ফুল ।
 বিরহী জনের মন হইল আকুল ॥

কোকিল নিনাদ করে কলরব ভূজ ।
 হেন কালে সাক্ষাত হইলা ভোলালিঙ্গ ॥
 ললাটে নুতন শশী শিরে গঙ্গা বহে ।
 অটিল পুরুষ ভস্ম ভূষিলেক দেহে ॥
 ত্রিশূল ডমরু ভূজ গলে সিংহনাদ ।
 হৃদয়ের মাঝে শোভে ভক্তগের নাথ ॥
 শ্রবণে শৃঙ্গর ফুল ভূজঙ্গ কুণ্ডল ।
 শ্মিত উচ্চ সিত গণ্ড দৈবত পাণ্ডুর ॥
 মলয় পবন বহে ডাকয়ে কোকিলী ।
 কাঙ্কে লাগে মনোহর সিঙ্গা সিদ্ধ ঝুলি ॥
 মকর কুণ্ডল কানে ঘন মুখে হাসি ।
 চন্দ্রিকা প্রকাশে যেন পূর্ণিমার শশী ॥
 পঞ্চ বয়ন জিনয়ন ভূতেশ্বর ।
 পরিয়া বাঘের ছাল বলদ উপর ॥
 শুন রে নিশুভ শুভ ছুই মাগ বর ।
 তোরে বর দিয়া যাব ত্রিদশনগর ॥
 শস্তুর বচনে শুভ নিশুভ সোদর ।
 কাকূতি করিয়া ধরে চরণকমল ॥
 চারি চারি মুরতি সকল দেবনাথ ।
 যুদ্ধের সময় মোর হব অষ্ট হাথ ॥
 যদি বর দিবে মোরে দেব ত্রিপুরারি ।
 জিনিব অমরনাথ শচী হব নারী ॥
 শুন হিণ্ডি প্রিয়তম বলে শুভাহুজ ।
 [৩১ক] যুদ্ধের সময় হব অযুতেক ভূজ ॥
 সত্য সত্য বলে চারিদশলোকনাথ ।
 বর দিয়া নুঁকি শিব জ্বলিল উতপাত ॥
 ঘোর গরজন মেঘে হয় বজ্রপাত ।
 বিজুরি তিমির ঘোর বহে চণ্ড বাত ॥
 বর পাইয়া ছুই তাই পরিতোষ মনে ।
 কবিচন্দ্র কহে গেল আপন সঙ্গনে ॥০॥

শুভের মুক্তবাক্সা

। পরার ।

কুটু্য বাক্সব প্রাণা পাইল পীরিত্তি ।
 অহুরে মেলিয়া শুভে কৈল নরপতি ॥
 ছই তাই সহোদর নিবলে নানা স্মৃথে ।
 জিনিল যতেক দেব ছিল স্মরলোকে ॥
 শুন নৃপ দেবতা ছাড়িল পুন স্মৃথ ।
 শতমথ জিনিঞা হইল মথভুক ॥
 চণ্ড মণ্ড রক্তবীজ ধ্মলোচন ।
 বাহার সমুখে স্থির নহে দেবগণ ॥
 কি কহিব বিপরীত কালকেয় শোধ্য ।
 বিধি হরিহর কাঁপে চলে যদি মৌধ্য ॥
 ধোন্ম দোন্ম কোটিবীধ্য মহাবল ।
 চলিতে বাসুকী কাঁপে ক্ষিত্তি টলটল ॥
 দিগুগজ কাতর হয় কুর্সে লাগে ভয় ।
 রাত্রি দিবা নহে রবি শশীর উদয় ॥
 বেক্সপ মহিব শুভ করে অধিকার ।
 আপুনি উদয় চক্স দশ দিগপাল ॥
 দেবতা ছাড়িল স্বর্গ অহুরের ডরে ।
 ত্রিমুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে ॥০॥

দেবগণের তুর্দশা

॥ শ্রামা রাগ ॥

ব্রহ্মা হরিহর অপে নিরস্তর
 ব্রহ্মে দিয়া পুন মন ।
 ত্রিপুরাধিক বল বাহিক নির্জর
 চারিদশ দেখিল ছুবন ॥
 কান্দে রে দেবগণ ধরণী লোটার ।
 বিবান ভাবিয়া মনে বসিল দেবগণে
 বিধাতা চিন্তিল উপায় ॥
 দানবদলনী পূর্বে আপুনি
 দেবভাগণে দিলে বর ।

ত্রিপুরা ভবানী

হরের ধরণী

চিন্ত অকারণে কর ডর ॥

ব্রহ্মার বাক্যে

দেবতার পক্ষে

বিস্মরণ ছিল ভগবতী ।

[৩১] মহিষাশুর বধে তারিলে আপদে

তুমি দেবী দেবতার পতি ॥

রক্ত রক্ত হর-

কামিনী উদ্ধার

ত্রিভুবনেহপরাজিতা ।

পূর্বে দিলে বর

তারিব আপদ

জগতদেবী মাতা ।

জ্ঞতিপর দেবগণ

সত্ত্ব নিরগন

উপনীত হিমগিরি মাঝে ।

মুকুন্দ রচিল

বাণুলীমঞ্জল

ত্রিপুরাচরণাষুজে ॥০॥

আর না যাইব ও না পথে ।

পথের কণ্টক যছনাথে ॥০॥

চণ্ডীস্তুতি

নিশুন্তসোদর শুভ বলে মহাবল ।
 দেখিল জ্বিদেব হৈতে দেবতা সকল ॥
 জিনিঞা মধ্যম লোক জ্বিদেব পাতাল ।
 আপুনি উদয় চক্স দশদিগপাল ॥
 অমর নগরে হৈল ত্রিদশের নাথ ।
 শচী সীমন্তিনী নিত্য পরে পারিজাত ॥
 আপনা গুপত করি কেহো কেহো বুলে ।
 মহুঘ্য সন্ম দেব স্রমে ক্ষিত্তিতলে ॥
 পূর্বে বর দিলে তুমি আপুনি শকরী ।
 আপুনি নাশিবে যত অহুরের পুরী ॥
 নমো দেবি ভগবতি জয় বিষ্ণুমায়া ।
 দানব নাশিয়া কর দেবতারে দয়া ॥
 তব পদে প্রণতি ত্রিদশ একমনা ।
 স্মৃতি কুমতি ভয় প্রকৃতি চেতনা ॥

তুমি তুটী তুমি পুষ্ট অগতজননী ।
 তুমি লজ্জা মতি ভ্রম কমা তপস্বিনী ॥
 জন্ম জরা যৌবন মরণ বাল্য হেতু ।
 গ্রহ বার তিথি বোগ অয়ন মাস ঋতু ॥
 তুমি জয়া বিজয়া কমলা অকমলা ।
 দশ শত কিরণ পীযুষনিধি কলা ॥
 তুমি নিজ্ঞা আগরণ স্বাহা স্বধা কান্তি ।
 তুমি জাতি ক্ষুধা তৃষ্ণা নমো দেবি সন্তি ॥
 বিধি হরিহর লোক ত্রিদেবরূপিণী ।
 সৃজন পালন মহাশ্রম কারিণী ॥
 ভুবনজননী তুমি অনাথের নাথ ।
 কাতর জীবন দেব করে কাকুবাদ ॥
 রক্ষ রক্ষ ভগবতি বিষম সঙ্কটে ।
 মহাভূত উপজিল দেবীর ললাটে ॥
 ব্রহ্মে মন দিয়া দেবী করে অবধান ।
 জানিল হৃদয়ে [৩২ক] দেবতার অপমান ॥
 সেবকবৎসলা হিমথরে অবতরে ।
 ত্রীভূত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে ॥৩৥

চণ্ডীর আবির্ভাব

॥ মালসী ॥

স্নানের ছলে চারিদশলোকেশ্বরী ।
 ত্রিদশতটিনীতটে হাথে হেম ঝারি ॥
 মজিতে তাহার জলে পুছে ভগবতী ।
 তোমরা সকল দেব করে কর স্তুতি ॥
 তখন রে সুরথ চণ্ডী উরিল আপনি ।
 শক্তিরূপিণী জয়া দানবঘাতিনী ॥
 কহে ত্রিনয়নী তমু তমুকৃত সতী ।
 নিশ্চিন্ত গুপ্তের তমু যোরে কর স্তুতি ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যত ক্রতুভূক ।
 নির্ভয় চলহ সতে সুচাইব ভূত ॥
 তমুকোবে জনমিলা বিতায় রূপিণী ।
 কৌষিকী বলিয়া স্তুতি করে দেব মুনি ॥

প্রথম শরীর তাঁর কৃষ্ণ বিভ্রম্যান ।
 কালিকারূপিণী হিমালয় কৈল স্থান ॥
 কোতুকে নিবলে মধুমতী হিমাচলে ।
 জয় অগজয়ী মোহন রূপ ধরে ॥
 চণ্ড মুণ্ড দেখিলেক গুপ্ত অচুচর ।
 রড় দিয়া কহে গিয়া নৃপতি গোচর ॥
 অবধান কর দেব নিগুপ্তের ভাই ।
 যে দেখিল নিজ আঁখি নিবেদিতে চাহি ॥
 নাসিকাবিবরে ঘন ধর শ্বাস বহে ।
 কহ কহ বলে গুপ্ত কবিচন্দ্র কহে ॥৩৥

শুভসমীপে দেবীরভ্যন্ত কখন

তখন গুপ্ত মহাশয় এক কন্তা হিমালয়
 অপরূপ দেখিল স্নানরী ।
 গন্ধর্ব্ব স্নানরী কিবা সে দেবের নারী
 অঙ্গরী কিরণরী বিভ্রাধরী ॥
 দেখি তার মুখকটি মলিন হইল শশী
 উদয় না করে দিন লাজে ।
 প্রবাল বান্ধুলি ফুল রক্ত বিধু নহে তুল
 যদি তাঁর অধরের কাছে ॥
 দেখি তাঁর স্নানয়ন অভিমানে গেল বন
 নগর তেজিয়া কৃষ্ণসার ।
 দেখিয়া তাঁহার শ্রুতি গিহিনী চঞ্চলমতি
 ফিরি ফিরি বুলয়ে সংসার ॥
 দেখিয়া [৩২] তাঁহার কচ চামরী পাইল লাজ
 অভিমানে গেল বনবাস ।
 সীমন্তে সিন্দূর সাজে দেখি সশঙ্কিত লাজে
 শক্রধনু জলদে প্রকাশ ॥
 জিত খগনুনি নাসা বসন্ত কোকিলী ভাষা
 শ্রিত বিকশিত কুলচয় ।
 দেখি তাঁর পরোধর যুগল দাড়ি ফল
 অভিমানে বিদরে হৃদয় ॥
 জিত কষু তার কণ্ঠ সুললিত ভূজগণ্ড
 কি কহিব দশনের জ্যোতি ॥

কহি আমি চুট করি উপমা করিতে নারি হৃত হইয়া চল তথা পদ্মিনী নিবসে যথা
 সিন্দুরে সিদ্ধ যে জড় যদি ॥ তার ঠাঞি কথিয় উচিত ॥
 তাঁর গতি শিখিবারে মরাল যক্ষর চলে সেবিয়া সারদাপদ আনন্দজনক গীত
 গজরাজ সেবে পুরন্দর ॥ বিরচিল মুকুন্দ পণ্ডিত ॥০॥
 তার মাঝা অভিসাত জিনিঞা যুগের নাথ
 উরুযুগ জিনি করিকর ॥
 নাতি গভীর সর কনক চম্পক দল
 কচি ননোহর নিতম্বিনী ॥
 তাঁর মুখ ফুলগন্ধ তেজে শ্রম মকরন্দ
 অভিনব জিনিঞা পদ্মিনী ॥
 হৈমের পারিজাত গজ তুরগের নাথ
 বিধাতার হংসবিমান ॥
 যার সখা বুধপতি তার মহাপদ্মনিধি
 তোমার অঙ্গনে বিভূষিত ॥
 পঙ্কজ প্রস্থিত মাল নহে ম্লান অবিশাল
 জলনিধি দিল পরিতোষে ॥
 কনক প্রসবে ছত্র বরুণের সেই মাজ
 প্রীতিদিন তব ঘরে বৈসে ॥
 জলনিধি দিল পাশ যাহার অমিঞাভাস
 যত ছিল আপন রতন ॥
 উৎকৃষ্ট দান শক্তি বিশেষে করিয়া ভক্তি
 ডরে দিল সহস্র কিরণ ॥
 বহিঃস্থ অধর দিল তোমার সত্তর
 হস্তাশন জীবনের ডরে ॥
 প্রজাপতি পূর্বরথ তব পদে অঙ্কুশ
 যত রত্ন তোমার মন্দিরে ॥
 তুমি দৈত্য অধিকারী অহুচিত নাহি বলি
 যে দেখিল তোমার কিঙ্কর ॥
 যদি তোমার মনে লয় কর তারে পরিণয়
 তুমি নাথ নিঃশব্দসোদর ॥
 চণ্ড যুগ একযোগে কহিল শুভের আগে
 অঞ্জলি করিয়া পূটহাথ ॥
 [৩০ক] ধনি ধনি ঘোষে জন শুনিঞা হরিষ মন
 স্রঞ্জীবে ডাকিল দৈত্যনাথ ॥

চণ্ডীর রূপবর্ণনা

॥ গৌরী রাগ ॥

১ পুন পুছয়ন্তি ॥

কথ অরে চর রজত ভূধর
 পঙ্কজিনী কত রূপ ॥

শুনহ সঙ্গর বিজিত নির্জর
 সকললোকভূপ ॥

হরীশবাহিনী নুশুণ্ডমালিনী
 কাতি কর্পর হাথ ॥

অলকনিম্বিত কনক কুণ্ডল
 বিজিত চামরীনাথ ॥

দশাননিম্বিত কুলকোরক
 বদননিম্বিত চাঁদ ॥

নয়ননিম্বিত খঞ্জ বিটক
 শ্রবণনিম্বিত ফাঁদ ॥

সহজ নাগজ তিলকনিম্বিত
 মিহির মণ্ডল কোটা ॥

নাসিকা জিত অরুণসোদর
 বিহগনারক জোটা ॥

ক্রহি নিম্বিত কুসুম শায়ক
 চাপ উত্তট রাগ ॥

কঙ্কালাকৃত নয়ন মাধব
 কোকিলানন বাক ॥

ভূজবিনিম্বিত জলকুহাঁসুর
 কণ্ঠনিম্বিত কণ্ঠ ॥

অধর দ্বিধিত বিধা মর্জর
 কূচবিনিম্বিত শব্দ ॥

মধ্যনিম্বিত ডমক শূন্যর
 নাভিনিম্বিত কূপ ॥

শ্রেণীভূষিত কনকনির্মিত
কলস অঙ্কিত রূপ ॥

উল্লবিনির্মিত কুণ্ড স্নানর
খণ্ড মন্ডর জাহ্নবী ।

চরণ দুখিত রক্তপঙ্কজ
নখর তারক ভাহ্নবী ।

দেব নরবর রত্ন সাগর
শুভ্র দানবরাজ ।

বিপ্রকুলোদ্ভব মুকুল মুখবর
সাধ তুহ নিজ কাজ ॥০॥

চণ্ডীর রূপবর্ণনা

॥ মঙ্গার ॥

নিশ্চিন্ত পুনঃ পুঙ্খমুখ ॥

দেখিল রূপসী রায় ত্রিপুরকামিনী ।
গলে মুণ্ডমালা কাতি কর্পর ধারিণী ॥
[৩৩] চাঁচর চিকুর ঘন কবরীশেখরী ।
মালতীর মালা তথি ভূজ করে কেলি ॥
সিন্দূর তিলক চন্দন রেখ ভালে ।
দরশ পাইয়া রবি শশী করে কোলে ॥
নয়নে কজ্জল মুখে হাস্ত প্রবীণ ।
বিকচ কমলে যেন চরে কলাটিন ॥
অধর বাজুলি নালা তিলকুল ভাঁতি ।
পাকিল দাড়িঘবীজ দশনের জ্যোতি ॥
কনক কুণ্ডল দোলে শ্রবণের মূলে ।
উইল তাহার কচি কচির কপোলে ॥
রজতরচিত হার উয়ে পরোধরে ।
ভূজগ নায়ক চরে কনক ভূষরে ॥
ষিভূজে সরল শঙ্খ আগে পিছে মণি ।
কনকের লতিকায় বেঢ়ল শেষ ফণী ॥
নাতিবিবরে লোম সাপিনীর বাস ।
কুচগিরি নিকটে চরিতে করে আশ ॥
ক্লশ মাঝে নিভঘনী উরু করিকর ।
চরণ যুগল জিনি রক্তকমল ॥

কচির অঙ্গুরি নখ নব তারাপাঁতি ।
শ্রীমুখ মুকুল কহে মধুর ভারতী ॥০॥

শুভ্র কর্ণক চণ্ডীর নিকট দূত প্রেরণ
॥ ছন্দ ॥

বলে শুভ্র তন তন দূত মহাশয় ।
বিলম্ব না কর খাঁটি চল হিমালয় ॥
কহিয় বিনয়ভাবে বচন পীরিতি ।
যতেক আমার হয় দৌত্য নরপতি ॥
এতেক বলিয়া তারে দিল ফুল পান ।
ভিড়ন করিয়া দিল দৈত্য বলবান ॥
নৃপতির আদেশে স্ত্রীবিদূত চলে ।
প্রণাম করিয়া দোলায় দেহ ছেলে ॥
হিমালয় গিরি চলে নৃপতির কাজে ।
হাথী ঘোড়া পাইক প্রচুর কাছে কাছে ॥
দিমিকি দিমিকি বাজ বাজে শঙ্খ বেণী ।
দগড় কাঁসর ভেরী শুল্ললিত তনি ॥
কর্পূর তাড়ুল ধায় হরষিত মনে ।
নগর তেজিয়া বীর প্রবেশিল বনে ॥
মথিয়া তবক সিনি ঘন ঘন পেলে ।
ধুস্তানি বেটিল নিশি যেন আঁধারারে ॥
টোকনিঞা ধায় [৩৪ক] ধাহুকী ফরকী শর ধরে ।
পলায় বনের জন্তু জীবনের ডরে ॥
বাঙ্গালী খেলায় পজি করে কোলাহল ।
সমুখে দেখিল হিমালয় মহীধর ॥
রূপে ত্রিভুবন মোহে বিশাললোচনী ।
চৌদিকে বেটিল গিরি পর্বতনন্দিনী ॥
কনক চম্পক ছবি স্মরণদীপ্তিতে ।
দোলা হইতে লাগে বীর তাহার নিকটে ।
নৃমুণ্ডমালায় দেবী হরসহচরী ॥
দূত মুকুল কহে সেবিয়া দৈবরী ॥০॥

চণ্ডীকে দূতের অনুরোধ

॥ হুই রাগ ॥ পাহিড়া ॥

ভগবতি আইস চল আমার বচনে ।

তন ল পদ্মিনী জয়া শুভ তোরে কৈল দয়া

তুহু ভাগ্যবতী জিভুবনে ॥

কি কহিব তার দম্ব নিশুভসোদর শুভ

ত্রিজগদীশ্বর দৈত্যানাথ ।

আমি অহুচরবর তোর সন্নিধানে পর

লজ্বিতে না পারি অহুবাদ ॥

অখিল দেবতালয় নিল সব মহাশয়

কিঙ্কর তাহার মন্দিরে ।

যে কথিল জিতদক্ষ পুরন্দর ঐতিপক্ষ

বিপক্ষ সকল অগোচরে ॥

মোর বশ জিভুবন যতেক দেবতাগণ

আমা বিহু নাহি ক্রতুভুজ ।

যত রত্ন আছে লোকে আমার মন্দিরে থাকে

কপিলানন্দিনী কামধুক ॥

ঐরাবত সুরগজ জগ্নিল তুরগরাজ

যত রত্ন ক্ষীরোদ ময়নে

প্রণাম করিয়া ডরে দেবতা সকল মোরে

পরিতোষে কৈল সমর্পণে ॥

গন্ধর্ব্ব বন্ধরাজে দেবালয় মৃগ মাঝে

যত রত্ন আছে জিভুবনে ।

তুমি কস্তা দিব্য রত্ন ভেজি সে তোমারে যত্ন

সে সব তোমার নিকেতনে

যে শুভ নৃপবর তার তুল্য সহোদর

নিশুভ প্রবীণ বড় রণে ।

অম্বনয় মোর স্থানে ভজ যোবা তোর মনে

যত স্তম্ভ ভূজিবে [৩৪] ভুবনে

দ্বিত্তির নন্দন দম্ব তুমিয়া নিশুভ শুভ

অহুচর রতন ভারতী ।

সুদুখী সংহতি সখী হিমালয়ে শশিমুখী

দৈবত হাসিল ভগবতী ॥

তন শুভনৃপদূত

না কথিলে অহুচিত

অবগতি আমার বচনে ।

ত্রিপুরাপদারবিন্দ

মকরন্দচয় ভূগ

কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥৩৥

দূতের কথায় চণ্ডীর উত্তর

॥ হুই রাগ ॥

দূত কথিলে যতেক কথা কিছু তার নহে মিথ্যা

নিশুভ ত্রিাদশ অধিকারী ।

তার জ্যেষ্ঠ শুভ ভাই তারেধিক কেহ নাঞি

নিখিলপীযুষভক্ষবৈরী ॥

নানা ফল ফল দিয়া বনে নিবসন হইয়া

সেবিল সমত হরগৌরী ।

বড় স্তম্ভ রণভূমি প্রতিজ্ঞা কর্যাছি আমি

গিরিনাথ যোগীর বিহারী ॥

অহুচর কহ গিয়া নৃপ সন্নিধানে ।

যে জন সংগ্রামে জিনে সেই ভর্তা মোর মনে

বড় দোষ প্রতিজ্ঞা লজ্বনে ॥৩৫॥

শুভ নৃপ মহাবল তার তুল্য সহোদর

যোবা জিনে সমরচত্বরে ।

আমি শিশু সুল্লরী হইব তাহার নারী

এ বোল কথিল অবিচারে ॥

আসিয়া আমার ঠাঞি যুছে জিনি ছুই ভাই

বিবাহ করুক মোরে স্তম্ভে ।

বলে সেই অহুচর শুনিব যে ছুরাকর

অসহ বচন তোর মুখে ॥

প্রজাপতি হরি হর ইচ্ছা আদি যত সুর

যাহার সমুখে স্থির নহে ।

করিয়া যুছের আশ তুমি যাবে তাঁর পাশ

এ দুঃখ আমার প্রাণে সহে ॥

না কর বিলম্ব সখি মোর বোলে শশিমুখি

নিশুভ শুভের চল কাছে ।

আসিয়া তাঁহার ভৃত্য হীনবল কোন দৈত্য

চূলে ধরি লৈয়া যায় পাছে ॥

এতাদৃশ নিশ্চয় বল শুনি শুভ নৃপবর কহিল সকল কথা বল বুদ্ধি বিক্রমতা
না করিব পশ্চাত্ত বিচার। অধিকার যত ত্রিভুবনে ॥
[৩৫ক] শুনি শুভ অমর কর গিয়া সুগোচর অবনীনাথ শুনি কল্পা হাসে উপহাসে।
যে করিতে উচিত তাহার ॥ কুটিল নয়ানে চায় চকোরে অমৃত খায়
দূত অভিযোগে ভাষে নঠ হৈলি নিজ দোষে যেন চাঁদ চন্দ্রিকা প্রকাশে ॥৫৥
পরিতোষ নাঞি পাবে মনে। নানা রত্ন অধিকারী সুরপুরে শচী নারী
ত্রিগুণাপদারবিন্দ মকরনচয় ভূম জিনিলেক দেবতা সকলে।
কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥ • ॥ যে জিনে সে মোর স্বামী প্রতিজ্ঞা কর্যাছি আমি
হরগৌরীর চরণকমলে ॥

দূতের প্রত্যাবর্তন

॥ ছন্দ ॥

শুনিঞা কন্টার বাণী মনে পাইয়া হৃৎখ।
চলিল শুভের দূত হইয়া অধোমুখ ॥
ধীরে ধীরে চলে দূত চাহে চারি দিক।
জীর গরু কহিব জীবনে থাকুক ধিক ॥
আপনার বলে যুদ্ধ নহে অধিকারী।
প্রভুর আদেশ নাঞি কি করিতে পারি ॥
সাত পাঁচ মনে করি যায় ধাওয়াধাই।
বার্তা কহিতে শুভ নিশ্চয়ের ঠাঞি ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে ঘন রবে সিদ্ধ।
চণ্ড মুণ্ড বলে নৃপ আইল প্রায় ডিঙ্গা ॥
দোলা হইতে লাগে বীর মলিন বদন।
বন্দিয়া দাগায় শুভনিশ্চয়চরণ ॥
বলে শুভ কহ কহ দূত মহাশয়।
দেখিলে কি না দেখিলে পদ্মিনী হিমালয় ॥
শুভের বচনে দূত বৃকে দিয়া হাথ।
কহিতে না পারি নৃপ বড় পরমান ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

চণ্ডীর কথা শুভকে নিবেদন

॥ পাহিড়া ॥

বনমাঝে হিমালয় পদ্মিনী নিবসে ভায়
গেলাঙ তোমার নিদেশনে।

রূপে শুভ যশকেতু আমি তার হব বধু
যদি তুল্য আমার সংগ্রামে।
নিশ্চয়সোদর শুভ অকারণে তার দশু
আত্মক আমার সন্নিধানে ॥
[৩৫] অসহ দূতের বাক্য শুনিঞা নৃপতিমুখ্য
ক্রোধে যেন অলে হতানল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

শুভের ক্রোধ ও ধূললোচনের যুদ্ধযাত্রা

॥ ছন্দ ॥

শুনিঞা কন্টার বাণী ক্রোধে পুরে তম্বু।
মুখখান হৈল যেন প্রভাতের ভাম্বু ॥
অরুণ যুগল ঝাঁপি চাহে ধীরে ধীরে।
কুমারের চাক যেন পাক দিলে ফিরে ॥
মাথাব মুকুট যেন গগনেতে শোভে।
উভ করি পেলে খাণ্ডা লাফ দিয়া লোফে ॥
চরণের ঘায় ক্ষতি করে টল টল।
রবি শশী হইল তার কর্ণের কুণ্ডল ॥
বীরডাক ছাড়ি ত্রাসে হয়ে ভূমিকম্প।
অনলে পতঙ্গ যেন দিতে যায় ঝম্প ॥
কেহ নেজা পেলে কেহ বাজায় মাদল।
কেহ খাণ্ডা বাঁকে কেহ বহে করতল ॥
বীরডাক বাজে কোথা বাজে অন্নটোল।
কাহাল ফুরে কোথা বরনের রোল ॥

অবিরত বাজে শব্দ খয়েরের খোল ।
 ত্রিভুবন কাঁপে শুনি অশ্রুরের রোল ॥
 কেহ বুঝে কেহ পাঁচে ফিরি ফিরি বুলে ।
 কেহ শূল পেলে কেহ বৈসে ভরুতলে ॥
 শুড় শুড় নগড় বাজে ঘন রবে শিলা ।
 অশ্রুরপো পাল যায় রণে রণচিহ্না ॥
 সাজ সাজ বলে শুভ ডাক ছাড়ে কোপে ।
 সারথি চালায় রথ রথী রথে চাপে ॥
 দশনে চাপিয়া ওষ্ঠ গোফে দিই তোলা ।
 বিকল জনম চাহে যুঝিতে অবলা ॥
 হাথী বোড়া জিন করে অশ্বপাথর ।
 তাহার উপর তোলে ছত্ৰিশ আতর ॥
 ঘোড়ার রাউত চলে গজ গজসাদী ।
 সমর চতুরে যায় বখিতে বিরোধী ॥
 ঘন কাড়া পড়া বাজে দামা দড়মসা ।
 অজ্ঞানে দেবতা জীবনে ভেঙ্গে আশা ॥
 [৩৬ক] কুমতি জন্মিল আজি কোন দেবতায়
 না জানে আপন বল অশ্রুরে ঝাঁটায় ॥
 লুকার যতক দেব অশ্রুরের ঠাঁটে ।
 পবন লুকার হস্তী বোড়ার খুরপুটে ॥
 খাণ্ডায় লুকার ঘম ক্রোধে হতাশন ।
 কেহ শিশু যুবা বৃদ্ধ অদিতিনন্দন ॥
 নৃপকোপ দেখিয়া স্তম্ভী বৃত্ত কহে ।
 অবলাকে সাজিতে উচিত কতু নহে ॥
 সিংহাসনে বসিয়া আপুনি থাক স্তখে ।
 চূলে ধরি তারে গিয়া আত্মক সেবকে ॥
 স্তম্ভীবের বচনে নৃপতি মনে শুণে ।
 ডাক দিয়া দিল পান ধূলোচনে ॥
 আমার বচনে তুমি চল হিমগিরি ।
 চূলে ধরি আন গিয়া পরমসুন্দরী ॥
 যদি বা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দেব ব্রহ্মা হরি ।
 রাখিবারে যত্ন করে পরমসুন্দরী ॥
 আপনার বলে তার বধির জীবন ।
 প্রণতি করিয়া চলে ধূলোচন ॥

ডাকাডাকি ধাওয়াধাই দিতির তনয় ।
 ত্রিযুগ মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাবিজয় ॥০॥

ধূলোচন-ভঙ্গ

॥ ঝাঁপা ॥

তুহিন পার্বতে দেবী নিবসে পদ্মিনী ।
 দেখিয়া অশ্রুবল বলে উচ্চ বাণী ॥
 দেবতা দানব যক্ষ নহে.যার মান ।
 চল ঝাঁটো সখি শুভনিশ্চয়ের স্থান ॥
 যদি বা না যাবে শ্রীতে মোর প্রভুর ঠাঁড়ি ।
 চূলে ধরি লব আমি মিথ্যা নাহি কহি ॥৩৬॥
 অশ্রুবচনে চণ্ডী বলে ধীরে ধীরে ।
 তুমি দৈত্যেশ্বর বলবান মহাশ্বরে ॥
 বলে তুমি নিবে মোরে বসি একাকিনী ।
 কি করিতে পারি আমি সিংহবাহিনী ॥
 চণ্ডীর বচনে কোপে ধাইল অশ্রু ।
 অচলনন্দিনী পাশ ধরিতে চিকুর ॥
 জপিয়া ত্রিপুরা মন্ত্র হহঙ্কার ছাড়ে ।
 ধূলোচন বীর ভঙ্গ হইয়া উড়ে ॥
 [৩৬] ধূলোচন ভঙ্গ দেখি দৈত্যবল ।
 পলায় পদ্মিনী বলে আগল আগল ॥
 যুঝিয়া ত্রিপুরা যত দৈত্য করে নাশ ।
 ত্রিযুগ মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার দাস ॥০॥

দৈত্যবধ

॥ ছন্দ ॥

কেহ হানে কেহ বিচ্ছে কেহ পেলে শিলি ।
 চাপিয়া সিংহের পৃষ্ঠে কবিতা বাঙালী ॥
 অক্লুশ ডাবুশ নেজা হাতে তরোয়ারি ।
 ত্রিপুরা দহুজ ঠাঁটে হৈল মারামারি ॥
 কেহ শেল বহে কেহ খণ্ডিত কুপাণ ।
 অবিরত শুনি ঝনঝনি হান হান ॥
 কেহ পড়ে কেহ উঠে কেহ ছুইখান ।
 লাফ দিয়া হানে কেহ সিংহে দেই টান ॥

কবিল কেশরী রণে করে জয়গান ।
 কার হাথী ঘোড়া বধে কার বধে প্রাণ ।
 কার মুণ্ড ছিণ্ডে কার চুলে দেই টান ।
 ঘাড় মুচড়িয়া কার করে রক্তপান ।
 কক্ষে লুকাইয়া কেহ দেই তুলকুড়ি ।
 নেজা খাণ্ডা পেলি কেহ যায় গুড়ি গুড়ি ॥
 গিধিনী শুকিনী উড়ে যারে মালসাট ।

পড়িল অম্বরবল ভঙ্গ দিল ঠাট ॥
 নিমুস্তের সেবকে বারেক রক্ষ মাতা ।
 শুস্তের নিকটে গিয়া কহিব বারতা ॥
 পলাইয়া যায় পুন উলটিয়া চায় ।
 পুনঃ পুনঃ বলে যোরে রক্ষ মহামায় ॥
 অম্বরের বচনে জিহুয়া পরিতোষ ।
 কবিচন্দ্র কহে দেবী ক্ষম তার দোষ ॥০॥

॥ ইতি ষষ্ঠ পালা সমাপ্ত ॥

দূত কর্তৃক যুদ্ধের সংবাদ জ্ঞাপন

॥ শূই রাগ ॥

গোসাঞি

গেলাম পদ্মিনী কাছে সুবলিত শঙ্খ ভুঞ্জে
 সুবর্ণ কঙ্কণ শঙ্খ আগে ।

সুনয়ন মুখচাঁদ শ্রবণ আক্ষি কঁাদ
 বসনে মস্তক নাঞি ঢাকে ॥

কলকঠ মধু ভাষে ঈষত ঈষত হাসে
 শর চর্ম্ম ধনু অসি হাথে ।

দেখিয়া অম্বরবল ক্রোধে কাঁপে থর থর
 চাপিল বিজয়ী মুগনাথে ॥

শুন শুভ্র ছুই ভাই নিবেদি[৩৭ক]তোমার ঠাঞি
 জীবন সঙ্কট হিমাচলে ।

অবলা কে বলে তারে স্বর্ণ মর্ত্ত রসাতলে
 তারেধিক কেহ নাঞি বলে ॥

বলে ধুম্রলোচন শুন লো পদ্মিনী শুন
 ভজ মোর প্রভুর চরণে ।

না ভজিলে পাবে লাজ সাধিব প্রভুর কাজ
 চুলে ধরি লইব এখনে ॥

বলে কত্কা বল বেথ পাঁচনি দৈত্যের নাথ
 তুমি বলবান মহাহর ।

যদি বলে লবে তুমি কি করিতে পারি আমি
 তোমা বিনে কে আছে ঠাকুর ॥

অহঙ্কৃত কত্তার বোলে ধুম্রলোচন চলে

শিরসিজ ধরিতে তাঁহার ।

খাইল তোমার ভৃত্য নিকটে দেখিয়া দৈত্য
 ক্রোধে কত্কা ছাড়ে হৃদহার ॥

ভঙ্গ হইল মহাবল দেখি চাহি জল জল
 হৃদয় গণিত পরমাদ ।

বিষম সময় মাঝে কেশরী চাপিয়া যুঝে
 না দেখিল তার অবসাদ ॥

পদ্মযোনি হরি হর পুরন্দর কিরর নর
 তুমি নাথ নিমুস্তসোদর ।

হিমগিরি করি লক্ষ্য রহিল বিষম দক্ষ
 প্রতিপক্ষ করিল গোচর ॥

কাঁটো চিন্ত প্রতিকার যদি জিবে শুন আর
 নিজ রাজ্য রাখিবে সকল ।

চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত সুকুম্ব দ্বিজে
 বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

চণ্ড-মুণ্ডকে যুদ্ধে প্রেরণ

॥ ছন্দ ॥

শুনি শক্রজিত দৈত্য মুখের উত্তর ।

নিমুস্তসোদর শুভ্র সত্তার ভিতর ॥

চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ প্রভৃতি কিঙ্কর ।

প্রলয় পবনে যেন কাঁপে মহীধর ॥

কাহারে পাঁচিব রাজ্য করে অহুমান ।

অবলা হইয়া করে দৈত্য অপমান ॥

কলেবর পুরিত সকল তহুরসে ।

বরিখে জলন যেন জলকণা খসে ॥

নিকটে দেখিল চণ্ড মুণ্ড বলবান ।

ডাক দিয়া নিতম্ব তাহারে দিল পান ॥

[৩৭] ষোড়া ছত্র কাপড় প্রসাদ পান কুল ।

সাজল মাতার হাথী নাহি যায় তুল ॥

চল হিমালয় গিরি সুরনদীকূলে ।

ধরিয়া আনিহ তুমি পদ্মিনীর চূলে ॥

যে রাখে হানিবে তারে বধিহ কেশরী ।

বুড়িরে হানিঞা তুমি আনিবে স্নানরী ॥

ওস্তের বচনে দৈত্য বলে উচ্চবাণী ।

কবিচন্দ্র বলে দেখে আত্মা দি পদ্মিনী ॥৩৮॥

চণ্ড-মুণ্ডের যুদ্ধযাত্রা

॥ কাঁপা ॥

রাজার আদেশে বন্ধে জোড় করি কর ।

গন্ধ চন্দন পরে শিরের উপর ॥

প্রণাম করিতে নুপে হেতু কৈল কাঁদ ।

গলায় রত্নের মাল পূর্ণমুকুট চাঁদ ॥

বীর সাজিল রে প্রতাপ শিরোমাণি ।

চণ্ড মুণ্ড দুই ভাই ধরিতে পদ্মিনী ॥৩৯॥

তবক বেনক শিলি ছুরি কাছে টাঙ্গি ।

ধনুকে টঙ্কার দেই রণে বলরাজি ॥

মাথায় মুকুট পরে গায় আঙ্গুরধি ।

মোর দোষ নাঞি আজি রবি শশী সাক্ষী ॥

দশনে চাপিয়া ওষ্ঠ গোফে দেই পাক ।

দুই চক্ষু ফিরে যেন কুমারের চাক ॥

লাফ দিয়া উঠে বীর চারি দিগে চার ।

কুপিল অশুর ডরে দেবতা পালায় ॥

প্রলয়ের মেঘ যেন ঘন ঘন গাজে ।

ধবল ক্ষটিক ষোড়া চাপে পক্ষরাজে ॥

কূর্ম বাহুকি কাঁপে ক্রিতি টল টল ।

ত্রিগুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিনর ॥৩৯॥

চণ্ড-মুণ্ডের যুদ্ধায়োজন

॥ চন্দ্র ॥

ঘন ঘন বাজে ঢাক কোথা বাজে ঢাকী ॥৪০॥

সাজ সাজ বলে দৈত্য করে ডাকাডাকি ॥

শুড় শুড় দগড় বাজে বিরল তেঘাই ।

চারি দিগে অশুরে লাগিল ধাওয়াধাই ॥

সারথি চাপিল রথে আগে যায় রথী ।

মাছত চাপিল পিঠে পাথরিয়া হাথী ॥

ষোড়ায় পাথর করে পিঠে দিয়া জিন ।

মাথায় টোপর পরে রাউত প্রবীণ ॥

কেহ জিনি পরে গায় দেই আঙ্গুরধি ।

উড়িল পদের ধূলি রবি হই লুকি ॥

কেহ লাফ দেই গায় কেহ মাখে ধূলি ।

[৩৮ক] কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ করে কেলি ॥

কেহ হান হান বলে কেহ মার মার ।

ধনুকের গুণে কেহ দিলেক টঙ্কার ॥

ত্রিভুবন পুরিলেক শিজিনীর নাদ ।

প্রলয় সময় যেন হয় বজ্রপাত ॥

ধাইল অশুর বালা বিপক্ষ বিভাড়া ।

পাষাণ বিদরে বহে লোহার চেওয়াড় ॥

কেহ নেজা বহে খাণ্ডা কেহ বহে ছুরি ।

কেহ শক্তি শূল বহে দেবতার অরি ॥

কেহ গদা বহে শেল বলে মহাবলী ।

কাহাল কুকরে কোথা দোঁসরি মোহারি ॥

দামা দড়মসা কাড়া বাজে শঙ্খ বেণী ।

ঘাঘরের রোল কোথা নুপুরের ধ্বনি ॥

ঘণ্টার শব্দ কোথা বাজে উরমাল ।

অনেক মধুর যন্ত্র বাজে করতাল ॥

দণ্ডি ঘুঘরি বাজে মূলক মাদল ।

সাহন গাহন চলে চতুরঙ্গ দল ॥

নিঃশঙ্ক সময়ে ধায় অম্বরছাওয়ালা ।
সমুখে যোগিনীগণ পাছু হইল কাল ॥
রড় দেই জীগণ মুক্ত কেশভার ।
ব্রাহ্মণ সকল বামে ডাহিনে শৃগাল ॥
গগনে গিহিনী ফিরে মারে পাকসাট ।
অগোচরে বলে ধর ধর কাট কাট ॥
ধন শিলা ফুকে বরঙ্গে জয়ভেরী ।
চলিল অম্বরবল বধিতে স্তম্বরী ॥
ছস্তি আতর বহে উভ করি হাথ ।
বেটিল তুষারগিরি অম্বরের নাথ ॥
ত্রিদশতটিনীতে দেখে দৈত্যবল ।
কনক শিখরে কস্তা সিংহের উপর ॥
দেখিয়া কস্তার মুখ উপজে হতাশ ।
শরতের চাঁদ যেন গগনে প্রকাশ ।
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

চণ্ড-মুণ্ড কর্তৃক চণ্ডীকে যুদ্ধে আহ্বান

॥ পয়ার ॥

বলে চণ্ড মুণ্ড কস্তা কর অবধান ।
চলহ রাজার [৩৮] ঠাঞি রাধিয়া সন্ধান ॥
অবলা হইয়া কর প্রীতিজ্ঞা পূরণ ।
কে আছে অথম বীর তোরে দেই রণ ॥
প্রীতিজ্ঞা করিয়াছি আমি বিদিত সংসারে ।
হাসিব সকল লোক ত্রিদেবনগরে ॥
উন্নত যৌবনবতী রূপে গুণে ধন্য ।
বুঝিলু এখন তুহুঁ হিমালয়কস্তা ॥
মারি লেহ আমার প্রধান সেনাপতি ।
বিলম্বে নাহিক কাজ চল শীঘ্রগতি ॥
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল এ তিন ভুবন ।
শুভ বিনে অস্ত্র জন নাহিক ভঞ্জন ॥
কহিল ভোমায়ে আমি আপনার কাজ ।
ভিলাঙ্ক কাটিব তোর দুই মহারাজ ॥

এ বোল শুনিয়া দৈত্য বলে মার মার ।
ধনুকের গুণে কেহ দিলেক টকার ॥
পাথরে বেষ্টিত বীর করে হিয়াচল ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরামঙ্গল ॥০॥

চণ্ডীর যুদ্ধসজ্জা

॥ পঠমঙ্গরী ॥ ঝাঁপা ॥

শৈলেশ্বরবর কাঞ্চন শিখরে
তহিঁ গজমাচল পিঠে ।
রূপে ভুবন তিন মোহই ত্রিপুরা
অম্বর নিকট ভেল দিঠে ॥১॥
চাপ চক্ক করি ধরতর অসি ধরি
চৌদিকে বেড়িলেক বালা ।
অম্বরের তর্জ্জন গর্জ্জন ত্তনিঞা
ক্রোধে রুধিরমুখ ভেলা ॥
রুড়াণীমুখ সম্মিত দেখিয়া
দানব কম্পই কোপে ।
ধবতর খড়া ধরি উভু হাথ করি
রণমুখ কম্পই বেগে ॥
ক্রকুটি কুটিলতর তালে সমুজ্জর
তৈছন জনমিলা কালী ।
পাশিনী খড়্গিনী মস্তকমালিনী
শূলিনী ঝটিত করালী ॥
বাবুছাল পরি কালী ভয়ঙ্করী
অতিশয় শুষ্ক শরীরী ।
মিলিত বহু মুখ জিহবা ডগমগ
বিবসনা দেহ কটোরা ॥
কুস্ত্রচাক ফিরি রুধির নেত্র করি
সতাই ছোড়ই ডাক ।
অম্বর মাঝ পড়ি দেব বৈরী লুড়ি
বন ভুব উই চাক ॥
মুষ্টিক ভঙ্গুর হরমুখ কুঞ্জর
দস্ত উপাড়ই হাথে ॥

গজ হয় সর্ব্বই কড়মড় চর্কই ঘোরতর হুঙ্কার ছাড়িয়া মার মার
 রথ রথী সারথি পাতে ॥ মুগনুপ পিঠে পয়না ॥
 কাহার কেশ ধরি মুণ্ড হেট করি যুবুঝেই ত্রিপুরা রণে অনিবার্য
 গুণ্ডি মু করি পদধায় ॥ চণ্ডের মুণ্ড ধরি হিঙ্গে ॥
 মুষ্টিক ঘাতনে [৩২ক] কেহ কেহ লুটাই গড়াগড়ি জড়াজড়ি রণভূ লুটাই
 গুড়ি গুড়ি পড়ি কেহ যায় ॥ মুণ্ড কাটিল তার খড়্গে ॥
 নেজা ভাবুগ খরতর বাধিক চণ্ডাসুর পড়ে মুণ্ড ধাইল রড়ে
 কড়িয় চর্কই দস্তে ॥ অতি কোপে বরিধয়ে বাণ ॥
 কতি অসুরাভয় লুঙ্কই রণভূ ক্রিয়য়া কালী হানিল করালী
 ত্রিযুত ভনই মুকুলে ॥০॥ উভে বীর হইল ছইখান ॥
 দেখিয়া দেবীর বল কেহ চাহে জল জল
 সাহসে কোন বীর টুটে ॥
 ত্রিযুত মুকুল ভনে ত্রিপুরাচরণে
 দমুজ বিমুখ হইল ঠাটে ॥০॥

চণ্ড-মুণ্ড বধ

॥ শ্রীমা রাগ ॥

রণভূ কালী বিষম করালী
 ঝল্গাই না করই শঙ্কা ॥
 সীতার কারণ দশরথনন্দন-
 কিঙ্কর দহে যেন লঙ্কা ॥
 টুটিল অনেক সৈন্ত চণ্ড মুণ্ড বীর রোষে ॥
 ক্ষেপিল নিশিত শর বাড়বানল তুল-
 যেন ঘন জলদ বরিষে ॥৩৩॥
 সঙ্গরবিজয়ী চণ্ড মুণ্ড দুই
 ধাইল সুর পরিপন্থী ॥
 আগলিল চৌদিগ বেড়িলেক পশ্চিক
 হয়বর ময়গল দণ্ডী ॥
 খড়্গ উত্ত করি সমরে ফিরি ফিরি
 নেজা হাথে অসোয়ার ॥
 সর্ব্বই মাহত রণভূ পণ্ডিত
 ডাক ছাড়ই মার মার ॥
 চক্ৰ ক্ষেপিল যত দাক্ষণ দশ শত
 আংসাদিল কালিকার তহ ॥
 কোপে কথিরমুখী হানই কম্পই
 জলদ ভিতরে যৈছে ভাঙ্গ ॥
 উজ্জল দশনা চঞ্চল নয়না
 দয়শন ভয়নাননা ॥

চণ্ডীস্তুতি

॥ মালসী ॥

বহত করিলে যুদ্ধ দেবতার কাজে ॥
 দেখি ভঙ্গ পড়ে যত অসুর সমাবে ॥
 দানবদলনী জয়া তুমি শুলোচনা ॥
 বিকল দেবের প্রাণ না সহে যাতনা ॥
 স্তন[৩২] গ দৈবরী মাতা ত্রৈলোক্যমোহিনী
 নিবেদি তোমার পায় প্রচণ্ডনাশিনী ॥৩৩॥
 রণস্থলে দুই তাই চণ্ডের বিনাশ ॥
 কাটিলে মুণ্ডের মুণ্ড দৈত্য হইল নাশ ॥
 তুমি জন্ম তুমি ভুবি তুমি নারায়ণী ॥
 শুভ নিশুন্ত দুই তাই বধিবে আপুনি ॥
 চণ্ড মুণ্ড সমরে বধিলে ভগবতী ॥
 চান্দ্রা তোমার নাম রহিল খেরাতি ॥
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে কবিচন্দ্র কহে ॥
 জ্ঞাসে পলায় দৈত্য কোথাহ না রহে ॥০॥

দূতের শুভের নিকট প্রত্যাবর্তন

॥ ছন্দ ॥

উলটিয়া চাহে কালী বলে মার মার ।
 রবির কিরণ লুকি হইল অন্ধকার ॥
 কোথা ঢাক ঢোল বাজে কোথা বাজে দণ্ডি
 কুধিরে কন্দর বহে শ্বাসে গাণ্ডি মুণ্ডি ॥
 শুড় শুড় দগড় বাজে কেহ যায় রড়ে ।
 কাপড় সঘরে নাঞ্চি কোথা উঠে পড়ে ॥
 কেহ মরে কেহ জীয়ে আড়াকিয়ে চায় ।
 চলিতে না পারে কেহ গড়াগড়ি যায় ॥
 গিধিনী শুকিনী শিবা করিল পয়ান ।
 কেহ মাংস খায় কেহ করে রক্তপান ॥
 কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ পাক মেলে ।
 কেহ চিকিচিকি করে কেহ মুণ্ড গিলে ॥
 কেহ বৈসে কেহ উঠে গগনমণ্ডলে ।
 কেহ মুখ মেলে কেহ লাফ দিয়া বুলে ॥
 শৃগাল কুজুর মাংস করে টানটানি ।
 ঝপ ঝপ উড়ে বৈসে গিধিনী শকুনি ॥
 রণভূমি দুর্গত যত হইল রক্তপাত ।
 লাফ দিয়া চলে বুলে ধুকড়িয়া কঁক ॥
 পড়িল অশুর ঠাট খুইতে নাঞ্চি তিল ।
 গণিতে পারি যত পড়ে কাক চিল ॥
 হাড় মাংস জড় করি গিলে বারে বারে ।
 হরষিত প্রেত ভূত ত্রিপুরা অবতরে ॥
 রড় দিয়া পলাইতে কেহ মরে পথে ।
 সিংহের উপরে দেখি দেবী পাছু খেদে ॥
 [৪০ক] নিপুণ্ডের সেবকে বারেক রক্ষ মাতা
 শুভের নিকটে গিয়া কহিতে বারতা ॥
 পলাইয়া যায় পুন উলটিয়া চায়ে ।
 পুনঃ পুনঃ বলে মোরে রক্ষ মহামায়ে ॥
 শুভের নিকট কেহ উত্তরিল গিয়া ।
 প্রণাম করিয়া কহে বুকে হাথ দিয়া ॥
 জল জল চাহে দৈত্য যুখে নাহি কথা ।
 কহ কহ বলে শুভ বুকের বারতা ॥

চণ্ডীর কৃপায় দূত প্রকাশিল ভুণ্ড ।
 কি কহিব গোসাঞি পড়িল চণ্ড মুণ্ড ॥
 কি বল কি বল দূত কহ আর বার ।
 কবিচন্দ্র কহে শুন ত্রিপুরা অবতার ॥৩৥

দূত কর্তৃক চণ্ডীর বর্ণনা

॥ গৌরী রাগ ॥

দেখিল ধবলকায় লাফ দিয়া স্বর্গ যায়
 নয়ানে উইল বিবস্থান ।
 পোষে এক বনজঙ্ঘ কথিলে কুবিবে কিস্ত
 যত বীর পতঙ্গ সমান ॥
 দেব কি কহিব তোমার চরণে ।
 শুন হে দৈত্যের নাথ বড় হইল পরমাদ
 অবলা প্রবল ত্রিভুবনে ॥৪৥
 বিকট দশন মুখ বজ্রনির্মিত নথ
 অতিরক্ত অধর তাহার ।
 যদি সে সমরে চাপে চৌদ্ধ ভূবন কীপে
 সুরাসুর নর কোনংশার ॥
 যত ঠাট দেখে সঙ্গে আপনা রাখিহ যত্নে
 আমি নিজ তোমার কিস্কর ।
 সমরে কস্তুর সম জিনে হেন নাহি জন
 প্রতিপক্ষে করিল গোচর ।
 পর্বত করিয়া লক্ষ্য দৈত্য মায়ে শতসংখ্য
 সিংহবাহিনী ভগবতী ।
 না থাকিহ নির্ভয় যুবতী লখিল নয়
 কিংবা করে আজিকার রাতি ॥
 অসহ দূতের বাণী শুনিঞা নৃপতিমণি
 কোপে জলে যেন হতানল ।
 চণ্ডীপদসরসিঞ্জে শ্রীযুত মুকুন্দ বিজে
 বিরচিল সরস মঙ্গল ॥৫৥

মুকুন্দ রক্তবীজ প্রেরণ

বীরদাপ করে কোনংসার সীমন্তিনী ।
 কাননবাসিনী তারে চেটীতে না গনি ॥
 বুঝিল ললাটে পূর্ব দৈবের লিখন ।
 যুবতীর হাথে চণ্ড মুণ্ডের মরণ ॥
 সাজ সাজ বলে দৈত্য কালধাম ছোটে ।
 হৃদয় কাঁপব শুভ মুখে নাঞ্চি টুটে ॥
 [৪০] কবিল নিশ্চয় যেন জলে হতানল ।
 শুভের চরণে ভুজ দেই মহাবল ॥
 মোরে আজ্ঞা দেহ দেব তুমি জ্যেষ্ঠ ভাই ।
 তোমার কিঙ্কর আমি বলিতে ডরাই ॥
 নিশ্চয়বচনে পান দেই রক্তবীজে ।
 কবিচন্দ্র কহে দেবীর চরণপঙ্কজে ॥০॥

রক্তবীজের মুক্তসজ্জা

॥ পাহিড়া ॥

বীর সাজিল রে রক্তবীজবর
 মোঠন ঘন দেই গোম্ফে ।
 শুভ মহিষপতি শাসন বন্দিয়া
 চৌদ্ধ ভুবন যারে কপ্পে ॥
 রণভূ সজ্জাই জয়টোল বজ্জাই
 গুড় গুড় লগড় ন টুটে ।
 তাজি বাজি ঘন চপ্পাই হিক্কাই
 প্রলয় পরোধর গাজে ॥
 চতুরঙ্গ মহঃবল কোটা কোটা দল
 পঙ্কজ জয় জয় গানে ।
 নেত্রা ডাবুশ শেল শূল বজ্রাঙ্কুশ
 বীর চলহঁ পরানে ॥
 সিলা কাহাল বরজ তেরিবর
 কাঁসর মধুরিম বাজে ।
 খজা উভু করি খিঞ্জাই লুপ্ফাই
 প্রলয় পরোধর গাজে ॥

স্বরপার লুকাই

বস্ত্র বিমুক্তই

সম্বর স্বরপাই শঙ্কে ।
 পদভর লঙ্ঘিত সমুদ্রিত অদ্বুত
 সর্পনাথ ভয় তঙ্কে ॥
 পদভর উজ্জ্বল ধূলি বিলঙ্ঘিত
 দশ শত কিরণ মরীচি ।
 তাজি বাজি ঘন চপ্পাই হিক্কাই
 চলহঁ গজবররাজি ॥
 ঘণ্টা ঘাঘর দড়মসা বজ্জাই
 সর্বাই গজ হয় কাঙ্কে ।
 উজ্জল উচ্চতর পতকা সাহন
 গাহন ভনই মুকুন্দে ॥০॥

রক্তবীজের মুক্তবাজা

॥ ছন্দ ॥

ক্রোধে আজ্ঞা দিল শুভ নিশ্চয়ের ভাই ।
 যত ছিল অস্ত্রে লাগিল ধাওয়াধাই ॥
 চৌরাশি সহস্র কণ্ঠ আপনার বলে ।
 পঞ্চাশ সহস্র চলুক কোটি বীর্যদলে ॥
 শতেক সহস্র কোটি ধ্বংসের সেনাগণ ।
 না কর বিমুচন আমার শাসন ॥
 কাল বেকাল কাল চলুক মোর বোলে ।
 তেত্তিশ নিযুত কোটি অস্ত্রের কুলে ॥
 [৪১ক] চলুক দৌহর কোটি বীর্য মহাস্বর ।
 আমার নিদেশে বীর্য চলুক প্রচুর ॥
 রাজার আদেশে দৈত্য সমরে পাগল ।
 কেহ ছুরি বহে টাজি কেহ করতল ॥
 জিনি গায় দিলেক ভিতরে আজকথি ।
 মাধায় টোপর পরে ছুই জাঁখি দেখি ॥
 পাখরিয়া লাখে লাখ ময়গল হাখী ।
 অঙ্কুশ ডাবুশ নেত্রা পিঠে যুদ্ধপতি ॥
 বাহুববেগে কোটি তুরগের বাগ ।
 পাখরিয়া চাপে যুদ্ধপতি নুপতাপ ॥

কেহ রথ চাপে কেহ চাপিল মহিষ ।
 যার দরশনে হয় যমের হরিষ ॥
 হাণী ঘোড়া রথ চলে রণে অনিবারা ।
 ছুটিল মহিষ যেন স্রুথে খসে তারা ॥
 কেহ যুকি বহে শেল কেহ খাণ্ডাফলা ।
 কেহ লাফ দেই কেহ পৌফে দেয় তোলা ॥
 কেহ রড় দেই কেহ গায় মাখে ধূলা ।
 মকরকুণ্ডল কর্ণে গলে রত্নমালা ॥
 কেহ হাসে কেহ নাচে মারে মালসাট ।
 পৃথিবী জুড়িল যত অশ্বরের ঠাট ॥
 জ্বলিত বাজে বেণী খয়েরের খোল ।
 ধাওয়াধাই রাওয়রাই হইল গঙগোল ॥
 দণ্ডি মুহুরি শঙ্খ ফুকরে কাহাল ।
 দামা দড়মসা কাড়া বাজে অবিশাল ॥
 ঘন রণতুর বাজে তরল নিশান ।
 কেহ শিলি পেলে কেহ হানে ধূলাবাণ ॥
 কোথা ভেরী বাজে কোথা বাজে জয়চোল
 কাহাল ফুকরে কোথা বরষের বোল ॥
 জয়বীরঢাক বাজে গুড় গুড় দগড় ।
 কেহ পড়ে কেহ উঠে না পরে কাপড় ॥
 ধাইল অশ্বরবল লক্ষ কোটি কোটি ।
 উদয়াস্ত গিরিতে নিসঙ্কী পরিপাটী ॥
 উড়িল চরণধূলি নাহি দিশপাশ ।
 গগনমণ্ডল কিবা পৃথিবী আকাশ ॥
 হস্তিশ আন্তর বহে উভ করি হাথ ।
 বেটিল ভূষারগরি অশ্বরের নাথ ॥
 টল টল করে ক্ষিতি কুর্শে লাগে ডর ।
 রবির কিরণ লুকি দিগ্গজ কাতর ॥
 আসে পলায় ইন্দ্র বিধি হরি হর ।
 পাছু রক্তবীজ চলে সমরে পাগল ॥
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুন্ধ মতি ।
 ত্রিযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

চণ্ডীর যুদ্ধসজ্জা

॥ মালসী রাগ ॥

ধরণী আকাশ [৪১] পুরে শিঞ্জিনীর নাদ ।
 প্রলয় সময় যেন হয় বজ্রাঘাত ॥
 গলায় নুশুণমালা বলে সাজ সাজ ।
 উন্মত্ত হইয়া তহু ডাকে মৃগরাজ ॥
 দেখিল ত্রিপুরা দৈত্য সাজিল আপার ।
 লাফ দিয়া ধরে ধহু পাতে অবতার ॥
 অধর চাপিল কোপে বিকট দশন ।
 মুখ মেলি হাসে কালী কাঁপে জিভুবন ॥
 ঘণ্টা বাজাইয়া সিংহ নিনাদ ফিরায় ।
 সেই শব্দ শুনিয়া অশ্বরবল ধায় ॥
 গগনে মুকুট লাগে যোগিনীর মেলা ।
 সিংহের উপর চাপে হাথে খাণ্ডাফলা ॥
 যুবক যোগিনীগণ না ছাড়িহ ডরে ।
 বিশাললোচনী ঘন সিংহনাদ পুরে ॥
 যেই যেই দেবের বাহন রূপ ভূষা ।
 সেই রূপে অবতারে ত্রিপুরা ধ্বিরাশা ॥
 দেবতার শক্তিরূপিণী হিমালয় ।
 দেখিয়া ভীষণ দৈত্য কবিচন্দ্র কয় ॥০॥

চণ্ডী কর্তৃক মহেশকে দৃষ্টরূপে প্রেরণ

॥ ত্রি রাগ ॥

কমণ্ডলু অক্ষমালা ধরি ভূজে উরিল
 হংসবাহনে বেদমুখী ।
 চারি মুখে ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী ধনী
 চপল যুগল যুগ আঁখি ॥
 বৃষভে চাপিয়া উরে ত্রিনয়নী রূপ ধরে
 ডমক ত্রিশূল ভূজ কান্দে ।
 ললাটে ভাস্কর ফোটা বাসুকী নাগের পাটা
 শিরে শোভা করিলেক চাঁদে ॥
 অবতারে গো মা সর্বমঙ্গলা
 শক্তিরূপিণী তগবতী ।

হানবলনী জয়া অনন্তরূপিণী মায়া কহে দেবী অদভুত শিবেরে করিয়া দূত
 কুপামরী ত্রিভুবনে গতি ॥ শিবদূতী তোমার খেয়াতি ।
 কোমারী অবতরে শক্তি ধরিয়া করে কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ রহে রণ আশে
 বাহার বাহন মস্ত শিখী । গগনমণ্ডলে কার গতি ॥
 হান হান কাট কাট ঘন মায়ে মালসাট দেবীর আদেশে হর চলিলা শুভের ঘর
 বিশাললোচনী শশিমুখী ॥ দূত হইয়া কথিল সকল ।
 চাপিয়া বিহগরাঞ্জে যুগল যুগল ভুঞ্জে চণ্ডীপদসরসিঞ্জে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিঞ্জে
 শঙ্খ চক্র গদা খড়্গিনী । বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥
 পরয়ে পিয়ল বাস জলদ বিন্মরি ভাষ মহেশের কথায় দৈত্যগণের ক্রোধ
 জগদীশ শক্তিরূপিণী ॥ ও যুদ্ধযাত্রা
 বিবম খবল দাঁত দ্বিতীয়ার যেন চান ॥ হুম ॥
 শিরে শোভে পিঙ্গল কেশিনী ।
 ধীর চলে চারি পায় দেখিতে পর্কত[৪২ক]কায় মহেশের মুখে ত্তনি ত্রিপুরার বাণী ।
 হরিশক্তি মুখ শূকরিণী ॥ কুমিয়া ধাইল দৈত্যগণ অস্ত্রপাণি ॥
 যুগ নৃপ রূপ পেখি অক্রণ কিরণ আঁখি কেহ শক্তি শূল বহে কেহ বহে মালি ।
 নুসিংহরূপিণী দেবী হরা । কেহ গদা জাঠি পাশ কেহ বহে টালি ॥
 ঈবত কাঁপায় সটা বায়ুকী নাগের পাটা কেহ চক্র বহে কেহ প্রবীণ মতিয়া ।
 গগনে বিকল হইল তারা ॥ কেহ গঞ্জে চাপে কেহ ঘোটকে চাপিয়া ॥
 ময়গল গজনাথে বজ্র ধরিয়া হাথে কেহ নেজা বহে শিলি চোকল বিশাল ।
 দশ শত নয়নধারিণী । ধামুকী ধমুক ধরে লোহার চেওয়াড় ॥
 পুরন্দর প্রতিনিধি উরে দেবী ভগবতী খাপ্তা ফলা দোয়াড় তবক কার হাথে ।
 ইজ্রাণী সমররক্ষিণী ॥ মহারথী সারথি সংহতি চলে রথে ॥
 যত দেবী তেজমরী মহেশে বেঢ়িয়া রহি ছত্তিশ আতর বহে মাথায় টাটুনি ।
 আইল দৈত্য স্তন গ অধিকে । [৪২] উপনীত হইল যথা নিবসে পদ্মিনী ।
 এক দেবী দেবীদেহে বাহির হইয়া কহে সাবধানে মহাবীর লাখে মহাযুদ্ধে ।
 শতেক শৃগাল যেন ডাকে ॥ কেহ তীর বিদ্ধে কেহ হানে পরশুদ্ধে ॥
 স্তন দেব কীর্তিবাস নিশ্চল শুভের পাশ কেহ শক্তি শূল গদা ক্ষেপিল রথাজ ।
 দূত হইয়া চল বচনে । কেহ তীর বিদ্ধে ভিন্দিপাল অর্দ্ধগাজ ॥
 বলিহ তাহার স্থানে আসিয়া পশুক রণে কোপে লাক দিয়া চণ্ডী উঠে সেই ক্ষণে ।
 অধিকার দিব ত্রিভুবনে ॥ যুড়িল অনেক বাণ ধমকের গুণে ॥
 স্তন দেব ক্রতুভূজ ছাড় তোরা ছুই লোক সন্ধান পুরিয়া বিদ্ধে আকর্ণ পুরিয়া ।
 যদি জিবে প্রবেশ পাতাল । টানিল দৈত্যের বাণ হস্তকার দিয়া ॥
 নহে বা করিবে রণ কাঁট আইস কহি স্তন রড় দিয়া বুলে কালী দেবীর অমুখে ।
 তোমার মাংসে পূরিব শৃগাল ॥ ত্রিশূল বিদ্ধিয়া পাড়ে অস্ত্রের বৃকে ॥

হান হান বলে দৈত্য ধায় রণাগল ।

কেবল আপন তেজে

ঐক্ষাণী হাসিয়া পেলে কমণ্ডলুজল ॥

গদাপাণি সৃষ্টিয়া উপায় ।

যার গায় লাগে সেই হয়ত নির্বল ।

বিষম সময় মাঝে উলটিয়া রক্তবীজে

চলিতে না পারে কেহ চাহে জল জল ॥

ইক্ষাণী হানিল বজ্রধায় ॥

মাহেশ্বরী বিক্ষে করে ত্রিশূলের আগে ।

বজ্রহত রক্তবীজ ছুটিল স্ততেজ রজ

চক্রে হানিল করে বৈষ্ণবী রূপে ॥

তথি কত অশ্রু বিভব ।

কোমারীকৃপিণী দেবী বিক্ষে শক্তি হাথে ।

নানা অস্ত্র ধরি ভূজে মাতৃগণ সঙ্গে যুঝে

শত শত সুররিপু পড়ে বজ্রাঘাতে ॥

বল বৌধ্য সঙ্গ দানব ॥

বরাহকৃপিণী বিক্ষে দশনের ঘায় ।

লাফ দিয়া কালী যুঝে হানিল রক্তবীজে

দন্তের গ্রহারে কেহ গড়াগড়ি যায় ॥

রুধির খসিল ধারে ছুটে ।

নৃসিংহকৃপিণী দেবী বলে হান হান ।

না জানি পড়িল যত রুধিরে জন্মিল কত

বুক বিদারিয়া কার করে রক্তপান ॥

অস্ত্র বিগুণ হইল ঠাটে ॥

রড় দিয়া বুলে রণে করে জয়গান ।

গলায় রতনমালা খন দেই গোঁফে তোলা

রথাজে কাটিয়া করে করে খান খান ॥

বসিয়া রহিল মধ্যখানে ।

বধিয়া অনেক দৈত্য শিবদূতী ধায় ।

রুধিরসমুদ্র যত রণ করে অদভূত

মাতৃগণ দেখি কোপে রক্তবীজ ধায় ॥

কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥০॥

নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।

রক্তবীজের যুদ্ধসম্বন্ধ

শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

॥ কাঁপা ॥

অসুরগণ সহ চণ্ডীর যুদ্ধ

॥ ধানশ্রী ॥

কেহ উঠে কেহ পড়ে কেহ বা পলায় রড়ে

বিষম সময়ে কেহ যুঝে ।

কেহ বিক্ষে কেহ কাটে কুহিড়া লাগিল ঠাটে

কেহ ডরে ছুই চক্ষু বুজে ॥

দেখি রক্তবীজ রণ পড়িল অসুরগণ

দহুসুত না হয় কাতর ।

পাশে করি কাতি ছুরি হাথে করি তরোয়ারি

কোপে লাগে সময় ভিতর ॥

কৃষিয়া পশিল রণে অনল [৪৩ক] লাগিল বনে

যেন জলে পবন সহায় ।

যা দেখে নয়ানকোণে কৃপাণে ছুদ্বিগ হানে

কার গাণ্ডি মুণ্ডি হাথ পায় ॥

সাজলু রে বীর রুধিরাজ দিঠে ।

পক্ষী চলে চরণ বাণ ঘন নাদ পিঠে ॥

জন্তারি তরোয়ারি রণছুরি টুটে ।

ঝন ঝান হান হান ধনি শুনি ঠাটে ॥

শ্রবণান্ত গদকান্ত হস্তা ললাটে ।

দেবস্ত জনহাস্ত মুখপদ্ম ফুটে ॥

এক বাণে ছুই তিন জহঁ দেবী হানে ।

গিরিবাস পতিদাস কবিচন্দ্র গানে ॥০॥

চণ্ডী-রক্তবীজ যুদ্ধ

॥ ছন্দ ॥

চক্রে বৈষ্ণবী তার কাটিলেক মাথা ।

ইক্ষের যুবতী পেলাইয়া মারে গদা ॥

শক্তি পেলিয়া মারে ময়ূরবাহিনী ।

শাণিত কৃপাণে হানে বরাহকৃপিণী ॥

সমরে পাগল মাহেশ্বরী অবতরে ।
 ত্রিশূলে বিদ্ধিল রক্তবীজ মহাসুরে ॥
 কবিল সমরে রক্তবীজ মহাসুর ।
 একে একে হানে মাতৃগণ নহে দূর ॥
 ত্রিশূল যুগল গদা শক্তি কেহ মারে ।
 ধরিয়া আপন অস্ত্র যুঝ [৪৩] রে সকলে ॥
 নানা বাস্ত্র বাজে জয় জয় কোলাহল ।
 তলানি উঠানি রণ ক্ষিতি টলটল ॥
 নৃগুণমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 ত্রিযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া দৈবরী ॥০॥

বেটল চৌদগি রজনী কৌশিক
 সঘনে বলে কাট কাট ।
 বদনে হাত দিয়া রহিল দেবতা
 দেখিয়া অস্ত্রের ঠাট ॥
 ত্রিযুত মুকুন্দ ভনই বামন
 তনয় চণ্ডীর দাস ।
 অস্ত্রর সকলে বেটিল জগতি
 চলিতে নাহি অবগাস ॥০॥

রক্তবীজ বধ

॥ সূই রাগ ॥

রক্তবীজের মুক্ত

॥ ভূপালী রাগ ॥

বাজীবর চড়ি রক্তবীজা
 দশনে অধর চাপে ।
 পাক দিলে ফিরে চাক লোচন
 অরুণমণ্ডল কোপে ॥
 খড়্গা বিকৈ বাণ ধিগৈ
 মেঘ বরিখয়ে নীর ।
 লাথ পাথর সমরচত্বর
 মাঝে আগল বীর ॥
 চাপ মুকৈ বাণ ধিগৈ
 হৃদয় চপ্পই রাগ ।
 খান খান করি রুধির ফিক্কাই
 তহ সে না ছাড়ে বাণ ॥
 হৃদয় লোলা রতনমালা
 যুগল গোফে দেই পাক ।
 যুঝে মন দেই রক্ততসন্তব
 ছাড়ে ঘন ঘন ডাক ॥
 রক্ত কণ খসে অস্ত্রগণ হাসে
 দেখিয়া সোদর ভাই ।
 আভর পেলিয়া গগনে লোক্‌ফই
 তেঁষাই পড়ে ঠাঞি ॥

দেবগণ পেখি বলে শশিমুখী
 হৃদয় না ভাব ডর ।
 কালী কপালিনী মন্তকমালিনী
 বদন বিস্তার কর ॥৩৭॥
 মোর অস্ত্র হত সন্তব রক্ত
 অই মুখে কর পান ।
 রক্তবীজু ভব যতেক দানব
 ভক্ষণ না কর আন ॥
 সমরচত্বরে থাকিহ সত্বরে
 তব মুখে যেই লীন ।
 এমত প্রকারে নাশ হয়ে যদি
 রক্তবীজ রক্তহীন ॥
 এ বোল বলিয়া বিদ্ধিল [৪৪ক] বাস্তলী
 ত্রিশূল তাহার গায় ।
 রক্তবীজদেহে সন্তব শোণিত
 কালী মুখ যেলি খায় ॥
 তবে গদাভুজ ধায় রক্তবীজ
 চণ্ডীর উপরে ক্লেপে ।
 দেই গদাঘাত চণ্ডীকে উতপাত
 না করিলা কিছু কোপে ॥
 শূলহতাসুর দেহেতে প্রচুর
 শোণিত নির্গত হয় ।

ঔর গতি সেই নাম প্রচণ্ডাই

পুন পুন স্থখে খায় ॥

রক্তসম্ভব যতেক দানব

বদনে থাকিয়া উঠে ।

দশন কামড়ি হাড় কড়মড়ি

কালিকা পুরিল পেটে ॥

নানা অস্ত্র ধরে বিবিধ প্রকারে

সাহস না ছাড়ে যুঝে ।

শূল চক্র বাণে মাণি রূপাণে

চণ্ডী হানে রক্তবীজে ॥

সহে প্রাণপণে হুঃখ নাহি মনে

খাইল বিষম ধা ।

রণভূমি কোপে থর থর কাঁপে

মুখে নাহি সরে রা ॥

অহে নৃপ স্তন যুদ্ধে যত জন

সকল ত্রিপুরাধীন ।

বস্ত্রমতীতলে পড়িল দানব

রক্তবীজ রক্তহীন ॥

সন্তোষ মানস হয় দিবোকস

দৈত্যগণ গেল নাশ ।

অধিকার কাছে মাতৃগণ নাচে

খায় হাড় রক্ত মাস ॥

রমানাথ চন্দ্র-শেখর সৌন্দর

সনাতন তিন ভাই ।

ভূমি নারায়ণী বিশাললোচনী

রক্ষা পরাপর মাই ॥

মিশ্র বিকর্জন সম্ভব কারণ

যারে তুই জিনয়নী ।

হারাবতীস্রত মুকুন্দ অঙ্কত

রচিল মঙ্গল বাণী ॥০॥

চণ্ডীস্ততি

॥ কানড়া রাগ ॥

অম্বর সুরমোহিনী শিব শিবদগেহিনী

তুরিত অধমোক্ষদায়িনী ।

অভয় বরদায়িনী পাতকনাশিনী

রুচির শূলিনী পালিনী ॥

মণ্ডকমালিনী বিশিষ্টচাপিনী

অয় বিন্দুবাসিনী চক্রিণী ।

ভকতবৎসবিধায়িনী হিমশৈলনন্দিনী

ত্রিধেবে ভূমি ত্রিনয়নী ॥

[৪৪] কুলুপবরবাহিনী রণরুধিরাকাজিক্রী

নমহ্ মুণ্ডমালিনী ।

ত্রিপুরবরকামিনী অননুদয়দায়িনী

ব্রহ্মপরবাহিনী নন্দিনী ॥

অভয় বরদায়িনী পাতকনাশিনী

রুচিকর শূলিনী পালিনী ।

প্রণত জনপালিনী মুগতিলকভাষিণী

দক্ষযুধনাশিনী কারিণী ॥

তৃতীয় গুণ রক্ষিণী ভূজসমর শাস্ত্রিনী

ডমরু অয় শূলিনী বজ্রিণী ।

মুকুন্দ ইতি ভারতী পদ্মকমল সারথি

রচয়তি বরপিনাকিনী ॥

নমো বিশাললোচনী বিপত্যানাশিনী

নমো দেবী জগন্মোহিনী ॥০॥

চণ্ডীস্ততি

॥ মালসী ॥

রণমুখী রুচি হুর্গা রুধিরাকাজিক্রী ।

শরদ্বন্দ্বী অয় চকোরনয়নী ॥

হরের স্বরগী শিশু মুগতিলকিনী ।

আতঙ্করহিতমনা কদালমালিনী ॥

সদাই বহুত মতি চরণকমলে ।

তোমা না সেবিলে অঙ্গ বিকল ভূতলে ॥

তব পদকমল কচির ভবরেণু।

শুজিলে পৃথিবী বিধি একানেকা ভল্লু ॥

সহস্রেক ফণে তার রহে নারায়ণ।

বহুশ্রী ভ্রমের ছলে মাখে জিলোচন ॥

ত্রিভুবনে যে জনে তোয়ার নাহি রূপা।

হুংখের ভাজন কি করিব মহাতপা ॥

অজ্ঞান তিমির কাল কিরণমালিনী।

সম্বরজতমময় তৃতীয় রূপিণী ॥

প্রতিদিন না খায় ক্ষুধা জরা মৃত্যু হরে।

শতমথ দেবতা প্রভৃতি তর্হি মরে ॥

সতীনাথ শঙ্কর গরল পিয়ে জিয়ে।

কে জানে তোয়ার মায়া কবিচন্দ্র কহে ॥১॥

॥ সাত পালা সমাপ্ত ॥

রক্তবীজ বধের সংবাদ ভাগন

॥ হুই রাগ ॥

নরনাথ না থাকিহ [৪৫ক] নিশিগ্ধে আপুনি।

রক্তবীজের পাত বড় হইল পরমাণ

বিষম দেখিল পঙ্কজিনী ॥

কি কহিব তোয়ার চরণে।

জনহ দৈত্যের নাথ বড় হইল পরমাণ

অবলা প্রবল ত্রিভুবনে ॥২॥

কি কহিব তোয়ার ঠাঞি নিশুন্তসোদর ভাই

জান রক্তবীজের মহিমা।

এক বিন্দু খসে রক্ত . তখি কত জন্মে দৈত্য

না পারি তাহার দিতে সীমা ॥

হুই চারি ছয় আট দশ বারো চৌদ্দ হাথ

অষ্টাদশ ষোড়শ আকার।

অসত্য না বলি দেব সীমন্তিনী কত রূপ

রণভূমি করে অবতার ॥

লোলজিহ্বা দেখি শুভ বিকট দশনচয়

আকাশে পাতালে মুখ মেলে।

গলায় মাছুষমালা কোটি কোটি হাথী ঘোড়া

রথ রথী যত গিলে ॥

লখিতে না পারি মায়া কত রূপ ধরে জায়া

একেলা থাকিয়া হিমাচলে।

ত্রিভূত মুকুন্দ কহে শুভ হেটমুণ্ডে রহে

অধিক জলিল কোপানলে ॥৩॥

শুভের মুকুন্ডাভা

॥ রামক্ৰি রাগ ॥

শুনিয়া দূতের বোল ঘামে হইল তোলবোল

ক্রোধে শুভ চারি দিগে চায়।

অরণ্য কমল যুখে ঘন পাক দেই পৌফে

দিনমণি মুকুটে লুকায় ॥

নেত্রা কাছে খাণ্ডা ছুরি পেলে লোকে তরোয়ারি

ঘন ঘন পরশে আকাশ।

দশনে অধর চাপে কোপে ধরধর কাঁপে

ত্রিভুবনে লাগিল তরাস ॥

বীর সাজিল রে নিপাত কপচলুত

অতি বোষে ধরিতে পদ্মিনী।

জীবনে থাকুক ধিক সীমন্তিনী প্রতিপক্ষ

অগ্রর বধিল একাকিনী ॥

ধবল আসন ছাড়ে ক্রোধে আঁখি না পাছাড়ে

নিশুন্তসোদর জোষ্ঠ ভাই।

ঘন সিঁদা ঠাঞি ঠাঞি ডাকাডাকি ষাণ্ডমাথাই

গুড় গুড় দগড়ে ঘন ঘাই ॥

কিঙ্করী কটির মাঝে চ[৪৫]রণে নুপুর বাজে

কাছিল যুগল খর ছুরি।

বাজল ঘাঘর ঘাঁটি তোলপাড় করে মাটি

দড়মসা রণভূর ভেরী ॥

তরল ভবকধ্বনি কানে কিছু নাঞি শুনি

দামাড় শবল ছুর ছুর।

কাড়া পড়া মৃদঙ্গ কাহাল ফুকে শঙ্খ
 বাজে দণ্ডি মোহরি প্রচুর ॥
 মাদল কঁাসর বেণী বংশীর স্তনাদ শুনি
 বাজে অবিরত ঢাক ঢোল ॥
 প্রলয়কালেতে যেন ঘোরতর গরজন
 দাবাসিনি বরোদ্ধের রোল ॥
 কেবল সংহতি হরি হিমালয় একেশ্বরী
 এক বুড়ী তাব নহচরী ॥
 ক্ষিতি ফাটে তাব দস্তে এ দুঃখ না সহে শুভে
 আপুনি সে দেখিব স্তন্দরী ॥
 নানা বাজ কুতূহলে চতুবঙ্গ দলে চলে
 রহি রহি কবি কোলাহল ॥
 চণ্ডীপদসবসিঙ্গে ত্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
 বিরচিল সরস মঙ্গল ॥ ০ ॥

নিশুস্তের যুদ্ধযাত্রা

॥ শ্যামা বাণ ॥

ছত্তিশ আতর কাছিয়া বীববর
 দন্তকের গুণে দেই টঙ্ক ॥
 ময়গল দিগ্‌গজ কাতর বহুতর
 ত্রিজগতে পড়িল চমক ॥
 কুশিল নিশুস্ত শূলী রক্তবীজ পড়ে ॥
 প্রলয়সমুদ্রব হরিলা গজবব
 তুরগ উপরে চড়ে ॥
 বক্কক ধরিয়া দশনে চাপিয়া
 পেলিয়া লোফে কেহ থাণ্ডা ॥
 লাখ লাখ ময়গল হাণী রথী মহাবল
 চড়িয়া কাসর গণ্ডা ॥
 তুহিনাচল গজ ধাইল সহর
 দেখিতে রূপসী রামা ॥
 চৌদিগে মহাবল করিয়া কোলাহল
 সমরে নাহি যার ক্ষমা ॥

অশেষ প্রকার পাতিয়া অবতার
 গিরিজা সংহতি যুঝে ॥
 মুকুন্দ রচিল বাণুলীমঙ্গল
 ত্রিপুরাচরণাযুজে ॥ ০ ॥

নিশুস্তের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন

॥ ঝাঁপা ॥

স্বরমত্ত গজ চাপি দন্তজাদিনাথে ॥
 রণভূমি চাপে শুস্ত থর থজা হাথে ॥ ধ্রু ॥
 অপরাহু রদ চাপি ঘন গোম্ফ মোড়ে ॥
 করবাল বরঝিকি নিজ দুঃখ তোড়ে ॥
 জয়শঙ্খ রণরঙ্গ মৃদঙ্গ ভেরী ॥
 ঘন ঘোরতর শব্দ চমক আরি ॥
 চতুবঙ্গ দল মধ্যে তন্ত কম্পে কোপে ॥
 রণরঙ্গে [৪৬ক] বিপুভঙ্গ তরোয়ারি লোফে ॥
 বরশব্দ শূর তরু ধনু চর্ম পাণি ॥
 রথী পত্তিগণ ধায় করি উচ্চবাণী ॥
 পরচণ্ড চলকাণ্ড রথ মাঝি মাঝে ॥
 ঘন বজ্র সিন্ধিগজ জয়ঢোল বাজে ॥
 এক ঘায় দুই তিন জহঁ দেবী হানে ॥
 গিরিবাসপতিদাস কবিচন্দ্র ভনে ॥ ০ ॥

দেবীর সহিত শুস্ত নিশুস্তের যুদ্ধারম্ভ

॥ মালসী ॥

গগনে ফিরায বীর ধনু চক্র বাণ ॥
 বরিখে জলদ যেন দবল পাষাণ ॥
 জলদারা সম শর অবিরত থসে ॥
 নিজবাণে ত্রিপুরা কাটিয়া পাড়ে রোষে ॥
 নিশুস্ত ঘোড়ে বাণ রে বাণুলী ঘোড়ে বাণ ॥
 কুশিল সমরে শুস্ত বলে হান হান ॥
 শত শত শরে চণ্ডী বিদ্ধে দুই জনে ॥
 পাইল যাতনা রে নিশুস্ত রোষে রণে ॥

স্বরূচি ম'হিষা চলে খর থড়া লৈয়া ।
 দেবীর বাহনে হানে হুহুকাব দিয়া ॥
 ক্ষত হইল অস্ত্র বীণ নাহি নাড়ে কঁাদ ।
 ঈষত হাসিল যেন পূর্ণমিক চাঁদ ॥
 ধাইল নিশুস্ত রণে অচল ত্রিকূট ।
 রুষিল ত্রিপুরা লাগে গগনে মুকুট ॥
 অষ্ট চাঁদে ঢলমল নিশুস্তের চাল ।
 ক্ষুরপায় কাটে চণ্ডী তার করবাল ॥
 চক্ষুপাণহীনভূজ বীর ধায় ।
 শক্তি পেলিয়া মাঝে ত্রিপুরার গায় ॥
 দেখিল ত্রিপুরা শক্তি অনল সমান ।
 চক্রে কাটিয়া চণ্ডী করে খান খান ॥
 বিফল শক্তির বল শূল ক্ষেপে তুর্ণ ।
 মূটকির ঘায় চণ্ডী তারে কৈল চূর্ণ ॥
 পাক দিয়া পেলে গদা নাহি যায় দূর ।
 ভষ্ম করিল চণ্ডী ক্ষেপিয়া ত্রিশূল ॥
 অনেক বিফল রণ করে রণরঞ্জি ।
 নিশুস্ত ধাইল রণে হাথে করি টাঙ্গি ॥
 আকর্ণ পুরিয়া দেবী ক্ষেপিলেক বাণ ।
 পড়িল নিশুস্ত রণে নাগি ছাড়ে প্রাণ ॥ *
 ভাইয়ের সম্বন্ধে কোপে ধায় শুভরায ।
 [৪৬] অসুখ মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাসহায় ॥ ০ ॥

নিশুস্তের পতনে শুভের যুদ্ধোদ্যোগ

॥ পঠমঞ্জরী ॥

শুভ মহিপতি দেখিল নিজ আশি
 সোদর পড়িল যুদ্ধে ।
 শাণিত রূপাণে ধরিয়া নামে রণে
 লাফ দেই অষ্ট হাথে ॥
 উচ্চ রথে চড়ি মুকুট শিরে ধরি
 ঘর্ষজলে তহু শোহে ।
 গগন যুড়িয়া ধাইল সম্বর
 হানিল দেবীর দেহে ॥

আগল দানব একতলোচন
 দেগিয়া পুরিল শঙ্ক ।
 তৃতীয় নয়ন ধরি দণ্ডজনাশিনী
 ধনুকের গুণে দেই টঙ্ক ॥
 দশ দিগ পূরে কনকরচিত
 স্থকিত ঘণ্টার রবে ।
 ময়গল দিগ গজ আপন গরব
 ছাড়িল সিংহের ডাকে ॥
 চাপড় মারে ধরণীর পৃষ্ঠে
 কালিকা হৃদয় গুণি ।
 তাহার শব্দে ঢাকিল জগতি
 আছিল পূর্বব ধ্বনি ॥
 হাসি মঙ্গলাই বলে সেই ঠাণ্ডি
 যাব নাম শিবদত্তী ।
 সেই শব্দে ঢাকিল জগত
 রুষিল দম্বজপতি ॥
 বিকট দশন বকত লোচন
 গগনে মুকুট লাগে ।
 পাক দিয়া ছুই বহুদ্রোণ মোড়ে
 পেলিয়া শক্তি লোফে ॥
 অরে দুরাশয় থানিক রহিয়
 সমর মাঝে স্থির ।
 যুদ্ধ কর যদি আমার সঙ্গে
 তবে যে বৃষ্টিব বীর ॥
 দেবগণ কহে গগনমণ্ডলে
 জয় জয় নারায়ণী ।
 মিশ্র বিকর্তন- তনয় মুকুন্দ
 রচিল মঙ্গলবাণী ॥ ০ ॥

শুভের যুদ্ধ ও মুচ্ছা

॥ দেশাগ রাগ ॥

লাল দিয়া শুভ তবে তেজিলেক রথ
 স্বরপূবে মুকুট পাতালে ছুই পদ ॥

হৃৎকর দিয়া শক্তি পেলে বীরবর ।
 পবন সহায় যেন জলে হতানল ॥
 সিংহবাহিনী যুঝে নাঞি করে ডর ।
 দেবীর উপর ক্ষেপে শত শত শর ॥
 অস্ত্রদলনৌ জয়া উদ্ধা ফিরায় ।
 অতি ভয়ঙ্কর শক্তি তুরাসে পেলায় ॥
 বিফল দেখিয়া শক্তি দহুজেন্দ্রনাথ ।
 রুঘিল সমরে শুস্ত পুরে সিংহনাদ ॥
 [৪৭ক] ব্যাপিল ত্রৈলোক্য শুস্তের সিংহনাদ ।
 প্রলয় পবনে ঘোরতর পরমাদ ॥

ক্রোধে শুস্ত ক্ষেপে বাণ নাহি করে ভয় ।
 ত্রিপুরা কাটিল বাণে বিশিখ দুর্জয় ॥
 ত্রিপুরা ক্ষেপিল শর শাণিত রূপাণ ।
 তারে শুস্ত কাটিয়া করিল দুই খান ॥
 ত্রিপুরা রুঘিয়া শুস্তে বিদ্বিলেক শূলে ।
 মুচ্ছিত হইয়া শুস্ত পড়িল ভূতলে ॥
 নিশুস্ত চেতন পায় হাতে দত্ত ধরে ।
 কালিকা চণ্ডিকা সিংহে বিদ্বৈ তিন শবে ॥
 ধরিয়া অবৃত হুজ পুন যুদ্ধ করে ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বধে ॥ ০ ॥

নিশুস্ত বধ

॥ কামোদ রাগ ॥

রুঘিল ত্রিপুরা দুর্গা দুঃখবিনাশিনী ।
 জলদ ভিতরে যেন প্রচণ্ড তরুণী ॥
 নিজ শরে ছেদিল দৈত্যের চক্র শর ।
 শূল হাতে ধায় কোপে পাছু দৈত্যবর ॥
 বীর যুঝে রে হৃদয়ে নাহি ডর ।
 দেবীর উপর ক্ষেপে শত চক্র শর ॥
 তুহিনাচলের কণা চাপে সিংহযানে ।
 দুই খান করে গদা শাণিত রূপাণে ॥
 শূল হাতে ধায় বীর হানে প্রতিপক্ষে ।
 নিজ শূল ত্রিপুরা হানিল তার বক্ষে ॥

নিশুস্ত দহুজ পড়ে ত্রিশূলের ঘায় ।
 তার বুক হইতে এক দহুজ ব্যারায় ॥
 মহা তেজ ধরে সেই ছাড়ে বীরডাক ।
 বিষম সমরে কণা আজি তুঞ্জে থাক ॥
 রূপাণে হানিল চণ্ডী যেই মুণ্ড ডাকে ।
 ক্ষিতিলে পড়িল ভস্মিল পঞ্চমুখে ॥
 নিশুস্ত পড়িল রণে দেখে দৈত্যবল ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরামঙ্গল ॥ ০ ॥

মাতৃকাগণের দৈত্যসংহার

॥ ছন্দ ॥

বিকট দশনে কালী অহবে চিহ্নায় ।
 অপার বিষম দৈত্য শিবদূতী খায় ॥
 কোমাররূপিণী জবা শক্তি ধরিয়া ।
 মারিল দানব কথো ময়ুরে চাপিয়া ।
 হংসবাহিনী কমণ্ডলু হাতে বলে ।
 মন্ত্র জপিয়া [৪৭] জল প্রসারিয়া পেলে
 যার গায় লাগে সেই হয় ত নির্বল ।
 চলিতে না পারে কেহ চাহে জল জল ॥
 বৃষভে চাপিয়া বলে হাতে করি শূল ।
 বিদ্বিষা পাড়িল যত নিকটে অস্ত্র ॥
 কৌতুকিত ভগবতী শূকরশরীর
 দশনে বিদ্বিষা কারে করে দুই চির ।
 গরুডবাহিনী ঘন চক্র ফিরায় ।
 খান খান হইয়া দৈত্যধরীণী লোটায়ে ।
 মহেন্দ্র লোচনে চাহে চড়ি ঐরাবতে ।
 বজ্র পেলিয়া কথো মহাস্ত্র বধে ॥
 অবশেষে আছিল যতেক দৈত্যগণে ।
 ভক্ষিল কালিকা শিবদূতী পঞ্চাননে ॥
 নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥ ০ ॥

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত

শুভ ও দেবীর উক্তি প্রত্যুক্তি

॥ ধানত্রী ॥

জীবন দোসর মোর শঙ্কর দিল বর
রণে দশ শত বাহ ।

দৈবের লিখন না যায় খণ্ডন
সো চাঁদ তুহঁ ভেল রাহ ॥

পাপিনী তুর্গে বধিলি বিতর্কে
অপরজ ভাই হামারা ।

শুভ মহরল ধাইল সত্তর
স্বরপথে খসে যেন তারা ॥

দোঁখয়া অরিগণ করিল বহু রণ
কোপে কহই স্বরবৈরী ।

সংগ্রাম ভূতলে যুঝসি পরবলে
বিফল গরব করে নারী ॥

সুছাঁদ কবরি দশন শুষ্ঠ তেরি
দেখিয়া লাগিল ধাঁধা ।

সহজ পঞ্চজিনী খঞ্জনলোচনী
বদন শারদ চাঁদা ॥

বন্ধুকী বেশ ধরি মৃগপতি সহচরী
হাসি হাসি বদন প্রকাশি ।

কঙ্কলে উজ্জল নয়ন যুগল
অলক তিলক নব শশী ॥

রে শুন দুর্জন হাম এক জন
দোসর নাহি হামারা ।

পেখসি যে তুহঁ নাগরি সে হাথ
যুদ্ধ কর অনিবারা ॥

যতেক যুবতী ছিল ত্রিপুরাননে গেল
একেলা রহিলা ত্রিনয়নী ।

[৪৮ক] হরিল আপন গণে অস্থির নহিয় রণে
মুকুন্দ বিরচিল বাণী ॥ ০ ॥

শুভের সহিত দেবীর যুদ্ধারম্ভ

॥ ঝাঁপা ॥

চটিলেক খগরাজ সমবেগ ঘোড়ে ।

বদ হেট অধ গুঠ দুই গোম্ফে মোড়ে ॥

ধনু বাণ খরশাণ তরোয়ারিধারী ।

নৃপ শুভ মহি দস্ত দনুজাধিকারী ॥

বৃহদাদি ছিল অস্ত্র গিরিরাজ সঙ্গে ।

অতি ঘোরতর পেখে স্বর দৈত্য তকে ॥

সিত অস্ত্র খর অস্ত্র শর যুদ্ধ পাতে ।

পুন যুদ্ধ পদরেণু লুকী লোকনাথে ॥

শুভ দিব্য ছিল অস্ত্র ক্ষেপিলেক চণ্ডী ।

নিজ বাণে অসুরেন্দ্র করিলেক গুণ্ডি ॥

ক্ষেপিলেক যত অস্ত্র অসুরেন্দ্র হাসি ।

হুঙ্কার দিয়া কত্যা কৈল ভাঙ্গরাশি ॥

ক্রোধে চাপ ধরি বীর শর দিয়া টানে ।

গিরিবাসপাতদাস কবিচন্দ্র গানে ॥ ০ ॥

শুভ-দেবী যুদ্ধ

॥ মালসী ॥

আকর্ণ পূরিয়া দেবী ক্ষেপিলেক বাণ ।

কাণ্ড ছুটিল যেন অনল সমান ॥

আংসঙ্গ হইল দেবী মেঘে যেন রবি ।

কুশিয়া কাটিল বাণ পড়িল যে ভূবি ॥

তুই জনে ঘোড়ে শর রণে অনিবারা ।

অবিরত খসে যেন নব জলধারা ॥

টুটিল ধনুক বীর পায় অপমান ।

শক্তি ধরিয়া হাথে করে অহুমান ॥

পেলিলে বিফল নহে হেন অহুমানি ।

চক্রে কাটিল শক্তি অচলনন্দিনী ॥

খাণ্ডা হাথে করি ধায় দৈত্য ভূপাল ।

গাম হাথে শত চন্দ্র উজ্জল করে ঢাল ॥

নিকটস্থ দনুজেন্দ্র দেখিয়া কুপাণ ।

ধনুকে যুড়িল ভগবতী চারি বাণ ॥

খাণ্ডা কাটে অস্থির গজবেন নাম ।
কাটিল বিষম ঢাল অরুণ সমান ॥
সারথি কাটিল আর পক্ষরাজ হয় ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা[৪৮]বিজয় ॥

হেট গড়াগড়ি অচিরাত পড়ি
পুন উঠে নিজ বলে ॥
হাথাহাথি করি ধরিল শঙ্করী
লইল গগনপথে ।
মিশ্র বিকর্তন- সম্ভব তনয়
মুকুন্দ বচে চণ্ডীপদে ॥০॥

শুস্তের হতাশা

॥ সিন্ধুড়া ॥

হেদে লো সুন্দরি স্বর্গবিজ্ঞাদরি
মদন মচ্ছিত মোহে ।
আশা দিয়া মোবে করিলে নৈবাশ
এ তোব উচিত নহে ॥
পড়িল চড়ন তুঙ্গ তুবঙ্গম
যাব নাম পক্ষরাজ ।
প্রাণের দোসব সারথি পড়িল
আর জিয়া কোন কাজ ॥
প্রথম সংগ্রামে দত্তক কাটিলে
ব্যর্থ কৈল মোর বাণ ।
দুষ্ট দৌমস্তিনী জানিল হৃদয়
সর্ব দেবতাব প্রাণ ॥
পূর্বে স্ববেশ্বর ধরিল মুদ্রাব
ঘোবতব বহু কোপে ।
ফিরাইয়া ঘন চাক লোচন
অরুণমণ্ডল কোপে ॥
ত্রিপুরা ঝাঠলু সেই সমুদ্রগ
কাটিল নিশিত শবে ।
অঙ্গহীন বীর দাইল সত্বর
মুষ্টিক উঠাইল তারে ॥
দেবীর হৃদয় দাক্ষণ মুষ্টিক
মারিল দস্তজনাথ ।
দেব যুগক্ষয় প্রলয় সময়
যেন হয় বজ্রপাত ॥
হস্ততল দিয়া ঠেলিল পদ্মিনী
পড়িল ধরণীতলে ।

শুস্তবধ

অবলম্ব নাহিক চণ্ডিকাস্তব যুঝে ।
হৃদয় নাহিক ডর আপনার তেজে ॥
বিস্মিত হৃদয় দেব সিন্ধুশুনিগণে ।
চিরকাল মহাযুদ্ধ দেখে বাত্রি দিনে ॥
উপাড়িয়া ভগবতী ভ্রমায় অস্থরে ।
পড়িল ভ্রমব পাক বসুমতীতলে ॥
ভ্রমিয়া পাড়িল বীর হেট কপি কাঁধ ।
উর্দিয়া গগনে দেখে শত লক্ষ চাঁদ ॥
সম্মিত পাইয়া বীর পুন মুষ্টি ধোড়ে ।
চণ্ডীকে বধিতে দুষ্ট ঘন উঠে পড়ে ॥
রুদিল ত্রিপুরা শূলে দৃঢ়মুষ্টি হাথে ।
বিক্ষিয়া পাড়িল বুকে অস্থরের নাথে ॥
[৪৯ক] পৃথিবী উপরে বীর অচেতনে পড়ে
ত্রিশূল . . . শুস্ত চরণ আছাড়ে ॥
শুস্তের চরণধায় বসুমতী দোলে ।
নড়িল পর্বত সপ্ত সমুদ্র উথলে ॥
ত্রৈলোক্য নির্ভয় হইল মৈল শুস্তরায় ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাসংহায় ॥ ০ ॥

শুস্তবধে আনন্দ

জগতের মুক্ত হইল গগনমণ্ডল ।
নিরুৎপাত জলদ বরিষে ফুলজল ॥
যত নদী নদ বহে আপনার মত ।
হরিষ মানস দেবগণ পূণ্যবত ॥

মৃদঙ্গ বাজায় কেহ কেহ ধরে তাল ।
 মধুর মুরলী বাজে ফুকে কাহাল ॥
 গন্ধর্ব্ব গীত গায় মধুর নিম্বর ।
 অঙ্গরাগণ নাচে কিরুরী কিরুর ॥
 হরিল উৎপাত বাত দেখে সর্ব্বজন ।
 দিবসাদিপতি উরে প্রসন্ন কিরণ ॥
 অশান্ত আনল নহে জলে নিজ হুথে ।
 শাস্ত তাহার ধ্বনি হইল দশ দিগে ॥
 আনিএ তীর্থের জল যত দেবগণ
 বিধিমতে পাখালিল চণ্ডীর চরণ ॥
 শুন গ জননী তুমি সকল নিদান ।
 স্তুতি করে কবিচন্দ্র করিয়া প্রণাম ॥ ০ ॥

দেবীর বন্দনা

॥ কামোদ রাগ ॥

মাতা তারিহ ত্রিলোকে
 মাতা তারিহ ত্রিলোকে ।
 উত্তম মধ্যমাদম প্রণত সেবকে ॥
 তুমি স্থল শূন্য বন সলিল পাতাল ।
 ত্রিদেবতা সনমুত্তি অষ্টলোকপাল ॥
 পর্কত ভূজগ তরু সিন্ধু নদ নদী ।
 স্ত্রী পুরুষাকৃতি সতী তুমি ভগবতী ॥
 দণ্ড পল মুহূর্ত্ত করণ যোগ তিথি ।
 দিবস রজনী সন্ধ্যা কাল কলানিধি ॥
 স্মৃতি কুস্মতি বিধি বিষ্ণু নিরঞ্জন ।
 প্রলয় উদয় নিত্রা তুমি জাগরণ ॥
 জন্ম শিশু যুবা জরা হেতু বেদমাতা ।
 ভারত পুরাণ শাস্ত্র ভাগবত গীতা ॥
 ঋষাদি দশ অব[৪২]তার অনন্তরূপিণী ।
 বিপত্যাশিনী শূর শত্রুবিনাশিনী ॥
 স্বাহা স্বধা তুমি পুষ্টি সদসদ্বিচার ।
 তুমি যোগ ভোগ লোহ মহা অহঙ্কার ॥
 মাস ঋতু বৎসর ধর্ম্ম তপোধর্ম্ম ।
 তুমি পক্ষ গুণ দুঃখ লোভ সুখ ধর্ম্ম ॥

এহ বার তিথি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ।
 স্তরতি বৎসর তীর্থ তুমি মহাসত্ত্ব ॥
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুকু মতি ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥ ০ ॥

দেবীর বরদান

॥ পয়ার ॥

করিলে অস্থর বধ তুমি সর্ব্বমাতা ।
 খুচিল যতেক ছিল ভুবনের দ্বিধা ॥
 দেবগণে দেহ বর সেবকবৎসল ।
 গুনিয়া দেবের বাণী কথিল মঞ্জলা ॥
 বর মাগ অরে শুন সকল দেবতা ।
 প্রসন্নহৃদয় আমি হইল বরদাতা ॥
 দেবীর বচনে বলে যত দেবগণ ।
 মাতা এমনি করিবে যত অস্থর খণ্ডন ॥
 করিবে সকল কাল বিপক্ষঘাতন ।
 স্থিতমুখে বলে দেবী শুন দেবগণ ॥
 অষ্টাবিংশতি যুগ ইহার অন্তরে ।
 শুভ নিশুস্ত দুই জনম লভিলে ॥
 নন্দঘোষ ঘরে গোপী যশোদাজঠরে ।
 জনম লভিব আমি পৃথিবীমণ্ডলে ॥
 জনমিব তবে বিদ্যাপর্কতবাসিনী ।
 দুই মহাস্থরে পুন বধিব আপুনি ॥
 করিব অনেক মহাস্থরের বিনাশ ।
 বর দিয়া বলে শুন ত্রিদেব নিবাস ॥
 মধু কৈটভের বধ মহিষ ঘাতন ।
 পঠে শুনে যেবা শুভ নিশুস্ত মরণ ॥
 ধবল পক্ষের দুই নবমী অষ্টমী ।
 চতুর্দশী পাইয়া যেবা শুনে এই বাণী ॥
 বিচারিয়া বিশেষে মঙ্গল শনিবারে ।
 প্রতিদিন পূজে যদি পঞ্চ উপচারে ॥
 [৫০ক] হুরিত না থাকে তার দারিত্র্যের যোগ ।
 কোন কালে নহে ইষ্ট কুটুম্ববিয়োগ ॥

নৃপ দহ্য রিপু খজা দহে লঘু ভয় ।
অশুভ তাহার কার কভু নাহি হয় ॥
বর দিয়া ভগবতী চলিল কৈলাস ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার দাস ॥ ০ ॥

দেবীর মাহাত্ম্য

॥ সারেন্দ্র রাগ ॥

দেবীর মাহাত্ম্য এই ভুবনে উত্তম ।
কখিল তোমারে সত্য নৃপতিনন্দন ॥
এমত প্রকারে দেবী কি বলিব আর ।
প্রকাশে অনেক বিঘা ধরিয়া সংসার ॥
মেধস মুনির বোলে সমাধি নৃপতি ।
দুই জনে মনে ভাবে পূজিব ভারতী ॥
চারিদশ লোকে জানে নাম তাঁর জয়া ।
অশেষ রূপিণী সেই সতী বিষ্ণুমায়ী ॥
তুমি নরপতি এই বৈশ্ণব পো ।
নিবসে সংসারে যেবা কার নাহি মো ॥
দেবাসুর সিদ্ধ মুনি যার পদ সেবে ।
সেবিলে সে স্বথ মোক্ষ দুই পদ লভে ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥ ০ ॥

স্বরথ ও সমাধির দেবীপূজা ও বরলাভ

॥ পয়ার ॥

স্বগন্ধি চন্দন ফুল ধূপ দীপ লৈয়া ।
নানা উপহারে যত নৈবেদ্য রচিয়া ॥
করিয়া মৃন্ময়ী দেবী নদীর পুলিনে ।
স্বরথ সমাধি দুই পূজে প্রতিদিনে ॥
ত্রিপুরাভৈরবী মন্ত্র জপে একমনে ।
যজ্ঞ তপোবলে দেবী টলিল আসনে ॥
নিরামিষ্য হবিষ্য করিয়া অনাহার ।
ভগবতী বিনে মতি নাহি জানে আর

নিজ গাত্র ছেদিয়া কধির দিয়া বলি ।
দুজনে বৎসর তিনি সেবিল বাণ্ডলী ॥
ধেয়ানে জানিল পূজে সমাধি স্বরথ ।
আপুনি করিব সিদ্ধ তার মনোরথ ॥
অমলা বিমলা মণাবতী সুকোমলা ।
[৫০] সংহতি' স্মৃণী সখী চাচরকুন্তলা ॥
কুলুপ বাহন গলে নরমুণ্ডমালা ।
মাথাব মুকুট চাঁদ নবান বিশালা ॥
উজ্জ্বল দশন রাকা হিমকর মুখ ।
দ্বিভুজে কর্পর কাতি উল্লসিত বুক ॥
সেবকবৎসলা কালী উবিল। সাক্ষাত ।
বর মাগ দুই জন ঘুচাব বিবাদ ॥
শুনিয়া দেবীর বাণী বলে মহিষপতি ।
নিজ রাজ্য দেহ মোরে ঘুচুক দুর্গতি ॥
সমাধি মাগিল বর বৈশ্ণব সন্ততি ।
মরিলে স্মৃতি মোর হইব মুক্তি ॥
শুন রে স্বরথ নাহি জানিবে অভাব ।
দিন পাঁচ সাত বই হব রাজ্য লাভ ॥
শক্রের মারিষা হবে রাজ্যের প্রধান ।
সমাধিকে বর দিলা পাইবা গেযান ॥
এতেক বলিয়া দেবী গেলেন কৈলাসে ।
নানা স্বথ পায় দুই দিবসে দিবসে ॥
বনহস্তা আসিয়া স্বরথ করে কাঁধে ।
নিজ দেশ গেল যত লোক পদ বন্দে ॥
মহামায়া ত্রিপুরার মহিমা অপার ।
সমাধি পাইল মুক্তি রাজ্য রাজ্যভার ॥
অষ্ট মনস্তর কথা কখিল সকল ।
ঋষির নন্দন কথা শুনিল বিস্তর ॥
সদয় হৃদয় মুনি নাহি কোন দোষ ।
পক্ষের বচনে বড় পাইল সন্তোষ ॥
হেনকালে ভগবতী স্বরলোকে আছে ।
উপকথা কহে কেহ বসি তাঁর কাছে ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥ ০ ॥

॥ ইতি অষ্ট মনস্তর কথা যুদ্ধ সমাপ্ত ॥

নরৈঃ কিং বর্ণ্যতে চণ্ডী জায়তে ন স্বয়ম্ভুবা ।

সদাস্ত মতিরশ্বাকং ত্রিপুরাপদপঙ্কজে ॥ ০ ॥

॥ সপ্তম পালা গীত সমাপ্ত ॥

সত্যবতীর বিশালাক্ষী পূজার কথা

। মঙ্গল রাগ ॥

মঙ্গলা যদী বাণী কমলা নারায়ণী
মনসা মহেশের স্তুতি ।

সকল দেবতা [৫১ক] পৃথিবী হয় পূজা
তেজিয়া বিশালাক্ষী মাতা ॥

অমলাবতী সখী শুন লো শশিমুখী
আমারেধিক আছে কেবা ।

বলহ ত্রিভুবনে বধিব সেই জনে
যে না করে মোর সেবা ॥

চল গ অশ্বিকে পূজিব তিন লোকে
তোমাধিক কার গতি ।

বচন যদি রহে নিবেদি তুষা পায়
করিয়া কোটা প্রণতি ॥

উৎসাকরহত সাধু ধূসদত
নিবসে লক্ষ ঘর দ্বীপে ।

না পূজে আন দেবে সতত শিবে সেবে
নৈবেদ্য দিয়া নানারূপে ॥

সত্যবতী রামা তাহার প্রাণসমা
সেই না পূজে ভগবতী ।

বধিলে কোন ফল না পাবে পুষ্প জল
থাকিব বড় কুখেয়াতি ॥

যে নাহি পূজে মোহে বধিলে দোষ তাহে
কে দিব জল পুষ্প পাত ।

যদি বা নাহি বধি অল্পতা হয় তথি
উভয় দেখি পরমাদ ॥

অমলাবতী বাণী শুনিঞা ত্রিনয়নী
হৃদয় জিনিব গুণে ।

ত্রিপুরাপদস্থল- কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র ভনে ॥ ০ ॥

সত্যবতীর বিশালাক্ষী পূজা প্রচার

॥ বারাড়ি ॥

মহামায়া বৃহদিন্দু পতিতপাবনী বনসিন্ধু
গুণসিন্ধু নরেন্দ্ররূপিণী ।

কমলা অমলাবলা শিরে কলানিধি কলা
ভগবতী নৃমুণ্ডমালিনী ॥

ত্রিপুরে কহি শুন বিশাললোচনী ।
তুমি দেবী ভগবতী ভকতজনে গতি

ভবনদী তরণে তরণী ॥
আমি তব প্রিয়দাসী নিবেদিতে ভয় বাসি

তব পূজা নহিল ভুবনে ।
হৃদয় করিলে যত বিসরিলে অভিমত

এধাকারে আইলে কি কারণে ॥
অমলাবতীর বোলে বিশাললোচনী বলে

[৫১]কিরূপে লইব পুষ্প জল ।
চণ্ডীপদসরসিজি ত্রিযুত মুকুন্দ দ্বিজ

বিরচিল সরস মঙ্গল ॥ ০ ॥

সত্যবতীর বর প্রার্থনা

আছিলে নিরাকার পাতিলে অবতার
জন্মিঞা দেবতার তেজে ।

কে জানে তব রূপ মহিষাসুর ভূপ
বধিলে সমরের মাঝে ॥

বর্দ্ধমানে বৈসে পরম পরিতোষে
স্বরথ মহারথ রাজা ।

স্বপনে অষ্টভুজ দেখাইয়া সিংহধ্বজ
ভুবনে লহ গিয়া পূজা ॥

নিবেদি বিগ্ৰহমান কয় গো অবধান
তুহিনমহীধরপুত্রী ।

বিধাতা হরিহর তোমার কুর্পর
ত্রিলোক জনক উ ধাত্রী ॥

আইলে নিজ কাজে না বল কিছু লাজে
ত্রিপুরে শুন স্থলোচনে ।

নটিনী এক জনে মাগিয়া লহ দানে
নৃপতি পুরন্দর স্থানে ॥

জন্মাইয়া ক্ষিতিতলে বণিক নরকুলে
সুনারী পরমরূপসী ।

তাহার অভিমত করহ তুমি সিদ্ধ
তোমার হব সেই দাসী ॥
উৎসাকরস্বত শাধু ধূসদত্ত
তাহার করাইয়া বধু ।
পরম পরিতোষে পুঞ্জিব স্ত্রী পুরুষে
তোমারে পদভূজকেতু ॥
অমলাবতী সতী কথিল সুভারতী
শুনিয়া পরিতোষ মনে ।
ডাকিল স্বররাট দেখিব আজি নাট
মুকুন্দ কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

নটিনীর ইন্দ্রসভায় আগমন

॥ চন্দ ॥

ইন্দ্রের আদেশ পাইয়া মোহিনী নটিনী ।
লইয়া লাসের পেড়ি ঘুচালি ঢাকুনি ॥
রসের দর্পণ লইয়া নিরখয়ে মুখ ।
কুস্তল মাঞ্জিল বামা করিয়া কৌতুক ॥
সিন্দূর পরে [৫২ক] ললাটে অধিক উজ্জল ।
চন্দন তাহার তলে নয়নে কজ্জল ॥
গলায় তুলিয়া পরে হার মুক্কাবলী ।
বক্ষে বাঞ্জিল রামা বিচিত্র কাঁচলি ॥
রজতের তাড় হাথে ভুজের উপরে ।
পিঠে দোলে পাটজাদ অতি মনোহরে ॥
অঙ্গুরি পরিল বামা বাম করশাথে ।
পাণ্ডলি পরিল বামা দুয় পদযুগে ॥
বাছিয়া বসন পরে শ্বেত অভিলাষ ।
অত্যন্ত উজ্জল রামা পরি সেই বাস ॥
কটিদেশে রত্নবাহু মুখর কিঙ্করী ।
রত্নবাহু করে পদে নৃপরের ধ্বনি ॥
পঞ্চবাণ রূপবতী সংহতি করিয়া ।
ইন্দ্রের সভায় রামা উত্তরিল গিয়া ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

ইন্দ্রসভায় নটিনীর নৃত্য

॥ পাহিড়া ॥

কণা নাচে রে ইন্দ্রের নাটিনী
স্বরগণ হরিষ অন্তরে ।
তাথে তাথে দিক ঘন ডাকে স্বরসিক
ঠন ঠন কঙ্কণঝঙ্কারে ॥
কুটিল কুস্তল ভালে কুণ্ডল শ্রবণমূলে
স্বরঙ্গ সিন্দূর শিখায় ।
আতাকলি দিয়া চাহে দেবতার মন মোহে
হাসি হাসি বদন লুকায়ে ॥
উরঙ্গ দাড়িমফল মৃগশশিমণ্ডল
নির্মিত বিষ অধরে ।
গাইল পঞ্চমন্ত্রের অকালে বসন্ত উরে
মহীকুহ সকল মুগ্ধরে ॥
পিঠে পাটখোপ দোলে ধীরি ধীরি ফিরি বোলে
ঝঙ্ঝঙ্ঝ চরণে নৃপূর ।
জমকিত একতালে রহি রহি পাক মেলে
যেন চলে মত্ত ময়ূর ॥
বাণ্ড বাজে ঘোরতর যেন ডাকে জলধর
কিন্নরী মাধুরিম গায় ।
ঘাটী বাজে দুই এক বিপরীত নাট দেখ
জমকিত কাঁচ সরায় ॥
গালে হাথ দিয়া রহে লাফ[৫২]দিয়া পাছু আঘে
পাক দিয়া ফিরে নিরন্তর ।
ঘন উঠে বৈসে পায় ভুজলতা নড়ে বাহে
দেবতা ভেদিল পঞ্চশর ॥
বলে দেবী বিশালাক্ষী ভাল নাচে শশিমুখী
হৃদয় ভেদিল বড় রঙ্গ ।
চণ্ডীপদসরোরুহে শ্রীযুত মুকুন্দ কহে
নাটিনীর হইল তালভঙ্গ ॥০॥

নটিনীর তালভঙ্গে ইন্দ্রের অভিশাপ

॥ ধানত্রী ॥

তালভঙ্গ দেখি হাসে যত দেবগণ ।
লজ্জায় মলিন হইল নটিনীবদন ॥

দাণ্ডাইতে বাহি আনে কুক লাগে ডর ।
 সমীরণে কাঁপে কেন চলাচল দল ॥
 বলে ইন্দ্ররাজ হের স্তন লো মোহিনী ।
 স্বর্গ ভেজিয়া তুমি চলহ অবনী ॥
 ইন্দ্রের বচনে বজ্র নটিনীর আখায় ।
 ত্রিদশনাথের পদে নটিনী লোচায় ॥
 পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে উঠিতে না পারে ।
 অপরাধ ক্ষম নাথ বারেক দোষীরে ॥
 নটিনীর বচন শুনি স্বরপতি বলে ।
 ভুল্লিবে স্বর্গের সুখ পৃথিবীমণ্ডলে ॥
 কতদিনে আসিব করহ সম্মিধান ।
 আপুনি শাসন কর দেব মঘবান ॥
 ত্রিপুরা কখিল ইন্দ্র মোরে দেহ নটী ।
 ক্ষিতিতলে হয় যেন মোর ব্রত চেষ্টা ॥
 আমার করিয়া সেবা ভূবি কথোদিনে ।
 আসিব তোমার ঠাঞি কবিরাজ ভনে ॥০॥

কমকার গর্ভে নটিনীর কল্পিতরূপে জন্ম

॥ ছন্দ ॥

পুন বলে নটিনী ত্রিপুরা বিত্তমান ।
 পৃথিবী বাইতে মা গো ডরে কাঁপে প্রাণ ॥
 মোর হিত চিন্তিবে সতত নারায়ণী ।
 সত্য সত্য বলে চণ্ডী বিশাললোচনী ॥
 অভিশপ্ত নটিনী তাহার কথা শুন ।
 রোগ সঞ্চারিতে যেন কাঠে বিদ্ধে ঘূণ ॥
 জরজর হইল দেহ কয়ে সঙ্করণ ।
 পড়িল পরমহংস হরে রূপগুণ ॥
 হেনকালে নারায়ণ কৃত বণিক ।
 [৫৩ক] যুবতী কমকাবতী তার প্রাণাধিক ॥
 ঋতুমান করে সে অন্তরে হয় শুচি ।
 জল পান করিতে তাহার বাঢ়ে রুচি ॥
 নারিকেল জল রামা পিয়ে উর্দ্ধমুখে ।
 উদরে প্রবেশে নটী শ্বেত মাছিরূপে ॥

অন্ত গেল দিনমণি হইল অর্দ্ধরাতি ॥
 গর্ভনিকেতনে ছুই বঙ্কিল স্বরতি ॥
 স্মৃতি কমকাবতী ত্রিপুরার বরে ।
 পবন রূপসী কল্যা ধরিল উদরে ॥
 এক মাস গর্ভ ধরে কমকা বাহানী ।
 দুই মাস গর্ভ লোকে হইল জানাজানি ॥
 তিন মাস গর্ভ মুখে ঘন উঠে হাই ।
 গায় বল নাহি নিন্দা নয়নে সদাই ॥
 চারি মাস গর্ভ ভেল দেহ হই ভিন্ন ।
 দিনে দিনে গুণবতী ধরে গর্ভচিহ্ন ॥
 পাঁচ মাস গর্ভ হইল খায় নানা সাধ ।
 নানা পিঠা দেই কেহ ব্যঞ্জন ভাত ॥
 দিবস গণিতে তার গেল ছয় মাস ।
 পাত বিকটী অগ্নে বাঢ়ে অভিলাষ ॥
 সাত মাস গেল অষ্ট মাস পরবেশে ।
 নানা সাধ খায় রামা দিবসে দিবসে ॥
 চণ্ডী পূজে নানা দ্রব্য তথি দিয়া দ্রুত ।
 অষ্ট মাস গেল রামা খায় পঞ্চামৃত ॥
 সুখ দুঃখ যত সর্ব কর্ম অধীন ।
 দশ মাস গেল পূর্ণাধিক দশ দিন ॥
 আচম্বিতে জনমিল তার পেটে ব্যথা ।
 স্তখে প্রসবিল রামা স্তম্বরী হুহিতা ॥
 বড় দিয়া চেষ্টা গিয়া আনিলেক ধাই ।
 জয় দিয়া নাভিতলে করিল তথাই ॥
 সধবা বিধবা যত বলে ধনি ধনি ।
 চন্দ্রবদনী কল্যা চকোরনয়ানী ॥
 তৈল সিন্দূর কেহ লয় গুয়া পান ।
 যার ঘেবা ঘরে সভে করিল পয়ান ॥
 আড়াই হানা বেনা আনে আর পাঁচ গেবে ।
 অগ্নি আলিয়া কোণে পাতিল আঁতুড়ে ॥
 এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় যায় ।
 জাগরণ করে নিশি ধঞ্জীপূজায় ॥
 ধঞ্জী পূজিয়া মিশি জাগরণ করে ।
 দেবীর বয়েতে কল্যা বাড়ে বাপঘরে ॥

আসিয়া লিখিল বিধি ললাটে [৫৩] আপুনি ।
 ধুসদন্ত সাধুর নারী হুহুখী কক্কিণী ॥
 অন্ন লিখিল দুঃখ প্রথম বয়েসে ।
 যশে গুণে যত কাল বরে অন্ন দোষে ॥
 ডালে ডাকে কোকিল হুগন্ধি বহে বায়ু ।
 অনীতি বৎসর বিধি লিখিলেক আয়ু ॥
 মাঘ মাসে সিত পক্ষ তিথি ত্রয়োদশী ।
 পূজিয়া ত্রিপুরা স্বর্গ চলিব রূপসী ॥
 লিখিয়া চলিল বিধি আপনার ঠাক্রি ।
 আটকড়াইয়া করিলেক সাত দিন বই ॥
 জগতবিখ্যাত যার সেই কুলাচার ।
 পাঁচ দিনে পাঁচটি নব মেলন্তা তার ॥
 দিবস গণিতে গেল বিংশতি দিন ।
 ষষ্ঠী পূজিতে আইয় ডাকে সাত তিন ॥
 লাখর ঘোঁপের লোক হইয়া হরষিত ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে বাঙালীর গীত ॥০॥

কনকার ষষ্ঠীপূজা

॥ কামোদ রাগ ॥

ত্রিসর জালি খানি পাতিনী কাল জিনি
 ধবল পাট ভোট বাস ।
 স্বরঙ্গ স্মার্টটী পরিণত তেঁকাঠি
 যাহার যেই অভিলাষ ॥
 আসিয়া ডাকে চেড়ী পরিয়া পাটশাড়ি
 শঙ্খ স্ববলিত তুজা ।
 অঙ্কনে আঁখি রঞ্জে গমনে হংস গঞ্জে
 সাধুর ঘরে ষষ্ঠীপূজা ॥
 ষষ্ঠী পূজিতে চলিল কনকা
 আপন কোলে কন্ডাখানি ।
 যতেক আইয় মেলি দেই হলাহলি
 মুদক বাজে শঙ্খ বেণী ॥
 অমুল্য আত্মসাদন অনেক আভরণ
 কনকা মুগন্ধগামিনী ।

সঘনে জয় জয় উজ্জাস ফল
 আগে পাছে নিতম্বিনী ॥
 যুগল বাজে সিদ্ধা ধাইল রণচিহ্ন
 ছাণ্ড্যাল কত নাহি জানি ।
 তৈল সিন্দূর হলদি প্রচুর
 কুসুম মলয় গন্ধখানি ॥
 ধবল কাল শত ছাপল দশ কিশ
 প্রবীণ মহিষ মেঘে ।
 খড়্গা হাথে করি ধাইল খাণ্ডারী
 নগরে যত জন বৈসে ॥
 কদলী কান্দি কান্দি সন্দেশ নানা ভাঁতি
 দুখে মিশাইয়া চিনি ।
 স্বরঙ্গ ফল ফুল বাঙল নারিকেল
 হরিষে বটনিবাসিনী ॥
 [৫৪ক] কলসে দধি পুরি ধাইল কত ভারী
 ধাইল হাথে অপঝারি ।
 ব্রাহ্মণ যায় আগে ত্রিবিধি বেদ মুখে
 কাসর বাজে শঙ্খ ভেরি ॥
 হুগন্ধ ফুলঝারা বিংশতি এক বারা
 বটতলে হলাহলি ।
 যড়ঙ্গ ধূপ দৌপ নৈবেদ্য নানারূপ
 মোদক খই খিরপুলি ॥
 কর্পূর তাবুল মধুর শ্রীফল
 লবঙ্গ নানা জাতিফল ।
 ব্রাহ্মণ পড়ে স্তব সর্কাদি পূজে দেব
 পঞ্চোপচারে লম্বোদর ॥
 ষষ্ঠীর দুই পদ পূজিয়া বিধিমত
 কল্যাণ করে দ্বিজ শেষে ।
 ত্রিপুরাপদস্থল- কমল মধুকর
 মুকুন্দ কবিচন্দ্র ভাষে ॥০॥

কনকার কন্ডাজন্মে উৎসব

॥ ছন্দ ॥

বিলায় সাধুর নারী সরস সিন্দূর ।
 পতি পত্নী জনৈক ললাটে উইয়ে হুর ॥

মন্তক উপরে দেই তৈল পলা পলা ।
 গুয়া পান দেই একে একে খই কলা ॥
 খিরপুলি দেই রামা করিয়া বিশেষ ।
 দধি মধু নারিকেল চিনির সম্বেশ ॥
 ইন্ধু শলা দেই কারে পনসের ফল ।
 চিপট মুড়কি দেই বাঙল নারিকল ॥
 সর্জ বিলাইয়া রামা উল্লসিত বুক ।
 গীত নাটে উল্লসিত যত কূতভুক ॥
 ব্রাহ্মণে শুবাক দেই কর্পূর পান ।
 পরিহার মাগিলেক করিতে কল্যাণ ॥
 আনন্দে যুবতীগণের গায়ে বাড়ে বল ।
 আপনা আপুনি পাড়ে হরিশ কন্দল ॥
 পরিহাস করে কেহ নাঞি করে হেলা ।
 হলদি কুঙ্কম চুনে পাতে নানা খেলা ॥
 আতাঞ্চলি দিয়া ঢাকে বদন কমল ।
 গালে হাথ দিয়া কেহ হাসে খল খল ॥
 মাসাস পিসাস দেখে ননদ জাগতি ॥

কোন না ধাব ঘর কুংসিত মৃষ্টি ॥
 মন্তকে কাপড় নাহি কুচ নাহি ঢাকে ।
 হিহি করিয়া হাসে লাজ নাহি মুখে ॥
 গুড় গুড় দগড় বাজে মাদল কাঁসর ।
 [৫৪] যুবতীর আনন্দ ছাওয়াল দেই রড় ॥
 সর্জ বিলাইয়া রামা অবশেষ বেলা ।
 ছাওয়ালে ছাওয়ালে কাড়াকাড়ি খই কলা ॥
 বিলাইল সর্জ যত মঙ্গল বাধাই ।
 বিদাই করিল সভে বটতরু ঠাঞি ॥
 পূজা সঙ্কলিয়া যায় যার যথা ঘর ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

ক্লান্তিগীর বাল্যাবস্থা

॥ শ্রী রাগ ॥

এক ছই তিন চারি গেল পঞ্চ মাসে ।
 প্ররোহিত আনিঞা ক্লান্তিগী নাম ভাবে ॥

ছয় মাস গেল সাত মাস পরবেশে ।
 অন্নপ্রাশন করাইল সুদিবসে ॥
 বাপের মন্দিরে কত পয়স রূপসী ।
 দিনে দিনে বাড়ে যেন দ্বিতীয়ার শশী ॥
 অষ্ট মাস গেল রামা হয় অন্নকুচি ।
 নয় মাস পরবেশে দেই আলগাছি ॥
 দশ একাদশ মাস বারতে প্রবেশ ।
 পূর্ণ মাস বৎসর হইল অবশেষ ॥
 স্মরণেলা নিকেতনে প্রথম বয়েস ।
 গণিতে বৎসর তার বারতে প্রবেশ ॥
 স্নান করিতে সাধু নামে পুণ্য জলে ।
 রূপসী ক্লান্তিগী রামা দেখে হেন কালে ॥
 স্মরণের জরজর দেহ তদবস্থ ।
 সম্বন্ধ করিল সাধু পাঠাইয়া মধ্যস্থ ॥
 বিবাহ করিব শুভদিন শুভক্ষণে ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

ক্লান্তিগীকে বিবাহ প্রস্তাব

॥ পয়ার ॥

বিবাহ করিব মনে ভাবে সদাগর ।
 ডাক দিয়া আনিল পণ্ডিত গৌরীবর ॥
 প্রণতি করিয়া বলে সাধু ধুসদন্ত ।
 অবধান কর দ্বিজ কহি নিজ তত্ত্ব ॥
 উভয় করিব বিভা মনের বাসনা ।
 তোমার চরণে এই নিবেদি আপনা ॥
 স্নান করিতে আমি দেখিল স্তম্ভরী ।
 সমতুল্য নহে তার স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
 ঘটনা করিয়া দেহ সেই সীমস্তিনী ।
 মনোরথ সিদ্ধি মোর কর দ্বিজমণি ॥
 সাধুর বচনে দ্বিজ প্রকাশে ভারতী ।
 অনঙ্গ আবেশে কিবা বল মৃঢ়মতি ॥
 [৫৫ক] অকুমারী কুমারী বর্ণের নাহি দায় ।
 তত্ত্ব না জানিঞা কর ঘটক সহায় ॥

বিপ্রে'র বচনে বলে সাধু অধিকারী ।
 সত্যবতীর অমৃত্যু ভগিনী সেই নারী ॥
 সম্বন্ধে বিলম্ব না কর করহ গমন ।
 দ্বিজ প্রীতি বলে সাধু বিনয় বচন ॥
 সাধুর বচনে তথা চলে গোঁরীবর ।
 ঘট পাজি পুস্তক সঙ্গে করিলা সত্বর ॥
 গিরিজা গণেশ পণ্ডে করিয়া প্রণাম ।
 অমুগত সঙ্গে করি চলিল ধীমান ॥
 ধনলোভে ঘটক চলিলা রড়রড়ি ।
 উপনীত হইল দত্ত নারায়ণ বাড়ি ॥
 ব্রাহ্মণ দেখিয়া বাস্তা হরষিত চিত্তে ।
 সম্মুখে চরণধূলি লইলেক মাথে ॥
 সফল দিবস মোর তোমা দরশন ।
 পবিত্র করিলে তুমি আমার ভূবন ॥
 মধুর বচনে তুষ্ট করিল দ্বিজেন্দ্রে ।
 বিচিত্র আসন আচ্ছাদিলেক বসিতে ॥
 কুসুমিত প্রণাম করি দিল অপরাধি ।
 পুত্রবতী হইয় ভাষে বেদ অধিকারী ॥
 নারায়ণ দত্ত বলে শুন মহাশয় ।
 এই ত আমার কন্যা বিভা নাহি হয় ॥
 এ বোল শুনিয়া দ্বিজ করে উপহাস ।
 বিরচিল কবিত্ত্ব ত্রিপুরার দাস ॥০॥

কুসুমিত পিতার সহিত ঘটকের

কথোপকথন

॥ পঠমঙ্করী ॥

বাস্তা রে কেমনে তোমা'রে বাসে অন্ন ।
 এ হেন যুবতী ঘরে চমকিত নাহি তোরে
 কেন মতে পাইয়াছ প্রসন্ন ॥
 নিকলক তুমি সাধু তো'র ঘরে কোন হেতু
 হেন কন্যা আছে অবস্থিতা ।
 করিয়া এ সব কাজ বণিকে আনিল লাজ
 বিভাকার্য না কর তুরিতা ॥

প্রোচা কন্যা তো'র ঘরে তো'রে নাহি লাজ করে
 কোন পাকে হয় ঋতুবতী ।
 জ্ঞাতি নাহি খাব জল পা'পে নাহি পাবে স্থল
 শুন রে অবোধ মূঢ়মতি ॥
 জলন্ত আনল সমা তো'র ঘরে হেন বামা
 কেন এত কাল অবস্থিতা ।
 ব্যর্থ জীয়ে তো'র নারী হেন কন্যা গর্ভে ধরি
 বিভাকার্য না কর তুরিতা ॥
 শুন রে বণিকবর কেন না গোঁরব হর
 লভ তুমি নবম বরিত ॥
 নব দশ কন্যা উর্দ্ধ কত না লইবে বিত্ত
 [৫৫] গৃহে নিবসতি কোন স্থখে ॥
 নাহি তো'র কোন বিত্ত কেনি হইয়া পাপচিত্ত
 ঘোণ্য কন্যা রাখাছ আলায় ।
 কোটীধর নাম ধর কড়ির প্রত্যাশ কর
 বিফল জনম ক্রিতি হয় ॥
 জেন যে কন্যার কড়ি কেবল শমন দড়ি
 লইলে খাইতে নাহি পাবে ।
 জ্ঞাতি গোত্র হব লাজ বুঝ এ সবে'র কাজ
 অন্তকালে স্বর্গ নাহি যাবে ॥
 হইয়া অবস্থিতা কন্যা জল মো'রে দিল আচ্ছাদ
 বিপাকে জন্মিল মো'র পাপ ।
 কোন মতে অন্ন খাও কোন স্থখে নিদ্রা যাও
 হেন মূঢ়মতি তুচ্ছ বাপ ॥
 বিপ্রে'র বচন শুনি পুন কহে করমানি
 বিনি অপরাধে দেহ গালি ।
 কুলের পণ্ডিত তুমি তোমা অগোচর আমি
 সম্বন্ধ করিতে কিবা পারি ॥
 দেখিয়া হৃদয় বর সোলই সম্পূর্ণ ঘর
 বিভাকার্য করহ তুরিত ।
 দ্বিজ কবিত্ত্ব কয় যতপি মনেতে লয়
 শুন বাস্তা কহি সমুচিত ॥০॥

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত

কল্পিত বিবাহে সঙ্গতি

। চোপনী ।

কত্না হবে অঙ্গে ধরে . . . তখনি দাতব্য করে
প্রথমাংশে শোকসাগরে ।

ভাল মন্দ বিচারিতে কথো কাল এই রীতে
বর চাহি বুলি দেশান্তর ।

যদি বা বিবাহ দিয়া শাস্তি নাহি পড়ে হিয়া
তুংবের দহনে তহু জলে ।

ভাল মন্দ নাহি জানি অবিরত মনে গুণ
বুক ভিজে নয়নের জলে ।

বঞ্চয়ে পরের ঘরে পাছে কেহ মারে ধরে
ভাবিতে হৃদয় নাহি স্থখ ।

কোথা খায় কোথা শোয় ভোক পাছে লাগে পোয়
বাপের সতত মনে দুঃখ ।

ঠাকুর হে নিবেদিত্ত তোমার চরণে ।

কত্নার শোকেতে গায় ঘুণে বিক্ষে বাপ পায়
এত কেন উঠে পড়ে মনে ॥ ৫ ॥

সাধুর বচন শুনি বলে গৌরী দ্বিজমণি
উত্তম কথিলে মোর ভাই ।

এ সব সংসারে যত কত্না ঘরে রাখে কত
মুচের সদৃশ তোমা পাই ॥

যদি জানে করে কর্ম কত্না[৫৬ক]হইতে বাড়ে ধর্ম
অবশ্ত অমরপুরে বাস ।

না জান কত্নার মূল কত্না হইতে বাড়ে কুল
অকারণে কর মিথ্যা আশ ॥

ছাড়হ এ সব মায়া অকারণে কর দয়া
বিপদ সম্পদ কার নহে ।

একাএকি আসি যাই যখন যে যোনি পাই
মায়াব নিগড়ে কাল যায়ে ॥

কন রে বণিক জ্ঞাতি মৃত্যু বিনে নাঞি গতি
যত দেখ সকলি অসার ।

ঠাহা বিহু নাহি ধন ভজ প্রভু নারায়ণ
ভবসিদ্ধি যদি হবে পার ॥

বিপ্রেব বচন শুনা হরষিত হইল বাত্না
বিবাহ কথায় দিল মন ।

অধিকার পদাধ্বজে তখি মোর মন মজে
ত্রীমুখ মুকুন্দ স্বরচন ॥ ১ ॥

মুকুন্দেশ্বর সহিত বিবাহে সঙ্গতি

। পয়ার ॥

সম্বন্ধ করিব কোথা বলহ গোসাঞি ।
তোমার কারণে আমি তত্ত্ব নাহি পাই ॥

আমার অধিক কুলে দিব কত্নাদান ।
বিচারিয়া আন তুমি কুলের প্রধান ॥

এ বোলেতে ঘটক ঘটাজি ধরি ভুজে ।
বিচারিল যত কুল বণিকের মাঝে ॥

ভাল মন্দ মন্দ ভাল ঘটকের মুখে ।
বিদ্রপ করিয়া বলে সাধুর সমীপে ॥

তোমার অধিক কুলে নাহি অত্ত দেশে ।
সভে মাত্র এক যে লাখের দীপে বৈসে ॥

দত্ত উৎসাকবহুত ধুসদন্ত নাম ।
তবাগ্রজ ভাই যারে দিল কত্নাদান ॥

তারে কত্না দিয়া তোর ভাই হইল বাত্না ।
কহিল কুলের তত্ত্ব লহ ইহা জ্ঞাত্না ॥

তারে সম্পদান কর কল্পিণী দুহিতা ।
হইব কুলের মুখ্য নহিব অন্তথা ॥

মাতঙ্গদশন তুমি বান্ধিবে কাঞ্চনে ।
বণিকে প্রধান তুমি হইবে ভুবনে ॥

নাটকী ভেজান মন্ত্র জপাইল কানে ।
ভুলিল বণিকহুত ঘটকবচনে ॥

লংঘিতে না পারি [৫৬] আমি তোমার বচন ।
কল্পিণীয়ে দিব বিভা করহ গমন ॥

হরষিত ঘটক চলিল রড়ারড়ি ।
মনে ডাবে পাব ঘটকালি কড়ি ॥

উপনীত হইল বিপ্র ধুসদন্ত বধা ।
ব্যপদেশে বসি দুহে কহে সর্বকথা ॥

হাস্তবদনে কিছু কহে মন্দ মন্দ ।
 শুভক্ষণে সাধু তোমার করিল সম্বন্ধ ।
 গলে পাটা দিয়া সাধু ধরিল চরণে ।
 তোমা বিনে রক্ত মোর নাহি জিকুবনে ।
 নাটকী ভেজান মল্ল জপাইল কাণে ।
 সত্যবতীর নিন্দা কর আশ্রয় রক্তনে ।
 রক্তন করিয়া অন্ন দিব সত্যবতী ।
 বিরচিল কবিত্ত্ব মধুর ভারতী ॥

পুনর্বিবাহের জন্ত হৃদয়ের চাতুরী

॥ সিদ্ধি ॥

ভোজন করেন সাধু নিন্দার কারণ হেতু
 সত্যবতী পরিবেশে ভাত ।
 হৃদয়ে করিয়া কুট সকলি কারল নষ্ট
 গর্ভে স্বগরে ভোলানাথ ॥
 পাইয়া অন্নের বাস বলে কথ ত্বরভাষ
 ওদনেতে কহে দুঃখগঙ্গ ।
 হৃদয়ে করিয়া রাগ প্রথমে বজ্রিল শাক
 লকণেতে করিয়াছে মন্দ ॥
 হংস মুগের স্থপ দেখিতে অধিক রূপ
 তাহাতে দিয়াছে চতুর্জাত ।
 করয়ে উজ্জল ঘন বলে বড় খর লোন
 চৈলিয়া পেলিল অচিরাৎ ॥
 ইলিশ পনসবীজ তাহে জিরা মরিচ
 আনিঞা দিলেক সত্যবতী ।
 আমিষ্টের গন্ধ কহে । বলে সাধু ভাল নহে
 . মার্জারে দিলেক দুষ্টমতি ॥
 মনে সাত পাঁচ করি ব্রষ্ট মৎস্ত দিল নারী
 আজি বিধি মোরে হৈল বাম ।
 আপ[ৎক]নার কর্মকলে সাধু মোরে মন্দ বলে
 ভোজন না করে গুণধাম ॥
 মনেতে অস্থ মানি ভাজা মৎস্ত দিল আনি
 অন্ন দিলেক শশিমুখী ।

না ভুঞ্জিব মনে জানে মন্দ বলে রক্তনে
 রসনা পরশে হয় দুঃখী ॥
 পুরিয়া কনক বাটা দুঃখ দেই শয়নি চট্টা
 খায় সাধু বিরস বন্ধনে ।
 স্তন সত্যবতী সতী কহি দৃঢ় ভারতী
 নিশ্চয় ভুলিলে রক্তনে ॥
 বিবাহ করিব আমি স্তন তুমি সায়মিত্তিনী
 বিবাহিত না ভাবিহ মনে ।
 বড় তুমি পাণ্ড দুঃখ করাইব আমি স্থখ
 আর যেন না বাহ রক্তনে ॥
 শুনিঞা প্রভুর কথা লাজে হেঁট করে মাথা
 কি বলিব না নিঃসরে তুণ্ডে ।
 হৃদয় জয়িল শূল সচিস্তিত শোকাকুল
 অম্বর ভান্দিয়া পড়ে মুণ্ডে ॥
 যুড়িয়া যুগল করে স্তুতি করে সদাগরে
 সজল নয়ানে সত্যবতী ।
 ত্রিপুরাচরণবর সরোরুহ মধুকর
 কবিত্ত্ব কহে স্বভারতী ॥

স্বামী পুনর্বিবাহে সত্যবতীর খেদ

॥ স্থই রাগ ॥

প্রাণনাথ সতিনী না দিহ তুমি ।
 বিভা কর দূর স্তন হে ঠাকুর
 নিবেদিল তোহে আমি ॥ ক্র ॥
 গোকর্ণ নকুল সতীনে কন্দল
 এ বোল অগ্রথা নহে ।
 ভোজন শয়নে দুঃখ পাবে মনে
 নিবেদিল তুয়া পায়ে ॥
 ছাড় অভিযোগ ক্ষেম মোর দোষ
 স্তন প্রভু গুণধাম ।
 অন্ন দোষে শাস্ত্য নহে ত উচিত
 তোমা কি বুঝাব আন ॥
 তুমি সতত প্রবাস ছাড় মোর পাশ
 স্তন প্রভু বিচক্ষণ ।

কহি বিলঙ্কিত নহে সমুচিত
 দোষ দেহ কি কারণ ॥
 ভাল হয় নারী উভএতে তরি
 আপনা রাখে যতনে ॥
 যে জন দুঃখতি নরকেতে গতি
 কহিল বেদ পুরাণে ॥
 [৫৭] মুখ তোল পেখি শুন শশিমুখী
 মনে না দুঃখ ভাবসি ॥
 সত্য বলি বাণী দিব্য করি আমি
 আনি দিব তোরে দাসী ॥
 বুদ্ধি প্রভুমন করয়ে রোদন
 নেত্রকোণে নীর খসে ॥
 আঘাট শ্রাবণ নব ঘন যেন
 রজনী দিবা বরিষে ॥
 হৃদয় আকুল হইল চঞ্চল
 সইয়েরে পড়িল মনে ॥
 কবিচন্দ্র ভনে ত্রিপুরাচরণে
 পানিরে ডাকিয়া আনে ॥০॥

সইয়ের পরামর্শ গ্রহণ

॥ পয়ার ॥

আইস সুনাইয়রি বাছা বলি তোরে বাণী ॥
 অনেক দিবস তোরে পুণ্ড্রাছি আপনি ॥
 সভে ভিন্ন এই মাত্র গর্ত্তে নাহি ধরি ॥
 বিধি বিড়ম্বিল মোরে কি করিতে পারি ॥
 আমার দুঃখের কথা শুন লো দুহিতা ॥
 আর বিবাহের চেষ্টা কৈল তোর পিতা ॥
 কি করিব শুন বাছা বল না উপায় ॥
 আকুল হইল মন ঘরে স্থির নয় ॥
 যদি তুমি হও মোর ধর্ম্মের নন্দিনী ॥
 ঘুচাহ মনের দুঃখ নিবেদিল আমি ॥
 হৃদয় অন্তিল মোর বড়ই যুক্তি ॥
 আমার আরতি লৈয়া চল শীঘ্রগতি ॥
 অবিলম্বে চল তুমি সই আছে যথা ॥
 সইয়েরে আনিবে তুমি শীঘ্রগতি এথা ॥

যুগল মাণিক লহ আর কেশ খড় ॥
 তাঁহারে জানাবে তুমি সহস্রেক গড় ॥
 নিবেদি তুমি তাঁরে দুঃখের ভারতী ॥
 বিভাভান্না মন্ত্র জানে সই গুণবতী ॥
 কাটা জন্ম ঘোড়াইতে জানে মোর সই ॥
 রাখিহ হৃদয়ে কথা তোমারে সে কই ॥
 তাঁহার প্রসাদে ঘর করে যত নারী ॥
 কহিল সকল তব্ব শুন লো স্নন্দরী ॥
 সত্যবতীবচনে চলিল চেটা পানি ॥
 উপনীত হইল যথা বল্লভা ব্রাহ্মণী ॥
 শুন শুন ঠাকুরাণী কি কর মন্দিরে ॥
 [৫৮ক] সইয়েরে দেখিবে যদি চলহ সত্বরে
 পানির বদনে শুন সইয়ের সন্ধান ॥
 হৃদয় জানিল রামা বড় পরমাদ ॥
 বড় দিয়া আইল যথা সই সত্যবতী ॥
 দুই দুই দরশনে বাঢ়িল পীরিত ॥
 কি কারণে বিসম্বাদ কহ উপদেশ ॥
 খণ্ডাব মনের দুঃখ কহিবে বিশেষ ॥
 তোমার সন্ধ্যা বিভা করে শুন ঠাকুরাণী ॥
 সতিনীর ভয় মোর বিদয়ে পরাণী ॥
 বুদ্ধি নাহি সই তোরে কি বলিব আর ॥
 দশ বিভা করুক গিয়া সাধুর কুমার ॥
 আমার মন্ত্রিত তৈল মাখহ বদনে ॥
 তোমা বই সাধবের না পড়িব মনে ॥
 তাহুল পড়িয়া দিব খাইহ সতত ॥
 তাহার প্রসাদে তুমি হবে নিরাপদ ॥
 সিন্দূর পড়িয়া দিব পরিহ ললাটে ॥
 তোমা পরীক্ষিতে অরিষ্টের প্রাণ ফাটে ॥
 বিবাহ করিয়া সাধু আশ্রুক মন্দিরে ॥
 মকট করিয়া দিব দেখিবে গোচরে ॥
 সইয়ের বচন শুনি পরিতোষ মনে ॥
 বিবাহ করিতে বলে সাধুর নন্দনে ॥
 আনান্দত হইয়া চলিল সদাগর ॥
 কবিচন্দ্র কহে শুন ত্রিপুরাকিন্দর ॥০॥

বাণেশ্বরীমঙ্গল

কল্লিগীর বিবাহসজ্জা

মঙ্গল

পাটনাড়ি বকশম্ব রসাল গোটিকা ।
কনকের লতিকা কনক কঙ্কতিকা ॥
কনক কুণ্ডল টাড় অঙ্গুরি পাণ্ডাল ।
রতন মঞ্জির হাঁর কনক বউলি ॥
ঘটক চলিল বুঝে বরের ইঙ্গিত ।
আধবাসসজ্জ লৈয়া চলে পুরোহিত ॥
গোরোচনা হলদি কুঙ্কম ফুলমালা ।
তৈল সিন্দূর গুয়া পান খই কলা ॥
কঙ্কণ কিল্লিগী পাটখোপ বিদমালি ।
নানা রত্ন ঝলমল করয়ে কাঁচলি ॥
জয়ভেরি বাজে শম্ব ফুকে কাহাল ।
দণ্ডি মোহরি বাজে কাঁসর বিশাল ॥
ঝলমল কুণ্ডল পরিয়া পাটনাড়ি ।
বাহু নাড়া দিয়া আগে চলে পানি চেড়ী ॥
বিবাহ করিব সাধু সাধুর নন্দিনী ।
গুণবতী পতিগতি স্মৃখী কল্লিগী ॥
বাঞ্ছিল মঙ্গলস্বত্র তার বাম ভুজে ।
কবিচন্দ্র কহে দেবীর [৫৮] চরণপঙ্কজে ॥০॥

হুসনসের বিবাহসভার আগমন

ঘণ্টা বাজে শম্ব ভেরি হরষিত হইল পুরি
সত্যবতী দেই জয় জয় ।
স্থানসনে চাপে সাধু মনে জপে বৃষকেতু
দ্বিজগণে মঙ্গল গায় ॥
চলে সাধু হুসনস
বিভা করি মনেতে আনন্দ ।
পট্টহ তেঘাই দড় ঝনঝান কাঁসর
ঘোড়া সানি বাজে মৃদল ॥ ৫৯ ॥
সাজিল বত করী তথি পব্র আমারি
মাহত চাপিল তার কাছে ॥

ইষ্টকুটুম্ব বত

সাজিলেক কাণ্ডিক

বার বেবা সাজে পরিবন্ধে ॥
কাড়া বাজে তাধিক মনেতে পাইয়া স্থখ
রডারড়ি আগু করি ধায় ।
ঘাঘর কটির মাঝে চরণে নুপুর সাজে
টেকানা টাটুনি মাধায় ॥
গুড় গুড় ধাঁ ধাঁ ধাঁ ঘন বাজে দামা
নাগরা বাজে দিমি দিমি ।
বিভারস্তুে হরষিত নাচয়ে নর্তকী বত
তোলপাড় করয়ে মেদিনী ॥
গুগ নাগদল সন্দেশ মছুর
বাহাতে ভেটিব সভজন ।
চিপট মুড়কি দাঁধ সজ্জ লৈয়া নানাবিধি
ভারী চলে পঞ্চাশ জন ॥
গণ্ড ফিরিয়া বুলে পত্তিক রাঞ্চালি খেলে
ঘন ঘন হানে ধূলাবাণ ।
হায় হাক ছুছন্দার হরষিত মারামারি
সিনি ছোড়ে বজ্র সমান ॥
উপনীত নিকেতনে বতেক কুটুম্বগণে
মধ্যেতে করিয়া ধূসদন্ত ।
দেখি দ্বিজ গুরুজন তেজিলেক সিংহাসন
উঠিয়া করিল দণ্ডবত ॥
আনি দিল আসন বসিতে কুটুম্বগণ
কপূর তাহুল রাখ স্থখে ।
আসি দন্ত নারায়ণ দেখিয়া হরষিত মন
বরমালা দিলেক কোঁতুকে ॥
বিচারিয়া শুভকণ অধিবাস আরম্ভণ
বেদধ্বনি করে দ্বিজবরে ।
ত্রিপুরাচরণ আশে কবিচন্দ্র মধু ভাবে
পুঞ্জিলেক হরের কুমারে ॥০॥

কল্পিতের মালিক সাজ

। মঙ্গলরাগ ।

জল সহিতে চলিল রামাগণ
কক্ষে লইয়া হেমবারি ।
ঘারে আলিপনা দেইত অঙ্গনা
ঘরে ঘরে লয় বারি ।
পুগ নাগদলে সিন্দূর কজ্জলে
সেই প্রেমদার হাথে ।
বিজ্ঞ আদি নারী ভ্রময়ে ঘরাঘরি
হংসগামিনী পদে পদে ।
[৫০ক] যত রামা মেলি দেই হলাহলি
মঙ্গলে অকলার রোল ।
বপু উজ্জসিত বাজে নানা বাঘ
তা তা দিমি দিমি বোল ।
পট্টহ দগড় তেঘাই কাঁসর
মৃদক দণ্ডি মোহরি ।
সানাক্ষ সজীত গায় অবিরত
সারেব বাজে শব্দ ভেরি ।
গৃহে উপনীতা যতেক বনিতা
থুইল নিঞা হেমবারি ।
ডাকিয়া নাপিত আনিল তুরিত
কামায় কল্পিত সুন্দরী ।
কাটিয়া পুথরি রোপিয়া বস্তা চারি
মধ্যেতে থুইল দুসদি ।
দিয়া জয়ধ্বনি আনিঞা কল্পিত
গৌরি মাথায় যুবতী ।
পূর্ণিতা গর্গরি আনিঞা ভরি ভরি
স্নান করাইল তারে ।
হলাহলি দিয়া হুজ বেড়িয়া
স্বপ্ন করে লৈয়া ঘরে ।
হাণ্ডি মঙ্গলিতে বসিলা চারি ভিতে
বস্ত্র আচ্ছাদন শিরে ।
চালিল তণ্ডুল ভরি সাত বার
কল্পিত ডাকে ধীরে ধীরে ।

বরিতে জামাতা

চলিল কনকা

ঔষধ দিয়া নানারূপ ।

চণ্ডীপদ আশে

কবিচন্দ্র ভাষে

জালিল ঘৃত প্রদীপ ॥০॥

কনকার জামাতা-বরণ

। মঙ্গল রাগ ।

অস্তিত্বাক্য দ্বিজবর যত মেলি ।
নাগরী সুন্দরীমুখে জয় হলাহলি ।
জামাতা বরিল দিয়া বসন যুগল ।
গন্ধমাল্য কনকের অঙ্গুরি কুণ্ডল ।
হরিষে সাধুর ঘরে যত বরনারী ।
কেহ গীত গায় বাজে দোসরি মোহরি ।
বরিল কনকাবতী দধি ঢালি পায় ।
মালতী ফুলের মালা গড়াগড়ি যায় ।
পাটস্থতা দিয়া যুখিল মুখ হাথ ।
গলায় মনোর দিয়া ফিরে বার সাত ।
ঈষত প্রকাশে সাধু নয়নকমল ।
প্রভাত সময় যেন ফুটে শতদল ।
ছাশনি করি সাধু চাপে গজরাজে ।
কবিচন্দ্র কহে দেবীর চরণপঙ্কজে ॥০॥

নিজ নিজ পতি সম্বন্ধে রমণীদের খেদ

। মল্লার ।

ভবানী শিবানী নারায়ণী অমলা ।
মোহিনী রোহিণী সীতা সন্তোষী কমলা ।
মাধবী বল্লবী দুর্গা বসন্তমল্লিকা ।
সুধামুখী যশোদা শচী চম্পিকা রাধিকা ।
[৫১] দেখিয়া সাধুর রূপ যতেক অবলা ।
আঁখি আঁখি ঠাৱাঠাৱি হৃদয় চঞ্চলা ।
যেন হাণ্ডি তেন সরা বিধির ঘটন ।
হেম মরকত যেন অভের মিলন ।

হরগৌরী আরাধন কৈল ভাগ্যবতী ।
 তে কারণে বিধি হেদে দিলেক স্বপতি ॥
 পূর্ব জনমে মোরা কত কৈল পাণ ।
 পাপের ফলেতে মোরা পাইল পতিতাপ ॥
 আমার পতির কথা শুন হেদে সই ।
 তুমি সে দুঃখের দুঃখী তেঞি তোরে কই ॥
 উঠিয়া না দেই পাশ বড় গাভরগুকা ।
 কোলের ভিতর থাকে যেন ভেকাচকা ॥
 আর রামা হাত্তা বলে তুমি তবু ভাল ।
 ছয় বুড়ির তৈল আনি এক গোদে গেল ॥
 আর রামা বলে দিদি শুন গো বলভা ।
 জীয়ান্ত ভাতারে আমি হইলাঙ বিধবা ॥
 চারি পণ পোস্ত খায় গায়ে নাহি বল ।
 যুগল করের খাড়ু বেচিল সকল ॥
 বসন্তী বলেন সই মোর কথা শুন ।
 আমার ভাতারের আছে ত্রিকুট লক্ষণ ॥
 নাসা অগ্র নাহি তার দশনবজ্জিত ।
 সর্কাক্ষ বেষ্টিত দাহ্ দেখিতে কুংসিত ॥
 নিজ পতিনিন্দা করে যত দুষ্ট জন ।
 স্মৃতি রহিয়া তবৈ বলিল বচন ॥
 শুন লো দুর্খতি রামা ছাড় দুয়াচার ।
 পতির নিন্দন নহে স্বধর্ম বিচার ॥
 পতিব্রতার্থ্য কহি শুন লো দুর্খতি ।
 একভাবে শুন হেদে পুরাণ ভারতী ॥
 যুবতীর দেবতা পতি শুন গীমস্তিনী ।
 পতির সেবায় তুষ্ট হরজিনয়নী ॥
 পতির চরণামৃত ভঞ্জে যেই নারী ।
 অচিরাতে স্বর্গ লভে দুই লোকে তরি ॥

অন্ধ কুষ্ঠ পতি হেলা করে বেই জন ।
 সহস্রাঙ্ক [৬০ক] হয় তার নরকে গমন ॥
 এ বোল শুনিঞা যত দুর্খতি অবলা ।
 মুখে না নিঃসরে বাণী টুটে ইস্রকলা ॥
 স্মৃতি কুয়তি কথা শুনে সর্বজন ।
 বিরচিল কবিচন্দ্র ত্রিপুরাশ্রবণ ॥০॥

ধুসদন্ত-ক্লিষ্টা বিবাহ

॥ মঙ্গল ॥

মঙ্গল উচ্চারে বাজে মধুর মাদল ।
 সাধুর মন্দিরে জয় জয় কোলাহল ॥
 মধুরিম কীসর বাজয়ে জয়শঙ্খ ।
 পুষ্পরথে কত্যা সাধু গজানিরাতক ॥
 অনেক হুন্দুভি বাগ্ন বাজে দিমি দিমি ।
 ধনি ধনি বর কত্যা করয়ে ছামনি ॥
 সগুড় চাউলি পেলে ছামনির শেষে ।
 কত্যা দান করে সাধু মনের হরিষে ॥
 ব্রাহ্মণ সকলে দিল বৃষ্টিয়া দক্ষিণা ।
 গায়ন গণক ভাটে যে কৈল ষাচনা ॥
 ভোজন করিয়া স্থখে বঞ্চিলেক রাতি ।
 প্রভাতে চলিল সাধু লইয়া যুবতী ॥
 সাধুর মন্দিরে বড় বাঢ়িল কৌতুক ।
 নাথর দীপের লোক দিলেক বৌতুক ॥
 বিবাহ করিয়া সাধু গেল নিজ স্থানে ।
 বিপরীত দেখে রাজা রজনী স্বপনে ॥
 নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

স্বরথ কর্তৃক কারিকর আনয়নের প্রস্তাব

। ধানশী রাগ ।

বর্ধমানের নিবসে স্বরথ নৃপমণি ।
 প্রতিদিন মহারাজা পূজে শূলপাশি ।
 মহামায়া না পূজে স্বরথ মহারাজা ।
 সিংহবাহিনী তার বুকে অষ্টভুজা ।
 পুজিলে না মোরে তোর হব সর্বনাশ ।
 স্বপন করিয়া দেবী চলিল কৈলাস ।
 নয়নে ছাড়িল নিল একেলা নিশীথে ।
 অনভীষ্ট দেখিয়া বসিয়া ভাবে চিন্তে ॥
 বিচক্ষণে নিবেদিত হউক প্রভাত ।
 না জানি কি শুভাশুভ কোন পরমাদ ॥
 [৬০] আনাইয়া পণ্ডিত জনে হয় দণ্ডপাত ।
 রজনীর কথা কহে বহুমতীনাথ ।
 সিংহপৃষ্ঠে নুমুগমালিনী অষ্ট হাথ ।
 আমার হৃদয়ে কহে শুভাশুভ বাত ।
 বিবাহ করিয়া সাধু গেল নিজ স্থানে ।
 স্বপনের কথা রাজা কহে সভাজনে ॥
 শুবাক সন্দেশ দিয়া নিবেদে স্বরথে ।
 বিবাহ করিল আমি তোমার প্রসাদে ॥
 স্বপনের কথা শুনি ডর লাগে বুকে ।
 প্রতিমা আনিঞা তুমি পূজ সেইরূপে ॥
 আপুনি বাঁচিবে যদি রাখিবে জগত ।
 ধূলদন্তে পান দেহ শুন হে স্বরথ ॥
 প্রবোধার বচনে নৃপতি মনে শুণে ।
 ধূলদন্তে পান দেই প্রতিমা কারণে ॥
 চল সাধু আন গিয়া কবিচন্দ্র ভনে ।
 কারিকর আছে ভাল মানিকা পাটনে ॥০।

ধূলদন্তের মানিকা পাটনে যাত্রা

। ছন্দ ।

সাধুর নন্দন সাধু নামে ধূলদন্ত ।
 করিল গৌরব তারে নৃপতি স্বরথ ॥

বিদায় করিয়া নৃপচরণকমলে ।
 যাত্রা করিবারে গেল আপন মন্দিরে ॥
 শুভক্ষণ গণে সাধু আনাইয়া গণক ।
 ঘটে চূড়ামাল দিয়া পূজে বিনায়ক ।
 নিবসে গীষ্মনিধি লগ্ন মকরে ।
 ককটে শুক্ল শুক্ল সপ্তমে ঘরে ॥
 বাম স্বর পায় সাধু শশীবার দিনে ।
 সকল মঙ্গল বেদ পড়ে বিজগণে ॥
 সাধুর নন্দন যাত্রা করে হেন কালে ।
 দুই দিকে জয় জয় শব্দ ফুকরে ।
 দক্ষিণে ব্রাহ্মণ বন্দে বামে পূর্ণঘট ।
 বিমল ধবল ধাত্রা দেখে শুভ পট ॥
 দধি নিবে গোমালিনী ডাকে ঘনে ঘন ।
 আনিল ধবল পুষ্প মালীর নন্দন ॥
 পল্লবিত তরুণের দেখিল সমুখে ।
 অল্পকূল পবন কোকিলী বামে ডাকে ॥
 সাধুরে প্রণাম করে যুগল যুবতী ।
 হাসি হাসি বসে সাধু হইয় পূজবতী ॥
 সাধুর নন্দিনী দুই কনকপুস্তলি ।
 বিদায় করিল দুই দিয়া আতাকলি ॥
 [৬১ক] নয়নের জল থসে মনে ভাবে দুঃখ ।
 নিকটে রহিল রামা করি অধোমুখ ॥
 প্রভু পরদেশ যায় আমি অভাগিনী ।
 একেলা বন্ধিবে সখি কেমনে রজনী ॥
 হিতাহিত বুঝি বলে সাধুর নন্দন ।
 শুন শুন শ্রিয়ে চল আপন সদন ॥
 বিদায় না কর শ্রিয়ে হাম পরাধীন ।
 রজনী এড়িয়া চাঁদ রহে কতদিন ॥
 ধীরে ধীরে যায় সাধু প্রবোধিয়া নারী ।
 ডাহিনে থাকিয়া বামে চলি শৃগালী ॥
 আগে দ্বিজ ইষ্ট মিত্র হুটুয় পশ্চাত ।
 কারে কোল দেই সাধু কারে প্রণিপাত ॥
 চল নিজ ঘরে মোরে করিয়া কল্যাণ ।
 বিদায় করিয়া চলে সাধব প্রধান ॥

ছোট বড় শত জন করিল মঙ্গল ।
 জল নাহি খসে আঁখি করে ছল ছল ।
 গাঁঠ্যার গাবর জয় জয় কোলাহলে ।
 নৌকার চাপিল সাধু অজয়ের জলে ॥
 দোহট্ট উপর বাঞ্চে খবল চামর ।
 বাহ বাহ বলি ডাক ছাড়ে ঘোরতর ॥
 দিমিকি দিমিকি বাজ্ঞ বাদে সারি গায় ।
 বাজ্ঞন কিঙ্কণী হাথে ঘন দাঁণ্ড বায় ॥
 দুই দিগে বাহ বাহ পড়িল বিদগু ।
 চলিল পবনগতি নূতন তরঙ্গা ॥
 তবকী তবক ছোড়ে বাঞ্চে সিজুধান ।
 কেহ গীত গায় কেহ হানে ধূলাবাণ ॥
 জয় জয় করে কেহ পুরে সিংহনাদ ।
 সিনিদার পেলে সিনি বেন বজ্রাঘাত ॥
 দ্রবত পবনে ঢেউ তাল পরমাণ ।
 দেখিয়া কল্লোল সাধু কাতর পরাণ ॥
 সাবধানে দৃঢ় মুষ্টি করে কেয়োয়াল ।
 ভয় না করিহ মনে বলে কর্ণধার ॥
 বিলম্ব না করে সাধু বাহে উজ্জ্বলি ।
 স্নান করিয়া কূলে পূজ্যে শূলপাণি ॥
 সাধুর তনয় সাধু অলঙ্কা চরিত্র ।
 পূজিল দেবতা পঞ্চ কুবেবের মিত্র ॥
 ভারত পুরাণ শুনে সাধুর বালক ।
 দুখে মিলাইয়া চিনি খায় চিপটক ॥
 দেবদ্বিজগুরুভক্ত গুণের নিধান ।
 কর্পূর দিয়া সাধু খায় গুয়া পান ॥
 [৬১] ভোজন করিয়া সাধু বকিলেক বাতি ।
 প্রভাতে চলিল বাহ বাহ শুদ্ধমতি ॥
 শাঁখারি মোহান বাহে সাধুর নন্দন ।
 এক ভাটি গেল যথা মানিকা পাটন ॥
 মানিকা পাটনে ইন্দ্র নরপতি বৈসে ।
 কবিচন্দ্র কহে চণ্ডীর পদতায়রসে ॥০॥

মানিকা পাটনে আগমন

তবকী তবক ছোড়ে সিনিদার সিনি ।
 মানিকা পাটনে লোকে কর্ণে লাগে তালি ॥
 মেঘ নাহি দেখি পুনঃ পুনঃ গরজন ।
 কথিল পণ্ডিতে নৃপ বল কি কারণ ॥
 শুনহ নৃপতি মনে না ভাব বিন্ময় ।
 পাটনে আইল বুঝি সাধুর তনয় ॥
 মন্ত্রী মেলিয়া পাঁচে স্থচরিত ভাট ।
 ঝাঁট জ্ঞান গিয়া সাধু কিবা পরচাট ॥
 রড় দিয়া বলে ভাট দাঁণ্ডাইয়া কূলে ।
 পরাপর কহ যদি থাকিবে কুশলে ॥
 ভাটের বচনে বলে নারের নফর ।
 স্বরথ নৃপতি যার বর্জ্যমানে ঘর ॥
 ত্রিনয়নী ত্রিপুয়া কনক অষ্টভুজা ।
 গড়াইয়া তোমার দেশে পূজিব সে রাজা ॥
 শুন রে সাধুর স্তুতি কহি তোরে মর্থ ।
 ইন্দ্র নরপতি বৈসে সাক্ষাতে যে ধর্ম ॥
 তাঁর সম্ভাষণে পরিতোষ পাবে মনে ।
 মিলিব প্রতিমা দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

ইন্দ্র রাজার নিকট অষ্টভুজা

লাভের প্রস্তাব

। পয়ার ॥

ভাগীরথী পুলিনে পূজিয়া চন্দ্রচূড় ।
 নৃপ সম্ভাষণে সাধু হৈল দোলাকুড় ॥
 স্ববর্ণ পঞ্জরে শুক গজ বেন খাণ্ডা ।
 অমূল্য রতন লয় ময়মত্তা গণ্ডা ॥
 যুগল যুগল শশ গোল কুরঙ্গ ।
 ব্যাঘ্র ভলুক বনছাগল তুরঙ্গ ॥
 চক্র চকোর ঘুঘু পিঙ্ক মীনরক ।
 শূঙ্গ সারিক লয় ধুকড়িয়া কক ॥
 সাধুর জয় বড় বাড়িল প্রমোহ ।
 ডাহক গণ্ডক লয় দুরগ কপোত ॥

কলসে পুরিয়া যুত ডৈল লষণ ।
 মধু মিষ্ট নারিকেল স্বরস বাডন ।
 পাট ভোট নেত লয় ময়মল গণ্ডা ।
 কীরের সন্দেশ পুলি মধু কাকরঙা ।
 তেলকা ছাগল খাসি যুবার গারড় ।
 পঞ্চ রতন লয় [৬২ক] ধবল চামর ।
 নানা সজ্জ লয় সাধুসুত নিরাতক ।
 কনকরচিত গজদন্তের পালক ।
 বাঝালি খেলায় পত্তি করে কোলাহল ।
 দণ্ডি মোহরি শঙ্খ ফুকরে কাহাল ।
 গুড় গুড় দগড় বাজে মধুর কঁাসর ।
 আগে পাছে ধায় বত পাইক সকল ।
 এক বাক দুই বাক তিন বাক যায় ।
 কোথা ফুলহাট পড়ে গন্ধ বিকায় ।
 বিবাদে গারড় কেহ কুজুট যুঝায় ।
 স্থখীর নন্দন কোথা পায়রা উড়ায় ।
 দোলাকুট কেহ গজ তুরগর তায় ।
 নানা বাস্ত বাজে কোথা বরকত্তা যায় ।
 কেহ গীত শুনে কেহ কোথা দেখে নাট ।
 দেখিয়া উত্তম জনে স্তুতি করে ভাট ।
 ডাকাচুরি নাহি কোটোয়াল ছাচাচর ।
 প্রজার পালন দেখি উচিত বিচার ।
 কপালে চন্দন কার গলে রত্নমাল ।
 ইতিকে চাপিয়া বুলে নগর্যা ছাওয়াল ।
 কেহ বেচে কেহ কিনে নাহি অবসাদ ।
 ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে পাতিয়া বিবাদ ।
 কেহধিক নহে কেহ নহে হীনবল ।
 মারামারি করে কেহ পাতিয়া কন্দল ।
 কেহ সাতা চারি খেলে কেহ বুঝিবল ।
 কেহ পাশা খেলে কেহ খেলে ত চৌবল ।
 কেহ গেতু খেলে কেহ কড়ি ভাঁটা টিক ।
 তরুণ আবাল বৃদ্ধ সকল রসিক ।
 চিনিতে না পারে সাধু স্থখী কুখী জন ।
 একরূপ দেখে সব মানিকা পাটন ।

ইন্দ্র নৃপতি বৈসে ঘেন বৃজজিত ।
 স্বরগুরু সমান পণ্ডিত পুরোহিত ।
 সাধুর নন্দন সাধু বুঝে হিতাহিত ।
 রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত ।
 নানা সজ্জ দিয়া সাধু রাজার চরণে ।
 প্রণাম করিয়া বন্দে দ্বিজ পাত্রগণে ।
 আপন আপনে বৈসে নৃপনিন্দেপনে ।
 চারিদিকে চায় সাধু প্রফুল্ল বদনে ।
 কোন জাতি উতপত্তি কিবা তব নাম ।
 কাহার নন্দন তুমি ঘর কোন গ্রাম ।
 [৬২] কাহার সভায় থাক আইলে কি কারণে ।
 অমৃত সিঞ্চিল ঘেন নৃপতিবচনে ।
 গন্ধবণিক জাতি ধূসদন্ত নাম ।
 উৎসাকর দত্ত পিতা ঘর বর্দ্ধমান ।
 দেশের ঈশ্বর মোর নৃপতি সুরথ ।
 তাঁহার সভায় সর্বকাল নিরাপদ ।
 কনকপ্রতিমা সিংহপৃষ্ঠে অষ্টভূজা ।
 গড়াইয়া তোমার দেশে করিব সে পূজা ।
 তথির কারণে আমি আইলাও পাটন ।
 তোমার আদেশে দিব যত লাগে ধন ।
 নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

নৃপসম্মিথানে ধূসদন্তের অবস্থান

॥ সিদ্ধুড়া রাগ ॥

দেখিয়া ভেটের সজ্জ পরিতোষ মনে ।
 পান ফুল দিল রাজা পরদেশী জনে ।
 দুগ্ধের লড্ডুক পুলি চিনির সন্দেশ ।
 রাঙ্গিয়া ভূজিতে তারে করিল আদেশ ।
 চল সাধু কর বাসা আমার নিলয় ।
 আনিঞা প্রতিমা কালি দিয়াব তোমায় ।
 সকল চিহ্নল মন্ত্র সঙ্ক কবই ।
 রহিত পাঠান মীন ত্রিকর্ষ ফলই ॥

তৈল লবণ খাসি যত দুগ্ধ দধি ।
রন্ধন ভোজন সজ্জ দিল নরপতি ॥
রাজ্যের চরণে সাধু করিয়া প্রণতি ।
রাক্ষিয়া ভুলিল দিনে সুখে গেল রাত্তি ॥
পুনঃ দরশন দুই বসিল সভায় ।
রাজা সাধু বড় প্রীত বাড়িল কথায় ॥
কনকপ্রতিমা সিংহপৃষ্ঠে অষ্টভুজা ।
আনাইয়া সাধুর তরে দিল ইন্দ্র রাজ্য ॥
নৃপতি সাধব পাশা খেলে রাত্রি দিনে ।
বার মাস গেল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে ॥

সত্যবতীর দীর্ঘা ও সখীর কুপরাণ

॥ ছন্দ ॥

সাধুর ঘরের কথা শুন হেন কালে ।
যুবতী যুগল দিন গোড়ায় কন্দলে ।
কেহ বশ নহে প্রভু নাহিক নিকটে ।
নিরবধি গালাগালি ভাত নাহি পেটে ॥
কন্দলের তরে এক জন নাহি টুটে ।
ছোট বড় যত মন্দ বলে হাতে বাটে ॥
দেখিয়া কল্মসীরূপ বিপক্ষ উলটে ।
[৬৩ক] গলিতযৌবনী সত্যবতীর বুক কাটে ॥
ঘোবাল ব্রাহ্মণীর রণা করাইল ভেদ ।
দেখ কল্মসীর আমি করি রূপোৎসেদ ॥
রবি মুনি চন্দ্র মুনি আদেশ উড়নি ।
নিশাভাগ রাত্রে আন সপ্ত ঘড়া পানি ॥
তাড়িপত্রের মূল আন গোবোকে চাউলি ।
তিন কুড়ি আন তুমি ককটের খুলি ॥
শ্মশানের ভয় আন কবরমুক্তিকা ।
কন্দলের বেলা ধর যুগল শালিকা ॥
পূর্ণ হাট বেসাইয়া যুগল প্রহরে ।
আলগছে খই কড়ি স্বামী সঙ্গে মরে ॥
ত্রিপথের ধূলি আইবহাটার আশ্রয়ানি ।
লাজ্য শিকড় আন আর সূর্যমণি ॥

কাকচিলমাংস আর আর চিলকুটা ।
নিশাকালে উঠিতে ধরিবে চামচটা ॥
ধীর পসারে আন হাইহামলাই ।
কুইলা গরুর গাঁজা বড় পুণ্যে পাই ॥
বানরনাভির মলা আন তিন পল ।
নিশাভাগে তালতরু ত্রিদেশ সকল ॥
একবর্ণ গাভীর দুগ্ধ আন সপ্ত ঘড়া ।
চণ্ডাল রন্ধনে অন্ন আন নয় ঝোড়া ॥
দেবীর মহোৎসব দিনে শ্মশানে বসিয়া ।
মহুয়ের মুণ্ডের খুলি কল্লল পাড়িয়া ॥
যাহার নয়ানে দিব শনি কুজ বারে ।
কটাক্ষে ভুবন তিন মোহিবারে পারে ॥
ঔষধ বাটিয়া যার ছিটা দিব গায় ।
ব্রহ্মা আদি হরি হর পশ্চাত গোড়ায় ॥
বানরের মলাতে বানর করে বেশ ।
পেচকের নয়ানে উপাড়ি যায় কেশ ॥
বাঘজিব খাওয়াইলে বিংছেদ করায় ।
যুবক পুরুষ কমলিনী নাহি ভায় ॥
সত্যবতী বলে তবে করপুট করি ।
আমার শক্তি এত আহরিতে নারি ॥
আর কোন উপদেশ বল ঠাকুরাণী ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধবাণী ॥

সখীর অশ্রু কুপরাণ

॥ পয়ার ॥

শুন সত্যবতী সই এই উপদেশ ।
ঔষধ কুড়াইয়া আন [৬৩] জানিঞা বিশেষ ॥
অমৃত্যুর ধর্ম আন শৃঙ্খল করি ভর ।
কোঙল বাছুবনাভি হরিণের হৃদ ॥
ব্যাঘ্রের দাড়ির লোম আনিহ যতনে ।
শ্মশানের মাটি আন কামিকা বননে ॥
মার্কজারের নখ আন নক্রেয় দশন ।
মহিবীগোময় আন করিয়া যতন ॥

ত্রেমাত্মা পথের ধোলা যুগ্ম আঙহাতি ।
 যতনে আনিবে দেখ্যা দাগা সাড়া সাড়ি ॥
 জিয়কের চুল আন মাজুরের কাঠি ।
 শূকরের ছুঁত আন পুরিয়া লোহার বাটা ॥
 অসিত বিছাতি আত্মা আলহ প্রদীপ ।
 কেকলাশ ধরিয়া আন পাইয়া বৃক্ষনীপ ॥
 বানরের লোম আন বায়সের ঠোট ।
 কৌচকের হাড় আন জোড়া পানের বোট ॥
 নিমের ভরতে থাকে পেচকের বাসা ।
 আনিতে তাহার মাংস করিবে ভরসা ॥
 শৃগালরসনা আন গিখিনীর নাদি ।
 মশার নকড় আন আর আকবাতি ॥
 ভাঙার হুটা আন দশনে ধরিয়া ।
 ভেকের কথির আন পরাণ রাখিয়া ॥
 শুকুরের তেল আন মরালের ডিম্ব ।
 কুকুরের লোম আন সলিলের বিষ ॥
 শিক্খিমৎসের পোটা আন ভেলকের আঁশি ।
 শশানভাগের বালি নিশিভাগে বসি ॥
 অযুগ্ম পথের ধূলি হাইহামলাই ।
 মহন্তের মুণ্ড আন আর বিড়াল ছাঁকি ॥
 এতেক কহিল সই ঔষধের গোড়া ।
 আত্মা দেহ কর্যা দিব বেন ধূলমোড়া ॥
 আর পালট আছে সই বল্যা দিব তোরে ।
 এতগুলি দ্রব্য যদি পার আনিবারে ॥
 তনি সত্যবতী বলে সইয়ের সমুখে ।
 এমন ঔষধ সই হয় বড় দুঃখে ॥
 সাধুর রমণী হইয়া ঔষধ উদ্দেশে ।
 কেমনে জন্মিব আমি প্রভু পরবাসে ॥
 এসব ঔষধ কৈলে জানিব [৬৪ক] কল্পিণী ।
 সাধু আইলে বল্যা দিতে পারে চোটে পানি ॥
 ও কথা করহ দূর পড়ি গেল মনে ।
 নিয়োজন করি দেহ দুঃখের বন্ধনে ॥
 মিথ্যা করি পত্র লিখ প্রভুর আদেশে ।
 বিরচিত কবিচন্দ্র ত্রিপুরার দাসে ॥০॥

সত্যবতীর মিথ্যা পত্র রচনা

॥ বারাড়ি ॥

লিখিল কপট পত্র দিয়া পতি নাম ।
 কল্পিণী তোমার দাসী আমার পরাণ ॥
 আপনার মাংসে যুগ জগতের বৈরি ।
 প্রথম যৌবন শিশু তবদ্বন্দ্বেরী ॥
 যার প্রভু ঘরে নাঞি প্রথম যৌবনে ।
 তাহার উচিত দুঃখ তুণ্ডে দিনে দিনে ॥
 শুন ল কল্পিণী তুমি প্রাণের বহিনী ।
 প্রভুপত্র শুনি মুখে না নিঃসরে বাণী ॥
 বুলিতে না দিবে কোন প্রতিবাসী ঘরে ।
 পুরিতে না দিবে তায়ে বসন ধবলে ॥
 হিতাহিত কহি প্রিয়ে শুন সত্যবতী ।
 কল্পিণীর রূপে বেন আতি হয় স্থিতি ॥
 উদর পুরিয়া অন্ন না দিবে তাহারে ।
 যাবদ না বাই আমি আপন মন্দিরে ॥
 আসিয়া প্রভুর পত্র পড়হ আপনি ।
 কেমনে তোমারে দুঃখ দিব গ বহিনী ॥
 লংঘিতে প্রভুর বাক্য হয় অপরাধ ।
 বহিনীকে দুঃখ দিব উভয় প্রমাদ ॥
 কান্দে সত্যবতী মুখে করিয়া বেদনা ।
 হৃদয় আনন্দ আঁখি খসে জলকণা ॥
 না জানি রজনী দিন করে গালাগালি ।
 ক্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া বাস্তলী ॥০॥

কল্পিণীর ক্রোধ

[৬৪] ॥ হুই রাগ ॥ একাবলী ॥

দুঃখ দিতে মোরে কার বাপে পারি ।
 কুশলে থাকুক জীবনাধিকারী ॥
 গৌরবে থাক ল না ঘাঁটা মোরে ।
 কোন লাজে সহি প্রভুর ভরে ॥
 আমি শেষ পত্নী জ্যোষ্ঠ বহিনী ।
 তাই হুখী কত বলে কুবাণী ॥

আসুক সাধু তুমি তার যোক্ষা ।
 ঘরে ঘরে বুল নাহি অপেক্ষা ॥
 আন পানি শুনও যোর সাকী ।
 কেনি গালি দেই গতরশুকী ॥
 নাহি করি চুরি না করি দার ।
 ঘরে ঘরে বুলি ঘোষ আমার ॥
 ডর লাগে ভোর দেখিয়া গলা ।
 ঘরে থাকি শিখই তাই নকলা ॥
 আপনা না চিন কি বলি তোরে ।
 আন বিয়ালি আছ কত দূরে ॥
 দুইই স্বতন্তর প্রভু নাহি ঘরে ।
 দেখিব কে নাচে কার ঘারে ॥
 আখি খায়্যা মার মাঝায় মাছ ।
 মর পড়ুক ভোর মুণ্ডেতে বাজ ॥
 কবিচন্দ্র বলে বাঢ়িল কলি ।
 কাপড় বাঙ্ছিল দুইই কাঁকালি ॥০॥

[৬৫ক] আপনার পায় তোরে দিয়া বলি ।
 আলতা পরিব রূপে আগলি ॥
 আ লো ধুঙামুড়ি পাড়াকন্দলী ।
 লাজ নাঞি ছি ছি খাঁখার ডালি ॥
 দুই গালে মারি দুই মূঠকি ।
 কারে গালি দেই আই ভাইখাকী ॥
 গালে হাত দিয়া রহিল পানি ।
 বলে মর তোরা দুই সতিনী ॥
 সাধুর ঘরে মারামারি শুনি ।
 রড়ে আইল বত প্রতিবাসিনী ॥
 আলুয়া খাইয়া গারে বাড়্যাছে বল ।
 রাজি দিনে কত কর কন্দল ॥
 জাতিমজায়িনী বাস্তার কি ।
 শুনিলে মাহুবে বলিব কি ॥
 কবিচন্দ্র বলে মধুর বাণী ।
 ঘুচিল কন্দল দুই সতিনী ॥০॥

মতাবতী ও রুক্মিণীর কোন্মল

॥ মল্লার ॥

ঝুটঝুটি করি ছিওল কাঁঠা ।
 কেহ নিজি নহে হুজনে টাটা ॥
 পাড়া পাড়া বুল দাবিব পারা ।
 প্রথম বৌবনে কত চেগরা ॥
 থাক লো নাথাকী তুরত সতী ।
 ঝুটি ধরি পাছে মারোঁয়ে লাখি ॥
 হাতিপরখাকী না কর ভর ।
 মোরে আশাঙ্কাসি আপনি চোর ॥
 চূপ দিয়া থাক আ ল মাকসী ।
 ভাল মন্দ জানে পাটগড়নী ॥
 চর্কা বেবা আমার নাঞে ।
 আগুন জালিয়া দেও তার মুঞে ॥
 ভাল মন্দ করি চাহি কি তোরে ।
 রাখিতে কাটিতে প্রভু সে পারে ॥

দেবী বাণুলীর রুক্মিণীকে বরদান

॥ একাবলী ছন্দ ॥

পাঁচ ছয় বণ্ড মেলি ।
 রুক্মিণীরে দেই গালি ॥
 ছি ছি লাজ নাহি মুখে ।
 মন্দ বল সতিনীকে ॥
 তোমারে কে বলে সতী ।
 প্রভুর লংঘ ভারতী ॥
 এই বোল শুনিঞা কানে ।
 রুক্মিণী হ্রদয়ে গুণে ॥
 তেজিল বসন ভাল ।
 আর বত অলকার ॥
 চরণে পড়হ দিদি ।
 অপরাধ ক্ষেমহ সতী ॥
 তুণে দিয়া মোরে ভাত ।
 পুথিলে বৎসর সাত ॥

না বুচে দৈবের বাণী ।
 বাহনী দুই সতিনী ।
 দু মহিলে এক প্রাণ ।
 কুন্সিনে কুন্সিন আল ।
 বৈরী করিছ কুন্সি সোল ।
 দাসীকে বা কিছ দোষ ।
 মধুর গন্ধর বাণী ।
 কুন্সিনের মুখে শুনি ।
 মনে দুঃখ প্রায় বাসি ।
 সত্যবতী বলে হাসি ।
 বাহনী শুন লো হৃকেশী ।
 বাদ হইলে মোর দাসী ।
 দুঃখ ভুঞ্জ দিনে দিনে ।
 কথিয় প্রভুর চরণে ।
 আওরাসে দিয়া ছড়া বাটি ।
 মার্জে গাছু ঘটা বাটি ।
 প্রভাহ প্রভাত কালে ।
 ভোজন পাত্র পাথালে ।
 ভাত খাব বত জনে ।
 দিনে তার খান ভানে ।
 আচরিতে বত জন ।
 কুন্সিনী বহে সকল ।
 প্রতিদিন পায় দুঃখ ।
 রহিত সকল সুখ ।
 প্রভাতে সাধুর নারী ।
 হৃদয় ভাবিল গৌরী ।
 তুমি জৈ[৬৫]লোকের মাতা ।
 লিখিলে এমন ব্যথা ।
 পূর্বে কৈল কত পাপ ।
 সত্যর বেচিল বাপ ।
 উত্তম বুঝতী কাছে ।
 নাহি বাই আমি লাভে ।
 নিবেদিয়ে তব পায় ।
 প্রাণ কেন নাহি ব্যয় ।

দুঃখিনী কুন্সিনী নারী ।
 কৈলাসে জানিল গৌরী ।
 বাহনী যোগিনীরূপে ।
 নামিল পাথর বাপে ।
 সাধুর ছায়ে ডাকে ।
 অতিস গোরক আগে ।
 কে আছে সাধুর ঘরে ।
 ভিক্ষা আনি দেই মোরে ।
 কুন্সি কলসকক্ষা ।
 আনিল মানিক ভিক্ষা ।
 দেখিয়া যোগিনীমুখ ।
 বিসরিল সব দুঃখ ।
 আনন্দে পূরিত দেহ ।
 দুঃখিনীর ভিক্ষা লহ ।
 শুনিয়া কুন্সিনীবাণী ।
 হাসিয়া বলে যোগিনী ।
 কাহান নন্দিনী তুমি ।
 সাধুর মন্দিরে কেনি ।
 না দেখি আকৃতি চেটী ।
 কেনি ঘটাকৃত কটি ।
 সত্য বল মোরে বাণী ।
 কোন দোষে পর কানি ।
 কহি কর অবধান ।
 তব পদে পরণাম ।
 জগ্নিঞা পাপিনী বিয়ে ।
 শোষে পানি নাহি পিয়ে ।
 ভোখে নাহি খাই ভাত ।
 দত্ত নারায়ণ ভাত ।
 স্বামী আছে পরদেশে ।
 কানি পবি কর্মদোষে ।
 দুঃখ নহে মোর কথা ।
 সকলি তোমারে বেড ।
 দারুণ সতিনী ঘরে ।
 প্রাণ কাপে তার ডরে ।

এ বোল শুনিঞা জয়া ।
হৃদয় জয়িল দয়া ॥
আইল আইল বলে'। ঝিরে ।
আর ছুঃখ নাহি তোরে ।
পুন্নিহ আমার পদ ।
যদি হবে নিরাপদ ।
তুমি মোরে নাহি জান ।
বাঙালী আমার নাম ।
পরিচয় দিল তোরে ।
আমি থাকি হৃৎপুরে ।
প্রভু তোর পরবাসী ।
কালি ছিল উপবাসী ॥
নিকটে আসিব দেশে ।
বলিব তোমার পাশে ॥
বর দিয়া মাহেশ্বরী ।
চলিল কৈলাস গিরি ॥
ত্রীযুত মুকুন্দ কহে ।
চণ্ডিকার দোষ সহে ॥০॥

ক্লান্তিগীর বারমাসিয়া ৥ বারমাসী ॥

নব জলধর উইয়ে ঘন গরজন ।
[৬৬ক] সঘন দাহুরিধনি স্থির নহে মন ॥
বিজুরি ভিমির হয় ঘন থসে জল ।
একেলা পাইয়া বল করে পঞ্চশর ॥
সই ল শ্রাবণ মাসে মাসে ।
প্রথম বরষা ঋতু প্রভু নাহি পাশে ॥ ৫ ॥
আইল ভাদ্র মাস বরষা অবশেষ ।
মুসরি সরা কেহ করে নানা বেশ ॥
প্রভু কোলে করি কেহ হুখে বঞ্চে রাতি ।
আমাধিক নাহি কেহ অভাগী যুবতী ॥
সই গো কি কহিব কথা কথা ।
না মিলে তাদুল তৈল সিন্দূর সিধা ॥

প্রথম শরৎ ঋতু আশ্বিন মাসে ।
মেঘে অন্ন জল হয় প্রসন্ন আকাশে ॥
তুষার চাতক পক্ষ ভাকে পিউ পিউ ।
প্রভুকোলে না দেখি চমকি উঠে জিউ ॥
শুন প্রাণের বহিরা বহিরা ।
শয়নমন্দিরে আমি বঞ্চি একাকিনী ॥
দেখিয়া সিন্দূরবেধ যুবতীসিধায় ।
কার্তিক মাসেতে ইন্দ্রধনুক লুকায় ।
কর্দম শুধায় আমি যাব কোন দেশ ।
প্রভুগুণ শ্রুতি পান্নর হইল শেষ ।
সই গো দেখিয়া যে লাভ লাভ ।
দারুণ সভায় বিভা মিলেক মা বাপ ॥
হিম পরবেশে নবশস্ত্র প্রতি ঘরে ।
কেহ বাটে শোয়ে কেহ পালক উপরে ॥
তুলির শয়ন কারো কেহ উড়ে পাড়ি ।
মাইসর মাসেতে কেহ উভয়ে পাছুড়ি ॥
সই গো কি বলিব তোরে তোরে ।
প্রভুগুণ শ্রুতি হৃদয় বিদরে ॥
শাক স্থপ ঘণ্টা ঝোল এ বাপী ব্যঞ্জন ।
কোঁতুকে করয়ে কেহ নবান্ন ভোজন ॥
ভোজনের শেষে কেহ খায় ছদ্ম দধি ।
প্রভুকোলে শীত ঘুচে হুখে বায় রাতি ॥
সই গো এলা পৌষ মাসে মাসে ।
আখাস করিয়া প্রভু গেল পরবাসে ॥
বিকশিত কমল ভ্রমর নাহি বনে ।
কত দিন রহে মধু তাহার কারণে ॥
প্রভু নাহি নিকটে চিস্তিব কত মনে ।
ঘোবন পানির কোটা যায় দিনে দিনে ॥
সই গো মাঘ মাসের ছুঃখ নাহি টুটে ।
না জানি কি বিধি ছুঃখ লেখিল লগাটে ॥
[৬৬] শুনিলা কামের দূত আইলা বনন্ত ।
হরষিত হইল অলি গিরে মকরন্দ ॥
ফুটিল মাধবীলতা কান্তন মাসে ।
পুণ্যবতী যুবতী সে পতি বার পাশে ॥

সই গমন নহে হির ।

দোয়ালা পবন বহে বিষম শিশির ।

নানা ফুল ফুটে বৃক্ষ সকল মঞ্জরে ।

মলয় পবন বহে ভ্রমজল হরে ।

কোকিল পঞ্চম গায় কামসহচর ।

মধুকরী সঙ্গে কেলি করে মধুকর ।

সই গো স্তনল কামিনী কামিনী ।

মধুমাংসে উইয়ে শশী দুঃসহ বামিনী ।

উড়ে বৈসে মধু পিয়ে বিকসিত মালি ।

পরাগ ধূসর মধুকর মধুকরী ।

সিন্দূর কাজর পরে স্ফগন্ধি চন্দন ।

যুবতীর কোলে যুবা জুড়ায় মদন ।

সই গো বৈশাখ মাসে মাসে ।

প্রথম স্তম্ভরী রামা প্রভু পরবাসে ।

ভাতে নাহি পেট ভরে কি কাজ জীবনে ।

কত আমি একেলা খাটিব রাত্রি দিনে ।

একা বাসে বঞ্চিত্বারে করিব যাচনা ।

প্রভু ঘরে নাহি মোর কে জানে বেদনা ।

সই গো জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে নিদাঘে ।

স্ফগন্ধি চন্দনগন্ধ কেহ লেপে দেহে ।

প্রভাতে উইল রবি প্রচণ্ড কিরণ ।

এত দুঃখ পাইয়া তত্ব না যায় জীবন ।

পুরুষজনমে আমি কত কৈল পাপ ।

তবির কারণে তুষ্টি দারুণ সন্তাপ ।

সই গো আষাঢ় মাসে মাসে ।

যুবতী না ছাড়ে পতি বঞ্চে এক বাসে ।

অকারণে কর সতী সতিনীকে ভয় ।

ত্রিপুরা সন্তোষ তোরে জানিল নিশ্চয় ।

স্ববেশ হইয়া স্থখে নিবস মন্দিরে ।

আপনি মিলিব অলি কমলিনীকোলে ।

সই গো না ভাব বিবাদ বিবাদ ।

কহে কবিচন্দ্র কালি পাখে প্রাণনাথ ॥১॥

সত্যবতীর স্বপ্নদর্শন ও বিবেচন পরিহার

॥ ছন্দ ॥

হেন কালে সত্যবতী রজনীর শেষে ।

দেখিল স্বপনে এক বধু বৃকে বৈসে ।

বিকট দশন কাতি কর্পর[৬৭ক]ধারিণী ।

প্রোভাসনে ভগবতী নৃমুণ্ডমালিনী ।

যদি না ঘুচাহ তুষ্টি ক্লিষ্টগীর দুঃখ ।

করিব কুখির পান বিদারিয়া বৃক ।

নয়নে ছাড়িল নিম্ন নাহি দেখে কারে ।

এ বোল শুনিঞা ধরধর কাঁপে ভরে ।

পোহাইল রজনী কোকিল ডাকে ডালে ।

আসিয়া মেলিল পানি চোটা হেন কালে ।

সত্যবতী বলে পানি চল রড় দিয়া ।

ঝাট আন গিয়া ক্লিষ্টগীরে ডাক দিয়া ।

রাত্রি দিবা নিরবধি মনে মনে শুনি ।

বড় দুঃখ পায় মোর অহুজা বহিনী ।

প্রভুর বচনে তাঁরে নাহি করি দয়া ।

যত লোক মোরে মন্দ বলে না জানিঞা ।

এ বোলে চলিল পানি ক্লিষ্টগীর ঠাঞি ।

বড় মা তোমায়ে ডাকে স্তন গো সতাই ।

তোমায়ে সন্তোষ বিধি হৈল স্তম্ভবস ।

সর্ব দুঃখ ঘুচে বুঝি প্রসন্ন মানস ।

চলিল ক্লিষ্টগী ধীরে ধীরে হংসগতি ।

উপনীত হইল যথা আছে সত্যবতী ।

দাণ্ডাইল সত্যবতী দেখিয়া ক্লিষ্টগী ।

কোলে করি চুষ দেই বলে প্রিয়বাণী ।

অষ্ট অলঙ্কার পর যথা বেই সাজে ।

তোমার দুঃখেতে মৃণু নাহি তুলি লাজে ।

প্রাণের বহিনী মোর বৈস সন্নিধানে ।

যত কিছু পাইলে দুঃখ না ভাবিহ মনে ।

যতেক বিবিধ লোক ত্রিভুবনে বৈসে ।

একে একে সন্তে দুঃখ পায় গ্রহদোষে ।

এ বোল শুনিঞা বলে স্তম্ভগী ক্লিষ্টগী ।

প্রধান সতিনী মোর তুমি ঠাকুরাণী ।

বধা বেই সাজিল পরিল অলঙ্কার ।
হু বহিনে স্বখ ভুঞ্জে স্বপ্ন নাহি আর ।
সুদিনে রুস্মিণী পুষ্পবতী শুভক্ষণে ।
ত্রিযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

রুস্মিণীর ঘোবনসমাগমে উৎসব

॥ মজার ॥

সত্যবতীর বোলে পানি জানাঞ্চিল পাড়া ।
রুস্মিণীর আনন্দে করিতে পানি কুড়া ।
পেলিয়া কাঁধের কুন্ত কেহ যায় রড়ে ।
কাপড় সযত্রে নাহি কোথা উঠে পড়ে ॥
আর শুভাচ্ছ আগো সেই সাধুর ঘরের ডাক ।
[৬৭] বাইবারে সভাকারে বাঞ্জে জয়ঢাক ॥
কেহ পানি বহে কেহ কর্দম খেলায় ।
কেহ গীত গায় কেহ মৃদঙ্গ বাজায় ॥

॥ নবম পাল সমাপ্ত

রড় দিয়া বুলে কেহ করে জলকেলি ।
বসন পেলিয়া কেহ করে কোলাহুলি ।
গালাগালি ঝারামারি ঘন মুখে হাস ।
আকুল চিকুর কার বৃকে নাহি বাস ।
সধবা বিধবা নাচে হরষিত মতি ।
বিবসন হইয়া নাচে সাধুর যুবতী ।
করতালি দেই সত্যবতী হাসে ঘন ।
ধরি বত যুবতীরে করে বিবসন ।
পুরুষ দেখিয়া বলে না পালাসি ভাড়া ।
গোময় গিলায় কারে চিত করা পাড়া ।
করিল কোতুক বত কেহ নহে বক ।
তৈল হরিত্রা মাখে পাখালিয়া পক ॥
সিন্দূর কঙ্কল গুয়া পান খই কলা ।
সভে ঘরে লৈয়া গেল সন্তোষ মঙ্গলা ॥
সুদিনে রুস্মিণী রামা শুভক্ষণ পাইয়া ।
অর্থ্য দিল দিবাকরে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ॥
মঙ্গল করিল দ্বিজ নাঞ্চি প্রতিবন্ধ ।
ত্রিপুরাচরণে কহে আচার্য্য মুকুন্দ ॥০॥

মুসদন্তের গৃহাগমনের ইচ্ছা

॥ সিদ্ধুড়া ॥

পাঁঠিল নৃপতি মোরে মানিকা পাটনেরে
আইলাঙ প্রতিমার তরে ।
বৎসর হইল শেষ নাহি গেলাঙ নিজ দেশ
না জানি কি কিবা হইল ঘরে ॥
কাননে বৈসে বুরো ভ্রমর নাই তেজে
সুখাদ কমলিনী বধু ।
পাশায় দিয়া মন বঞ্চিল কত দিন
রহিল যুবতীর ঋতু ॥
রূপসী এক বধু স্বপনে দেখে সাধু
বসন্তরজনীর শেবে ।

যুবতী পড়ে মনে জাগিয়া বসি শুনে
নৃপতি কিবা করে বসে ॥
নৃপতি ইন্দ্রপদ- কমলে সুপ্রভাত
সময়ে সাধু পরকাশে ।
হৃদয়ে পুট হাথ করিয়া বলে নাথ
বিদায় দেহ বাব দেশে ॥
সাধুর মধুবাণী শুনিঞা নৃপতিমণি
নয়নে উদগরে জল ।
বিধাতা নিরপেক্ষ বাড়ায় মোর দুঃখ
জীবনে আর কোন ফল ॥
নৃপতি করে কোলে সাধু পড়ে ভোলে
নয়নে জলকণা খসে ।

প্রতিমা অষ্টভুজা- সিংহের পৃষ্ঠে পূজা
।।

[৬৮ক] পাশাতে দিয়া মন বঞ্চিত কত দিন
বিলম্ব আর নাহি লহে ।

ত্রিপুরাপদস্থল- কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে ।০।

প্রতিমা আনিতে চলে অজয়ের কুলে
দ্রী পুঙ্খবে দাওয়াই সকল নগরে ।

প্রতিমা লইয়া রাজা আইল মন্দিরে ।

নানা বাত [৬৮] বাজে শব্দ কাহাল কুঙ্করে
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুক মতি ।

ত্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ।০।

জয়ন্ত রাজার নিকট ধূলদন্তের আগমন

। পয়ার ।

পঞ্চরত্ন পান ফুল প্রসাদ বসন ।
পাইয়া পরিতোষ হইল সাধুর নন্দন ।
বলে যদি থাকে পুণ্য বুঝিব আমার ।
তব পদকমল দেখিব আর বার ।
কনক প্রতিমা সিংহপৃষ্ঠে অষ্টভুজা ।
আনিঞা সাধুর তরে দিল ইন্দ্র রাজা ।
বহুমতীপতিপুত্র চরণকমলে ।
বিদায় করিয়া সাধু চলিল দেশেব ।
প্রতিমা লইয়া সাধু করিল গমন ।
নৃপ বিনে পশ্চাতে গোড়ায় সর্বজন ।
হেম প্রতিমার পাছু চাপিল ডিক্কার ।
মানিকা পাটনে সাধু করিল বিদায় ।
পাটনের লোক রহে স্বরনদীকূলে ।
বাহ বাহ বলে সাধু ডিক্কার উপরে ।
ডিক্কার আজাড় বাজে সাধুর প্রধান ।
এক বোঝে গেল যথা শাঁখারী মোহান ।
ভোজন করিয়া সাধু স্নেহে গেল রাত্তি ।
বর্জমান আসি সাধু হইল উপনীতি ।
রাজসম্ভাষণে সাধু করিল গমন ।
রাজার সভায় গিয়া দিল দরশন ।
রাজারে প্রণাম করি দাঁতায় নক্ষিণে ।
বিজ্ঞ পাত্র প্রশ্নমিঞা বৈসে নিষ্কাশনে ।
প্রতিমার কথা শুনি হুটে নরপতি ।
তুনিঞা দৈবীর কথা উল্লসিত মতি ।

ধূলদন্তের গৃহে আগমন

। সারোজ ।

সফল জীবন মোর সফল জনম ।
হস্তী ঘোড়া সফল সফল মোর ধন ।
সফল রাজত্ব মোর ধন বর্জমান ।
কেশরীবাহিনী দেবী হইলা অধিষ্ঠান ।
ত্রিপুরা পূজয়ে রাজা নানা বাত বাজে ।
যুবতী সহিত রাজা নাচে উর্জভুজে ।
গন্ধগুপ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য কলা ।
আতপ ততুল মধু ঘৃত শর্করা ।
মৃগমদ কুসুম স্বরঙ্গ সিন্দূর ।
অশেষ বিশেষ সজ্জ আনিল প্রচুর ।
বিধিমত পুজিয়া ছাগল দিল বলি ।
তেজিয়া কৈলাসগিরি উরিলা বাস্তলী ।
দশ বিশ মহিষ আনিঞা দিল বলি ।
নানা বাত বাজে পুনঃ পুনঃ হলাহলি ।
ব্রাহ্মণ সকল বেদ পড়ে একমনে ।
যুবতী সহিত রাজা ত্রিপুরাচরণে ।
ঘন উঠে ঘন পড়ে করি পুটহাত ।
সাক্ষাত দৈবরী বর মাগে ক্ষিতিনাথ ।
ত্রিপুরাচরণে রাজা বলে সন্ধির ।
কমলা জঠরে মোর হইব তনয় ।
কেশরীবাহিনী দেবী কথিল দৈবরী ।
তোর পুত্র হব রাজা বিক্রমকেশরী ।
বর দিয়া ভগবতী চলিল কৈলাস ।
যবে গেল ধূলদন্ত মহেশের দাস ।

বুড়ুমানিনী বোবী হরগহচরী।

শ্রীমত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০।

সত্যবতী ও কল্লিণীর সহিত যুগলভের মিলন

[৬০ক]। শ্রীরাগ ।

বস দুঃখ দিল তোরে স্তন ল বহিনী ।

প্রভুর চরণে কিছু না বলিহ তুমি ॥

চরণে পড়হ' দিদি এমু আছে রোষ ।

কথিলে কি হ'ব আর নিজ কর্ণদোষ ॥

ঘরেতে আইল সাধু আনন্দিত হইয়া ।

জলঝারি হাথে পানি ঝার বড় দিয়া ॥

দেখিল নয়ানে সাধু প্রিয় সত্যবতী ।

তার পাছে রূপসী কল্লিণী রসবতী ॥

স্বখাসনে সাধুপদ পাখালিল পানি ।

সাধুরে প্রণাম করে যুগল রমণী ॥

জিজ্ঞাসে সাধব প্রিয়ে কহ সত্যবতী ।

তোমার সংহতি আর কাহার যুবতী ॥

কহে সত্যবতী স্তন প্রভু ভোলানাথ ।

না চিন আপন নারী বড় পরমার ॥

চিনিতে না পার তুমি বাড়্যাছে পালনে ।

কি বলিব প্রভু বেথ তোমার চরণে ॥

ইন্দু শশা কলা আশ্র নাগিকেল দিয়া ।

শেষ ভাগ খাই আমি গোসাঞি স্রবিয়া ॥

স্তন সত্যবতী প্রিয়ে আন চৌটা পানি ।

ভূজিব মুকুন্দ কহে রাধিব কল্লিণী ॥০।

কল্লিণীর রন্ধনের ব্যবস্থা।

। বারাদি ।

হাটে গিয়া আন লব্ধ কোড়ি লৈয়া চল গজ

কামিনী স্তম্বরী কলাবতী ।

না কর আপন ভিন্ন তারি লহ দুই তিন

জোয়ার সংহতি শ্রীমগতি ।

পানি জিকাসিয়া চল ভার মনে ।

মত্ত নারায়ণে কি চাঁদঘুরী বলে কি

রাধিতে বা জানে বা না জানে ॥

শুনিলে গো ছোট মা রাধিতে পারিবে বা

পার নার বল ঝাট করিয়া ।

তোমার রন্ধনে তাত কভু নাহি খায় ভাত

সাধব রহিয়াছে প্রাণ ধর্যা ॥

বিবচিল কবিচন্দ্রে প্রভু বোলে কেবা রাধে

ধাতায় স্বজিলে রূপগুণে ।

আছিল যতেক পাপ সভার বেচিল বাপ

পাঁজর বিকিল মোর ঘুণে ॥০।

পানির হাটে গমন

॥ ছন্দ ॥

আনন্দে বিহ্বল পানি ভাবে মনে মনে ।

ভোজন করিব সাধু [৬১] কল্লিণী রন্ধনে ॥

নয়নে কজ্জল দিয়া মুখে মাখে তেল ।

ফুটিল কমল যেন খঞ্জনের মেল ॥

কেশ বেশ করিয়া মালতী মালা বেড়ে ।

ভূজগ নায়ক চরে কনক ভূধরে ॥

চন্দন তিলক দিল ললাটের মাঝে ।

সাজিল গগনে যেন পূর্ণ চিত্ররাজে ॥

পরিল পাটের সাড়ি নাহি করে লাজ ।

দিল্লুরে ভূষিল যেন মত্ত গজরাজ ॥

কনক কুণ্ডল কানে নাহি ছাড়ে লজ ।

কর্পূর তাহুলরসে অধর স্রবজ ॥

বেড় দিয়া বাছে পানি আপন কঁাকালি ।

ভারি সব মেলি কড়ি বাঙ্কিল শাঁখালি ॥

স্তম্বরী নিতম্ববতী সহজে চঞ্চলা ।

চিহ্নিল সাধব যাত্রা শুভক্ষণ বেলা ॥

আছারন দিল আধ মস্তক ঢাকিয়া ।

আগে আগে যায় পানি বাহ নাড়া দিয়া

নয়ান ফিরায় দেখে দু মিগে আগুয়ারী ।

জিজ্ঞাসে হাটের কথা করিয়া চাফুরী ॥

ধীরে ধীরে বার বার কথ করে স্বরা ।
চরণযুগলে বাজে নৃপুংস্বর ।
পরিপাটা বুখে চোটা বুখে নাঞ্চি টুটে ।
কবিচন্দ্র কহে পানি প্রবেশিল হাটে ॥১॥

খাণ্ডজব্য ক্রম

॥ শ্রীবাগ ॥

কি দিয়া রাঙ্কিব কি হাটে কিনে তৈল বি
আম্র কাঁঠাল নানা ভাঁতি ।
মান মূল্য আলু কচু সভাকার কিনে কিছু
কাঁচকলা কিনে কান্দি কান্দি ॥
কি কিনিব মনে শুণে কোড়ি লইয়া ভাষি সনে
পানি চোটা বিষম চতুরা ।

ভাল মন্দ ছই বুঝে সকল হাটের মাঝে
দেখি বুলে পসরা পসরা ॥
ভাল কিনে খেত শাক বাছিয়া পলতা আগ
নালিতা কলম্বী পলা কড়া ।

হেলকা শুভনি ছই বর মাসে বাহা পাই
কিনে বাথুরা পালক চুড়া ।
সকল বোঝালি কই চিখল কাতলা কই
গাগর ভেটকী বালি কড়া ।

বাষি কিনে বাষি ক্রম বা দেখিলে পরিতোষ
স্বর্ণপুটি ভাগর চিড়ড়া ।
নাঠা বাটা চেন ভোলা কালুবাস লম্ব হল
কলই কুলিশ টেনরা ।

ইলিশ ভগন্তা বাটা মাগুর পাথরচটা
নানা মাছ কিনিল চুড়া ।

তেভলী হরিদ্রা লিম কলামূল কিনে নিম
ভাল কিনে পালক চুড়া ।

[৭০ক]পাকা কলা বার্তাহু বাছিয়া কিনিল লাউ
সামি কচু করেল কুমড়া ।

বাটুনা মুসরি বাস কাঁড়া বার ছই পাশ
মুগের বিউলি কিনে ভাল ।

পাতিলেবু জলপাই চিনি কিনে বিলা ছই
কীরের সন্দেশ পণ বার ॥

কিনে বুনা মারিকেল বাছিয়া স্বপক বেল
কীর কিনে বিলা ছই তিন ।

বণিক সজ্জ কিনে ঝাল আদা এগা ফুটি তাল
পানিফল কেসরি প্রবীণ ॥

চিপট মুড়কি কিনে বাটি গা গুয়া পানে
পুর্ণিত চুণের কিনে হাণ্ডি ।

ধূপ সিন্দূর গন্ধ পরিমলে নহে মন্দ
বাহাতে সন্তোষ হব চণ্ডী ॥

বেসতি করিল বত আছিল যে অভিমত
ভারিয়ে তুলিল ভার কাঙ্ছে ।

কর্পূর তাহুল খায় স্বখে পানি ঘর বার
বিরচিল আচার্য্য মুকুন্দে ॥১॥

কল্পিতবীর রত্নন

॥ পয়ার ॥

রাঙ্কিব কল্পিত ভাত খাব প্রাণনাথ ।
হলদি সরিষা দিয়া বাট নিষপাত ।
শাধুর রমণী সত্যবতী চিন্তাকুল ।
হাকুচ মিশাইয়া বাটে স্বগন্ধি ততুল ॥
প্রভুর ঠাঞি গুণ আজি করিব প্রকাশ ।

সোমরাজবীজ দিয়া বাটে বসবাস ।
বরিষা সময় বৃষ্টি ঘন ডাকে ভেক ।
স্বকৃতার পত্র মিশাইল কালমেঘ ॥

মাখিয়া গোময় বস কুটিল আনাজ ।
জীবননাথের ঠাঞি পায় যেন লাজ ॥
যদি নাহি থাকে গুণ কি করিব রূপ ।
ববকারে রাঙ্কিতে দিল কলাইর স্বপ ॥

রত্ননের সজ্জ বত করিল আপনি ।
মান করি আইল ঝাট প্রাণের বহিনী ॥
স্বমুখী কল্পিত মান কৈল পূণ্যজলে ।
আগে পাছে লই আইল আপন বন্ধিরে ।

আঁচড়িয়া বান্ধে খোঁপা চাঁপা দিয়া তথি ।
 বিকচ কমলে যেন খঞ্জনের গতি ॥
 ধৌত বস্ত্র পরে রামা পরম সন্তোষে ।
 পাখালিয়া চরণ প্রবেশে মহানসে ॥
 ত্রিপুরা পূজার সজ্জ আনিল নিকটে ।
 সিন্দূর চন্দন পঙ্ক পদ্মি [৭০] ল ললাটে ॥
 সহজে যুবতী জন অপুণ্যজ ক্ষেত্রে ।
 তিন বার অরিল পুণ্ডরীকনেত্রে ॥
 দূর্দাহন্ত যুবতী আসনে বৈসে স্তম্বে ।
 শ্বেতধাঞ্জ ঘটবারি আরোপি সমুখে ॥
 অখণ্ডিত চূতডাল হেমঘটে দিয়া ।
 যথাবিধি ধূপ দীপ নৈবেদ্য রচিয়া ॥
 স্নগন্ধি কুসুম ঝারা বান্ধিল উপরি ।
 আবাহন করি পূজে ত্রিপুরাসুন্দরী ॥
 ত্রিপুরা পূজিয়া দুই হাথ দিয়া বুকে ।
 আমার রন্ধনে প্রভু ভূজিব কোতুকে ॥
 তুষা পদে বর মাগৌ করি পুটহাথ ।
 রাঙ্কিলে অমৃত হব ব্যঞ্জন ভাত ॥
 ক্লান্তিগীর পূজায় সন্তোষ নারায়ণী ।
 শূণ্য অন্তরীক্ষে হইল আচম্বিত বাণী ॥
 শুন বিয়ে রাঙ্ক গিয়া না ভাবিহ আন ।
 তোমার রন্ধন হব অমৃত সমান ॥
 পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে করিয়া প্রণতি ।
 মোরে কৃপা কর মাতা দেবী হৈমবতী ॥
 বিনয় করিয়া বলে ত্রিপুরার ঠাকুরি ।
 ক্ষেম অপরাধ মাতা রন্ধনেরে যাই ॥
 নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া দৈবরী ॥০॥

সতীনকে রন্ধনকার্য্যে সাহায্যের

অল্প অনুরোধ

॥ গোঁরী রাগ ॥

আলু মান বড়ি খোড় বার্তাকু ছোট বড়
 আনাজ লাউ কুমড়া ।

কলা কলামূল করেলা তেতুল
 মানকচু পলা কড়া ॥
 শাক নানারীত খাসির পেশিত
 ঘৃত দুই পরকার ।
 মরিচের ঝাল নানা পরকার
 কুচি কুচি বালুকার ॥
 দিদি বাগ্গার ঝি কি দিয়া রাঙ্কিব কি
 কহিবে হইয়া স্তম্ভী ॥
 আমি নাহি জানি কহিবে আপুনি
 শুন গো পঙ্কজমুখী ॥
 হরিত্রা লবণ বেসারি সঘন
 দিয়া স্নকুতাব পাত ।
 মুহুরি জিরক আনিল সকল
 আর যত বস্ত্রজাত ॥
 কলাই বিউলি স্নগন্ধ পিঠালি
 কাঁঠালবিচির রোক ।
 রাঙ্কিবার কাজ আছুক আনাজ
 দেখিলে সন্তোষ লোক ॥
 বেতাগ নালিতা আওর পলতা
 আর জলপাই টাবা ।
 [৭১ক] দুগ্ধ চিনি জল পেথ মন্দ ভাল
 তুষা পদে করি সেবা ॥
 ভূঁজিব সাধব কেমনে রাঙ্কিব
 ধরিতে না জানি হাণ্ডি ।
 তুমি কর কৃপা হাথে ধরি শিখা
 ষাহাতে সন্তোষ চণ্ডী ॥
 চিত্তে করি বিষ মুখে স্তম্ভা ভাষ
 আজি দুই বুদ্ধি বাঁটি ।
 কেনি বিড়ম্বসি আ লো মুখশী
 কে তোরে না জানে ধাঁটা ॥
 ত্রিপুরাচরণে কবিচন্দ্র ভনে
 তোমাকে শিখাব কে ।
 আপনি কৃপসী সকলি জানসি
 যে দিয়া রাঙ্কিব যে ॥০॥

কল্লিণীর নানাবিধ রঞ্জন

॥ পয়ার ॥

নিষ্ঠুর বচন শুনি সতিনীর তুণ্ডে ।
 আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কল্লিণীর মুণ্ডে ॥
 মনে বড় দুঃখ পায় কল্লিণী যুবতী ।
 আপন ইংসিত নহে যেই করে বিধি ॥
 আনল জালিয়া রামা হয় দণ্ডপাত ।
 কভু নাহি রাঙ্কি আমি ব্যঞ্জন ভাত ॥
 আমার রন্ধনে তুমি হবে সাবধান ।
 আপুনি জলিবে তুমি নহিবে নির্দাণ ॥
 সাধুর যুবতী সতী স্মরিয়া চণ্ডী ।
 উদানের উপরে বসাইল দুই হাণ্ডি ॥
 ত্রিপুরার অহুভাবে বৃষ্ণে তুততাক ।
 নারিকেল দিয়া রামা রাঙ্কে দুই শাক ॥
 সেতুশাক রাঙ্কে রামা করেলা চিঙ্গড়ি ।
 গুটি গুটি তখি মাসকলাইর বড়ি ॥
 রাঙ্কিল মঙ্গুর মংস কাঁচকলা দিয়া ।
 নালিতার শাক রাঙ্কে ঘূতে সন্তলিয়া ॥
 কটু তৈলে রাঙ্কে রামা শাক লতাপাতা ।
 বেতাগ তলিল কথ আওর পলতা ।
 ঘৃত দিয়া রাঙ্কিলেক গুসনির পাতা ।
 হরিত মংসেতে হেলঞ্চ স্কুত ॥
 কলমি রাঙ্কিল রামা করি সড়সড়ি ।
 তার শেষে ভাজিলেক কথ ফুসবড়ি ॥
 [৭১] পুটিমাছ দিয়া রাঙ্কে শর্ষা পাতড়ি ।
 খোসলার ঘণ্ট তখি ছলিয়া চিঙ্গড়ি ॥
 বাগদাচিঙ্গড়ি কথ করে খড়খড়ি ।
 ঘন বেসোয়ার দিয়া রাঙ্কিল চুচড়ি ॥
 ভুজ্জিবেন প্রাণনাথ মনে বড় বঙ্গ ।
 রাঙ্কিয়া ওলায় বাথুয়া চুচড়া পালঙ্গ ॥
 মৃগবড়ি তলিল পৃথক পলা কড়া ।
 মহিষের ঘৃত দিয়া তলিল চিঙ্গড়া ॥

বরিছার খোড় রামা ঘৃত দিয়া তলে ।
 রাঙ্কে পোতা ধান গোটা কাসন্দির জলে ॥
 তলিয়া মৃগের বড়ি চিনিজলে পেলে ।
 চিঙ্গড়ার বড়া তলিলেক কটু তৈলে ॥
 নিরামিষ্ট ঘূতে রামা তলিল বার্তাকু ।
 দুগ্ধে মিশাইয়া রাঙ্কিলেক লাউ ॥
 আনাজ গলিল মংস রহে খণ্ড খণ্ড ।
 স্কুত মিশাইয়া রাঙ্কে বোদালির ঘণ্ট ॥
 গাগর ভেকটা নাঠা ফলই কুড়িসা ।
 ক্রমে দিয়া বড়ি খোড় শাক লাউ শসা ॥
 মুহুরি জিরক দিয়া ব্যঞ্জন সন্তালে ।
 যথা যথা সম্ভবে পিঠালি দিয়া তুলে ॥
 আলু দিয়া বালিকড়া কচু দিয়া ভোলা ।
 কাঁঠালের বীজ দিয়া রাঙ্কে সৌল হল ॥
 সকল বোদালি কই কাতলা চিঙ্গড়া ।
 সার কচু মান মূলা আনাজ কুমড়া ॥
 সঘরিয়া ওলে পঞ্চ মংসের ঝোল ।
 মহিষের ঘূতে তলে চিথলের কোল ॥
 কথ চঙ্কি দেই কথ মরিচের গুড়া ।
 চতুর্জাতে রাঙ্কে কই কাতলার মুড়া ॥
 বুঝিয়া ব্যঞ্জে নোন দেই অহরূপ ।
 রাঙ্কে মাস বাটুলা মসরি মৃগ স্থপ ॥
 ঘূতে সান্তালিয়া তাহা ওলে ঠাঞি ঠাঞি ।
 রাঙ্কিল কল্লিণী রামা মনে স্থখ পাই ॥
 [৭২ক] পৃথক পৃথক মংস তখি বার্তাকু সিম
 একত্র করিয়া রাঙ্কে কলামূল নিম ॥
 রাঙ্কিল পলকা ঝোল দিয়া ধানপুলি ।
 বোদালির বীজ তলে মিশাইয়া পিঠালি ॥
 ত্রিপুরার বরে সতী মনে বিকলুষ ।
 কুমড়ার বড়ি দিয়া রাঙ্কে বাসী রুস ॥
 পাথরচটার ঝোল রাঙ্কিল বনিতা ।
 আনাজ কেবল তখি কোমল পলতা ॥
 বার্তাকু আনাজ দেই হরিজ বেসার ।
 সোমরাজ দিয়া রামা রাঙ্কে বালুকার ॥

খাসির পেসিত রাঙ্কে ছোলা মিশাইয়া ।
 যত দিয়া কথ মাংস ওলায় তলিয়া ॥
 চণ্ডিকার চেটা ভাল বুঝে পরিপাটি ।
 রাঙ্কিয়া বাগ্গের বোল তলে স্বর্ণপুষ্টি ॥
 ইলিসা তপস্তা বাটা চেঙ্গ তলে কই ।
 আত্র রাঙ্কিল কথ দিয়া জলপাই ॥
 দোরণ্ড তেঁতুলি মংস্ত বার্তাকু মিশাইয়া ।
 পোতা ধান রাঙ্কিল টাবার জল দিয়া ॥
 রাঙ্কিতে রাঙ্কিতে রামা ঘামে তোলবোল ।
 গুড় দিয়া রাঙ্কে পাকা চালিতার বোল ॥
 চিনি দিয়া পাকা আত্র রাঙ্কিলেক দুগ্ধ ।
 কহিতে না জানি স্বাদ কত অদভূত ॥
 দুগ্ধ চিনি পেলায় চিতউ করে মিঠা ।
 চন্দ্র কাতি সাজিল ক্ষীরের পাঁচ পিঠা ॥
 কলাবড়া সাচাইল মধুরস পুলি ।
 অমৃত চিতাউ সাজে মূগের সাঙলি ॥
 ক্ষীরের মূগাল সাজে নারিকেল পুলি ।
 কলা চিনি ক্ষীরে রামা সাজিল কাঠালি ॥
 সাজিল সখড়ি নাড়ু কি কহিব কথা ।
 নামে দোষে নাহি জানি খাইলে ঘুচে ব্যথা ॥
 ক্ষীরের গেওয়া সাজে ক্ষীরের পানিফল ।
 ক্ষীরের নারিকেল ওয়া অমৃতমণ্ডল ॥
 ক্ষীরের ওয়া পান সাজে ক্ষীরের নানা মাছ ।
 তলিয়া ওলায় তাহা এতে কাছে কাছ ॥
 রাঙ্কিল তণ্ডল যত জন খাব ভাত ।
 ভোজনে বসিল সাধু রুঙ্কিণীর নাথ ॥
 [৭২] রন্ধনের গুণ কি কহিব এক মুখে ।
 মনে পরিতোষ সাধু ভুঞ্জিব কোতুকে ॥
 নৃমণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

সাধুর ভোজন

॥ একাবলী ॥

রণরঙ্গিণী । জয়শঙ্খিনী ॥ ৫ ॥
 আদ্রক লবণ যত । কাসন্দিতে সাধু প্রীত ॥
 কাটিয়া নেমুর ফল । তথিতে প্রচুর জল ॥
 তল্যাতি উপর থুইয়া । আগে দিল দাসী লইয়া ॥
 রুঙ্কিণী চকোর আঁখি । পরিবেশে বিধুমুখী ॥
 শালি অন্ন হৈম খালে । দিলেন প্রভুর কোলে ॥
 একত্র বার্তাকু সিম । কলামূল দিল নিম ॥
 সঙরিয়া জগদাশ । সাধু করিল গণ্ড ॥
 পীষ্ম সদৃশ রাগ । তবে দিল সেতুশাক ॥
 দুই শাক দিল বধু । ভোজন করয়ে সাধু ॥
 বনশাক লতাপাতা । খাইল সাধু নালিতা ॥
 পলতা সূসনি পাতা । বেতাগ কলমি বাধা ॥
 ভোজনে সাধু নিশক । চুঁচড়া খায়ে পালক ॥
 শাক বার করে খড়ি । খাইল সর্ষা পাতাড়ি ॥
 রুঙ্কিণীর দেখে রূপ । ভক্ষিলেক চারি স্থপ ॥
 সাধুসুত মধুকর্ষ । হেলকা স্কুতা ঘণ্ট ॥
 সর্ষার ঘণ্ট চুচড়ি । চিঙ্গড়ির খড়খড়ি ॥
 গোটা কাসন্দির জলে । পোতা ধান ভাল মিলে ॥
 খাইয়া মনে স্থখ পায় । অমৃত সিঞ্চিত গায় ॥
 মাংসের বড়ি বার্তাকু । ভক্ষিলেক দুগ্ধলাউ ॥
 মূগ বড়ি পলা কড়া । ভাগর তলা চিঙ্গড়া ॥
 বামি রুস বামি বোলে । মুণ্ড সাধু নাহি তোলে ॥
 ইলিসা তপস্তা চেঙ্গ । খাইয়া বাটিল রন্ধ ॥
 গাগর ভেকটা নাঠা । ফলই কুড়িসা বাটা ॥
 সকুল বোদালি রুহি । চিথল কাতল কই ॥
 বালি কড়া আর ভোলা । মহাসম্মান সন হল ॥
 নানারূপ মংস বোল । তলিত চিথল কোল ॥
 বড় মংস্তের[৭৩ক]মুণ্ড ভাল । চঞ্জি মরিচের ঝাল ॥
 সাধুর সন্তোষ মন । ভক্ষিল অমৃত যেন ॥
 রোহিত পাঠান বীজ । তলিল তথি মরিচ ॥
 সাধু বুঝে পরিপাটি । খায় তলা স্বর্ণপুষ্টি ॥

বালুকার খাস ঝোল । দেখি মন উত্তরোল ॥
 তলিত মাংস রসাল । তথি মরিচের ঝাল ॥
 মাগিয়া অনেক বার । খাইল সাধুর কুমার ॥
 পলকার ঝোল বই । অন্ন দিল জলপাই ॥
 স্বরস তেঁতুলি ঝোল । আর দিল টাণ্ডা জল ॥
 পাকা চালিতার ঝোল । মিশ্রিত চিনির জল ॥
 গুড়পাকা আত্ন হৃৎ । স্বাদ বড় অদভূত ॥
 রন্ধন কি মধু স্তথা । এমনি না খাই কোথা ॥
 রুক্ষিণীয়ে সাধু ডাকে । পিঠা আন একে একে ॥
 কুঞ্জরগামিনী রামা । পরিবেশে পিঠা পান্য ॥
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে । চণ্ডী যার দোষ সহ ॥০॥

সাধুর পিষ্টকাদি ভোজন

॥ গৌরী ॥

হৃৎ চিনি জলে চিড়াউ মিঠা ।
 চন্দ্র কাতি খায় আঁওর পিঠা ॥
 কলাবড়া মাস মধুর পুলি ।
 অমৃত চিতাউ মুসাউলি ॥
 ব্যঞ্জন ভাত খায় ফরমানি ।
 ঘন ঘন পিয়ে শীতল পানি ॥
 নারিকেল ক্ষীর রস্তার পুলি ।
 সখড়ি নাড়ু কেয়ার কাঁটালি ॥
 অমৃত মণ্ডল নানামো নাম ।
 ক্ষীরের মংস্ত্র ক্ষীরের গুয়া পান ॥
 ললাটের মাঝে সিন্দূররেখা ।
 চাঁদের কোলেতে রবির দেখা ॥
 হংসগতি পরিবেশে গেঁও আরু ।
 ক্ষীরের পানিফল অধিক চারু ॥
 সাধুর নন্দিনী ভাল রুক্ষিণী ।
 সঘন কহে সাধু ফরমানি ॥
 দধি হৃৎ খায় ভোজন শেষে ।
 ভুঞ্জিল সাধব মন হরিষে ॥

ভোজন সাধু সমাপিয়া মনে ।
 করিল গণ্ডুষ হান্সবদনে ॥
 শুন শুন প্রিয়ে বণিকবি ।
 কবিচন্দ্র কহে কি তোরে দি ॥০॥

আহারান্তে সাধুর মুখ প্রক্ষালন ও তাম্বূল ভক্ষণ

॥ পয়ার ॥

কনক ভাবর আনি দিল দাসী জনে ।
 আচমনে সাধব পবিত্র হৈল মনে ॥
 সরস বিরস ভাষ বুঝে কমলিকা ।
 আনিয়া যুগল বাস দিলেক চেটিকা ॥
 তাম্বূল সাঁপুড়া এতে ঢাকন ঘুচাইয়া ।
 সাধবের কাছে দাসী রহে দাণ্ডাইয়া ॥
 তেজিল ভোজনবাস বসন পরিয়া ।
 পুন আচমন করে আসনে বসিয়া ॥
 স্বর্ণ পাছুকাপিঠে দিলেক চরণ ।
 মুখে পান দেই সাধু সাধুর নন্দন ॥
 রুক্ষিণীকে দেখে সাধু ঘন উলটিয়া ।
 পাপিষ্ঠ সতিনী তথা চাহে আড়াকিয়া ॥
 মুখে কিছু নাহি বলে অন্তরে পুড়ে হিয়া ।
 ক্ষণে ক্ষণে বিধি নিন্দে নিশ্বাস ছাড়িয়া ॥
 শয়নমন্দিরে যায় ত্যোজি মহানস ।
 দূর দেশাগত সাধু মদনের বশ ॥
 ভুঞ্জিল রুক্ষিণী অন্ন পরিজনে দিয়া ।
 আচমন কৈল জলে দেহ নিমজিয়া ॥
 চলিব প্রভুর কাছে হরষিত হইয়া ।
 কবিচন্দ্র কহে চণ্ডীর চরণ ভাবিয়া ॥৫॥০॥

সাধুর জন্তু শয্যারচনা

শয্যা পাতে পানী নানারূপ জানি
 বুদ্ধে অতি সচতুরা ।
 মনে উঠে রক্ত পাড়িল পালঙ্ক
 নেহালি পাড়ে চৌতরা ॥

তথির উপর	বিচিত্র অশ্বর	কুটিল কেশপাশ	বিচারি করে নাশ
শিয়রে বালিস রাখে ।		সুহৃদে বান্ধে কবরিকা ॥	
দুই দিগে জাদ	কাঞ্জে রচিত	দর্পণে দেখে মুখ	চন্দন দিই রেখ
চাঁদয়া খাটায় স্থখে ॥		ললাটে দ্বিতীয়ার শশী ॥	
চাঁদয়ার চিত	দেবতা নির্মিত	অরুণ উজ্জল	সিন্দূর কঙ্কল
তাহে মুকুতার বার।		চন্দনে কুচযুগ ভূষি ॥	
রক্ত গৌর শ্বেত*	পুষ্প নানাজাত	শয়নমন্দিরে	চলিল গুণবতী
সারি সারি বান্ধে মালা ॥		প্রভুমুখ দরশনে ।	
শয্যার উপর	তুরঙ্গ কেশর	জলদ সুন্দর	বসনে কলেবর
আমোদিত যার গন্ধে ।		ঢাকিয়া হাস্যবদনে ॥	
হেমপাত্র পুরি	চন্দন কোস্তরী	অঞ্জন মঘন	রঞ্জিত লোচন
রাখে নানা পরিবন্ধে ॥		থঞ্জন যুগল চরে ।	
সৌরভে আমোদ	ধায় ঘটপদ	কনক কুণ্ডল	শ্রবণে উজ্জল
ফুকরে গভীর নাদ ।		পদ্মাবলী গণ্ডস্থলে ॥	
বিরহিণী মন	করে উচাটন	ঝল্লিকা পরে গলে	হার পয়োদবে
কেবল কামের ফাঁদ ॥		বউলি শোভে শ্রুতিদেশে	
সাঁপুড়া ভিতর	কর্পূর তাম্বুল	লেপিল কলেবর	কৌস্তুরি চন্দন
ব্যঞ্জন খুঁইল পাছে ।		স্বগন্ধি সৌরভ রসে ॥	
মনের কোতুক	জালিল চেরাক	ভূজের উপরে	রজত তাড় পরে
ডাবর রাখিল কাছে ॥		অঙ্গুরি বাম করশাথে ॥	
শয্যা পাতে পানী	মনে মনে গুণি	পিঠে খোপ লোলে	চরণে মঞ্জির
শয়নে বাড়িল আশ ।		পাশুলি পদযুগ আগে ॥	
শত গড়ি দিয়া	নিবারিল হিয়া	পরিণ নিতম্বিনী	কনক কিস্কিনী
কুমতি করিল নাশ ॥		মধুর ধ্বনি কটিদেশে ।	
[৭৪ক] শুন সদাগর	চল বাসঘর	কর্পূর তাম্বুল	চন্দন গন্ধফুল
নিবেদিল পানী চেটি ।		লহিল পতি পরিতোষে ॥	
ক্রীযুত মুকুন্দ	রচিল প্রবন্ধ	খদির রসে রঙ্গ	অধর স্ববন্ধ
রুক্মিণী করে পরিপাটী ॥০॥		ঈষত পুন পুন হাসি ।	
		জলদ মুক্তা গ্রন্থ	প্রকাশে অবিরত
		চন্দ্রিমা পূর্ণিমার শশী ॥	
		আগে পাছে সখী	চলে শশিমুখী
		সবারি ঝারি করি হাথে ।	
		মুকুন্দ কবিচন্দ্র	রচিল প্রবন্ধ
		ত্রিপুরা হরবধূপদে ॥০॥	
রুক্মিণীর সজ্জা			
॥ কামোদ ॥			
সখীর সংহতি	বসিল যুবতী		
হাথে করি কঙ্কতিকা ।			

কল্পিণীর পতিসমীপে যাত্রা

কোথাকারে যাহ ল কল্পিণী ।
 অপরূপ কি আশু মাজনি ॥
 যাবে কিবা প্রভুদরশনে ।
 এই কথা লয় মোর মনে ॥
 আমারে কহিতে তোর ডর ।
 আমি সে তোমার এত পর ॥
 রতি আশে যাবে পতি পাশে ।
 পরাণ হারাও তুমি পাছে ॥
 কত দুঃখ পাবেন বহিনী ।
 আপনা হৈতে সতে জানি ॥
 [৭৪]স্বনামে সাকো নাহি বন্ধ ।
 যেন রূপ করিয়ে মাতঙ্গ ॥
 যুগ যেন রূপ হরিণী ।
 মণ্ডুক মণ্ডুকী ধরে ফণী ॥
 মার্জ্জারে মুখিক যেন ধরে ।
 ময়ূরে ভূজঙ্গ যেন গিলে ॥
 যেরূপ কপোত চলয় চানে ।
 নাহি বন্ধভঙ্গ দরশনে ॥
 কেমন সাহসে যাবে একা ।
 রতি কারে বলে নাহি দেখা ॥
 এ বোল শুনিঞা রামা হাসে ।
 স্থিত বিকসিত কিছু ভাষে ॥
 এতেক প্রমাদ ছিল যদি ।
 কেমনে পরাণ পাইলে দিদি ॥
 নিবেদন তোমার চরণে ।
 মোর কথা শুন সাবধানে ॥
 কৃষ্ণকথা শুন উপদেশ ।
 ব্রজাঙ্গনা ভজনবিশেষ ॥
 অশ্বিকাচরণে দিয়া মতি ।
 কবিচন্দ্র রচে স্বভাবতী ॥০॥

কল্পিণীর ত্রীকৃষ্ণকথা বর্ণন

॥ কৌ রাগ ॥

শুন দিদি তোরে বলি পুঁচাহ মনের কালি
 কৃষ্ণকথা শুন গো শ্রবণে ।
 প্রভুর মহিমা যত কে জানে তাহার তত্ত্ব
 ব্রহ্মা আদি না পায় ধেয়ানে ॥
 বধিতে দেবের ঐরি অবনীতে উরে হরি
 দৈবকীজ্ঞারে নারায়ণে ।
 জগ্নি কংস কারাগারে গেলা নন্দঘোষ ঘরে
 পূতনা বধিল স্তনপানে ॥
 ঈষত লীলায় ঠেলে চরণকমল হেলে
 শকট ভাঙ্গিল শ্রীনিবাস ।
 শুইয়া ছিল শিশুরায় তৃণাবর্তে আসি তায়
 অন্তরীক্ষে তুলিল আকাশ ।
 করতল পাইয়া হুট হরিষে হইয়া হুট
 মরিয়া পড়িল মহীতলে ।
 পুন শিশুরূপে বসি যেন চর্মঘাতে অসি
 খেলে প্রভু তার বক্ষস্থলে ॥
 শিশু ক্রীড়া করি রঙ্গে যমল অর্জুন ভঞ্জে
 বধে প্রভু বক অজগর ।
 মথিয়া কালির দর্প চরণে শরণ সর্প
 গোবর্দ্ধন ধরে গদাধর ॥
 ভক্ত অনুগত পাইয়া ব্রজনারীগণ লইয়া
 বিহরে বিরিন্দাবন মাঝে ।
 কমলা রমণী ধনী কমলিনী শিরোমণি
 রাধা চন্দ্রাবলী তাহে মাজে ॥
 শিরিষ কুসুম কিবা [৭৫ক]স্বকোমল তম্বু আভা
 ভাহুর দুহিতা ঠাকুরাণী ।
 অনন্ত মহিমা তাঁর কি বলিতে পারি আর
 ব্রজতম্বু হরি চক্রপাণি ॥
 দৃঢ় ভক্তি করি গোপী প্রভুর চরণ সেবি
 রতিরসে কৃষ্ণ হইল বশ ।
 এতেক বিক্রম জনে ভয় না করিল কেনে
 বল দেখি কেমন সাহস ॥

প্রেমরসে গোপীগণ বান্ধিলেক নারায়ণ
আর কোথা না গেল বন্ধন ।

যোগেন্দ্র ঐদয়ামন করি ভাবে অরুণ
দান্ধিতে নারিল ত্রিলোচন ॥

শুনিঞা সিদ্ধান্ত কথা লাজে হেট করে মাথা
সত্যবতী লাগিল তরাস ।

অঙ্গিকাচরণ আশে মধুর সঙ্গীত ভানে
কবিচন্দ্র ত্রিপুরার দাস ॥০॥

সতীনের কথার উত্তর

॥ মল্লার ॥

আইমা আইমা করি রামা নিকসে রসনা ।

কোথা হইতে জান তুমি গোপীর মহিমা ॥

হৃঙ্গগন্ধ নাহি ছাড়ে তোমার বদনে ।

চূপ দিয়া থাক বেটী লোক পাছে শুনে ॥

যুবতীর কুলের আনিলি কোয়াঃকার ।

নিশ্চয় জানিল পাড়াকরিণী ভাতার ॥

এত তব নাহি জানি হইল গুন্নিগী ।

সতীনচরণে কিছু কহে শুদ্ধবাণী ॥

গুণিলে সে গুণ বুঝে নিগুণে কিবা জানে ।

গুণের প্রমাণ দেখে ভ্রমর লক্ষণে ॥

বনে থাকে ভ্রমর কমল থাকে জলে ।

মধু পান করে অলি বসি তার দলে ॥

পুনরপি কহি দিদি নিগুণের কথা ।

একত্র বসতি ভেক কমল থাকে যথা ॥

মহীলতা থায় সে না করে মধু পান ।

বিন্দাবিন্দ দুই কথা কর অবধান ॥

আমার লা[৭৫]জেতে দিদি যদি ব্রীড়া করে ।

শিরে ঢাকি অধর সম্বরি যাহ ঘরে ॥

প্রত্যন্তর দিয়া গৃহে চলিল ঋগ্নিগী ।

কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধবাণী ॥০॥

রুগ্নিগীর আমিসমীপে গমন

॥ পয়ার ॥

নানা বেণ আভরণ যেখানে যে সাজে ।

চলিল রুগ্নিগী রামা দুই সখী মাঝে ॥

পদে পদে যায় রামা মগালগামিনী ।

কটীদেশে রুগ্নি বহু মধুর কিঙ্কিণী ॥

সবারি কনক বারি পালঙ্ক নিকটে ।

এড়িয়া বসিল রামা বুদ্ধে নাহি টুটে ॥

চারিদিকে চারি রত্ন প্রদীপ উজ্জলে ।

ছয়ারে কপাট দিয়া বৈসে প্রভু কোলে ।

প্রথম শ্রবণ রাত্রি নিদ্রা যায় স্থখে ।

স্বাসিত চন্দন প্রভুর দেই বৃকে ॥

অন্তরে জাগিল সাধু আখি নাহি মেলে ।

হাস্তমুখ দেখি প্রভু সতী কিছু বলে ॥

নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।

শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঐশ্বরী ॥০॥

রতি প্রত্যাশা

॥ বারাড়ি ॥ করুণা ॥

দেখি তুষা মুখ দূরে গেল হুঃখ

হৃদয় জাগিল কাম ।

না কর বিলম্ব দেহ আলিঙ্গন

শূত্রগৃহে গুণধাম ॥

প্রাণনাথ কপটে কত ঘুম ঘাসি ।

তুষের দহন মলয় পবন

খর রশ্মি ভেল শশী ॥

ফুটিল কমল নিকটে ভ্রমর

বিকল মধুর লোভে ।

দৈবের নির্বন্ধ রাত্রি যেন চন্দ্র

ভিন্ন নাহি দুহে শোভে ॥

কনক মুকুর পেখ মুখ মোর

চাঁদ নাহি পক্ষে টুটে ।

যত দেখ জন

সভে স্বামীধীন

সন্তোষ

কোলে বৈসে পরিতোষে ।

শুন লো যুবতী

প্রভুর ভারতী

॥ মল্লার ॥

নাহি ঠেল অভিযোগে ॥

গালে হাথ দিয়া

মুচকি হাসিয়া

বসিল প্রভুর কাছে ।

শ্রীযুত মুকুন্দ

রচিল প্রবন্ধ

সাধব ধরিণ বাসে ॥০॥

ক্লান্তিগী ও সাধুর কথোপকথন

॥ কামোদ ॥

প্রভু না ধর আঁচলে আঁচলে ।

তুয়া করপবশে হৃদয় কাঁপে ডরে ॥

শুনিল শ্রবণে আমি নিরখিল দিঠে ।

নন্দনবনের ফুলে মধু নাহি টুটে ॥

দরবিদলিত ফুলে মধু নহেধিক ।

তোরে কি বুঝাব নাথ সকল রসিক ॥

বিকচ কমল দেখি হইয়া আনন্দ ।

ঘন উঠে বৈসে ভৃঙ্গ পিয়ে মকরন্দ ॥

শুন ল স্বন্দরি প্রিয়ে শুন এক বাত ।

ভ্রমরের ভরে নাহি ভাঙ্গে ফলপাত ॥

মধুকর বিনে নাহি শোভে কমলিনী ।

পীযুষ কিরণ বিনে না শোভে রজনী ॥

মধু পিয়ে মধুপ সময় এক চাঁদ ।

বুঝিয়া সকল কথা মিথ্যা পাত ফাঁদ ॥

তুমি প্রাণেশ্বরী প্রাণ রাখ ল স্বন্দরী ।

না সহে মদন তোরা বচন চাতুরী ॥

শুন হে জীবননাথ বুঝ ভাল মন্দ ।

যথোচিত কর নাথ রচিল মুকুন্দ ॥০॥

ময়ুর মাতিল রে মেঘের গরজনে ।

[৭৭ক] কোলে পতি যুবতী মাতিল নিধুবনে

মাতিল গিধিনী পক্ষ মহামাংস খাইয়া ।

ভ্রমরা মাতিল রে ফুলের গন্ধ পাইয়া ॥

মাতিল প্রাবৃত্ত ভেক ঘন বরিষণে ।

কোকিলী মাতিল রে চন্দনসমীরণে ॥

ষাহে ষাহে থাকে প্রীত নাহি ছাড়ে অংশ ।

মানসে মৃগাল পাইয়া মাতে রাজহংস ॥

শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে ।

ডাহকী করিয়া কোলে ডাহক গুড়রে ॥০॥

সন্তোষ-বর্ণনা

॥ গৌরী ॥

প্রাণনাথ হামু তরুণী অতি বাল্য ।

রাখিহ আপন বশ ভূজিহ যুবতীরস

হরিণা হরিণী যেন খেলা ॥

সোরভে হৃষ্ট মন মধুলোভে ঘনে ঘন

মধুকর কমলিনী কাছে ।

পাইয়া প্রভুর কর ঝাপিল দৃশাকুর

মনসিজ অন্তরে নাচে ॥

চল প্রভু পরিহরি স্মিতমুখী স্বন্দরী

চাহে বন্ধ নয়ানের কোণে ।

চাতক ডাকয়ে পিউ শুন প্রভু রাখ জিউ

হৃদয়কমল কামবাণে ॥

কামিনী করিয়া কোলে চুষন করিয়া বলে

পেখি পেখি বদনকমলে ।

করে চাপি ধরে কুচ কেশরী ঝাপিল গজ

কুস্ত যুগলে যেন খেলে ॥

জঘনে জঘনে বশ নির্যাত তনুরস ব্যঞ্জন পবন ঘন শীতল চন্দন
 ক্ষেণে ক্ষেণে ছুঁ মুখে হাসি । পরিতোষে দোঁচিল দুকূলে ।
 রতিরস বড় সুখ নিরস সুন্দরী মুখ কবিচন্দ্র ভারতী ত্রিপুরাচরণে মতি
 রাহতুকত যেন শশী ॥ জাগরণে নয়ান ঢুলে ॥০॥

॥ ইতি দশম পালা বাসর ঘর সমাপ্ত ॥

ত্রিপুরার প্রার্থনার শিব কর্তৃক শশধরকে মর্ত্যে প্রেরণ

॥ করুণা ॥

কৈলাসে কুতূহলে বসিয়া প্রভুর কোলে
 ত্রিপুরা জয়সিংহ কেতু ।

জানিল ভগবতী রুক্মিণী ঋতুবতী
 পাটনে হৈতে আইল সাধু ॥

গুনহ জীবনধন রুচির ত্রিনয়ন
 [৭৭] আমারে দিবেক এক দান ।

নিবেদি তব পদ কমল অবিরত
 করিয়া শত প্রণাম ॥

কি বোল বল প্রিয়ে নিভুতে গুনিল এ
 আমার তুমি প্রাণেশ্বরী ।

ভকতবৎসল ভকতক্লেবর
 ত্রিলোকে জানে ত্রিপুরারি ॥

প্রণত যেই জন তাহারে তুমি জান
 অবশ্য সাধ তার কাজ ।

সেবিয়া তব পদ কমলপুরসুত
 ত্রিদেব নগরের রাজ ॥

সহজে আসি রামা তোমার প্রাণ সমা
 আমারে ক্ষেম অপরাধ ।

ললাটে শশধর ভকতবৎসল
 সকল চরাচরনাথ ॥

সুন্দর কলেবর কুমার শশধর
 করিয়া দেহ মোরে দাস ।

পূজিয়া বিধিমত ভুবনে মোর ব্রত
 করয়ে যেন পরকাশ ॥

মহেশ বলে চল কুমার শশধর
 জনম গিয়া তুমি ভূবি ।

মুকুন্দ কবিচন্দ্র রচিল প্রবন্ধ
 আনিব তোমায়ে দেবী ॥০॥

শশধরের রুক্মিণীর গর্ভে প্রবেশ এবং সাধুর পাটনে গমনোদ্‌যোগ

॥ পয়ার ॥

হস্ত পদ পাথালে অন্তরে হয় শুচি ।

বিষম সুরত খেদ য়ান মুখরুচি ॥

বসিয়া প্রভুর পাশে সুমুখী রুক্মিণী ॥

কপূর তাগূল খায় চিস্তে নারায়ণী ॥

ভুভক্ষণ সুদিবস বৈশাখ মাসে ।

অসিত ধবল পক্ষ প্রসন্ন আকাশে ॥

হেনকালে শশধর কুমার সুন্দর ।

ক্ষিতিতলে অবতরে মহেশকিঙ্কর ॥

পূজিব ত্রিপুরা মনে আছে অভিলাষ ।

আসিয়া করিল রুক্মিণীর গর্ভে বাস ॥

কোকিল সুনাদ পূরে প্রভাত যামিনী ।

ফুটিল কমল স্থখে উইয়ে দিনমণি ॥

সাধু করিল প্রোতঃক্রিয়া দস্তধাবন ।

স্নান দান করে সাধু সাধুর নন্দন ॥

অচলনন্দিনীনাথ পূজে একমনে ।

সুবেশ হইয়া গেল নৃপসন্তাষণে ॥

লিখিতে দিবস তার গেল পঞ্চ মাস ।

পাত ঝিকটি অঙ্গে বাঢ়ে অভিলাষ ॥

দিনে দিনে বলহীন উদর চিকণ ।

কালিমা কুচের আগে ধূসর বদন ॥

ঘন ঘন রমণীর মুখে উঠে হাই ।

[৭৮ক] ঢুলু ঢুলু করে আখিকমল সদাই ॥

ক্লান্তি দেথিয়া সাধু হরষিত চিত্তা ।

ইহার উদরে পুত্র কি জানি দুহিতা ॥

যদি যোরে থাকে সত্য মহেশের দয়া ।

পুত্র সুন্দর হব নহিব তনয়া ॥

চলিতে বসিতে সাধু ভাবে দিনে দিনে ।

চন্দন চামর নাহি নৃপনিকেতনে ॥

পাটনেরে যদি যোরে পাচে নরপতি ।

কোন উপদেশে আমি এড়াব আরতি ॥

হৃদয় ভাবিয়া সাধু গেলত দেখানে ।

নৃপতিদেশনে বৈসে আপন আসনে ॥

আসনে বসিয়া সাধু পরিতোষ মনে ।

নৃপতি সহিত কহে কথোপকথনে ॥

শুন সাধু ধূসদন্ত সদগুণ বণিক ।

আমার নগরে বাত্মা নাহি তোমাধিক ॥

তারে বলি মাহুষ যে জন কার্যে রত ।

সভাজনে বলে ভাল নৃপতি পূজিত ॥

মুকুতা চামর শঙ্খ চন্দন বিহীন ।

আমার নগরে লোক বলে প্রতিদিন ॥

এ বোল বলিয়া রাজা হাতে করে পান ।

সভার ভিতর করে ধূসদন্তে মান ॥

দুর্বার পাটনে তুমি করহ গমন ।

আন গিয়া শঙ্খ মুক্তা চামর চন্দন ॥

এ বোল শুনিয়া সাধু বলে পুটহাথে ।

মহুগ্ধ ধন জন তোমার প্রসাদে ॥

চলিব পাটনে আমি ইথে নাহি ব্যথা ॥

আনিব চামর শঙ্খ চন্দন মুকুতা ॥

বিদায় হইয়া সাধু গেল নিজ ঘর ।

শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাক্ষিকর ॥০॥

শুভ দিন-গণনা

॥ করুণা ॥

রমণী দেখিয়া সাধু করে অহুতাপ ।

আদেশিল গাবরে ডিঙ্গায় দিতে গাব ॥

ডিঙ্গার উপর নানা সজ্জ দিল ভরা ।

গণক আনিয়া গণে শুভক্ষণ বেলা ॥

বহিব কেমনে ঘরে নাহি পুণ্যলেশ ।

লংঘিলে প্রমাদ বড় রাজার আদেশ ॥

প্রভাবিকা পঞ্জিকা মুকাইয়া খড়ি গণে ।

তিথি বার নক্ষত্র সর্কার নাহি মানে ॥

প্রবেশে রাহুর দশা বিপু শনৈ[৭৮]শ্চর ।

ভাল যাত্রা নাহি দেখি দ্বাদশ বৎসর ॥

সাধুর বচনে জ্ঞানী পুনর্বার গণে ।

বন্দী হবে পাটনেতে রাজসম্ভাষণে ॥

সকট জীবন শুন সাধুর প্রধান ।

নিশ্চয় গণিল আমি ইথে নাহি আন ॥

রাজার আদেশে আমি চলিব পাটন ।

বিলম্ব না সহে শুন গণ শুভক্ষণ ॥

ক্রোধমতি অধিপতি গণকেরে কহে ।

তোমার গণনে যাত্রা কতু সিদ্ধ নহে ॥

দ্বিতীয়া মঙ্গলবার মকর লগনে ।

কালি যাত্রা ভাল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে ॥০॥

সাধু কর্তৃক বাণুলীর ঘট লঙ্ঘন

॥ পয়ার ॥

প্রভু পরবাসে যাব শুনিয়া ক্লান্তিগী ।

হৃদয় ভাবিল হিমাচলের নন্দিনী ॥

সুগন্ধি ধবল ধাত্ত গলে ফুলমাল ।

আরোপিল হেমঘট মুখে চূতাল ॥

নানাবিধ নৈবেদ্য রচিল প্রচুর ।

কুঙ্কম মলয়াগন্ধ স্বরঙ্গ সিন্দূর ॥

রচিল ষড়ঙ্গ ধূপ ষড়দীপ জলে ।
 বিশাললোচনী পূজে পঞ্চ উপচারে ॥
 প্রণতি করিয়া রামা বলে কাকুর্কাণী ।
 হেনকালে সভ্যবতী বলয়ে বাতানী ॥
 বসিয়া কুন্সিগী কোন কাজ করে কোণে
 দেখ গিয়া সদাগর আপন নয়নে ॥
 ভাল মন্দ বিচারে দেখি ভিন্ন প্রভা ।
 যত মিথ্যা বলি আমি তোমার দুর্ভগা ॥
 যুবতীর বোলে সাধু গেল গর্তাগার ।
 দেখিয়া কুন্সিগী রামা লাগে চমৎকার ॥
 সাধুর হৃদয় ভাবে এই কোন হেতু ।
 কোন দেবতায় পূজ ক্রোধে বলে সাধু ॥
 প্রণতি করিয়া রামা বলে পুটহাথে ।
 মহাশয় ধন জন যাহার প্রশাদে ॥
 দেবান্নর নর যার না জানে মহত্ব ।
 ঘটে আরোপিয়া পূজি বাস্তুলীর পদ ॥
 এ বোল বলিয়া সাধু লংঘে বাম পায় ।
 মহা পাতকিনী পূজে মাইয়া দেবতায় ॥
 নুমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

বাস্তুলীর নিকট কুন্সিগীর

ক্ষমা প্রার্থনা

[৭৯ক] ॥ করুণাশ্রী ॥

থর থর করে ঘট হইল অন্ধকার ।
 নয়ানে না দেখে সাধু না পায় ছয়ার ।
 লোটাইয়া কুন্সিগী ধরে বাস্তুলীর পায় ।
 চারিদশ লোক জিয়ে তোমার কৃপায় ॥
 দাসীরে দেখিয়া চণ্ডী ক্ষম অপরাধ ।
 অবশ্য রাখিবে চণ্ডী আমার আইয়াত ॥
 ক্রহিণী গৃহিণী তুমি বচন দেবতা ।
 কমলানিলয় তুমি হরের বনিতা ॥

পর্কতনন্দিনী তুমি হরসহচরী ।
 কি বলিতে পারি আমি তোমার কিঙ্করী ।
 কুন্সিগীর বোলে চণ্ডী হাসে খলখল ।
 মুক্লিত বৃক্ষে অবশ্য ধরে ফল ॥
 নিমজ্জিল দোষ যেন শেষ শশিকলা ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সন্তোষ মঙ্গলা ॥০॥

সাধুর পাটনযাত্রা

॥ পয়ার ॥

যাত্রা করিল সাধু মঙ্গল দিবসে ।
 রোহিণী মকর লগ্ন কুন্ত পরবেশে ॥
 দ্বিজগণ পড়ে বেদ মঙ্গলের ধ্বনি ।
 আওয়াস তেজিয়া সাধু দেখিল শকুনী ॥
 মূক চিকুরে ধায় পরি কৃষ্ণপট ।
 বেদীর নিকটে গিয়া দেখে শূণ্ড ঘট ॥
 অশুভ দেখিয়া সাধু ভাবিল মানসে ।
 না জানি কি হয় আমি যাই পরবাসে ॥
 গুরুজন দেখি সাধু করিল প্রণাম ।
 কারে কোল দেই কারে করয়ে কল্যাণ ॥
 অজয় নদীর কূলে সাধুর প্রধান ।
 মধুকরে চাপে সাধু চিস্তে ভগবান ॥
 তোমার সেবক আমি কিছুই না জানি ।
 ত্রিপুরতারণ দেব রক্ষিবে আপুনি ॥
 ডিঙ্গায় ফুকে শঙ্খ গরজে মাদল ।
 ধূলাবাণ হানে জয় জয় কোলাহল ॥
 ঘন দণ্ড পড়ে হাথে বাজল কিঙ্কিণী ।
 বাহ বাহ বলে কর্ণধার চুড়ামণি ॥
 বর্দ্ধমান এড়াইল বাজে রণতুর ।
 ঈশত লীলায় গেল বড়শৌউল ॥
 রাজার প্রতাপে কেহ নাহি বলে রহ ।
 বিঘম সঙ্কট এড়াইল জামদহ ॥
 জলের কল্লোলে কানে কিছুই না শুনি ।
 বেউতগ্রামে গিয়া সাধু পূজে শূলপাণি ॥

ফলাহার করিলেক সাধুর নন্দন ।
 হিরণ্যগ্রামে [৭২] গিয়া করে রক্ষন ভোজন ।
 শীতল পবন বহে কার্তিক মাসে ।
 মউলা উত্তরে সাধু রজনী প্রবেশে ॥
 প্রভাতে পূজিয়া শিব করিলেক ত্রবা ।
 জাড়গ্রাম দিয়া সাধু পাইল দশঘরা ॥
 প্রতিদিন পূজে শিব নাহি করে হেলা ।
 কোথা রাক্ষে ভুঞ্জে খায় গুণ ক্ষীর কলা ॥
 দশঘরা এড়াইয়া গেল বৈষ্ণবপুর ।
 ধূসদন্ত সাধু রহে ডিঙ্গার ঠাকুর ॥
 তেদরা বাহিয়া যায় বাজে রণতুর ।
 ঈষৎ লীলায় সাধু গেল চণ্ডীপুর ॥
 সে দিন রহিয়া করে রক্ষন ভোজন ।
 সানন্দে পূজিল সাধু শস্তুর চরণ ॥
 হিম পরবেশে আইল অকাল কুহিড়া ।
 দ্বীপদ্বারহাটা দিয়া গেল জাঙ্গিমাড়া ॥
 কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট ।
 এড়াইল টাছয়া আর ডিঙ্গালহাট ॥
 সকল রসিক সাধু বুকে হিতাহিত ।
 বাধাণ্ডায় আসি ডিঙ্গা হইল উপন্যাস ॥
 দেউল দেখিয়া ডিঙ্গা ঠেক দিল দহে ।
 কবিচন্দ্র কহে চণ্ডী খার দোষ সহে ॥০॥

পথে সাধুর্ভুক্ত বাস্তলীমঙ্গির ভঙ্গ ও দেবীর ক্রোধ

॥ স্থই রাগ ॥

বল ভাইয়া কর্ণধার সমুখে দেউল কার
 কেয়ত দেবতা আছে ইথি ।
 শুন সাধু ধূসদন্ত দেউল দিল মহারথ
 বাস্তলী স্থাপিল নরপতি ॥
 এ বোল শুনিঞা কোপে দেবীর দেউল ভাঙ্গে
 বাধাণ্ডায় বসিয়া আপুনি ।

কৈলাসে কুতূহলে বসিয়া প্রভুর কোলে
 ভগবতী বিশাললোচনী ॥
 অবতরে গো মা সর্কমঙ্গলা
 কৈলাস তেজিয়া বিবাদে ।
 কুল জলে কোন কাজ পাইল বিষম লাজ
 দেউল ভাঙ্গিল ধূসদন্তে ॥
 দ্বিতীয়ার চাঁদ শিরে কাতি কর্পর করে
 ত্রিনয়নী নৃমুণ্ডমালিনী ।
 চাপিয়া কুলুপ বুকে চাহে দেবী চারি দিগে
 অক্ষকার সকল মেদিনী ॥
 ধায় নন্দী মহাকাল ক্রোধে হইয়া চৌতাল
 আকুল কুন্তল নাহি বাঞ্জে ।
 নেকা চোকা ভেবা ভূলা গলার ওড়ের মালা
 দাণ্ডাইল সাধু যথা বাঞ্জে ॥
 [৮০ক] বিপরীত বহে বাত ক্ষেণে ক্ষেণে বজ্রপাত
 ডিঙ্গার উপরে হতুমান ।
 ঘন ঘন পড়ে শিঙ্গা চাক ঘেন ফিরে ডিঙ্গা
 কেহ ডরে তেজিল পরাণ ॥
 অমলা বিমলা সখী ডরে নাহি মেলে আখি
 পুটহাথে বলে স্ততিবাণী ।
 তুমি ত্রিভুবনমাতা তোমার বচন মিথ্যা
 পাশরিলে ক্রুদ্ধিণীর স্বামী ॥
 তুমি তারে কৈলে বধ না হব তোমার ব্রত
 দাসীর থাকিব দুঃখ মনে ।
 সাধু যায়দহে গেলে নগর দেখাইয়া জলে
 বন্দী করাইহ রাজস্থানে ॥
 এই বাক্য শুন মোর সাধু যাকু দেশান্তর
 নিবেদিলু তোমার চরণে ।
 রক্ষ দেবী ভগবতী রমানাথে নিরবধি
 চন্দ্রশেখর সনাতনে ॥
 কহে বিজ্ঞ কবিচন্দ্র ত্রিপুরা পরম মন্ত্র
 যেই জন ভাবে নিরস্তর ।
 নৃপ দহ্য পশুগণে জলানলে রণে বনে
 ত্রিভুবনে কারে নাহি ডর ॥০॥

পাটনের পথে সাধুর অগ্রগমন

॥ পয়ার ॥

ডিকায় চাপিয়া পুন দেই ছলাহলি ।
 বাঘাণ্ডা এড়িয়া সাধু গেল নাঞিকুলি ॥
 নায়ের গাবয় যত সাধু তার পিতা ।
 বাহ বাহ বলি সাধু পাইল গো চিতা ॥
 বিলম্ব করিয়া তথা মহেশ পূজিয়া ।
 বুড়া মস্তেখর দেখে কুল্যায় থাকিয়া ॥
 ধীরে ধীরে বাহিয়া এড়ায় দেবনদ ।
 বিষম সঙ্কট দেখি বলে ধুসদন্ত ॥
 আকাশে পাতালে ঢেউ নাহি দেখি তীর ।
 শুনিয়া জলের ডাক প্রাণ নহে স্থির ॥
 কর্ণধার বলে ভাই শুন ধুসদন্ত ।
 ইহারে অধিক আছে জলদুর্গপথ ॥
 ভয় না করিহ তুমি নায়ের ঠাকুর ।
 যমথানা এড়াইয়া পাইল মানকোর ॥
 কর্ণধারে দিল সাধু হেমনেতধড়ি ।
 স্বর্গসম দেখিল পাটন তড়বড়ি ॥
 নানা সজ্জ লৈয়া হাট হয় প্রতিদিনে ।
 অবসাদ নাহি কার কেহ বেচে কিনে ॥
 কাকড়া পেলাইয়া ডিকায় ঠেক দিল দহে ।
 দ্রব্য বেচে কিনে যে যাহার মনে লখে ॥
 বিষ্ণু হরিপদ কেহ পূজে একমনে ।
 হরির কিঙ্কর নাচে হরির কীর্তনে ॥
 জোয়ারে [৮০] পূর্ণিত নদজল দিল ভাটি ।
 ডিকায় আজাড় বান্ধে বুদ্ধে পবিপাটি ॥
 সিলিদার পেলে সিলি মেঘ যেন ডাকে ।
 তড়বড়ি পাটনেতে চমৎকার লাগে ॥
 তমলিপ্ত এড়াইল মহেশকিঙ্কর ।
 মগরা বাহিয়া গেল গঙ্গাসাগর ॥
 সঙ্কতমাধবপদ পূজে একমনে ।
 বিলম্ব করিয়া তথা বস্তুজাত কিনে ॥
 জলজন্তু রহে যথা কার্তিকের ঘাটে ।
 কোতুকে এড়ায় বেহু নৃপতির পাটে ॥

যাহারে সন্তোষ প্রভু জয় বুধকে হু ।
 কাকি বাহিয়া সাধু গেল রামসেতু ॥
 শঙ্খ কাকড়া জৌক কড়িয়া পাটন ।
 এড়াইয়া গেল সাধু সাধুর নন্দন ॥
 প্রতিদিন ধুসদন্ত পূজে শূলপাণি ।
 সিংহল নগরে যথা নিবসে পদ্মিনী ॥
 সঙ্কটে জপে সাধু শিব শিব নাম ।
 এড়াইয়া যায় সাধু বাবুর মোকাম ॥
 জলের কল্লোল বড় খরশ্রোত বহে ।
 জানিল ত্রিপুরা সাধু গেল মায়াদহে ॥
 নুমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

মায়াদহে ঝড়বড়ি

॥ বারাদ ॥

পরমাণু হুমান সন্তে করি অহুমান
 ভগবতী তারে দিল পান ।
 উরে নন্দী মহাকাল স্বরগজ ক্ষেত্রপাল
 মায়াদহে কৈল অধিষ্ঠান ॥
 ঈশত পবন মেলে তরঙ্গে তরণী ঠেলে
 ভয় নাহি বলে কর্ণধার ।
 ঈশানে উইল ঘন অমুকুল সমীরণ
 চারি দিগে ঘোর অন্ধকার ॥
 সচিস্থিত বলে সাধু নাঞি জানি কোন হেতু
 কেমন দেবতা করে হট ।
 আচম্বিতে উইয়ে ঘন না জানি রজনী দিন
 মায়াদহে জীবন সঙ্কট ।
 সচিস্থিত সাধুর নন্দন ।
 আপন করমদোষে আঘন মাসের শেষে
 মায়াদহে ঝড় বরিষণ ॥
 ঘন ডাকে জলধর স্বরগজ তুলে জল
 কুল কুল শব্দ গগনে ।

জল পড়ে ঝিমি ঝিমি ভেকের মধুর ধ্বনি
ঘন বরিশণ রাত্রি দিনে ॥

দেখ ভাই দুর্দিন জীবনের কোন চিহ্ন
পড়িলাঙ যমরাজ বেড়ে ।

কি বিধি লিখিল দুঃখ থর থর কাঁপে বুক
অধর যুগল কাঁপে জাড়ে ।

বিপরীত বাত বহে ' ঠেকাঠেকি নায়ে নায়ে
ফিরে [চ্যক] যেন কুমারের চাক ।

ধবল পাষণ পড়ে বিপরীত জল বাড়ে
বল রে কেমনে পাব রাখ ॥

আবরত বরিশণ ছড় ছড় গরজন
ঝনঝন পড়ে অবিশাল ।

দু কূলে দেওয়াল থমে বড় বড় গাছ ভাসে
ভাগ্যে ডিঙ্গা না যায় পাতাল ॥

কৌতুকে হহু ধায় লাফ দিয়া চাপে নায
ঝলকে ঝলকে লয় পানি ।

আকাশে বিষম ঝড় উড়াইল ছইঘর
নিকেতনে রহিল ছিটনি ॥

নন্দী মালুয়ে চাপে মহাকাল বুলে কোপে
সাত ডিঙ্গা করে টল টল ।

বলে ভাই কর্ণধার রাখিতে না পারি আর
আজি ডিঙ্গা যায় রসাতল ॥

মরি তারে নাঞ্চি বাখা নাঞ্চি গোলাঙ দেশ যথা
পুনরপি যুগল রমণী ।

স্বরথ শথিবীনাথ না দেখিল গুরুপদ
এই মনে রহিল পুড়নি ॥

আকাশে পাতালে ঢেউ চমকিয়া উঠে জিউ
ঘন ঘন বিকশে বিজুরি ।

বলে সাধু ধুসদন্ত দাসে দোষ অবিরত
ক্ষেম নাথ দেব ত্রিপুরারি ॥

ঘুচিল বাদল ঝড় সাত ডিঙ্গা হইল জড়
রবির উদয় মধ্যদিনে ।

রক্ষ দেবী ভগবতী রমানাথে নিরবধি
চন্দ্রশেখর সনাতনে ॥

কহে দ্বিজ কবিচন্দ্র ত্রিপুরা পরম মন্ত্র
যেই জন জপে নিরন্তর ।

নৃপ দহ্য পশুগণে জ্ঞানলে রণে বনে
ত্রিভুবনে কারে নাহি ডর ॥০॥

মায়াদেহে আশ্চর্য্য দর্শন

॥ হই রাগ ॥

কনক শ্রীফল কুচ স্বলিত দুই হুজ
স্ববর্ণ কঙ্কণ শঙ্খ আগে ।

কনক কুণ্ডল দোলে শ্রবণ কপোল মূলে
মনোহর রুচি দুই ভাগে ॥

স্বরঙ্গ বদন পরি হাসে গজগতি নারী
কনক কলস কক্ষতলে ।

অগাধ প্রচুর জল অতিশয় নির্ঝল
কমলিনী স্বরসরোবরে ॥

কমলিনী গো মা সর্বমঙ্গলা
স্বর্গ তেজিয়া ত্রিনয়নী ।

কৌতুকে অবতরে সাধুর নন্দন ছলে
মায়াদেহে শক্তিরূপিণী ॥

জলের উপর পড়ি কেহ যায় গড়া[চ্য]গড়ি
লাফ দিয়া উঠে কোন জন ।

কনকরচিত পুরী প্রতি ঘরে সুন্দরী
পুরুষ না দেখি একজন ॥

কেহো মাংস কুটে বেচে শূন্য ভর করি নাচে
কেহো গজ করয়ে গরাস ।

কেহো পেলে কেহো লুফে মধুকর মধু লোভে
বদনকমলে কার হাস ॥

গজ গিলে উদগরে সহজে প্রকৃতি ধরে
যুবতী যুবতী করে কোলে ।

অধর পাকিল বিষ বদন কমলে চুষ
দেখি সাধু পড়ি গেল ভোলে ॥

মধুর কোকিল স্বরে গীত গায় মনোহরে
ঘাঘর নৃপুর করতলে ।

সুনাঙ্গ মাদল বাজে প্রতি ঘরে ঘরে নাচে
বিপরীত সকল নগরে ॥
মধুর কোকিল হাসি কুটিল কুস্তল কেশী
সিন্দূর তিলক ললাটে ।
পয়োধরে উইয়ে হার কটাক্ষ মুচ্ছিত মার
কমলিনী নগর নিকটে ॥
দুই হাথ দিয়া কুচে বিবসন হইয়া নাচে
কজ্জল নয়নসরোজে ।

দেখিয়া হৃদয় গুণে আইলাঙ কেমন ক্ষণে
হেট মাথা করে সাধু লাজে ॥
দেখ ভাইয়া কর্ণধার দেশখান কদাচার
যুবতী নগরে মাংস বেচে ।
কেহ রাঞ্জে কেহ ভুঁজে মুকুত চিকুরে নাচে
বসন না দেই ঘটকুচে ॥
সাক্ষী সর্বজন দুর্বীর পাটন
নরপতির চরণকমলে ।
কবিচন্দ্র কহে দেবী চরণপঙ্কজ সেবি
নিবেদিব সভার ভিতরে ॥০॥

সাধুর পাটনে উপস্থিতি

॥ পয়ার ॥

তবকী তবক ছোড়ে সিলিদার সিলি ।
দুর্বীর পাটনে লোকে কর্ণে লাগি তালি ॥
মেঘ নাহি দেখি পুনঃ পুনঃ গরজন ।
কথিল পণ্ডিতে নৃপ বল কি কারণ ॥
শুন নৃপতি মনে না ভাব বিষয় ।
পাটনে আইল কিবা সাধুর তনয় ॥
মন্ত্রী মেলিয়া পাঁচে স্বচতুর ভাট ।
ঝাট জান গিয়া সাধু কিবা পরঠাট ॥
রড় দিয়া বলে ভাট দাণ্ডাইয়া কুলে ।
পরাপর কহ যদি থাকিবে কুশলে ॥
ভাটের বচনে বলে নায়ের নফর ।
স্বরথ নৃপতি ঝার বদ্ধমানে ঘর ॥

তাহার সাধব এই আ[চরক]স্নাছে পাটন ।
বেচে কিনে পায় যদি শীতল বচন ॥
শুন হে বৈদেশী সাধু তোরে কহি মর্থ ।
দুস্বর্থ নৃপতি বৈসে সাক্ষাত যে ধর্ম ॥
ঠার সম্ভাষণে পরিতোষ পাবে মনে ।
স্বথে বেচ কিন দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

সাধুর রাজসভায় গমন

॥ ছন্দ ॥

পূজিয়া মহেশ মায়াদেহের পুলিনে ।
দোলারূঢ় হইল সাধু নৃপসম্ভাষণে ॥
স্বর্ণ পঙ্করে শুক গজবেল খাণ্ডা ।
অম্বলা রতন লয় ময়মত্ত গণ্ডা ॥
যুগল যুগল শশ গৌল কুরঙ্গ ।
স্বর্ণ সারিক লয় ধুকড়িয়া কঙ্গ ॥
চক্র চকোর ঘুঘু পিক মৌন রঙ্গ ।
কনক চরণ পিঠে নাহি ছাড়ে সঙ্গ ॥
সাধুর হৃদয় বাড়িল বড়ই প্রমোদ ।
ভাহক গণ্ডক লয় ঘুরল কপোত ॥
কলসে পুরিয়া ঘৃত তৈল লবণ ।
মধু মিষ্ট নারিকেল সুরঙ্গ বাণ্ডন ॥
পাট ভোট নেত লয় যুগমদ গণ্ডা ।
ক্ষীরের সন্দেশ পুলি মধু কাকরগুণ্ডা ॥
তেলঙ্গ। ছাগল খাসী মুঝার গরড় ।
পঞ্চ রতন লয় ধবল চামর ॥
নানা সজ্জ লয় সাধুহৃত নিরাতক ।
কনকরচিত গজদন্তের পালক ॥
বাঁকালি খেলায় পত্তি করে কোলাহল ।
দণ্ডি মুহুরি শঙ্খ বাজে অবিরল ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে মধুর কঁসর ।
আগে পাছে ধায় যত পাইক সকল ॥
এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁক যায় ।
কোথা ফুলহাট পড়ে গন্ধ বিকায় ॥

বিবাদে গারড় কেহো কুষ্ঠ যুঝায় ।
 স্থখীর নন্দন কোথা পায়রা উড়ায় ॥
 দোলাকুট কেহ গজ তুরগ রড়ায় ।
 নানা বাঘ বাজে কোথা বর কল্যা যায় ॥
 কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট ।
 দেখিয়া উত্তম জনে স্তুতি করে ভাট ॥
 ডাকা চুরি নাহিক কোটাল ছুরাচার ।
 প্রজার পালন দেখি উচিত বিচার ॥
 কপালে চন্দন কারো গলে রত্নমাল ।
 ইড়িক চাপিয়া বুলে নগর্যা ছাওয়াল ॥
 [৮২] কেহ বেচে কেহ কিনে নাহি অবসাদ
 ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে পাতিয়া বিবাদ ।
 কেহধিক নহে কেহ নহে হীনবল ।
 মারামারি করে কেহ পাতিয়া কন্দল ॥
 কেহ সাতাচারি খেলে কেহ বুদ্ধিবল ।
 কেহ পাশা খেলে কেহ খেলে চ্যাতবল ॥
 কেহ গেণ্ড খেলে কেহ কড়ি ভাঁটা টিক ।
 তরুণ আবালবৃদ্ধ সকল রসিক ॥
 চিনিতে না পারে সাধু স্থখী দুঃখী জন ।
 একরূপ দেখে সর্ব দুর্দার পাটন ॥
 দুঃখী নৃপতি বৈসে যেন বরতীত ।
 স্বরগুরু সমান পণ্ডিত পুরোহিত ॥
 সাধুর নন্দন সাধু বুঝে হিতাহিত ।
 রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনাত ॥
 নানা সজ্জ দিয়া সাধু রাজার চরণে ।
 প্রণাম করিয়া বন্দে দ্বিজ পাত্রগণে ॥
 আপন আসনে বৈসে নৃপনিদেশনে ।
 চারি দিগে চায় সাধু প্রফুল্ল বদনে ॥
 কোন জাতি উতপতি কিবা তব নাম ।
 কাহার নন্দন তুমি বাটা কোন গ্রাম ॥
 কাহার সভায় থাক আইলে কি কারণে ।
 অমৃত সৈচিল দেহ নৃপতিবচনে ॥
 গন্ধবণিক জাতি ধূসদন্ত নাম ।
 উৎসাকর দত্ত পিতা ঘর বর্দ্ধমান ॥

দেশের ঈশ্বর মোর নৃপতি স্বরথ ।
 তাঁহার সভায় সর্বকাল নিরাপদ ॥
 ভাগ্যবী নিবেদে নিত্য চরণে রাজার ।
 পরিপূর্ণ ছিল দেব রত্নের ভাণ্ডার ॥
 চামর চন্দন শঙ্খ মুকুতা প্রবাল ।
 দিনে দিনে টুটে দ্রব্য নাহিক অপার ॥
 এ বোল শুনিঞা রাজা মোরে দিল পান
 তথির কারণে মোর পাটনে পযান ॥
 নৃগুণমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥৮৩॥

রাজা ও সাধুর কথোপকথন

॥ যথা রাগ ॥

দেখিয়া ভেটের সজ্জ পরিতোষ মনে ।
 পান ফুল দিল রাজা পরদেখী জনে ॥
 দুঃখের লঙ্ঘন কলা চিনির সন্দেশ ।
 রাক্ষিয়া ভুক্তিতে তারে করিল আদেশ ॥
 চল সাধু কর বাসা আমার নিলয় ।
 বেচ কিন বস্তু যে তোমার মনে লয় ॥
 সকল চিহ্ন মহাসন্ধ কবই ।
 রোহিত পাঠান মীন ত্রিকণ্ট ফলই ॥
 তৈল লবণ খাসি ঘৃত দুগ্ধ দধি ।
 রন্ধন ভোজন সজ্জ দিল নরপতি ॥
 রাজার চরণে সাধু করিয়া প্রণতি ।
 রাক্ষিয়া ভুক্তিল দিনে স্থখে গেল রাত্তি ॥
 পুন দরশনে ছুই বসিয়া [৮৩ক] সভায় ।
 রাজা সাধু বড় প্রীত বাড়িল কথায় ॥
 স্বরথ পৃথিবীনাথ বর্দ্ধমানে ঘর ।
 দুর্দার পাটনে আমি বসুমতীশ্বর ॥
 উভয় দেশের মধ্যে ভাল মন্দ কি ।
 কবিস্ত্র কহে নৃপ বড় পুণ্যে জী ॥

মায়াদহের আশ্চর্য্য দর্শন বর্ণন
ও প্রভিজ্ঞা

রায়
কি কহিব আর দেশ কদাচার
যথি তুমি অধিকারী ।
গজ গিলে নারী বলিতে না পারি
কিবা রাক্ষসের পুরী ॥
মোর অভিমত থাকি তব পদ
কমলে করিয়া সেবা ।
শুনিল শ্রবণে দেখিল নয়ানে
যেন পুরন্দরসভা ॥
মায়াদহ জলে কাঞ্চন নগরে
কহি শুন নৃপমণি ।
জন্ম সীমন্তিনী আকৃতি পদ্মিনী
প্রকৃতি শক্তিরূপিণী ॥
আছে নরমণি পূর্বে নাহি জানি
যে কালে না ছিল জল ।
দহের উপর পেলিলে পাখর
কত দিনে যায়ে তল ॥
কনকের ঘর বিচিত্র নগর
তথি কি পদ্মিনী জাতি ।
সাধুর নন্দন তুমি অচেতন
স্বপন দেখিলে রাতি ॥
হই প্রণিপাত কহি নরনাথ
এ বোল অসত্য নহে ।
নগর পদ্মিনী গজ গিলে জানি
দেখাইব মায়াদহে ॥
মাংস কুটে বেচে শূত্রে ভরে নাচে
দেখিলে লাগিব ডর ।
এ বার বৎসরে বন্দী কারাগারে
যদি মিথ্যা কহুন্তর ॥
সাধুর ভারতী শুনিঞা নৃপতি
সাক্ষী করে জনে জনে ।

যদি সত্য হয় রাজ্য দিব তোম
বসাইব সিংহাসনে ॥
মিশ্র বিকর্তন সম্ভব কারণ
তুষ্ট যারে জিনয়নী ।
হারাবতীহৃত মুকুন্দ অঙ্কুত
রচিল মঙ্গলবাণী ॥০॥

রাজার মায়াদহে গমন

নৃপ কোপে লাফ দিয়া উঠে চাপিয়া হাতী পিঠে
সাধু সনে করিয়া বিবাদ ।
খাটিল ধবল ছত্র আগে পিছে পাত্র মিত্র
ঘন সিন্ধা বরকো নিনাদ ॥
রাউত মাহত পতি জিন করে ঘোড়া হাতী
পবন জিনিঞা যার গতি ।
গায় দিয়া আন্ধরেখি কেবল নয়ন দেখি
মাথার টাটুনি নানা ভাঁতি ॥
বীর সাজিল রে দুর্ব্বার পাটনেশ্বর
মায়াদহে দেখিতে পদ্মিনী ।
সাধু অসম্ভব্য [৮৩] কহে গজ গিলে মায়াদহে
কনকনগরে সীমন্তিনী ॥১॥
গুড় গুড় দগড় বাজে পাইক সকল নাচে
কোন জন গোঁফে দেই তোলা ।
কেহ ধরে ধন্য সর লেঙ্গা খাণ্ডা করতল
কাহার গলায় রত্নমালা ॥
চন্দন তিলক ভালে নৃপতিনন্দন চলে
কুমতি তাহার জ্যেষ্ঠ ভাই ।
বণরঙ্গি হাথে টাঙ্গি শেল শক্তি শূল সাক্ষি
পাইক সকলে ধাওয়াধাই ॥
কেহ পেলে খাণ্ডা লোফে মাথায় মুকুট শোভে
কোন জন বহেত তরোয়ারি ।
হাঁগিয়া চামর ঢাল হাথে করি বাঙ্গাল
রড় দেই সমরবেহারী ॥

ঘন পড়ে দাবাসিলি ঢাকিল কিরণমালি
তৃতীয় ভুবন কাঁপে ভয় ।

চলিল রাজার ঠাট চল্লিশ দিনের বাট
আগে পাছে গণন না হয় ॥

রত্নমন্দির নায় রাজার কামিনী যায়
সঙ্গে লৈয়া যত পুরীজন ।

সধবা বিধবা নারী প্রতি নায়ে সারি সারি
আগে পাছে করিল গমন ॥

দণ্ডি মুহুরি বাজে শঙ্খ ফুকরি নাচে
দড়মসা বাজে ঢাক ঢোল ।

মৃদঙ্গ বাজায় নটা তোলপাড় করে মাটি
রাওয়ানাই হইল গুণ্ডগোল ॥

কতোয়াল দুরাচার খর খাণ্ডা বহে ঢাল
লাফ দেই নৃপ সন্নিধানে ।

তার ভাই মহারুঢ় ময়গল গজারুঢ়
অধিকার যার রাত্রি দিনে ॥

ধাইল তাহার দল ভেরি বাজে অবিরল
কাহাল মধুর যন্ত্র বেগি ।

শ্রীযুত মুকুন্দ কহে উপনীত মায়াদহে
কোথা গজ নগরপদ্মিনী ॥০॥

মায়াদহে কিছু না দেখিয়া সাধুর

সাক্ষী ভালব

॥ কেদার ॥

গোসাঞি

তোমার পয়ান শুনি পালাইল পদ্মিনী
নগর লুকাইল মায়াদহে ।

দেবতাস্ত্রের জায়া আছিল পাতিয়া মায়া
আমার বচন মিথ্যা নহে ॥

অবনীনাথ নিবেদিল তোমার চরণে ।

দেখিল আপন আঁখি হয় নয় আছে সাক্ষী
নিবেদিয়া বুঝ তার স্থানে ॥

তুমি রাজা পুণ্যবান ভাল মন্দ আছে জ্ঞান
পরাজয় না ভাবিহ মনে ।

ঠাকুরে সেবকে বাদ অতি অহুচিত নাদ
অক্রোধ নহ কি কারণে ॥

[৮৪ক]

কে তোমার আছে সাক্ষী সম্প্রতি আনহ দেখি
বলুক আমার সন্নিধানে ।

যদি সে দেখিয়া থাকে অন্ধরাজ্য দিব তাকে
আর বসাইব সিংহাসনে ॥

শুনহ পৃথিবীপাল যশোমন্ত কর্ণধার
সাক্ষী আমার এই ভাই ।

শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে চণ্ডী সুপ্রসন্ন জনে
সকল ভুবনে পরাজয়ি ॥০॥

সাক্ষী না পাইয়া সাধুকে বন্দী

করার আদেশ

নাবিক ভাই যথোচিত বলহ সভায় ।

তোমার বচন শুনি দুই জনে হারি জিনি
ছোট বড় নাহিক ইহায় ॥

অনায়াসে পুণ্য পাপ অর্জনে নরক লাভ
উভয় দেখিয়া সত্যবাণী ।

কনকনগরে নারী মায়াদহে গিলে করী
দেখিলে কি না দেখিলে তুমি ॥

মায়াদহ হেমপুরে যুবতী কুঞ্জর গিলে
সাধু বলে হইয় তুমি সাক্ষী ।

গন্ধবাণিক জাতি কহে শুদ্ধ ভারতী
আপন নয়ানে নাহি দেখি ॥

সাক্ষীর বচন শুনি আদেশিল নৃপমণি
সাধুকে করহ নিঞা বন্দী ।

কবিচন্দ্র কহে শুন ডিঙ্গা লুটে যত জন
নৃপতি চাপিয়া গেল দস্তী ॥০॥

সাধুর ডিঙ্গা লুণ্ঠন

॥ ছন্দ ॥

ধর ধর বলে ঘন ঘন সিঁকা পড়ে ।

ডিঙ্গার উপর কেহ লাফ দিয়া চড়ে ॥

নায়ের গাবর যত নাহিক প্রতিভা ।
 ডিঙ্গা হইতে পেলে কারে দিয়া টুটি চিপা ॥
 আই বাপু বাওয়ারাই হইল মহাহট্ট ।
 নারিকেল লুটে কেহ খোকড়ার চট্ট ॥
 মার মার বলে কেহ কার খরে চুলে ।
 ধবল কাপড় কার লুটিল তসরে ॥
 কেহ চিনি লোটে কেহ তসরের স্ততা ।
 পিঙ্গলি পিঙ্গল কংস লুটিল মুকুতা ॥
 হস্তী ঘোড়া লুটে কেহ মূল্য নাহি যার ।
 পঞ্চরতন লুটে রত্নের ভাণ্ডার ।
 ব্যাঘ্র ভল্লুক যত আছিল বানর ।
 নানারূপ পক্ষগণ ছাগল কুঞ্জর ॥
 স্তম্ভার গাবড় খাসী তেলকা ছাগল ।
 আজ্ঞা দিয়া কটোয়াল লুটিল সকল ॥
 নায়ের গাবর যত জল জল চাহে ।
 জীবনে কাতর সব বাঙ্গাল পালায়ে ॥
 পথে লাগ পাইয়া কেহ কারে মারে কিল ।
 না মার চরণে পড়ে হও ধর্মশীল ॥
 সানন্দা আনন্দা গৌরীবর তিন ভাই ।
 আর যত বাঙ্গাল রহিল ঠাই ঠাই ॥
 একত্র হইয়া কান্দে পাঁচ সাত জনে ।
 রমানাথে রক্ষ দেবী কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

বাঙ্গাল মাঝিদের ক্রন্দন

॥ করুণাশ্রী ॥

[৮৪] কাদে রে বাঙ্গাল ভাই বাফই বাফই ।
 কুখেমে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥
 কান্দে রে বাঙ্গাল ভাই পেলাইয়া সোন ।
 হেট মাথা করি রহে কাকতলি মনা ॥
 আর বাঙ্গাল বলে ভাই গায় নাহি বল ।
 আমার জীবনধন এড় রে হিন্দল ॥
 আর বাঙ্গাল বলে ভাই মিথ্যা কেন দন্দ ।
 পুরুষ সাতের মুণ্ডি হারালু কামন্দ ॥

আর বাঙ্গাল বলে মুণ্ডি হইলু অনাথ ।
 সর্ব্ব ধন গেল মোর হকুতার পাত ॥
 আর বাঙ্গাল বলে মুণ্ডি হইলু হতাশ ।
 জীবনে কাতর মুণ্ডি ভাঙ্গিল বাওয়াস ॥
 আর বাঙ্গাল বলে ভাই কহিতে বড় লাজ ।
 হলদিগুণ্ডাগুলি গেল জীয়া কোন কাজ ॥
 হলদি হকুতা পাতা হিন্দল হিকই ।
 মজিল সকল ধন কেমতে কুলাই ॥
 আর বাঙ্গাল বলে ভাই এই সে ছিল গতি ।
 দুর্কার পাটনে মৃত্যু লিখিয়াছিল বিধি ॥
 যুবতী যৌবনবতী ছাড়িল কি দোষে ।
 আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদোষে ॥
 ইষ্টকুটুম্বগণে লাগে মায়া মো ।
 আর বাঙ্গাল বলে না দেখি মাগু পো ॥
 কপর্দক হেতু পরাদীন যেই জন ।
 আর বাঙ্গাল বলে তার বিফল জীবন ॥
 কেন বা আইলু মুণ্ডি পাইয়া আপনা ।
 বিপাকে মজিল মোর হিঙ্গের মনা ॥
 অবধ সাধব নাহি বুঝে হিতাহিত ।
 রাজার সভায় কেনি কহে বিপরীত ॥
 আর বাঙ্গাল বলে যে জন নাহি বুঝে ।
 ক্ষিতিতলে মরণ প্রকৃতি নাহি ঘুচে ॥
 বাঙ্গালের বচনে সাধুর ভবে মন ।
 সজল নয়ানে বলে বিনয় বচন ॥
 সাত ডিঙ্গা লুটিয়া পাইল নানা ধন ।
 ঢাক ঢোল বরোজ্ঞেতে ঘাই ঘনে ধন ॥
 ময়গল শ্রুপ শ্রবণে নিশাপতি ।
 খগরাজ তুরগ রাহুত সেনাপতি ॥
 মহাহট্ট পদাতি সারথি মহারথী ।
 রাজার আজ্ঞায় বন্দী করিল বিরোধী ॥
 না মার সেবক জনে গ্রহরাষ্টপতি ।
 শ্রীযুক্ত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

সাধুকে কারাগারে প্রেরণ

॥ ছন্দ ॥

সাত ডিঙ্গা লুটিয়া পাইল নানা ধন ।
 ঢাক ঢোল বরোজ তেঘাই ঘনে ঘন ॥
 ময়গল শ্রুপ শ্রবণে নিশাপতি ।
 খগরাজ তুরগ রাউত সেনাপতি ॥
 মহাহট্ট পদাতি [৮৫ক] সারথি মহারথী ।
 রাজার আদেশে চলে বান্ধিতে বিরোধী ॥
 পরদেশী সাধুর কাঁকালে দিল ডোর ।
 উপনীত কারাগারে বন্দী যেন চোর ॥
 বিবিধ বন্ধনে বান্ধে সাধুর কুমারে ।
 বন্দী করি কারাগারে খুইল সদাগরে ॥
 সদাগর বন্দী হইয়া চিহ্নিল শঙ্করে ।
 সেবকবৎসল জয়া জানিল অন্তরে ॥
 কৈলাস তেজিয়া হইল দেবীর গমন ।
 কারাগারে গিয়া চণ্ডী দিল দরশন ॥
 ত্রিপুরা কথিল সাধু বন্দী কি কারণে ।
 আমি বন্দী কৈল ইবে রাখে কোন জনে ॥
 ভক্তি করি পূজ বেটা আমাব চরণ ।
 কালি হইব তোহর বন্ধন বিমোচন ॥
 ধুসদন্ত বলে মোর যদি যায় প্রাণ ।
 মহাদেব বিহু দেব না পূজিব আন ॥
 এ বোল শুনিঞা কথিল মহামায় ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা সহায় ॥০॥

সাধুর মহেশ বন্দনা

॥ গৌরী ॥

লোক পাতক না ভজি হরে ।
 আপন করমফলে চিত্ত তহুঁ চলে ॥
 বাধক নাহি কি অরে ॥
 বিষ করে পান বলদে প্রয়াণ ॥
 হাড়মালা ভস্ম দেহে ।
 মহেশ দিগম্বর সর্বভূতেশ্বর ॥
 সে কেন চাঁদকে বহে ॥
 দেব পিতামহ বাহন হংসারোহ ॥
 কর্দ্দম চড়ই নীরে ।
 পঙ্কজে মূলই নিরন্তর থোসই ॥
 অমৃত না খায় ঘরে ॥
 কৃষ্ণের বাহন ভূজঙ্গ ভূষণ ॥
 এ সব লোকেতে গায় ।
 মহেশবাহন করে হলাসন ॥
 বান্ধিলে কো নাহি পায় ॥
 কুঞ্জরবদন মৃষিকবাহন ॥
 ত্রিলোক যাহারে বন্দে ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ ॥
 ত্রিপুরা হরবধূপদে ॥

॥ জাগরণ পালারম্ভ ॥

ভূর্গা বন্দনা

॥ ছন্দ ॥

সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বলোকভয়াপহাং ।
ত্রক্ষোত্রবিষ্ণুনিমিত্তাং প্রণমামি সদাশিবাম্ ॥১
প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং স্ত্রীতে স্বরনায়িকে ।
কুলদ্রোতকরে চোণ্ডে জয়ং দেহি নমোহস্ত তে ॥২
আয়ুর্দেহি সদা কালী পুত্রান্ দেহি সদাশিবা ।
ধনং দেহি মহামায়া নারসিংহী যশো মম ॥৩

ঐভূর্গাচরণ সত্য ॥

রুক্মিণীর প্রসববেদনা

॥ ছন্দ ॥

পাটনে রহিল বন্দী ধুসদন্ত তথা ।
এমন সময় শুন রুক্মিণীর কথা ॥
ছয় মাস গেল সাত মাস পরবেশে ।
নানা সাধ খায় রামা দিবসে দিবসে ॥
গৌরী পূজে নানা দ্রব্যে তথি দিয়া দ্রুত ।
অষ্ট মাস গেল রামা খায় পঞ্চামৃত ॥
স্থখ দুঃখ যত সব কর্ম অধীন ।
দশ মাস গেল পূর্ণাধিক দশ দিন ॥
আচস্থিতে জনমিল তার পেটে ব্যথা ।
আই বাপু করি চিন্তে হিমালয়স্থতা ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুঙ্গ মতি ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

রুক্মিণীর খেদ

৥ করুণা ॥

না জীব পরাণে দিদি গলে দিব কাতি ।
জঠরে বেদনা বাড়ে না পাই স্থিতি ॥
আই আই কাঁকালি ভাঙ্গে চলিতে না পারি ।
কি আছে কপালে দুঃখ তেজি নাই মরি ॥

পিপাসা ঝাটিল বড় বিরূপ রচনা ।
দ্রুয়োরে বসিল যম নিবেদিল তোমা ॥
বদনে সঘন হাই গায় নাহি বল ।
উঠিয়া দাড়াইতে নারি করি টলটল ॥
তুমি যে সারথি মোর শুন সত্যবতী ।
মরিলে তোমার কোলে নহিব ভ্রগতি ॥
দাসীর বধেতে চণ্ডী ভয় নাহি তোরে ।
বর দিয়া বিসরিলে রুক্মিণী চেটীরে ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুরস বাণী ।
আসনে টলিল হিমাচলের নন্দিনী ॥০॥

চণ্ডীর যোগিনীবেশে আবির্ভাব

ও রুক্মিণীর পুত্রলাভ

॥ পয়ার ॥

ধেয়ানে জানিল স্বরহরসহচরী ।
প্রসব বেদনা খায় রুক্মিণী স্তম্ভরী ॥
যোগিনীর বেশে চণ্ডী উরিল আপুনি ।
সাধুর ভ্রাতারে গিয়া ডাকে উচ্চবাণী ॥
ছয় মাস বিয়ে নাঞি খাই অন্ন পানি ।
চক্ষে নাহি দেখি উচ্চ রায় কর্ণে শ্রুনি ॥
রুক্মিণীরে বল ঝাট আনি দেওক ভিক্ষা ॥
ধর্মে মন দিয়া মোর প্রাণ কর রক্ষা ॥
উপনীত হইল পানী জলঘটকক্ষা ।
ক্ষেণেক বিলম্ব কর আনি দিব ভিক্ষা ॥
এড়িয়া কক্ষের কুস্ত রক্ষনমন্দিরে ।
মনে যুক্তি করে কি কি দিব যুগিনীরে ॥
তৈল লবণ [চুড়ক] দ্রুত আতপ ততুল ।
দিয়া নিবেদিল মাতা হও অহুকুল ॥
ভক্ষ্যব্য পাইয়া চণ্ডী পুলকিত বপু ।
জিজ্ঞাসিল মন্দিরে কে করে আই বাপু ॥
যোগিনীর বোলে পানী মনে ভাবে ব্যাধা ।
কেমতে জানিল যুগী বড়ী এই কথা ॥

ডাকিনী রাক্ষসী কিবা বলে ঘরে ঘরে ।
 কথিলে কি না কথিলে কোন ফল ধরে ॥
 রুদ্রিণী সাধুর নারী গর্ভ দশ মাস ।
 প্রসববেদনা তার করিল প্রকাশ ॥
 মন্দির ভিতর শুনি ইহা লাগি রোল ।
 প্রসব করাব আমি কোন ছার বোল ॥
 কাল ভাণ্ড করি আন আলগছে পানি ।
 গুরু প্রসাদে আমি সিদ্ধমন্ত্র জানি ॥
 আমার মন্ত্রিত জল যায় যার পেটে ।
 তৎকাল প্রসবে পুত্র ফুল পড়ে হেটে ।
 এ বোল শুনিঞা হেঁঠ মাথা করে পানী ।
 রড দিয়া কহে যথা নিবসে রুদ্রিণী ॥
 এক যোগী বৃদ্ধী তোর জিজ্ঞাসিল বাত ।
 না জানি কি শুভাশুভ কোন পরমাদ ॥
 শুনিঞা পানীর মুখে কথিল রুদ্রিণী ।
 ঝাট আন গিয়া তুমি যুগীর নন্দিনী ॥
 রুদ্রিণী বেদনা খায় দেই হামাকুড়ি ।
 রুদ্রিণী বলয়ে পানী যাহ রড়ারড়ি ॥
 পুনরপি গেল যথা নিবসে যোগিনী ।
 যোগিনীর পদে তবে বলে চেঁচী পানী ॥
 গড় করি চল ঝাট শুন যোগীঝি ।
 তোমারে দেখিলে রুদ্রিণী বলে জী ॥
 পানীর বচনে গেলা বিশাললোচনী ।
 কাকুতি করিয়া পায় ধরেত রুদ্রিণী ॥
 জিউ যায় প্রাণ রাখ শুন ঠাকুরাণী ।
 কাল ভাণ্ড আলগছে ঝাট আন পানি ।
 নয়গাছি দূর্কা আন তুলসীর দল ।
 প্রসাবিবে এখন মস্ত্রিয়া দিলে জল ॥
 তৎকাল আনিল সব পানী স্থশিক্ষিতা ।
 মন্ত্রিত উদক দিল যোগীর হৃদিতা ॥
 শুন বিয়ে পিয় পানি চিন্তা নাহি মনে ।
 স্বলক্ষণ পুত্র প্রসবিবে এইক্ষণে ॥
 যোগিনী[৮৬]মন্ত্রিত জল অচেতনে পিয়ে
 ঘুটিল সকল দুঃখ বল হৈল দেহে ॥

উপজিলা ধর্ম শুন দেখিয়া যোগিনী ।
 স্থখে প্রসবিল পুত্র স্মৃখী রুদ্রিণী ॥
 রড দিয়া পানী গিয়া আনিলেক ধাই ।
 জয় দিয়া নাভিচ্ছেদ করিল তথাই ॥
 কোলে পুত্র দিয়া চণ্ডী গেল স্বর্গপুরী ।
 আনন্দে থাকিল ঘরে রুদ্রিণী স্বন্দরী ॥
 আড়াইহানা বেলা আনে আর পাঁচ গেড়ি ।
 অগ্নি জালিয়া কোলে সাজিল আতুড়ি ॥
 এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় যায় ।
 জাগরণ করে নিশি ষষ্টিপূজায় ॥
 আসিয়া লেখিল বিধি লনাটে আপুনি ।
 নৃপ শাস্ত্র সানে তোর টলিব কঠিনি ॥
 গুরু তোরে কথিবেক অকথা কখন ।
 বহিঃ সাজিয়া যাবে দুর্বার পাটন ।
 মায়াদহে গজ গিলে যুবতী নগরে ।
 দেখিয়া কথিবে গিয়া নৃপতিগোচরে ॥
 দক্ষিণ মশানে রাজা তোরে দিব বলি ।
 স্বর্গ তেজিয়া তোরে রক্ষিব বাণেশ্বরী ॥
 নিশ্চয় লিখিল আমি ইথে নাহি আন ।
 দুস্মৃৎ নৃপতি তোরে দিব কণ্ঠাদান ॥
 ডালে ডাকে কোকিল স্নগন্ধি বহে বায়ু ।
 শতেক বৎসর বিধি লিখিলেক আয়ু ॥
 লিখিয়া চলিল বিধি আপনার ঠাঞি ।
 আটক নষ্ট ডাইয়া কৈল সাত দিন বই ॥
 জগতবিখ্যাত যার যেই কুলাচার ।
 নব দিনে করিলেক নব নভা তার ॥
 দিবস গণিতে গেল বিংশতি দিন ।
 ষষ্টি পূজিতে আইয় ডাকে সাত তিন ॥
 বাখর দ্বীপের লোক হইয়া হরষিত ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার গীত ॥১৥

রুক্মিণীর ষষ্ঠীপূজা

॥ মঙ্গল রাগ ॥

ষষ্ঠী পূজিতে চলিল রুক্মিণী
আপন কোলে পুত্রখানি ।
যতেক আইয় মেলি দেই হলাহলি
মৃদঙ্গ বাজে শঙ্খ বেগি ॥
অমূল্য আত্মসাদন অনেক আভরণ
রুক্মিণী মৃগ স্ফাগমিনী ।
সঘনে জয় জয় উল্লাস হৃদয়
আগে পিছে নিতম্বিনী ॥
যুগল বাজে সিদ্ধা ধাইল রণচিহ্না
ছাওয়াল কত নাহি জানি ।
তৈল সিন্দূর হরিদ্রা প্রচুর
কুঙ্কম মলয় গন্ধখানি ॥
ত্রিসর জালিখানি পাতিলি কাল জিনি
[৮৭ক] ধবল পাট ভোটবাস ।
স্বরঙ্গ গুয়ার্টুটী পরিল তাত কাঠি
বাহার সেই অভিলাষ ॥
ধবল কাল শত ছাগল যুখে-যুখে
প্রবীণ মহিষ মেঘে ।
খড়্গা হাথে করি ধাইল খাওয়ারী
নগরে বত জন বৈসে ॥
কদলি কান্দি কান্দি সন্দেহ নানা ভাতি
ছুঞ্জে মিশাইয়া চিনি ।
স্বগন্ধি তণ্ডুল বাওন নারিকেল
হরিষে বটনিবাসিনী ॥
কলসে দ্রব্য ভরি চলিল কথো ভারী
ধাইল হাথে অপঝারি ।
ব্রাহ্মণ যায় আগে ত্রিবিধি বেদ মুখে
কাসর বাজে শঙ্খ ভেরি ॥
স্বগন্ধি ফুলঝারা বিংশতি এক বারা
বটতলে হলাহলি ॥
ষড়ঙ্গ ধূপ দীপ নৈবেদ্য নানারূপ
মোদক খই ক্ষীরপুলি ॥

কর্পূর তাম্বুল

মধুর শ্রীফল

লবঙ্গ নানা জাতি ফল ।
ব্রাহ্মণ পড়ে স্তব সর্বাদি পূজে দেব
পঞ্চোপচারে লছোদর ॥
ষষ্ঠীর দুই পদ পূজিয়া বিধিমত
কল্যাণ করে দিগ্ধ শেষে ।
ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র ভাষে ॥০॥

পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ

॥ ছন্দ ॥

বিলায় সাধুর নারী সরস সিন্দূর ।
পতি পত্নী যুবতী ললাটে উয়ে স্বর ॥
মস্তক উপরে দেই তৈল পলা পলা ॥
গুয়া পান দেই একে একে খই কলা ॥
ক্ষীরপুলি দেই রামা করিয়া বিশেষ ।
দধি মধু নারিকেল চিনির সন্দেশ ॥
ইক্ষু শশা দেই কারে পনসের ফল ।
চিপট মুড়কি আর বাওন নারিকল ॥
সঙ্ক বিলাইয়া রামা উল্লসিত বুক ।
বাঘ নাটে উল্লসিত যত কৃতভুক ॥
ব্রাহ্মণে গুবাক দেই কর্পূর পান ।
পরিহার মাগিলেক করিতে কল্যাণ ॥
আনন্দে যুবতীগণের গায় বাঢ়ে বল ।
আপনা আপুনি পাতে হরিষ কন্দল ॥
পরিহাস করে কেহ নাহি করে হেলা ।
হরিদ্রা কুঙ্কম চুনে কেহ পাতে খেলা ॥
আতাঞ্জলি দিয়া ঢাকে বদনকমল ।
গালে হাধ দিয়া কেহ হাসে খল খল ॥
মাসাস পিঙ্গাস দেখ ননদ জাগর্তি ।
কোন লাজে যাব ঘর কুৎসিত [৮৭] মূর্তি ॥
মাথায় কাপড় নাহি কুচ নাহি ঢাকে ।
ছি ছি বলিয়া হাসে লাজ নাহি মুখে ॥

গুড় গুড় দগড় বাজে মাদল কঁাসর ।
 যুবতীর আনন্দে ছাওয়ালে দেই রড় ॥
 সজ্জ বিলাইয়া রামা অবশেষ বেলা ।
 ছাওয়ালে ছাওয়ালে কাড়াকাড়ি থই কলা ॥
 বিলাইল সজ্জ যত মঙ্গল বাধাই ।
 বিদাই করিল সতে বটতরু ঠাই ॥
 যক্ষী পূজিয়া গেল যার যথা ঘর ।
 ত্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাক্ষিকর ॥০॥

রুগ্মিণীপুত্রের নামকরণাদি

এক দুই তিন চারি গেল পঞ্চ মাসে ।
 পুরোহিত আনি নাম গুণদত্ত ভাষে ॥
 পাঁচ মাস গেল ছয় মাস পরবেশে ।
 অন্নপ্রাশন করাইল হৃদিবসে ॥
 বাপের মন্দিরে শোভে স্তম্ভের স্রবাল ।
 দিনে দিনে বাঢ়ে যেন শশী ষোলকলা ॥
 সাত অষ্ট মাস যায় হয় অন্নরুচি ।
 নয় মাস পরবেশে দেই আলগছি ॥
 দশ একাদশ মাস বার পরবেশে ।
 পূর্ণিত মাসেতে বৎসর হইল শেষে ॥
 সরল খেলানি করে প্রথম বয়সে ।
 গণিতে বৎসর তার পঞ্চ পরবেশে ॥
 ব্রাহ্মণ আনিঞা শুভক্ষণ হৃদিবসে ।
 কর্ণবেধ করাইল মনের হরিষে ॥
 গণক আনিঞা কৈল পঢ়াবার দিন ॥
 গুণবন্ত গুণদত্ত মতি যে প্রবীণ ॥
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুঙ্গ মতি ।
 ত্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

গুণদত্তের বিদ্যারম্ভ ও গুরু কর্তৃক ভৎসনা

॥ বারাড়ি ॥

পাঠাইয়া মহুয়া আনাইয়া নিজ ঘরে ।
 সমর্পিল তনয় পণ্ডিত গৌরীঘরে ॥

নানা রত্ন স্বগন্ধি চন্দন গন্ধ ফুল ।
 যুগল বসন দিল কর্পূর তাষূল ॥
 বসিতে কহিতে যেন জানে রাজস্থানে ।
 নিবেদি তোমার পায় পঢ়াবে যতনে ॥
 গুরুপদ পূজিয়া পূজিল গণেশ্বর ।
 ঈশ্বরী পূজিয়া বিদ্যারম্ভে সদাগর ॥
 ককারাদি চতুত্রিংশ পড়িলেক স্বর ।
 অকারাদি পড়িল বাস্তা সংযোগ অক্ষর ॥
 গুরুর নিকটে সাধু পায় পরিতোষ ।
 ব্যাকরণ পড়িল দিনে দিনে কাব্য কোষ ॥
 নানা শাস্ত্র পড়ে সাধু মতি যে প্রবল ।
 নাটক নাটিকা ছন্দ পড়িল পিঙ্গল ॥
 সাহিত্যদর্পণ কাব্যপরকাশ ধ্বনি ।
 মহিমা বামন দণ্ডী পড়ে ফরমানি ॥
 [৮৮ক] সুরত সঙ্গীত শাস্ত্র পড়িল যতনে ।
 শুনিয়া যতেক লোক উৎসাহ হয় মনে ॥
 বিষম পড়িয়া পদ প্রতিদিন সাধে ।
 কঠিনি টলিল গুরু তুলি দেহ হাথে ॥
 এ বোল শুনিঞা গুরু প্রকাশিত তুণ্ড ।
 কি বলিস তুঞি মোরে ওরে বেটা ভণ্ড ॥
 গুরুর বচনে সাধু মাথা করে হেট ।
 লাজে কিছু নাহি বলে ক্রোধে ফুলে পেট ॥
 রচিল মুকুন্দ গুরুর চরণ বন্দিয়া ।
 শুভিল মন্দিরে গিয়া কপাট টানিয়া ॥০॥

গুণদত্তের অভিমান

॥ করুণা ॥

শুভিয়া মন্দিরে ভাবে সাধুর কুমারে ।
 কেন বা বলিল গুরু জারজ আমারে ॥
 জনক না দেখি আমি আপন নয়ানে ।
 কেনি বা জননী আছে মধবা লক্ষণে ॥
 যুগল জননী সদা আমিহা ভোজন ।
 স্বরঙ্গ বসন পরে তাষ ল ভক্ষণ ॥

ললাটে সিন্দূর পরে নয়নে কজ্জল ।
 দুই হাথে সরল শঙ্খ নবীন উজ্জল ॥
 কিছু নাহি দেখি আমি বিধবা লক্ষণ ।
 এতেক দেখিয়া গুরু বলে কুবচন ॥
 এ সব ভাষয়ে মনে সাধুর নন্দনে ।
 চিন্তা উপজিল ওথা ক্লিষ্টগীর মনে ॥
 প্রভাতে গিয়াছে পুত্র পড়িবার তরে ।
 এ দুই প্রহরে পুত্র নাহি আইল ঘরে ॥
 পুত্র চাহিবারে হৈল রামার গমন ।
 কবিচন্দ্র বলে দুর্গা হও স্ত্রপ্রসন্ন ॥০॥

আকাশে হৈল বাণী [৮৮] শুন লো সীমন্তিনি
 বিষাদ না ভাবিহ মনে ।
 নিবসে পুত্র তোরা চিন্তিত বহুতর
 শয়ন স্থানিকেতনে ॥
 শুনিঞা গুণবতী ধাইল গজগতি
 দেখি গিয়া নিজ স্থতে ।
 ত্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
 ত্রিপুরা হরবধূপদে ॥০॥

পুত্রের অনুগমন

॥ করুণা ॥

অরণ্য প্রান্তরে চাহিলু ঘরে ঘরে
 আর গুরু সন্নিধানে ।
 পর্বত নিঝোরে চাহিলু সরোবরে
 না দেখি শুনি আঁখি কানে ॥
 ক্ষুধাতৃষাকুল না খাও অন্ন জল
 মারিল কে করিলেক দ্বন্দ্ব ।
 না জানি কোন পাপ কে দিল অভিশাপ
 ভুবনে নাহি করি মন্দ ॥
 হরি হরি হরি কান্দে রে সত্যবতী
 ক্লিষ্টগী উচ্চস্বরে ডাকে ।
 আরে গুণদত্ত কোথা গেলি পুত্র
 সঘনে ভুজ মারে বৃকে ॥১॥
 আকুল সরসিজ নয়ানে নাহি লাজ
 বসন নাহি দেই কুচে ।
 সমুখে যারে দেখে জিজ্ঞাসা করে তাকে
 ভ্রমিঞা বলে প্রতি নাছে ॥
 আসিয়া নিজ ঘর ভোজন না কর
 কে গালি দিল সমাঝে ।
 কা সনে কৈলে কেলি কে তোরে দিল গালি
 ঘর না আইস কেন লাজে ॥

মাতা কর্তৃক পুত্রকে পিতৃপরিচয় দান

॥ সুই রাগ ॥

বাছা কা সনে কৈলে দ্বন্দ্ব কে তোরে বৈল মন্দ
 কি কারণে রহিয়াছ শুতিয়া ।
 তোরা বাপ হাথে হাথে স্বরথ পৃথিবীনাথে
 পুরীজন গেল সমর্পিয়া ॥
 কহি শুন রতিপতি ভগবতীপদ গতি
 আমি তোরা জনমধারিণী ।
 নৃপদশতদল নিবেদিয়া কর ফল
 ঘেবা তোরে কথিল কুবাণী ॥
 চল ঝাঁটি নরপতি যথা ।
 আপনারে বল রাখে তোমা সনে বাহ জোঁথে
 কে ধরে কন্দরে দুই মাথা ॥
 মাতা লিখিতে টলিল খড়ি ওঝার চরণে পড়ি
 নিবেদিল তুলি দেহ হাথে ।
 এ বোল শুনিঞা কোপে গুরু থর থর কাঁপে
 ক্ষণেক রহিলা হেঁট মাথে ॥
 ঘরে ঘরে হনগরে জিজ্ঞাসা আমার বোলে
 তোমার জননী পতিব্রতা ।
 বলে গৌরীবর শুদ্ধি ওরে বেঁটা অসজ্জাতি
 জানিস কে তোরা জন্মদাতা ॥
 তুমি মাতা কহ কথা কোথা সে আমার পিতা
 উদ্দেশ করিব স্থনিচয় ।

যদি না কথিবে সত্য গুণদত্ত তোর বধ্য
কথিল তোমায় সবিনয় ॥
স্বরথ স্বরথ রাজা ভাল জানে যত প্রজা
তোর বাপ দুর্ব্বার পাটনে ।
তোর বাপ হয় জ্যেষ্ঠ গৌরীবর হয় ছোট
উপহাস্ত কবিচন্দ্র ভনে ॥১॥

পাটনে যাইবার জন্ত গুণদত্তের

মাতৃঅজ্ঞা লাভ

॥ শ্রী রাগ ॥

উপহাস নহে শুন জনমধারিণী ।
সভায় পণ্ডিত মোরে কথিল কুবাণী ॥
চলিব পাটনে আমি ইথে নাহি আন ।
চরণে ধরিয়া বলি দেহ সন্নিধান ॥
হৃদয় সন্তোষ নাহি কর মোবে ক্ষমা ।
জনবাদ ধুচুক মোর রহক মহিমা ॥
শিশুবুদ্ধি শুন রে বালক গুণদত্ত ।
না যাব পাটনে বড় জলজুর্গ পথ ॥
মাতা লংহিলে পরম দোষ তব বাক্য বেদ ।
আমার হৃদয় জাগে না কর নিষেধ ॥
বাছা বহিষ্ণু গড়াহ আগে চলিহ পাটনে ।
বিদায় করহ গিয়া নৃপতিচরণে ॥
পরম সন্তোষ [৮৯ক] পাইল মায়ের বচনে ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥২॥

ডিক্কা নির্মাণে বিশ্বকর্ম্মার স্বীকৃতি

॥ পয়ার ॥

কনক চান্দ্রা পরিজন দিয়া কাছে ।
রাত্রি দিবা ভ্রমায়ে যে নগরের মাঝে ॥
যে জানে গঠিতে ডিক্কা ধরিয়া তাহারে ।
আনিবে আমার ঠাঞি আদেশিল তোরে ॥

জানিল ত্রিপুরা সাধু চলিব পাটনে ।
বাপের উদ্দেশে ডিক্কা নাহিক গঠনে ॥
আনন্দিত নগরে সাধুর পুরীজন ।
কে জানে গঠিতে ডিক্কা ডাকে ঘনে ঘন ॥
বিশ্বকর্মে বলে মাতা হাথে দিয়া পান ।
সাত ডিক্কা গঠ গিয়া সঙ্গে হুয়মান ॥
এক চক্ষু নাহি এক চরণ ডাগর ।
স্বর্ণ চান্দ্রা ধরে নগর ভিতর ॥
সকল বিরূপ দেখি যত জন হাসে ।
উপনীত করিল সাধব যথা বৈসে ॥
শরীর দুর্ব্বল বড় অন্ন নাহি পেটে ।
সত্বরে চলিতে নারে কোথা পড়ে উঠে ॥
আমি ডিক্কা গঠিব ধরিল হেম ভালি ।
কবিচন্দ্র কহে গেল সাধু বরাবরি ॥৩॥

হনুমান সহ বিশ্বকর্ম্মার ডিক্কা নির্মাণ

শুন কারিকর ভাই তুমি গুণবান ।
কেমতে গঠিবে ডিক্কা বল সন্নিধান ॥
দক্ষিণ চরণে গোদ বাম চক্ষু কাণ ।
নড়ির ঠেকনি বিনে না কর পয়ান ॥
অন্ন বিহনে দেহ নহে বলবান ।
ধনলোভে মন মজে বুঝিল গেয়ান ॥
সাধুর বচনে হুই কারিকর কোপে ।
শত হাত কাষ্ঠ পেলি লাফ দিয়া লোফে ॥
দেখহ সাধুর স্তত গুণ নহে বৃড়া ।
দুইখান করে কাষ্ঠ দিয়া পাকমোড়া ॥
ষষ্ঠী দ্বিগুণ হাত মধুকর নাম ।
ভূমিতে পাতিলে রেখা করিয়া সন্ধান ॥
একে একে দশ দশ হাত কৈল উন ।
সাত ডিক্কা গঠিব না হব সাত দিন ॥
সমুদ্রে বিষম ঢেউ বহে দহে দহে ।
গতাগতি লোক পাটনের কথা কহে ॥
ঝঞ্ঝা পবনে নাঞ্চি ভাঞ্চি যেন রহে ।
হেন ডিক্কা গঠিবে বিলম্ব নাহি সহে ॥

বিশ্বকর্মা হুহুমান সাধু বোলে বলে ।
 স্ফুর্কাষ্ঠ আনিঞা দেহ দেবনদকূলে ॥
 আমার বচন মিথ্যা নহে কোন কালে ।
 সাত ডিঙ্গা দেখিবে সাত দিন বই [৮৯] জলে ।
 এ বোল শুনিয়া দুই জনে দিল পান ।
 প্রসাদ বসন দিয়া করিল সম্মান ॥
 গঠিলে সকল ডিঙ্গা দিব রত্ন কড়ি ।
 তাড় বলয়া দিব আর নেত খটী ॥
 দিব্য বস্ত্র বিংশতি এক শত হাত ।
 ক্রমে দশ দশ ন্যূন পাতে কাষ্ঠ সাত ॥
 উভে ষষ্ঠী গজ ক্রমে পাঁচ পাঁচ ন্যূন ।
 যেখানে যে লাগে ডিঙ্গা গঠে দুই জন ॥
 সাত ডিঙ্গা গঠিল দুই জনে রাত্রি দিনে ।
 উজ্জ্বল করিল চক্ষু রজত কাঞ্চনে ॥
 কারিকর স্বর্গ গেল ডিঙ্গা ভাসে জলে ।
 কবিচন্দ্র কহে লোক দেখে প্রাতঃকালে ॥০॥

মাতা-পুত্রের ডিঙ্গা দর্শন

॥ পয়ার ॥

ডিঙ্গা সজ্জ হইল সাধু লোকমুখে শুনে ।
 কারিকর নহে নর ভাবে মনে মনে ।
 আমার মায়েরে আছে ত্রিপুরার রূপা ।
 হৃদয় জানিল মোর ঘুচিবেক ত্রুপা ॥
 একদিনে সাত ডিঙ্গা স্থনৌল গঠন ।
 পিতা পুত্রে বুঝি হব পাটনে মিলন ॥
 প্রসন্ন মানস বুঝি ঘুচিল বিবাদ ।
 নরপতি সম্ভাষণে মিলিব প্রসাদ ॥
 এতেক ভাবিয়া মনে ডাকিলেক মায় ।
 আসিয়া চণ্ডীর দাসী সম্মুখে দাণ্ডায় ॥
 আরে পুত্র গুণদত্ত কেন ডাক মোরে ।
 শুন বিপরীত মাতা নিবেদি তোমারে ॥
 কারিকর দুই জন অলক্ষ চরিত্র ।
 আসিয়া গঠিল সাত আমার বহিত্র ॥

না দেখিল বিলম্ব দিবস দুই তিন ।
 তুমি পুণ্যবতী চণ্ডী তোমার অধীন ॥
 যত দুঃখ ছিল মোর ঘুচিল মানসে ।
 তথাপি পাটনে যাব বাপের উদ্দেশে ॥
 ত্রিপুরার দাসী তুমি জানি বহুক্ষরা ।
 পাটনে চলিব আমি নায় দিয়া ভরা ॥
 চল মায়ে পোয়ে দেবনদে ডিঙ্গা দেখি ।
 শুনিঞা পুত্রের বাক্য বলে শশিমুখী ॥
 সাত ডিঙ্গা একদিনে গঠে দুইজন ।
 পরশি তাহার পদ করাহ মিলন ॥
 মায়ের বচনে বলে সাধু স্ফুর্কিত ।
 না দেখিল পুন আমি ভাগ্যরহিত ॥
 মায়ের চরণ বন্দে ধরি দুই হাতে ।
 [৯০ক] দেখিলেক সাত ডিঙ্গা গিয়া দেবনদে
 ডিঙ্গারে প্রণাম করে সাধুর যুবতী ।
 তুমি মধুকর মোর রক্ষিবে সন্ততি ॥
 স্নান করিয়া হয়ে দেবনদজলে ।
 মায়ে পোয়ে সন্তোষ হইল কুতূহলে ॥
 ঘরে গিয়া ভুঞ্জিল সন্তোষ দুই জনে ।
 কর্পূর তাধূল খায় হরষিত মনে ॥
 প্রভাতে চলিব সাধু নৃপ সন্নিধানে ।
 কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

পাটনে যাইবার অন্তিমভিলাষের জ্ঞাপন গুণদত্তের রাজসভায় গমন

॥ মঞ্জার রাগ ॥

মায়ের চরণধূলি সাধু নিল মাথে ।
 বিদায় করিতে চলে নৃপতি সুরথে ॥
 পদাতি প্রচুর সঙ্গে সাধু চাপে গজে ।
 অবিরত মধুর মুরলী কাছে বাজে ॥
 ঠাঞি ঠাঞি কোলাহল ঘন সিঁকা পড়ে ।
 নানা অস্ত্র বহে পদাতিক যায় রড়ে ॥

নানা সজ্জ এড়িলেক নৃপতি নিকটে ।
 দণ্ডবত হইয়া সাত বার পড়ে উঠে ॥
 ধূসদত্তনয় দাণ্ডায় পুট হাথে ।
 আদেশিল নরনাথ জানিঞা বসিতে ॥
 ঘরের কুশল কহ বণিকতনয় ।
 বলে সাধু তব পুণ্যে নাহি কোন ভয় ॥
 সকল কুশল দেব এক নিবেদন ।
 নরপতি বলে কহ বণিকনন্দন ॥
 নিবেদিয়ে শুন দেব তোমার চরণে ।
 বাপের উদ্দেশে আমি চলিব পাটনে ॥
 অল্প বয়েস তুমি না যাবে পাটনে ।
 কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

রাজার অনুমতিলাভ

॥ পয়ার ॥

অনেক যতনে রাজা করিল নিষেধ ।
 প্রবোধ না মানে সাধু মনে বড় খেদ ॥
 তোমার বচনে মোর মনে লাগে ডর ।
 সমপিয়া পুরীজন যাব দেশান্তর ॥
 চলিব পাটনে রায় না কর নিরোধ ।
 লংঘিলে তোমার বাণ্য পাছে বাড়ে ক্রোধ ।
 পরিতোষে যদি মোরে না দেহ বিদায় ।
 মোর বধ লাগিব তোমার দুই পায় ॥
 সাধুর বচনে রাজা ভাবে মনে মনে ।
 যতনে রাখিলে পাছে না জিয়ে পরাণে ॥
 সাবধানে পাটনে কবিহ গমন ।
 [২০] ভাল কর্ণধার লইহ জলধি দুর্গম ॥
 এখাকার কোন চিন্তা না ভাবিহ মনে ।
 তোমার পুরীর জন রাখিব যতনে ॥
 এ বোল বলিয়া রাজা দিল ফুল পান ।
 বিদায় মাগিয়া করে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ॥
 নৃপসম্ভাষণে সাধু পরিতোষ মনে ।
 কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

গুণদত্তের পাটনে যাত্রা

॥ কামোদ ॥

সাধুর নন্দন সাধু গুণদত্ত নাম ।
 স্তব্ধ নৃপতি যারে করিল সম্মান ॥
 বিদায় করিয়া পুন নৃপদত্তলে ।
 যাত্রা করিবারে গেল আপন মন্দিরে ॥
 গাঁঠ্যার গাবরে সাধু তাক দিয়া আনে ।
 বাপের উদ্দেশে আমি চলিব পাটনে ॥
 কারে পান ফুল দিল কারে দিল বাস ।
 কনক কুণ্ডল কারে দিলেক আশ্বাস ॥
 রজত বলয়া কারে রজতের তাড় ।
 হোবাধর কড়ি কারে দিল রত্নমাল ॥
 শুন গো জননী আমি যদি হই দাস ।
 সেবকে সম্বল ঘরে দিবে বার মাস ॥
 আদেশিল সদাগরে নায়ের নফরে ।
 নানা সজ্জ ভরা দিল নায়ের উপরে ॥
 শুভক্ষণ গণাইল আনাইয়া গণক ।
 ঘটে চূতডাল দিয়া পূজে বিনায়ক ॥
 নানারূপ ধূপ দীপ নৈবেদ্য রচিয়া ।
 পূজিল ত্রিপুরাপদ প্রণতি করিয়া ॥
 নিবসে পৌষ্মিনিধি লগ্ন মকরে ।
 কঙ্কটের গুরু শুক্র সপ্তম ঘরে ॥
 দক্ষিণ স্বর পায় সাধু শশী শুভদিনে ।
 সকল মঙ্গল বেদ পঠে দ্বিজগণে ॥
 সাধুর তনয় যাত্রা করে হেন কালে ।
 দুই দিগে জয় জয় শঙ্খ ফুকরে ॥
 দক্ষিণে ব্রাহ্মণ বন্দে বামে পূর্ণঘট ।
 বিমল ধবল ধাত্ত দেখে গুরু পট ॥
 দধি নিবে গোয়ালিনী ডাকে ঘনে ঘন ।
 আনিল ধবল পুষ্প মালির নন্দন ॥
 পল্লবিত তরুণের দেখিল সমুখে ।
 অম্বুক পবন কোকিলী বামে ডাকে ॥
 আনন্দিত হইল যত সাধবের পুরী ।
 দক্ষিণে থাকিয়া বামে চলিল শৃগালী ॥

ধীরে ধীরে উপনীত দেবনদকূলে ।
 [২১ক] মধুকর প্রভৃতি দেখিল ডিঙ্গা জলে ॥
 চরণে ধরিয়া বলে সাধুর প্রধান ।
 গুন গো সতাই মোরে করিবে কল্যাণ ॥
 বাপে পোয়ে পাটনে মিলন যেন হয় ।
 মায়ের চরণধূলি লইল মাখায় ॥
 আশীর্বাদ করিল রুক্মিণী সত্যবতী ।
 পিতা পুত্র দরশনে বাঢ়িব পীরিতি ॥
 সত্যবতী রুক্মিণী নাছিল জলমাঝে ।
 গুরুজন দেখি মুণ্ড নাহি তোলে লাজে ॥
 একে একে পূজিল সুন্দর সাত না ।
 গুণদত্ত সাধুর তোমরা বাপ মা ॥
 প্রণতি করিয়া বলে দুই হাথ বুকে ।
 আমার নন্দনে কভু না ছাড়িবে দুঃখে ॥
 তুমি দেবরূপী ডিঙ্গা নাম মধুকর ।
 তোমার চরণে আমি করিল গোচর ॥
 যশমন্ত নাবিকে রুক্মিণী সত্যবতী ।
 হাথে হাথে সমর্পিল আপন সন্ততি ॥
 জলধি দুর্গম যত সংশয়ের বেলা ।
 অনুকূল হব তথা ভাবিহ মঙ্গলা ॥
 হিতবাক্য গুণদত্ত গুনিল শ্রবণে ।
 বিদায় করিল দুই মায়ের চরণে ॥
 আগে দ্বিজ ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব পশ্চাত ।
 কারে কোল দেই সাধু কারে দণ্ডপাত ॥
 চল ঘরে সন্তে মোরে করিয়া কল্যাণ ।
 বিদায় করিয়া বলে সাধুর প্রধান ॥
 ছোট বড় যত জন করিল মঙ্গল ।
 জল নাহি খসে আঁখি করে ছলছল ॥
 গাঁঠ্যার গাবরে জয় জয় কোলাহলে ।
 মধুকরে চাপে সাধু দেবনদজলে ॥
 ধবল চামর বান্ধে দোহট্ট নিচয় ।
 ডিঙ্গার মেলান বাহে দিয়া জয় জয় ॥

দিমিকি দিমিকি বাজ বাজে সারি গায় ।
 বাজল কিকিণী হাথে ঘন দাণ্ড বায় ॥
 ত্রিপুরাচরণ চিন্তে সাধুর কুমার ।
 পরিণতমতি যশমন্ত কর্ণধার ॥
 বর্দ্ধমান এড়াইল বাজে রণতুর ।
 ঈষত লীলায় গেল বড়সউল ॥
 রাজার প্রতাপে কেহ নাহি বলে রহ ।
 বিষম সঙ্কট এড়াইল জামদহ ॥
 জলের কল্লোলে কানে কিছু নাহি গুনিল ।
 বেউড়গ্রামে গিয়া সাধু পূজে নারায়ণী ॥
 ফলাহার [২১] করিলেক সাধুর নন্দন ।
 হিরণ্যগ্রামে গিয়া করে রন্ধন ভোজন ॥
 শীতল পবন বহে কার্তিক মাসে ।
 মোলায় উত্তরে ডিঙ্গা রজনী প্রবেশে ॥
 পঞ্চ উপচারে সাধু পূজিল ত্রিপুরা ।
 জাড়গ্রাম দিয়া সাধু পাইল দশঘরা ॥
 প্রতিদিন পূজে সাধু সর্বমঙ্গল ।
 কোথাহ রন্ধন করে কোথা চিড়া কলা ॥
 দশঘরা বাহে সাধু সাধুর নন্দন ।
 চণ্ডীপুরে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন ॥
 সানন্দে পূজিল সাধু চণ্ডীর চরণ ।
 সে দিন রহিয়া করে রন্ধন ভোজন ॥
 হিম পরবেশে আইল অকাল কুহিড়া ।
 দ্বীপা দ্বারহাটা দিয়া গেল জাঙ্গিপাড়া ॥
 কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট
 এড়াইল চাঁচুয়া আর ডিঙ্গালহাট ॥
 সকল রসিক সাধু বুঝে হিতাহিত ।
 বাঘাণ্ডায় গিয়া সাধু হইল উপনীত ॥
 জিজ্ঞাসিল নাবিকে দেউল কেন ভাঙ্গা ।
 রহ রহ বলি সাধু চাপাইল ডিঙ্গা ॥
 বিবরণ শুনে সাধু নাবিকবদনে ।
 কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

গুণদত্তের বাণুলী পূজা

॥ গৌরী রাগ ॥

তোমার বাপের কথা অতি বিপরীত ।
বাঘাণ্ডায় আসি ডিঙ্গা হইল উপনীত ॥
মহেশসেবক সাধু না পূজে ভগবতী ।
বিধি বিড়ম্বিল তাঁরে আচ্ছাদিল মতি ॥
ভাঙ্গিল দেউল সাধু দেবীকে না মানে ।
জীবনে না জিয়ে কিবা বিরুদ্ধ পাটনে ॥
নাবিকবদনে শুনি বিপরীত কথা ।
তুই চক্ষু খসে জল হেট করে মাথা ॥
ব্রাহ্মণ আনাইয়া পূজে বাণুলীর পদ ।
ছাগ বলি দিয়া বর মাগে গুণদত্ত ॥
বাপে পোয়ে যদি মোর হয় দরশন ।
মানন্দে পূজিব তুই তোমার চরণ ॥
এ বোল বলিয়া সাধু হয় দণ্ডপাত ।
চণ্ডীর আদেশে পুষ্প হইল অচিরাত ॥
কল্যাণ করিল দ্বিজ দক্ষিণা পাইয়া ।
অদ্বৈতে [২২ক] বঞ্চিত তথা পরিবার লৈয়া
প্রভাতে চলিল সাধু পরিতোষ মানি ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল গুরুবাণী ॥০॥

পাটনের দিকে গুণদত্তের অগ্রগতি

॥ পয়ার ॥

আরে হীৰামণি সোনার না
রূপার বৈঠা পড়ে না রে ॥ক॥
ডিঙ্গায় চাপিয়া পুন দিল হুলাহলি ।
বাঘাণ্ডা এড়িয়া ডিঙ্গা গেল নাক্রিকুলি ॥
নায়ের নফর যত সাধু তার পিতা ।
বাহ বাহ বলে সাধু পাইল গো চিতা ॥
বিলম্ব করিয়া তথা মেলাই পুজিয়া ।
নুড়া মস্তেখর দেখে কুল্যায় থাকিয়া ॥
ধীরে ধীরে বাহিয়া এড়ায় দেবনদ ।
বিষয় সঙ্কট দেখি বলে গুণদত্ত ॥

আকাশে পাতালে ঢেউ নাহি দেখি তীর ।
শুনিঞা জলের ডাক প্রাণ নহে স্থির ॥
কর্ণধার বলে ভাই শুন গুণদত্ত ।
ইহারে অধিক আছে জলদুর্গ পথ ॥
ভয় না করিহ তুমি নায়ের ঠাকুর ।
যমপানা এড়াইয়া পাইল মানকৌর ॥
কর্ণধারে দিল সাধু হেমেনত ধড়ি ।
স্বর্গসম দেখিল পাটন তড়বিড় ॥
নানা সজ্জ লইয়া হাট হয় প্রতিদিনে ।
অবসাদ নাহি কার কেহ বেচে কিনে ॥
কাকড়া পেলাইয়া ডিঙ্গা ঠেক দিল দাহে ।
দ্রব্য বেচে কিনে যেবা যার মনে লয়ে ॥
বিষ্ণুহরিপদ সাধু পূজে একমনে ।
হরির কিঙ্কর নাচে হরির কৌতুকে ॥
জোয়ারে পূর্ণিত নদজল দিল ভাটি ।
ডিঙ্গায় আজ্ঞাত বান্ধে বুদ্ধে পরিপাটী ॥
সিলিদার পেলে সিলি মেঘ যেন ডাকে ।
তড়বিড় পাটনে লোক চমৎকার লাগে ॥
তমোলিপ্ত এড়াইল ত্রিপুরাকিঙ্কর ।
মগরা বাহিয়া গেল গঙ্গাসাগর ॥
ত্রিপুরার পদ সাধু পূজে একমনে ।
বিলম্ব করিয়া সাধু বস্তুজাত কিনে ॥
জলজন্তু রহে তথা কার্তিকের ঘাটে ।
কৌতুকে এড়ায় বেহু নৃপতির পাটে ॥
যাহারে সন্তোষ দেবী ত্রিভুবন হেতু ।
[২২] কাঞ্চি বাহিয়া সাধু গেল রামসেতু ॥
শঙ্খ কাকড়া জোঁক করিয়া পাটন ।
এড়াইয়া গেল সাধু সাধুর নন্দন ॥
প্রতিদিন গুণদত্ত পূজে নারায়ণী ।
সিংহল নগরে যথা নিবসে পদ্মিনী ॥
সঙ্কটে জপে সাধু ত্রিপুরার নাম ।
এড়াইল হস্তুর বাবুর মোকাম ॥
জলের কল্লোল ঘন থর শ্রোত বহে ।
জানিল ত্রিপুরা সাধু গেল মায়াদহে ॥

নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥

মায়াদহে ঝড়বৃষ্টি

॥ বারাড়ি ॥

পরমাণ হুমান হুইঁ করি অহুমান
ভগবতী যারে দিল পান ।
উরে নন্দী মহাকাল স্বরগজ ক্ষেত্রপাল
মায়াদহে কৈল অধিষ্ঠান ॥
ঈশত পবন মেলে তরঙ্গ তরণী ঠেলে
ভয় নাহি বলে কর্ণধার ।
ঈশানে উইল ঘন অহুকুল সমোরণ
চারিদিগে ঘোর অন্ধকার ॥
সচিস্তিত বলে সদাগরে ।
কি বিধি লিখিল গতি বাম হৈল ভগবতী
ঠেকিলাঙ জলনিধিনীরে ॥
নাহি জানি কোন দোষে আঘণ মাসের শেষে
কেমত দেবতা করে হট ।
আচম্বিতে উইয়ে ঘন না জানি রজনী দিন
মায়াদহে জীবন সঙ্কট ॥
ঘন ডাকে জলধর স্বরগজ তোলে জল
কুল কুল শব্দ গগনে ।
জল পড়ে ঝিমি ঝিমি ভেকের মধুর ধ্বনি
ঘন বরিষণ রাত্রি দিনে ॥
দেখ ভাই হুদ্দিন জীবনের কোন চিহ্ন
ঠেকিলাঙ শমরাজ বেড়ে ।
কি বিধি লিখিল দুঃখ থর থর কাঁপে বুক
অধরষুগল কাঁপে জাড়ে ॥
ঝঙ্কা পবন বহে ঠেকাঠেকি নায়ে নায়ে
ফিরে যেন কুমারের চাক ।
দবল পাষণ পড়ে বিপরীত জল বাড়ে
বল রে কেমতে পাইব রাখ ॥

অবিরত বনবান হুড় হুড় গরজন
বানবানা পড়ে অবিশাল ।
হুদিগে দেয়াল খসে বড় বড় গাছ ভাসে
পুণ্যে ডিঙ্গা না যায় পাতাল ॥
কোঁতুকে হুহু ধায় লাফ দিয়া চাপে নায়
ঝলকে ঝলকে [১৩ক] লয় পানি ।
আকাশে বিষম ঝড় উড়াইল ছইঘর
নিকেতনে রহিল ছিটনি ॥
নন্দী মালুয়ে চাপে হুহুমান বুলে কোপে
সাত ডিঙ্গা করে টল টল ।
বলে ভাই কর্ণধার রাখিতে নারিল আর
আজি ডিঙ্গা যায় বসাতল ॥
মরি তারে নাহি ব্যথা না দেখিল জন্মদাতা
পুনরপি যুগল জননী ।
স্বরথ পৃথিবীনাথ না দেখিল গুরুপদ
এই মনে রহিল পুড়নি ॥
আকাশে পাতালে ঢেউ দেখিয়া চমকে জিউ
ঘন ঘন বিকশে বিজুরি ।
বলে সাধু গুণদত্ত দাসে দোষ অবিরত
ক্ষম দেবী হরসহচরী ॥
ঘুচিল বাদল ঝড় সাত ডিঙ্গা হৈল জড়
রবির উদয় মধ্যদিনে ।
রক্ষ দেবী ভগবতী রমানাথে নিরবধি
চন্দ্রশেখর সনাতনে ॥
কহে দ্বিজ কবিচন্দ্র ত্রিপুরা পরম মন্ত্র
যেই জন জপে নিরন্তর ।
নৃপ দস্যু পশুগণে জলানলে রণে বনে
ত্রিভুবনে কারে নাহি ভয় ॥০॥

গুণদত্ত কর্তৃক মায়াদহে আশ্চর্য্য দর্শন

॥ সুই রাগ ॥

কনক শ্রীফল কুচ সুবলিত হুই ভুজ
কনক কঙ্কণ শঙ্খ আগে ।

মকর কুণ্ডল ঘোলে প্রবণ কপোলঘূলে দেখে ভাইয়া কর্ণধার দেশখান কদাচার
 মমোহর রুচি ছুই ভাগে । যুবতী নগরে মাংস বেচে ।
 স্বরঙ্গ বসন পরি হাসে গজগতি নারী কেহ রাঞ্জে কেহ ভুঞ্জে মুকুত চিকুরে নাচে
 কমক কলস কক্ষতলে । বসন না দেই দুই কুচে ।
 অগাধ প্রচুর জল অতিশয় নির্মল সাক্ষী সর্বজন ছুর্বীর পাটন
 কমলিনী স্বরঙ্গবোবরে । নরপতিয় চরণকমলে ।
 কমলিনী গো মা সর্বমঙ্গলা কবিচন্দ্র কহে দেবী চরণপঙ্কজ সেবি
 স্বর্গ তেজিয়া জিনয়নী । নিবেদিব সত্যর ভিতরে । ০৭
 কোতুকে অবতরে দাসীর মন্দনে ছলে
 মায়াদহে শক্তিরূপিণী ॥৫॥
 জলের উপর পড়ি কেহ যায় গড়াগড়ি
 লাফ দিয়া উঠে কোম জন ।
 কনকরচিত পুরী প্রতি ঘরে স্বন্দরী
 পুরুষ না দেখি একজন ॥
 কেহ মাংস কুটে বেচে শূন্য ভর করি নাচে
 কেহ গজ করয়ে গরাস ।
 কেহ পেলে কেহ লোফে মধুকর মধুলোভে
 বদনকমলে কার হাস ॥
 গজ গিলে উদগরে সহজে প্রকৃতি হরে
 যুবতী যুবতী করে কোলে ।
 অধর পাকিয় বিষ [৯৩] বদনকমলে চুষ
 দেখি সাধু পড়ি গেল ভোলে ॥
 মধুর কোকিলী স্বরে গীত গায় মনোহরে
 ঘাঘর নৃপূর করতালে ।
 স্নানাদ মাদল বাজে ঘরে ঘরে প্রতি নাছে
 বিপরীত সকল নগরে ॥
 বদনকমলে হাসি কুটিল মুকতকেশী
 সিন্দূর তিলক ললাটে ।
 পয়োধরে উয়ে হার কটাক্ষে মুচ্ছিত হার
 কমলিনী নগর নিকটে ॥
 দুই হাথ দিয়া বৃকে বিবলন হইয়া নাচে
 কঙ্কাল নয়নসরোজে ।
 দেখিয়া হৃদয় শুণে আইলাও কেমন কণে
 ছোট দাঁথা করে সাধু লাঞ্জে ।

শুগন্ধেশ্বর পরিচয় জিজ্ঞাসা

॥ ছন্দ ॥

তবকী তবক ছোড়ে সিলিদার সিলি ।
 ছুর্বীর পাটনে লোকে কর্ণে লাগে তালি ॥
 মেঘ নাহি দেখি পুনঃ পুনঃ গরজন ।
 কখিল পণ্ডিতে নৃপ কহ কি কারণ ॥
 শুন হে নৃপতি মনে না ভাব বিষয় ।
 পাটনে আইল কিবা সাধুর তনয় ॥৫॥
 ময়ী মেলিয়া পাঁচে স্থচরিত ভাট ।
 কাঁট জাম গিয়া সাধু কিবা পরঠাট ।
 রড় দিয়া বলে ভাট দাণ্ডাইল ফুলে ।
 পরাপর কহ যদি থাকিবে কুশলে ॥
 ভাটের বচনে বলে নায়ের মক্ষর ।
 স্বরথ নৃপতি যার বর্দ্ধমানে ঘর ॥
 তাহার সাধব এই আশ্রাছে পাটন ।
 বেচি কিনি যদি পাই শীতল বচন ॥
 শুন রে বৈষ্ণবী সাধু কহি তোরে মর্থ ।
 দুমুখ নৃপতি বৈসে সাক্ষাতে ধর্ম ॥
 তাঁর সম্ভাষণে পরিতোষ পাবে মনে ।
 স্থখে বেচ কিম্বা বিজ্ঞ কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

গুণদত্তের রাজসভার আগমন

। ছন্দ ।

পুঞ্জিয়া জিপুয়া মায়াদেহের পুলিনে ।
 [২৪ক] দোলাকুট হৈল সাধু নৃপসম্ভাষণে ॥
 স্বর্ণ পঙ্করে শুক গজবেল খাণ্ডা ।
 অমূল্য রতন লয় ময়মন্ত গণ্ডা ॥
 যুগল যুগল শশ গোল কুরঙ্গ ।
 স্বর্ণ সারিক শুক ধুকড়িয়া কক ॥
 চক্র চকোর ঘুঘু পিকু মীনরক ।
 কনক চরণ পিঠে নাহি ছাড়ে সজ ॥
 সাধুর হৃদয় বড় বাঢ়িল প্রমোদ ।
 ডাহক গণ্ডক লয় ঘুরন কপোত ॥
 কলসে পুরিয়া ঘৃত তৈল লবণ ।
 মধু মিষ্ট নারিকেল স্বরঙ্গ বাউন ॥
 পাট ভোট নেত লয় যুগমদ গণ্ডা ।
 ক্ষীরের সন্দেশ চিনি মধু কাকরঙা ॥
 তেলেকা ছাগল খাসী যুবার গারড় ।
 পঞ্চ রতন লয় ধবল চামর ॥
 নানা সজ্জ লয় সাধুস্বত নিরাতক ।
 কনকরচিত গজদন্তের পালক ॥
 বাক্সালী খেলায় পত্তি করে কোলাহল ।
 দণ্ডি মুহুরি শঙ্খ ফুকরে কাহাল ॥
 গুড় গুড় দগড় বাজে মধুর কঁাসর ।
 আগে পাছে ধায় যত পাইক সকল ॥
 এক বাক দুই বাক তিন বাক যায় ।
 কোথা ফুলহাট পড়ে গজ বিকায় ॥
 বিবাদে গারড় কেহ কুজুট খুঝায় ।
 স্থখীর নন্দন কোথা পায়েরা উড়ায় ॥
 দোলাকুট কেহ গজ তুরগ রড়ায় ।
 নানা বাঘ বাজে কোথা বরকতা যায় ॥
 কেহ গীত গায় কেহ কোথা দেখে নাট ।
 দেখিয়া উত্তম জনে ভুতি করে ভাট ॥

ডাকা চুরি নাহিক কোটাল ছুরাচায় ।
 প্রজার পালন দেখি উচিত বিচার ॥
 কপালে চন্দন কারো গলে রত্নমালা ।
 ইড়িক চাপিয়া বুলে নগর্যা ছাওয়াল ॥
 কেহ কিনে কেহ বেচে নাহি অবসাদ ।
 ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে করিয়া বিবাদ ॥
 কেহধিক নহে কেহ মহে হীনবল ।
 মারামারি করে [২৪] কেহ পাতিয়া কন্দল ॥
 কেহ সাতাচারি খেলে কেহ বুদ্ধিবল ।
 কেহ পাশা খেলে কেহ খেলে চ্যুতরল ॥
 কেহ গেণ্ড খেলে কেহ কড়ি ভাঁটা টিক ।
 তরুণ আবাল বৃদ্ধ সকল রসিক ॥
 চিনিতে না পারে সাধু স্থখী দুঃখী জন ।
 একরূপ দেখে সব দুর্ব্বার পাটন ॥
 হুমুখ নৃপতি বৈসে যেন নরভীত ।
 স্বরগুরু সমান পণ্ডিত পুরোহিত ॥
 সাধুর তনয় সাধু বুঝে হিতাহিত ।
 রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত ॥
 নানা সজ্জ দিয়া সাধু রাজার চরণে ।
 প্রণাম করিয়া বন্দে দ্বিজ পাত্রগণে ॥
 আগন আসনে বৈসে নৃপনিদেশনে ।
 চারিদিকে চাহে সাধু প্রফুল্ল বদনে ॥
 কোন জাতি উতপত্তি কিবা তব নাম ।
 কাহার নন্দন তুমি ঘর কোন গ্রাম ॥
 কাহার সভায় থাক আইলে কি কারণে ।
 অমৃত সৈচিল দেহ নৃপতিবচনে ॥
 গন্ধবণিক জাতি গুণদত্ত নাম ।
 ধূসদত্ত পিতা মোর ঘর বর্দ্ধমান ॥
 দেশের দৈশ্বর মোর নৃপতি স্বরথ ।
 তাঁহার সভায় সর্বকাল নিরাপদ ॥
 ভাগ্যবান নিবেদে নিত্য চরণে রাজার ।
 পরিপূর্ণ ছিল দেব রত্নের ভাণ্ডার ॥
 চামর চন্দন শঙ্খ মুকুতা প্রবাল ।
 দিনে দিনে টুটে দ্রব্য নাহিক আপায় ॥

এ বোল শুনিঞা রাজা মোরে দিল পান ।
তখির কারণে মোর পাটনে পয়ান ॥
নৃশূণ্যগিনি দেবী হরসহচরী ।
ত্রীযুত মুহুম্ম কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

রাজার সন্তোষ

॥ ধানশী ॥

দেখিয়া ভেটের সজ্জ পরিতোষ মনে ।
পান ফুল দিল রাজা পরদেশী জনে ॥
দুশ্কেয় লড্ডুক পুলি চিনির সন্দেশ ।
রাক্ষিয়া ভুঞ্জিতে তারে করিল আদেশ ॥
[২৫ক]চল সাধু কর বাসা আমার নিলয় ।
সুখে বেচ কিন যে তোমার মনে লয় ॥৫॥
সকুল চিখল মংস্ত্র সত্ত্ব কবই ।
রুহিত পাঠান মীন ত্রিকর্ষ ফলই ॥
তৈল লবণ খাসী ঘৃত দুগ্ধ দধি ।
রন্ধন ভোজন সজ্জ দিল নরপতি ॥
রাজার চরণে সাধু করিয়া প্রণতি ।
রাক্ষিয়া ভুঞ্জিল দিনে সুখে গেল রাতি ॥
পুন দরশন দুই বসিয়া সভায় ।
রাজা সাধু বড় প্রীতি বাড়িল কথায় ॥
স্বরথ পৃথিবীনাথ বর্দ্ধগানে ঘর ।
দুর্বার পাটনে আমি বহুমতীশ্বর ॥
উভয় দেশের মাঝে ভালমন্দ কি ।
কবিচন্দ্র কহে নৃপ বড় পুণ্যে জী ॥০॥

মায়াদহ বর্ণনায় রাজার অবিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা

॥ হই রাগ ॥

রায় কি কহিব আর দেশ কদাচার
যদি তুমি অধিকারী ।

গজ গিলে নারী তনিতে না পারি
কিবা বান্ধসেব পুরী ॥
মোর অভিমত থাকি তব পদ-
কমলে করিয়া সেবা ।
শুনিল প্রবণে দেখিলু নয়নে
যেন পুরন্দর সভা ॥
মায়াদহ জলে কাঞ্চননগরে
কহি শুন নৃপমণি ।
জন্ম সীমন্তিনী আকৃতি পদ্মিনী
প্রকৃতি শক্তিরূপিনী ॥৫॥
আছিল রমণী পূর্বে নাহি জানি
যে কালে না ছিল জল ।
দহের উপর পেলিলে পাথর
কত দিনে যায় তল ॥
কনকের ঘর রচিত নগর
তথি কি পদ্মিনী জাতি ।
সাধুর নন্দন তুমি অচেতন
স্বপন দেখিলে রাতি ॥
হই দণ্ডপাত কহি নরনাথ
এ বোল অসত্য নহে ।
নগরে পদ্মিনী গজ গিলে জানি
দেখাইব মায়াদহে ॥
মাংস কুটি বেচে শূন্য ভরে নাচে
দেখিলে লাগিব ডর ।
শ্রাশান ভিতর মুণ্ড কাটি মোর
যদি মিথ্যা কহন্তর ॥
সাধুর ভারতী শুনি নরপতি
সাক্ষী করে জনে জনে ।
যদি সত্য হয় রাজ্য দিব তোম
বসাইব সিংহাসনে ॥
মিশ্র বিকর্তন সম্ভবকারণ
তুষ্ট বারে জিনয়নী ।
হারাবতীহৃত মুহুম্ম অভূত
রচিল মঙ্গলবাণী ॥০॥

গুণবন্তের সহিত রাজার মায়াদেহে উপস্থিতি

॥ পাহিড়া ॥

[২৫]

নূপ কোপে লাক দিয়া উঠে চাপিয়া গজের পিঠে
সাধু সনে করিয়া বিবাহ ।

খাঁটিল ধবল ছত্র আগে পাছে পাত্র মিত্র
ঘন শিক্রা বরকো বিনাদ ॥

রাউত মাছত পতি জিন করে বোড়া হাতী
পবন জিনিয়া যার গতি ।

গায় দিয়া আকরেখি কেবল নয়ন দেখি
মাথার টাটুনি নানা তাঁতি ॥

বীর সাজিল রে দুর্বার পাটনেখর
মায়াদেহে দেখিতে পদ্মিনী ।

সাধু অসম্ভব্য কহে গজ গিলে মায়াদেহে
কনক নগরে সীমন্তিনী ॥

গুড় গুড় নগড় বাজে পাইক সকল মাচে
কোন জন গোঁফে দিই তোলা ।

কেহ বহে ধ্ব শর নেঞ্জা খাণ্ডা করতল
কাহার গলায় স্বয়ম্বালা ॥

চন্দন ভিলক ভালে নূপতিনম্বন চলে
কুমতি তাহার জ্যেষ্ঠ ভাই ।

রণরজি হাথে টাকি খাণ্ডা ফলা শেল সাক্ষি
পাইক সকলে খাণ্ডাখাই ॥

কেহ গেলি খাণ্ডা লোফে মাথায় মুহূর্ত শোভে
কোন জন বহে তরোয়ারি ।

হাণ্ডিয়া চারুর ঢাল হাথে করি বাকাল
রড় দেই সমরবেহারী ॥

ঘন পড়ে দাবাসিলি ঢাকিল কিরণমালি
তৃতীয় কৃষম কাপে তর ।

চলিল স্বাক্ষর ঠাট চক্ৰিণ দিম্বের বাট
আগে পাছে গণন বা হয় ॥

রত্নমন্দির জায় রাজার কামিনী যার
সকে লৈলা বস্ত পবিত্রন ।

সখা বিধবা মারী প্রতি নায়ে সারি সারি
আগে পাছে করিল গমন ॥

আগে যায় কতোয়াল খর খাণ্ডা বহে ঢাল
লাক দেই নূপসন্নিধানে ।

তার ভাই মহামুঢ় ময়গল গজাকুঢ়
অধিকার যার রাত্রি দিনে ॥

খাইল তাহার বল ভেরি বাজে অবিরল
কাঁসর মধুর স্বস্র বেণী ।

[২৬ক] শ্রীযুত মুকুন্দ কহে উপনীত মায়াদেহে
কোথা গজ নগরপদ্মিনী ॥০॥

রাজার সাক্ষী ভলব

॥ সুই রাগ ॥

তোমার পয়ান শুনি পলাইল পদ্মিনী
নগর লুকাইল মায়াদেহে ।

দেবতা স্বরের জায়া আছিল পাতিয়া মায়
আমার বচন মিথ্যা নহে ॥

অবনীনাথ নিবেদিল তোমার চরণে ।
দেখিল আপন আখি হয় নয় আছে সাক্ষী

নিবেদিয়া বৃথ তার স্থানে ॥ঞ॥
তুমি রাজা পুণ্যবান ভাল মন্দ আছে জ্ঞান

পরাজয় না ভাবিহ মনে ।
ঠাকুর সেবকে বাদ অতি অহুচিত নাদ

অক্রোধ নহ কি কারণে ॥
কে তোমার আছে সাক্ষী আনহ সংপ্রতি দেখি

বলুক আমার সন্নিধানে ।
যদি সে দেখিয়া থাকে সর্বরাজ্য দিব তোকে

আর বসাইব সিংহাসনে ॥
শুন হে পৃথিবীপাল বশমন্ত কর্ণধার

সাক্ষী আমার এই ভাই ।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে চণ্ডী স্বপ্রসন্ন জনে

সকল কৃষনে শরাস্বই ॥০॥

সাক্ষীর অস্বীকৃতি

॥ বিভাস ॥

নাবিক ভাই যথোচিত বলহ সভায় ।
তোমার বচন শুনি দুইজনে হারি জিনি
ছোট বড় নাহিক ইথায় ॥৫৥
অনায়াসে পুণ্য পাপ^{*} অর্জনে নরক লাভ
উভয় দেখিয়া সত্যবাণী ।
কনক নগরে নারী মায়াদহে গিলে করি
দেখিলে কি না দেখিলে তুমি ॥
মায়াদহে হেমপুরে সুবতী কুঞ্জর গিলে
সাধু বলে হইয় তুমি সাক্ষী ।
গন্ধবণিক জাতি কহে শুদ্ধ ভারতী
আপন নয়ানে নাহি দেখি ॥
সাক্ষীর বচন শুনি আদেশিল নৃপমণি
সাধুকে করহ লৈয়া বধে ।
কবিচন্দ্র কহে শুন ডিক্কা লোটে যত জন
নৃপতি চাপিয়া গেল রথে ॥০॥

ডিক্কা লুঠল

ধর ধর বলে ঘন ঘন শিক্কা পড়ে ।
ডিক্কার উপর কেহ লাফ দিয়া চড়ে ॥
নায়ের নক্ষর যত নাহিক প্রতিভা ।
ডিক্কা হৈতে পেলে কারে দিয়া টুটি চিপা ॥
আই বাপু [২৬] রাওয়ানাই হৈল মহাহট ।
নারিকেল লুটে কেহ ধোকরার চট ॥
মার মার বলে কেহ কার চুলে ধরে ।
ধবল কাপড় কেহ লুটিল তসরে ॥
কেহ চিনি লুটে কেহ তসরের শূতা ।
পিপ্পলি পিত্তল কাংশ লুটিল স্কুতা ॥
ঘোড়া পিড়া লোটে কেহ মূল নাহি যার ।
পঞ্চ রত্নল লোটে রত্নের ভাণ্ডার ॥
ব্যাক্স ডল্লক যত আছিল বানর ।
নানারূপ পক্ষগণ ছাগল কুঞ্জর ॥

যুবার গারড় খাসী তেলকা ছাগল ।
আজ্ঞা দিয়া কোটোয়াল লুটিল সকল ॥
নায়ের নক্ষর যত জল জল চাহে ।
জীবনে কাতর বড় বাঙ্গাল পালায়ে ॥
পথে বাগ পাইয়া কেহ কারে মারে কিল
না মার চরণে পড়ে[†] হও ধর্মশীল ॥
সানন্দা আনন্দা গৌরীবর তিন ভাই ।
আর যত বাঙ্গাল রহিলা ঠাঞি ঠাঞি ॥
একত্র হইয়া কান্দে পাঁচ সাত জনে ।
রমানাথে রক্ষ দেবী কবিচন্দ্র জনে ॥০॥

বাঙ্গালদের খেদ

কান্দে রে বাঙ্গাল ভাই বাফই বাফই ।
কুঞ্জে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥৫৥
আর বাঙ্গাল বলে মোর গায় নাহি বল ।
আমার জীবনধন এত রে হিন্দল ॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই মিথ্যা কৈলু দন্দ ।
পুরুষ সাতের মুই হারাহু কাসন্দ ॥
পলায় বাঙ্গাল যত পেলাইয়া সোনা ।
হেট মাথা করি রহে কাকতলিমনা ॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই হইলু অনাথ ।
সর্বধন হারাইলু হকুতার পাত ॥
আর বাঙ্গাল বলে মুঞি হইলু হতাশ ।
জীবনে কাতর মুঞি হারালু বাওয়াস ॥
আর বাঙ্গাল বলে রে কহিতে বড় লাজ ।
হলদি গুড়াগুলি গেল জীয়া কোন কাজ ॥
হলদি হকুতা পাতা হিন্দল হক্কাই ।
মজিল সকল ধন কেমনে কুলাই ॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই এই হৈল গতি ।
হুর্কার পাটনে যুত্যা লিখিয়াছিল বিধি ॥
[২৭ক] সুবতী বোবনবতী ছাড়িলু কি যোষে ।
আর বাঙ্গাল বলে দুখ পাই গ্রহদোষে ॥

ইষ্টমিত্র কুটুবে লাগিল মায়া মো ।
 আর বাঙ্গাল বলে না দেখিল মাগু পো ।
 কপর্দক হেতু পরাধীন বেই জন ।
 আর বাঙ্গাল বলে তার বিফল জনম ।
 কেনি বা আইলু ভাই খাইয়া আপনা ।
 বিপাকে মজিল মোর হকুতার মনা ।
 শিশু সাধু কিছু নাহি বুঝে হিতাহিত ।
 রাজার সভায় কেনি কহে বিপরীত ।
 আর বাঙ্গাল বলে যেই জন নাহি বুঝে ।
 ক্ষিতিতলে মরিলে প্রকৃতি নাহি ঘুচে ।
 বাঙ্গালের বচনে সাধুর শ্রবে মন ।
 সজল নয়নে বলে বিনয় বচন ।
 না মার সেবকে শুন প্রহরাত্তপতি ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

শুগলস্তুকে বধের জন্ত আনয়ন

। ছন্দ ।

সাত ডিঙ্গা লুটিল পাইল বহু ধন ।
 ঢাক ঢোল বরকো তেমাই ঘনে ঘন ।
 ময়গল শ্রুপ শ্রবণে নিশাপতি ।
 খগরাজ তুরগে রাউত সেনাপতি ॥
 মহাহট্ট পদাতি সারথি মহারথী ।
 রাজার আদেশে চলে বধিতে বিরোধী ॥
 পরদেশী সাধুর কাঁকাল্যে দিয়া ডোর ।
 উপনীত আশানে করিল যেন চোর ॥
 নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

কোটালকে অনুরোধ

কল্পণা ।

কোটাল
 বাপ গেল দেশান্তর ধুগল জননী যোর
 অনাথিনী নিবসে মন্দিরে ।

ছলিল ত্রিপুরা মোরে যুবতী কুঞ্জর গিলে
 মায়াদহ কনকনগরে ॥
 আমি
 থাকিব সেবক হৈয়া তোমাঃ কখন বইয়া
 যদি রাখ জনকের পুণ্যে ।
 আমি সাধু ধনবান ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান
 পশু যেন নিবসে অরণ্যে ॥
 কোটাল ভাই অক্ৰোধ নহ কি কারণে ।
 আদেশে করিলে বধ জানসি পাতক যত
 তোমা কে বুঝাব অন্ত জনে ॥৫৥
 আদেশহ দেশে যাই দেখি মাতা শোন ভাই
 মায়ের সতিনী সত্যবতী ।
 কেহ আগে কেহ পাছে অবশ্য মরণ আছে
 আশানে মরিলে [২৭] নাহি গতি ॥
 জননী পৃথিবীনাথ কৈল মোরে প্রতিবেশ
 আসিবারে দুর্বার পাটন ।
 ঠৈলিল তাঁহার বাক্য তেজি রাজা প্রতিপক্ষ
 বিধি কৈল অকালমরণ ॥
 নিবেদি করিয়ে সেবা রাখিবে বধিবে কিবা
 এক বাক্য বলহ নিশ্চয় ।
 শুনিঞা তোমার মুখে জলে নিমজ্জিব স্মৃথে
 তবে যে তোমার মনে লয় ॥
 বলে নিশীথর সত্য তুমি নৃপতির বধ্য
 রাখিতে আমার কোন বল ।
 মুকুন্দ আচার্য্য বাণী রমানাথে নারায়ণী
 অবিরত করিবে মঙ্গল ॥০॥

কোটালের কাছে প্রাণত্যাগ

সুই রাগ ।

কোটাল কহি তোরে এক কথা ।

পুণ্য বড় ধন কহে মুনিজন
 না কাটিছ মোর মাথা ॥৫৥

যুগ নামে কলি পাপ ইথে বলী
 সঙ্কটে ধর্ম বিচার।
 আপাত মধুর দেখ যত নর
 পশ্চাত না গণে আর।
 মুনিগণ বলে বৃক্ষ না পাকিলে
 বৃক্ষি ফল নাহি ছাড়ে।
 না দেখিলে কহে • কতু হেন নহে
 বাত বিনা পাত নড়ে।
 যত দেখ জন্তু বধ কৈলা কিন্তু
 অল্প পাপ বিমোচন।
 মাহুঘ কাটিলে মহাপাপ হয়
 যদি নহে তুইজন।
 জলে ধনালয় আর এক ছয়
 নিঞ রাখ মোর জিউ।
 মা বাপের পুণ্যে মেলি যত সৈন্তে
 আজ্ঞে দেহ ঘরে ষাউ।
 সাধুর ছাওয়ালা তেরি প্রাপ্তিকাল
 সাহস না ছাড় চিত্তে।
 দৈবের লিখন না যায় খণ্ডন
 নাহি রাখো কাঙ্ক্ষাদে।
 দানবদলনী হরের গ্রহিণী
 সঙ্কটে যে জন ভজে।
 যদি থাকে দয়া রক্ষিবে বিজয়া
 রচিল মুকুন্দ বিজে ॥০॥

গুণদত্তের ভগবতী-পূজা

॥ ছন্দ ॥

স্নান করিয়া জলে সাধুর কুমার।
 জাহ্নবী মৃত্তিকা ভালে তুলিল কপাল ॥
 গলায় তুলসী দিল বৃহদের দাঁত।
 বিচারিয়া করিল পবিত্র কুশ হাথ ॥
 আচমন করে পূর্বমুখে বৃহি ভাল।
 পুণ্ডরীকনয়ান শ্রবণে তিনবার।

বেমত আছিল বিধি বেদ নিবন্ধন।
 দেব ঋষি ভীষ্ম জল প্রত্যেকে তর্পণ ॥
 পিতৃমাতৃকুল বন্ধু নৃপ গুরুজনে।
 খেলার সংহতি যত জন পড়ে মনে ॥
 জল দিয়া [১৮ক] পরিতোষ করিল তর্পণে।
 অধোমুখী হইয়া ভাবে সাত পাঁচ মনে ॥
 সত্যবতী বিমাতা কল্পিণী জন্ম ভূরি।
 স্মরণিতে মনে পড়ে আর পানী চেড়ি ॥
 কেমন কুঞ্জে আমি আইলু পাটনে।
 অনাথ হইল পুরী আমার মরণে ॥
 আপনি পাতকী কি বলিব নারায়ণে।
 ভগবতী বলি অর্ঘ্য দিল বিরোচনে ॥
 নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

গুণদত্তকে রক্ষার জন্য দেবীর শরণ

সুই রাগ ॥

স্নান করিয়া জলে উঠিল গিয়া কূলে
 মলিন যেন শশিকলা।
 জাহ্নবী মৃত্তিকা ভালে যুগল বসন পরে
 গলায় তুলসীর মালা ॥
 পাখালি দ্বিচরণ করিল আচমন
 মায়ের বোল পড়ে মনে।
 বিপত্তি বিনাশিনী বিশাল ত্রিনয়নী
 কৈলাস তেজহ শ্রবণে ॥
 হরি হরি হরি রক্ষ মাহেশ্বরী
 সেবকে হও অহুবল।
 অধর্মে দহে তহু মিথ্যা মুণ্ডি কহিহু
 মরণ ধরিলেক ফল ॥
 গন্ধর্ব্ব সর্বোবরে বকুল তরুতলে
 শ্রাশানভূমি সন্নিধানে।
 দক্ষিণে বহে বাত কোটাল খড়গ হাথ
 অল্প অপরাধে হানে ॥

সারথি ছুঁই বায় বরণ হয়ে তার
এ বড় দেখি বিপরীত ।
ভেজিয়া স্নানধর শশানে অবতর
বিপত্তিকালে কর হিত ।
শক্তিরূপা জয়ী জননী কৃপাময়ী
সকল জমে কর দয়া ।
অভয়া মহামায়া মাম তরুছায়া
বলতি মাম সর্বজয়া ।
বিশেষে অল্পগত সেবকে করে বধ
তোমারে কে বলিব ভাল ।
তুঁ হিমাচলস্থতা হৃদয়ে নাহি ব্যথা
ত্রিষেব লাজে হব কাল ।
না জানি তব পদ পূজিব কোন মত
তোমার অগোচর মনে ।
ত্রীযুত রমানাথে রক্ষ ভগবতী
ত্রীযুত মুকুন্দ ভনে ॥

দেবীর চিন্তা

মাতা রক্ষ রক্ষ ত ত্রিপুরা ।
কোন দোষে বধে দাসীর হৃতে
কাতর জীবন ঘেরা ।
প্রবল চঞ্চল রাজ কোটোয়াল
ঘন গোঁকে দেই তোলা ।
দেখি শুষ্ক মৃৎ কান্দে সর্বলোক
গলায় তুলসীর মালা ।
কোটোয়াল ঘন ঝড়া পুনঃপুন
ছোঁয়ায় প্রবণমূলে ।
বলে ওয়ে মর সাহস না কর
টানিঞা ধরিল চূলে ।
মলয় পবন ঘূর্ণিত লোচন
ত্রিপুরা চিন্তিল মনে ।
মস্তক কন্দর করিল অন্তর
কোটাগিয়া দাখুজনে ॥

ভগবতী বিমে আম নাহি মনে
ত্রীযুত মুকুন্দ ভনে ।
আসনে কমলা লেবক বৎসলা
টল টল কণে কণে ॥১॥

দেবীর অমলাবতীকে কারণ জিজ্ঞাসা

। সিদ্ধুড়া ।

ঝটিতি অমলাবতী কহল ক্লপসী ।
ত্রিভুবনে হুঃখ পায় কোন দাস দাসী ।
আজু কেন সখী মোর বিরল হৃদয় ।
আতপে বিদরে কেন শুক জলাশয় ।
আসনে বসিতে আমি করি টল টল ।
নয়ানকমলে ক্ষেপে ক্ষেপে থসে জল ।
ভকতবৎসলা [৯৮] সনা অভয়দায়িনী ।
সেবক লাগিয়া আমি অনন্তরূপিণী ।
পর্বতনন্দিনী জয়া প্রসিদ্ধ শঙ্করী ।
ত্রিভুবনে জানে চারিদশলোকেশ্বরী ।
রণে বনে রাজস্থানে কানন দুর্গমে ।
যদি মোরে স্মরে বৃক্ষপতন মরণে ।
অপরাধ বিবাদে নুপতি যদি কাটে ।
আপুনি রক্ষিব তারে বিষম সঙ্কটে ।
চণ্ডীর বচনে সখী ব্রহ্মে দেই মন ।
যাহার প্রসাদে প্রকাশিত ত্রিভুবন ॥
কঠিনীর রেখা পাতে কৈলাস পর্বতে ।
ত্রীযুত মুকুন্দ কহে ভগবতীপদে ॥১॥

অমলাবতীর গণনা ও কারণ বর্ণন

॥ ছন্দ ॥

সুখী অমলাবতী মেঘিয়া কেশরী ।
দেবদোষাগগণে বেথে ঘেবতার পুরী ।
প্রথমে গণিল যত অষ্টলোকপাল ।
রজনী নিবন গণে অরেন বিচার ॥

দেবতা দানব প্রেত ভূত নিশাচর ।
 সরস্বতী গণে ষক পিচাশ কিম্বর ॥
 রাতির ঈশ্বর কামদেব ঋতুধ্বজ ।
 অনন্ত হৃদয়ে অষ্ট গণিল দিগ্গজ ॥
 দশ বিশ দেব গণে একাদশ রুদ্র ।
 আদিত্য ষাদশ সপ্ত গণিল সমুদ্র ॥
 গণে ব্রহ্মা নারায়ণ শিব যমপুর ।
 অষ্ট বহু গণে আর তাহান তাকুর ॥
 সনকাদি মুনি গণে নারদাদি ঋষি ।
 অরুন্ধতী বসিষ্ঠের যুবতী রূপসী ॥
 চন্দ্র তারা গ্রহ গণে গগনমণ্ডলে ।
 কুর্ম বাহুকি নাগ লোক রসাতলে ॥
 জলজন্তু গণিল কুষ্ঠীর অবিশাল ।
 হান্নর মকর গণে মংস্ত ঘড়িয়াল ॥
 পুণ্যশরীর বলি অমরের নাথ ।
 হরির কিম্বর দৈত্য গণিল প্রহ্লাদ ॥
 ক্ষিতিলে তুণ তরু পশু নদী নদ ।
 প্রত্যক্ষ গণিল পক্ষ যতেক পর্কত ॥
 গাংল অনেক নর দেখিতে না পায় ।
 সভয় অমলাবতী হৃদয় শুখায ॥
 ধেয়ান করিয়া পুন ব্রক্ষে দেই মন ।
 প্রসন্ন দেখিতে পায় সকল ভুবন ॥
 শুন শুন ভগবতি মোর এক বাক্য ।
 জ্ঞানলোচনে আমি দেখিল প্রত্যক্ষ ॥
 ধূসদন্ত নাম তার দ্বিতীয় রমণী ।
 তোমার ব্রতের দাসী স্মৃখী রুক্মিণী ॥
 তাহার নন্দন [৯৯ক] সাধু বৃঝে নানা কলা ।
 পড়িবারে গেল নৃপতির শাস্ত্রশালা ॥
 অধ্যাপকপ্রধান পণ্ডিত গৌরীবর ।
 গালি তারে দিলেক জারজ কহুত্তর ॥
 গুরুর বচনে সাধু মনে বাড়ে ক্রোধ ।
 উপবাসী থাকে সাধু না মানে প্রবোধ ॥
 জননী কথিল মিথ্যা কর পরিতাপ ।
 দুর্বার পাটনে তথা আছে তোর বাপ ॥

মায়ের বচনে সাধু বাপের কারণে ।
 বহির্জ সাজিয়া যায় দুর্বার পাটনে ॥
 মায়াদেহে দেখাইলে যুবতী নগরে ।
 বিবাদ করিল গিয়া নৃপপদতলে ॥
 হারিলেক সেই সাধু সাক্ষীর বচনে ।
 তারে বলি দেই রাজা দক্ষিণ মশানে ॥
 জীবনে কাতর সাধু দাসীর নন্দন ।
 মরণ সময়ে চিন্তে তোমার চরণ ॥
 কি বল কি বল ক্রোধে কাঁপে ভগবতী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥

দেবীর ক্রোধ

॥ সারঙ্গ রাগ ॥

শুনিঞা সখীর কথা সঘনে কাঁপয়ে মাতা
 দাসীস্বতে বধে কোন দোষে ।
 সিংহ ব্যাঘ্র পিঠে চাপে চৌদ ভুবন কাঁপে
 অষ্টাদশ ভূজ ধরি রোষে ॥১৭॥
 ত্রিদেবনগরে রাজা সে করে আমার পূজা
 দেবগণে ক্ষেমি অপরাধ ।
 আমার দাসীর স্বতে আশানে দুর্মুখ বধে
 মাহুষ হইয়া করে বাদ ॥
 চঞ্চল যুগল নেত্র লোমাক্তিত সর্কগাত্র
 ঘর্ম্মজলে পুরিল শরীর ।
 মহিষ নিশুস্ত শুস্ত তারেধিক করে দন্ত
 দুর্মুখ নৃপতি মহাবীর ॥
 ধনুক দুর্জয় শেল স্ববর্ণ মুদগর বেল
 ডাবুশ কর্পর খর কাতি ।
 করযুগে খাড়া ফলা গলায় নৃমণ্ডমালা
 সাজ সাজ বলে ভগবতী ॥
 গায় দিয়া আকরেখি কেবল নয়ান দেখি
 [৯৯] করতলে ডাবুশ দোয়াড় ।
 কমণ্ডলু নাগপাশ কুলিশ বিষম ত্রাস
 শঙ্খ চক্র গদা যমদাড় ॥

উরিল ডায়কসাই হাথে অন্ন ফলা নাই মুণ্ডহীন কঙ্কসার না বুঝি কি অবতার
 বাটু খাটু গুমা ক্ষেত্রপাল। কিচি কিচি ঘন করে ধনি।
 ত্রিপুরার দুই পায় প্রণাম করিয়া কয় [১০০ক] প্রেত ভূত পিশাচিনী সতে করে জয়ধ্বনি
 শতেক পুয়িল আজিকার। আশানে পাতিতে অবতার।
 জয়শঙ্খ বাজে দণ্ডী মেলাই ক্ষেপাই চণ্ডী চণ্ডীপদ সরোবরে শ্রীযুত মুকুন্দ কহে
 নন্দী মহাকাল হনুমান। ত্রিদেবে লাগিল চমৎকার ॥০॥

চাপিয়া মহিষপিঠে বম চাহে কোপ দিঠে
 বমদূত করিল পয়ান ॥
 উৎকট বিকট চণ্ড হাথেতে কনকদণ্ড
 পূর্কদিগে ধায় দানাগণ।

দেবীর মর্ত্যলোকে গমন

॥ ছন্দ ॥

পরিত্যক্ত বকুলমাল ঘন দেই কবতাল
 নাচে গায় হরষিত মন ॥
 পশ্চিমে ধায় দানা নেকাচোকা দুই জনা
 পাগল চাকনা রণমুখী।
 ঘিঘন ঘিঘন কায় উরুবাহু করি ধায়
 উজ্জল দশন কুদ্র আখি ॥
 উত্তরে ধায় দানা নাম কেদারবানা
 নিরবধি বলে হান হান।
 নেকাচোকা ভেকা ভুলা গলায় ওড়ের মালা
 দাণ্ডায় চণ্ডীর বিদ্যমান ॥
 গোড়ানিলা কান্তাগুণা দক্ষিণে চলিল দানা
 লোহার মূল হাথে ডাক ॥
 বাজায় বিবম ঢাকি দেবগণে ডাকাডাকি
 লাফ দেই দশ বিশ জাক ॥
 ঘাঘর নৃপুয় ধ্বনি স্রবণিত বেণু শুনি
 উরুমালা বাজে বম বম ॥
 আনন্দিত মহামায়া সাহন গাহন ছায়া
 আংসাঙ্গিল রবির কিরণ ॥
 ধর ধর মার মার ঘোরতর অঙ্ককার
 পেলিরা দানব অস্ত্র লোকে ॥
 দিনমণি সয় করি নয়ন উজ্জল করি
 হরিষে চক্ষিতে কিতিলোকে ॥
 চারি দিগে ধায় পেতি বদনে জালিয়া বাতি
 সচকিত গিরীজানন্দিনী।

সুমুখী সমুখে থরথর কাঁপে ডরে।
 কখিল অমলাবতী সঙ্কোচে চণ্ডীরে ॥
 অবশ্য করিবে তুমি সেবকের হিত।
 না বলিয়া মহেশে চলিবে অহুচিত ॥
 এ বোল শুনিঞা বলে মহেশের ঠাঞি।
 প্রণতি করিয়া নাথ অবনৌকে যাই ॥
 মহেশের ঠাঞি দেবী করিয়া বিদায়।
 অরুণ নয়ানে চায় উনমত্ত কায় ॥
 চাপিয়া সিংহের পৃষ্ঠে উরিল কমালা।
 জলপূর্ণ কমণ্ডলু হাথে জপমালা ॥
 ঘন পড়ে ঘন উঠে নাহি পায় খেদ।
 অবিরত স্রুতের যার চারি মুখে বেদ ॥
 শঙ্খ সারেক গদা চক্র ধারিণী।
 ত্রিভঙ্গ ললিত তহু গরুড়বাহিনী ॥
 বারান্দী ত্রিশূল টঙ্গ কুশি প্রয়াস।
 অজিত নাগের ঘণ্টা অজিত কুশপাশ ॥
 ধরিয়া উরিল চণ্ডী ক্রোধে পঞ্চমুখী।
 তৃতীয় নয়ন ধরে হৃদয় বাহুকি ॥
 মনসিজ দল নয় মনসিজ ভূজে।
 বিভূতি মাখিয়া দেহে চাপে বুধবাজে ॥
 ছয় মুখ হইয়া উরে চাহে কোপ দিঠে।
 শক্তি ধরিয়া হাথে ময়ূরের পিঠে ॥
 নৃসিংহরূপিনী দেবী করিল প্রয়াণ।
 বিকট দশন মুখ বজ্র সমান ॥

সহস্র নয়ানে চাহে পরিহরি লাজ ।
 বজ্র ধরিয়া হাথে চাপে গজরাজ ॥
 বদনে দশন নাহি ছাড়ে ঘোর ডাক ।
 অরুণ নয়ানে ফিরে কুমারের চাক ॥
 দেখিয়া বিকট রূপ কাঁপে স্বয়ংপুর ।
 যতেক দেহের লোম হৈল তাঁর শূল ॥
 [১০০] অমলা শিমলাবতী বৈসে দুই পাশে ।
 শত শত যোগিনী হইল নাসিকার খাসে ॥
 কেহ করতালি দেই কেহ পূরে শঙ্খ ।
 কেহ গীত গায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ ॥
 পরিয়া বাঘের ছাল কেহ দেই লাফ ।
 মূল্যপ্রায় দস্ত কার মুখে অভিলাষ ॥
 মুণ্ডে মুণ্ডে খেলি কেহ বস্ত্র পেলি দূরে ।
 দাইল কবন্ধগণ জয়শঙ্খ পূরে ॥
 ধনসিদ্ধা বরক্কে তেঘাই পড়ে কাছে ।
 দগড় বাজায় কেহ নাচে উর্দ্ধ ভুজে ॥
 কেহ কাট কাট বলে কেহ মার মার ।
 রবির কিরণ লুকি হৈল অন্ধকার ॥
 লাফ দিয়া বলে কেহ কার হাথে যুগি ।
 ঝুমকি ঘাঘর পায় গায় আঙ্গুরেখি ॥
 তুরগ রড়াই কেহ কেহ ধবে বাগ ।
 কনকের টাটুলি মাথায় কারো পাগ ॥
 মাংসবিরহিত তহু পেটে নাহি আত ।
 কপালে সিন্দূর কার মূল্যপ্রায় দাঁত ॥
 চাপিয়া কুলুপ বৃকে হাথে খাণ্ডা ফলা ।
 বীর ডাক ছাড়ে কার গলে মুণ্ডমালা ॥
 শঙ্খের কুণ্ডল কানে দাঁত নাহি মুণ্ডে ।
 শূল হাথে করি ধায় অস্থিমালা বৃকে ॥
 দেউটি জালিয়া ফিরে মেলিয়া রসনা ।
 আকুল চিকুরভার অরুণনয়না ॥
 শুথানা পুখরি আঁখি দেখি ভয়ঙ্কর ।
 স্নমেকপর্কত কায় প্রবীণ জঠর ॥
 কারো হাথে নেজা কারো হাথে তরোয়ারি ।
 ত্রিপুরার অবতারে কাঁপে ত্রিপুরারি ॥

হাম হাথে কর্পর ভাহিন হাথে ছুরি ।
 বিকটদণ্ডনা মুখ ত্রিপুরা স্বয়ংপুরী ॥
 কেহ হলহলি দেই কেহ জয় জয় ।
 দেবতা চিন্তিল মনে অকালে প্রলায় ॥
 ধম্ম শব্দ পেলে কেহ কার বাড়ি রাগ ।
 ত্রিদশনাথের মুখে না নিঃসরে বাক ॥
 গগনে মুকুট লাগে বিকট দশন ।
 গলায় [১০১ক] ওড়ের মালা অরুণ নয়ন ॥
 বিশাললোচনী বলে চতুরষ্টভুজা ।
 রক্ষিব দাসীর স্মৃতে লব নিজ পূজা ॥
 কিচি কিচি করে কেহ বলে ধর ধর ।
 ধক ধক জলে কার বদনে আনল ॥
 আমি যারে দিল বর তার পুত্র মরে ।
 উদ্ধার করিব যদি থাকে যমপুরে ॥
 বধিব হুমুখ রাজা ইথে নাহি আন ।
 সাজ সাজ বলি চণ্ডী করিল প্রয়াণ ॥
 কনকরচিত জিন করিবর পৃষ্ঠে ।
 ক্রোধে অষ্টাদশভুজা লাফ দিয়া উঠে ॥
 প্রণাম করিয়া বলে অমলা রমণী ।
 সেবকে বধিলে না পাইবে পুষ্প পানি ॥
 অমলাবতীর বোলে বলে ভগবতী ।
 কেমনে লইব পূজা দেহ অহমতি ॥
 নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

দেবীর ষোড়শীকল্প ধারণ

॥ স্থই রাগ ॥

জননি তেজ অস্ত্র খর খাণ্ডা ফলা ।
 দেহ দহে কোপানলে কোন কার্যে গলে দোলে
 সিংহবাহিনী মুণ্ডমালা ॥১॥
 মাহুঘ হুমুখ রাজা তারে অষ্টাদশভুজা
 মৃগী ধর সমুচিত নহে ।

তুমি দেবী ভগবতী এতাদৃশ রূপে গতি
বহুমতী ভার নাহি সহে ।
দেবতা দানব যক্ষ সে নহে প্রতিপক্ষ
কোন ছার রাজার তনয় ।
অনেক যতনে সৃষ্টি সাঁচিয়া পীযুষ দৃষ্টি
অকারণে করহ প্রলয় ।
যোগিনীর রূপ ধর আমার বচনে চল
অবিলম্ব দুর্কার পাটন ।
শৃগাল কুকুরমাংস যাবত না করে ধ্বংস
রাখ গিয়া দাসীর নন্দন ।
মৃত দাসীহুতে প্রাণ দান লৈয়া সাধ মান
যদি মর্ত্যে লবে পুষ্পজল ।
চণ্ডীপদ সরসিজে শ্রীমুখ মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিত সরস মঙ্গল ॥০॥

দেবীর শ্রাণানে উপস্থিতি

॥ পয়ার ॥

সখীর বচনে চণ্ডী হরষিত মতি ।
হৃদয় ভাবিল ভাল কথিল যুবতী ॥
সাম্যমুর্ত্তি ধরে চণ্ডী জয় নারায়ণী ।
দশনবজ্জিত মুখ কমলা যোগিনী ॥
অতি পক্ মস্তকে আকুল কেশভার ।
রুক্ষিতা জড়িত নাঞ্চি সীমন্ত তাঁহার ॥
গলে সিংহনাদ কাঁথা হাতে দ্বাদশ ।
সিন্দূর তিলক ভালে গলিত বয়স ॥
শঙ্খের কুণ্ডল দোলে অবর্ণের মূলে ।
রঞ্জন চূপড়ি শোভে বাম কক্ষতলে ॥
ভিক্ষুক যুবতী বেশ শরীর দুর্বল ।
[১০১] তুলসী রাজন পুষ্প লইল ধবল ॥
কুরঙ্গনয়ানী দেবী কুঞ্জরগামিনী ।
পরিধান করিল ধবল বস্ত্রখানি ॥
ধীরে ধীরে চলে দেবী করে টল টল ।
দেখিয়া সাহস হইল দেবতা সকল ॥

তেজিয়া ত্রিদেব দেব সেবকবৎসলা ।
পৃথিবীমণ্ডলে যান সর্বমঙ্গলা ॥
দুর্কার পাটনে চণ্ডী করিল গমন ।
পথ মাঝে দরশন তরুণ ব্রাহ্মণ ॥
গৌরীদাস নাম চন্দ্রশেখরনন্দন ।
বিলম্ব করিয়া কহে কথোপকথন ॥
গৌরী সনে দরশন বিধি নির্বন্ধ ।
হিমগিরিসুতা পাতে তনয় সম্বন্ধ ।
প্রশ্ন করে ভগবতী রাজ্যের কুশল ।
নৃপতি নির্বাহ কহ কেমত সকল ॥
কোন নৃপ করে এই দেশ উপভোগ ।
কি নাম দেশের বাছা কহ উপযোগ ॥
দ্রুমুখ পৃথিবীপতি দুর্কার পাটন ।
অপালন নাহি ধনবান প্রজাগণ ॥
নৃপতি মুকুটমণি মহা বলবান ।
প্রত্যাহে পার্শ্বতী পূজে চিন্তে ভগবান ॥
কুশলে থাকিহ তুমি সতত নির্ভয় ।
দক্ষিণ শ্রাণান পথ বলহ তনয় ॥
উত্তর কোণ মুখে চল পথে পাবে সঙ্গী ।
ত্রিপথ জাঁতিয়া নৃপতির পায়রা টঙ্কি ॥
দক্ষিণ করিয়া টঙ্কি যাবে পূর্বমুখে ।
ত্রিপুরামণ্ডপ পথে বৈসে মহাস্থখে ॥
মণ্ডপ দক্ষিণ দিগে কথ দূরে বন ।
দক্ষিণ শ্রাণানে রাজা বধে দুষ্টজন ॥
বিদায় করিল বিপ্র মধুর বচনে ।
উত্তর কোণ মুখে দেবী করিল গমনে ॥
টঙ্কির নিকটে শিশু বলে কুড়ুহলে ।
গেণু কড়ি ভাঁটা টিক নিত্য নিত্য খেলে
কন্দলে আকুল কেহ করে মহা দম্ব ।
বলাবল দেখে চণ্ডী করিয়া বিলম্ব ॥
নানা বাস্ত্র বাজে ভ্রমে সাধুপুত্র স্থখে ।
সেবকবৎসলা গৌরী যান পূর্বমুখে ॥
এইরূপ সকল [১০২ক] নগর মনোহর ।
ক্ষটিক ধবল কাচ বিরচিত ঘর ॥

প্রতি চালে জলপূর্ণ স্ববর্ণ কলস ।
 নানা রঙ্গে ভ্রমে যুবান্নবয়স ॥
 কুঙ্কট যুঝায় কেহ বিবাদে গারড় ।
 নাট গীত গায় কেহ পাতিয়া চাতর ॥
 চোকাম খেলায় কেহ করে মহাদর্প ।
 নয়নগোচর হৈল ত্রিপুরামণ্ডপ ॥
 স্নান দান করে কেহ নৃপসরোবরে ।
 ছাগল মহিষে কেহ চণ্ডী পূজা করে ॥
 কৌতুকিত ভগবতী পাইল আনন্দ ।
 দক্ষিণ শ্মশানমুখে যান মন্দ মন্দ ॥
 কাটা গেল গুণদত্ত দাসীর তনয় ।
 অশ্বরে জানিল গোঁরী ব্যথিত হৃদয় ॥
 কোলাহল শুনি ধায় শ্মশান ভিতর ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিস্কর ॥১০॥

ধর ছাড়ি অভিযোগে দিন গেল উপবাসে
 ধূম দেখি নয়ানযুগলে ।
 দিগ দিগ নাহি জানি উচ্চরায়ে কর্ণে শুনি
 দানভূমি বুঝি কোলাহলে ॥
 [১০২] কুঙ্কর তুরগ দৃঢ় তুরঙ্গম গজারূঢ়
 বথ পদাতিক সেনাগণ ।
 গণিতে নারিল আমি কাননের মাঝে তুমি
 কোন কার্য একত্র মিলন ॥
 কহি আপনার কাজ দূরে পরিহরি লাজ
 শরীরে তিলেক নাহি বল ।
 চণ্ডীপদ সরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
 বিবরিল দরস মঙ্গল ॥১১॥

পারণাজব্য প্রার্থনা

॥ হুই রাগ ॥

কোটালের সহিত কথোপকথন

॥ বিভাস ॥

কোটাল আট্টনু তোমার সন্নিধান ।
 কুশলে থাক দুই ভাই পারণাব সজ্জ চাই
 জঠর পাবকে দহে প্রাণ ॥ধ্রু॥
 কহি নিম্ন হুংরাশি গয়া গঙ্গা বারাণসী
 মথুরা প্রয়াগ গোদাবরী ।
 কুরুক্ষেত্র হিঙ্গুলাঙ্গ নীলাচলে দেবরাট
 কালি ছিলিও অযোধ্যা নগরী ॥
 যমুনা নন্দনা নদী হিমালয় ভাগীরথী
 সাগবসঙ্গম দ্বারাবতী ।
 কোণার্ক কার্তিকসেতু তমোলিপ্ত জয়কেতু
 পর্যটন কৈল বসুমতী ॥
 আপনার দোষ কহি স্বামীর কুপের নহি
 সহিতে না পারি কুভারতী ।
 খনে কভু নহি বশ ভক্তিভাবে পরিতোষ
 সর্বকাল আমার প্রকৃতি ॥

সেরেক তুল লহ এক চক্র ফল ।
 কিঞ্চিত লবণ লহ বার্তাকু যুগল ॥
 ভূগকাষ্ঠ লৈয়া চল পিঙ্গললোচনা ।
 বাজারে রন্ধন করি করহ পারণা ॥
 ত্রিপুরা কখিল আমি উহা নাকি চাহি ।
 পারণাব কালে আমি মংস মাংস খাই ॥
 ছাগল গারড় দিবি পণ দশ বার ।
 হরিণ মহিষ গণ্ডা যত দিতে পার ॥
 অসংখ্য বোদালি দিবে নব লক্ষ হাঁস ।
 সরক্ত সহিত দিবি আপনার মাংস ॥
 ধর্মবুদ্ধি কোটালিয়া ভয় নাহি মনে ।
 কাটিয়া পরের বেটা বাঁচিবে কেমনে ॥
 রাজ ঐরি কাটি আমি নাহি ধর্মভয় ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাবিজয় ॥১২॥

কোটালের উক্তি

॥ কামোদ রাগ ॥

চল লো যোগিনী কাহার রমণী
 কেমন পুরুষের রামা ।
 দেখিয়া রূপ তোর হৃদয়ে লাগে ডর
 বারেক কর মোরে ক্ষমা ॥ধ্রু॥
 আস্থরী খেচরী রূপসী বিজ্ঞাপরী
 রাক্ষসী দেবতার নারী ।
 ভ্রমিতে কুতূহলে অবনীমণ্ডলে
 মাহুযরূপে অবতরি ॥
 ললাটে সিন্দূর- রেখ প্রচুর
 ভূষিত স্থপতি ধনু ।
 চূপড়ি বাম কাখে লগুড় করে শোভে
 পবন ভর করে তনু ॥
 তেজিয়া স্থনগর কুটুম্ব সহোদর
 শ্মশানে আসি উপনীতা ।
 মলিন মুখশশী বদনে নাহি হাসি
 বৃষ্টিতে নারি তব কথা ॥
 অস্থির উপর [১০৩ক] চর্ম্ম মাত্রি সার
 শোণিত আছে কি না জানি ।
 দেখিল বিপরীত মাংসবিরহিত
 সকল কলেবরখানি ॥
 দুর্মুখ ভূপাল তাহার কটোয়াল
 আইলে মোর সন্নিধানে ।
 বিশেষে ধর্ম্মভয় কথিল সবিনয়
 ভিক্ষার যোগ্য নহে স্থানে ॥
 দুঃখিত শিশুজনে গলিত যৌবনে
 উচিত কভু কোপ নহে ।
 ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর
 মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

কোটালের প্রতি দেবীর উক্তি

॥ গৌরী রাগ ॥

কোটাল জীবন অসার অসার ।
 ভাল মন্দ যত কিছু রহে চিরকাল ॥
 ভূবিশ্বগত গিরিনাথ যোগীর নন্দিনী ।
 ভূতনাথপ্রিয়া হাম ভক্তসহায়িনী ॥
 আইলাও ভিক্ষার তরে দেখি বিপরীত ।
 কোন দোষে কাটা গেল সাধু স্ফুরিত ॥
 সদয় হৃদয় মোর যতই বাসনা ।
 তোর স্থানে আশু হামু করিব যাচনা ॥
 জনকের পুণ্যে মোর দেহ মৃতদান ।
 পরম সন্তোষে তোরে করিব কল্যাণ ॥
 জনমিলে পরাধীন হামু দুরাচার ।
 পাতকী বিষয় বিধি সজ্জিল কোটাল ॥
 চল যোগিনী নাহি বুঝ ভাল মন্দ ।
 ত্রিপুরাচরণে কহে আচার্য্য মুকুন্দ ॥০॥

উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি

॥ হুই রাগ ॥

কোটাল তোর দোষ নাহি নরবদে ।
 নৃপতির আদেশ সাধু প্রমাণ্য শেষ
 কাটা গেল আপন বিবাদে ॥
 লোকে তোরে ঘোষে ধন্য অতুঃখে অজ্ঞানে পুণ্য
 কুমার লইব আমি দান ।
 ত্রিভূ[১০৩]বনে কোন জনে যাচনা না করি ধনে
 আজি তোরে দেখি ভাগ্যবান ॥
 যোগিনী যোগিনীহতা মৃতসঞ্জীবনী বিজ্ঞা
 জানি আমি গুরু উপদেশে ।
 দেখ তুমি পরতেক করি আমি অভিষেক
 সাধু জিয়ে প্রকার বিশেষে ॥
 পঞ্চকুল ভিক্ষাগিনী ভ্রম তুমি একাকিনী
 শ্মশানে আসিয়া উপনীতা ।

জানিল যোগীর বি তোমায়ে বলিব কি
বিপরীত কহ তুমি কথা ॥

কোথা হইতে আইল পাপ মনে দেই পরিতাপ
মুগ্ধ করিয়া রহে কোলে ।

কপট রাক্ষসী মায়া মৃতজনে করে দয়া
দেখি শুনি নাহি কোন কালে ॥

তুমি জন পুণ্যবান করিবে সার্বিক দান
হৃদয় আমার হেন লয় ।

চিস্তহ আপন হিত যাচকেরে অহুচিত
মন্দ বল নৃপতির ভয় ॥

ভাল মন্দ বিচারণে রক্ষ তুমি রাজস্থানে
শ্রমশানে আসিয়া উপনৌত ।

... ...

কোন কালে না চল বিপথে ।

লক্ষ কোটি দেই ধন যদি বলে কুবচন
ফলহীন বলে চারি বেদে ॥

চিকুরবর্জিত মুগ্ধ নড়ন দশন তুণ্ড
দুই কাণে শঙ্খের কুণ্ডল ।

হাস তুমি খল খল গায় তব নাহি বল
চলিবারে কর টলটল ॥

অস্থিচর্চসার কায় শুখানা জঠর দেহা
দুই চক্ষু ফিরে নিরন্তর ।

দেখিয়া তোমার রূপ হৃদয় বিদরে বুক
প্রাণ মোর করে থরথর ॥

হিতাহিত নাহি জান আমার বচন শুন
[১০৪ক]কলিযুগে দেখ ধর্মপথ ।

আমি বাকসিন্ধা নারী যাহারে কল্যাণ করি
সর্বকাল সেই নিরাপদ ॥

দেব সুর নর যক্ষ যে লভ্যে আমার বাক্য
কভু তার না দেখি মঙ্গল ।

চণ্ডীপদ সরসিজে শ্রীযুত মুহুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

কলির অবস্থা বর্ণনা

॥ সিদ্ধুড়া ॥

কোটাল আইলাও তোমার সন্নিধানে ।

ব্রাহ্মণে না দিহু দান না পুঞ্জিহু ভগবান
দুঃখ পাই তথির কারণে ॥

পুরাণ ভারত বেদ পড়িলে না ঘুচে খেদ
পণ্ডিত ছাড়িব অনাদরে ।

না থাকিব যত সাধু দুঃখে হারিবেক স্বাদ
ভাঙ্গ মদ পোস্ত ঘরে ঘরে ॥

যেবা সাধুজন হয় পরে ধর্মকথা কয়
আপুনি না চলে কোন কালে ।

কুলীন কুংসিত লীন ধনলোভে বুদ্ধিহীন
গঙ্গাজল মিশাব কুপজলে ॥

যুবতী স্বামীর বোলে না চলিব কোন কালে
পুত্র না পুথিব মায বাপে ।

পাতকে নহিব ভয় রাজা হব নির্দয়
প্রজারে পীড়িব নানা বাধে ॥

পরদার পরবিত্ত তথি অহুগত চিত্ত
নিরন্তর পাপে দিব মতি ।

বেদপ্রতিষেধ কর্ম আচার না করে ধর্ম
আপুনি বলিব তব শুদ্ধি ॥

যত তীর্থ ঠাঞি ঠাঞি তথি কাটা যাব গাই
দেবতা ছাড়িব অনাদরে ।

যেবা কিছু কর্ম করে সত্য বসিয়া নলে
আমাধিক কে আছে সংসারে ॥

ব্রাহ্মণের অন্ন শূদ্র না খাব করিব হিংস্র
ব্রাহ্মণ করিব কাকূর্কাণী ।

তবে কিছু দিয়া ধন তুধিব শূদ্রের মন
পরিতোষে খাব অন্ন পানি ॥

ব্রাহ্মণ বচন কর শূদ্র তার দৈবর
পাচিলে না করে যদি কাম ।

হোর দেখ পুরোহিত কার্যকালে এক ভিত
বোকা বান্ধিতে আগুমান ॥

[১০৪] উত্তমে অধমে মেলি প্রবল হইব কলি
ভক্তি না থাকিব গুরুজনে ।

শূত্র হব পুণ্যবান ব্রাহ্মণে না দিব দান
যুবতী পূজিব নারায়ণে ॥

ব্রাহ্মণী ভজিব শূত্র তথি জনমিব পুত্র
সেই হব কলির ব্রাহ্মণ ।

সাকানি সহিত ঘর বেহানিকে অনাদর
এই সব কলির কারণ ॥

কিছু নাহি বলি লাজে বলিতে অনেক আছে
এমু সম্বরিয়া আছি মুখ ।

শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে উত্তম অধমে জিনে
এই বড় মনে লাগে দুঃখ ॥০॥

দেবীর সহিত কোটালের যুদ্ধ

। ধানশী অথ বিভাস ॥

কোটাল বলে মার রে যোগিনী বলে মার ।

শ্রীশান ভিতরে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥৫॥

পদাতিক বলে দুঃখ দিলেক যোগিনী ।

যোগিনী কোটাল মৃগ করে টানাটানি ॥

সহিতে না পারি দুইজনে গালাগালি ।

বরোদ্ধেতে ঘাই ঘন বাজে বণস্থলি ॥

দুরাচার পাঁচে সৈন্য অবিচারে খায় ।

নেঞ্জা সিলি শেল মাঝে ত্রিপুরার গায় ॥

কেহ তীর বিদ্ধে কেহ হানে অচিরাত ।

অতি কোপে ভগবতী পুরে সিংহনাদ ॥

কঙ্কে মৃগে জড় করি বসিয়া যোগিনী ।

কিচিকিচি করে শিবা গিধিনী হুকিনী ॥

ধক'ধক জলে পেতি বদন অবিশাল ।

চারি দিগে ধায় দানা না করে বিচার ॥

ময় জগিয়া চণ্ডী ছাড়ে হহকার ।

মৃত সাধুহুতে হয় জীবনসংকার ॥

যোগিনী কোটাল যুদ্ধ শ্রীশান ভিতর ।

শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

কোটালের পলায়ন

। শ্রীমগয়ড়া ॥

শ্রীশানে দানবগণ করে অবতার ।

হান হান কাট কাট ঘন রব

শুনিঞা লাগিল চমৎকার ॥৬॥

গজ হয় পিঠে বীরবর উঠে

ধাহুকী ফলাকার পাণে ।

সন্ধান পুরিয়া রহিল পদাতি

ধাইল যুঝবার আশে ॥

নখরাকৃত ভ্র চঞ্চল ক্রোড়

কেশরী নিকটে রোষে ।

জলধি [১০৫ক] শুষিতে উঠিল পতাকী

তাহা দেখি ত্রিপুরা হাসে ॥

গজ কর মুখার কম্পিত রিপুদল

মাহুত ধরিল নেঞ্জা ।

রাউত প্রেত ভূত হানাহানি অদ্ভুত

ধাহুকী রিপু করে বেঞ্জা ॥

সারথি হাখী রখী রাউত মাহুতপতি

পড়িয়া রুধিরে ভাসে ।

ঘন ঘন পড়ে সিলি পায় পায় উড়ে ধূলি

ভেদ নাহি বসুধাকাশে ॥

হাথে করি ছাদশ যোগিনী দশ বিশ

উরিল সমরের মাঝে ।

ত্রিপুরা নট গুরু ত্রিদেব ডমরু

ডিগুম শব্দে বাজে ॥

দেখিয়া যোগিনী পলায় আপুনি

চারি চারি প্রহরের নাথ ।

শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে

সাধুহুত গণে পরমাদ ॥০॥

রাজসমীপে কোটালের নিবেদন

শুন গো ঈশ্বরী বৃদ্ধের বচন আমার ।

পলাইয়া গেলে প্রাণ রহে চিরকাল ॥

পড়িল সকল সৈন্য পালায় কোটাল ।
 বাবত না হয় প্রতিগোচর রাজার ॥
 মহাবল বহুমতীপতির কুমার ।
 বিষম সঙ্কট দেখি চিন্তা প্রতিকার ॥
 জুবনবিখ্যাত জয়া সেবকবৎসলা ।
 যোগিনী বাণেশ্বর তুমি সর্বদক্ষলা ॥
 কোটা কোটা হাথী ঘোড়া অগণিত যথ ।
 সাজিলে দুর্ন্দদ পলাইতে নাহি পথ ॥
 নাহি দেখি ধনু শর নেত্রা খাণ্ডা কলা ।
 একাকিনী জবাফুল নয়ান বিশালা ॥
 সহজে অবলা গো ঠেলিলে যায় প্রাণ ।
 বতনে সংহরে রাজা রাজার সংগ্রাম ॥
 দাসীর নন্দন পুত্র না করিহ ডর ।
 দেবাসুর তৃণ কোন ছার নয়নের ॥
 প্রবোধিলা সাধুসুতে কথিরাকাজিকী ।
 অশানে মুকুন্দ কহে রহিল ভবানী ॥০॥

কোটালের রাজসমীপে উপস্থিতি

॥ ছন্দ ॥

যোগিনী সাধুর পুত্রে শুনিঞা মন্ত্রণা ।
 কোটালিয়া বলে মোরে দৈবের [১০৫] যন্ত্রণা ॥
 যোগিনী মাহু নহে জানিল হৃদয় ।
 রাজার সম্পদ কিবা বিপদ নিশ্চয় ॥
 বড়ারড়ি বাঘ বীর কোথাহ ন রহে ।
 কোটালের নাসিকার খর খাগ বহে ॥
 উলটিয়া পাছুভাগে ঘন ঘন চায় ।
 বচন না সরে মুখে হৃদয় শুধায় ॥
 আকুল চিকুরভার প্রবেশে নগরে ।
 শক্রধনু বাঁকে বেন বস্তকলেবরে ॥
 ছরবহা কোটালিয়া দেখিয়া সভার ।
 নগরে নাগরী লোক বিস্মিত হৃদয় ॥
 বল বৃদ্ধি কোটাল বিক্রমে নাহি টুটে ।
 উপনীত হইল গিয়া নৃপতি নিকটে ॥

দণ্ডবস্ত প্রণাম করিয়া পুটাকলি ।
 দাণ্ডাইল গিয়া নৃপতির কদাবরি ॥
 নিবেদন করি শুন বহুমতীনাথ ।
 দক্ষিণ অশানে বত জায়ল প্রমাদ ॥
 নুমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 ত্রিধুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

দুস্মুখের ক্রোধ

॥ করুণা ॥ কো রাগ ॥

দেব রক্ষ রক্ষত আপন ধরাদর
 নিবেদিলু তোমার চরণে ।
 মোর বাক্য মিথ্যা নহে যোগিনীর রণ সহে
 হেন বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥৫॥
 শুন বহুমতীপ্রভু অশানে বাড়িল রিপু
 আমি নিজ সেবক তোমার ।
 বংশে বংশে কোটোয়াল গোড়াঞিল সর্বকাল
 রাজ্যের না দেখি নিস্তার ॥
 হাথী ঘোড়া পদাতিক বেটলাঙ চারি দিগ
 মধ্যে পরদেশী সাধুসুতে ।
 জয় দিয়া তাবে হানি হেন কালে নাহি জানি
 যোগিনী আইল কোন পথে ॥
 হাথে দ্বাদশ শোভে রত্নিন চুপড়ি কাখে
 কোলে করে সাধুর পোধানি ।
 দেখিয়া তাহার রূপ হৃদয় বাঢ়িল কোপ
 আমি তাবে কথিল কুবাণী ॥
 ক্রোধে ছাড়ে হত্কার যত সাধু স্কন্ধমার
 উঠিয়া বসিল আচাষত ।
 দেবতা সুরের জায়া না বুঝি তাহার মায়ী
 মহামন্ত্র জানে হিতাহিত ॥
 [১০৬ক] গজদন্ত ধরি হাথে উপাড়িয়া মারে মাখে
 সারথি পালায় বড়ারড়ি ॥

লাজে মহারথী রহে প্রাণপণে যুদ্ধ সহে গজতুরগাধিরূঢ় উৰ্দ্ধ করি বান্ধে চুড়
 ক্রিত্তিতলে বার গড়াগড়ি ॥ লাক দেই নৃপ বিজ্ঞমান ।
 প্রবীণ লোহার ভাঙ্গে ঘোড়ার মুখানি ভাঙ্গে সমর উৎকট বেশ চকিত কমঠ শেষ
 না জানি কে কোথা করে রণ । ত্রাসে শচীপতি কম্পমান ॥
 রাউত মাহুত পড়ে যেন রম্ভাবন ঝড়ে লাক সেই নৃপহৃত অভিনব বসদুত
 অবিরত শুনি ঝনঝন ॥ করে ধরি ধর করবাল ।
 কুমারের চাক যেন ফিরে তিন লোচন বৈরী গগন মল যেন জলনিধি জল
 অতি কোপে অরুণ কিরণ । দশ দিগে ধায় অবিশাল ॥
 দশনবজ্রিত মুখে বারেক যে জনে ডাকে প্রবীণ সারথি রথী মহাশয় যুদ্ধপতি
 তার দেহে না রহে জীবন ॥ বহুতর নৃপ করে মানে ।
 বিপরীত শুনি কথা হৃদয় লাগিল ব্যথা [১০৬] চণ্ডীপদ পুণ্ডরীক শ্রীমুকুন্দ চঞ্চরাক
 হুমুখ নৃপতি কাঁপে কোথো ॥ কহে রণ করিব আশানে ॥
 সেবিয়া সারদাপদ আনন্দজনক গীত
 বিরচিল মুকুন্দ পণ্ডিতে ॥১০॥

দুন্দুখের যুদ্ধযাত্রা

॥ ছন্দ ॥

দুন্দুখের যুদ্ধসজ্জা

॥ কাঁপামাংস ॥

সাজলু যে হুমুখ বীরবর
 কোথো লাফে প্রসারিত জাহ্নু ।
 তুঙ্গ তুরঙ্গম লোটন রক্ষিত রেণু সমজিত ভাহ্নু ॥
 বল বুদ্ধ যোগিনীহুতা চরমুখে শুনি কথা
 কলেবরে গলে ঘর্ষজল ।
 দিক থাকুক জীবন মোর যুবতী প্রবলতর
 রিপু ভেল আশান ভিতর ॥
 তিরতর কসপূরে সমীর তুরগ খুরে
 ঘন দেই ধনুক টঙ্কার ।
 উরমাল ঝমঝম খড়্গে তার বৈসে বম
 ছুরি কাছে হারকের ধার ॥
 নীরদ সন্নীরদ নিরবধি গলে মদ
 ফলাকার ধায় আগু দল ।
 সিঁকা বাজে ঘন ঘন গুড় গুড় দগড়ন
 রাহ রহি পতি কোলাহল ॥

সাজ সাজ বলে বীর হুমুখ ভূপাল ।
 জয় বীরটাক বাজে ফুরবে কাহাল ॥১১॥
 বাজের শব্দে কিছু নাঞি শুনি কানে ।
 কেমত যোগিনী আছে দেখিব আশানে ॥
 যোগিনী বধিতে রাজা করিল গমন ।
 সচকিত হৈল রাজ্য দুর্বার পাটন ॥
 হাথী ঘোড়া পদাতিক পদধূলি উড়ে ।
 আত্মসানিত হৈল রবি অঙ্ককার বেড়ে ॥
 প্রথমে চলিল যত নৃপতির হাথী ।
 অকুশ ডাবুশ নেজা পিঠে যুদ্ধপতি ॥
 কনকনির্মিত জিন ঘন খেলে ধূলি ।
 অঙ্ককার রাজে যেন পড়িছে বিজুরি ॥
 সজল জলদ যেন পবনের গতি ।
 কমঠ বাণুলী ডরে কাঁপে বহুমতী ॥
 পাছু তুরঙ্গম চলে সর্কি মেহে পটু ।
 তিন লক্ষ ঘোড়া তার নব লক্ষ টাটু ॥
 রজতের জিন পিঠে সোনার পাথর ।
 হীরার কড়্যানি শোভে মুখের উপর ॥

বাণেশ্বর পাটের পাগ গমন সত্তর ।
 বাণেশ্বর নৃপের পাগ হাতেতে চামর ॥
 যুদ্ধপতি চলে যত শূরবিশারদ ।
 সারথি সহিত চলে তিন লক্ষ রথ ॥
 পদাতিক চলে যত তার নাহি লেখা ।
 প্রধান দলই চলে সিলিয়ার শেখা ॥
 তাহার মহিমা আমি কি বলিতে পারি ।
 সিলির শব্দে যার কাঁপে সুরপুরী ॥
 তাহার গমনে চলে যোল শত সিলি ।
 বীরজয়টাক কাড়া বাজে লক্ষ ঢুলী ।
 উঠই ইড়িক ডাল চলে এক লাখ ।
 পাঁচ শত গুণ্ডা চলে তিন লক্ষ বাথ ॥
 ঢেকি নিয়া [১০৭ক] চলে যত রণে অবিণাল ।
 লক্ষেক তবকী চলে নিযুক্তেক ঢাল ॥
 মদন পাইক চলে পাইকের ঠাকুর ।
 লক্ষেক ধাতুকী চলে রণে মহাসুর ॥
 সাধাই চণ্ডাল চলে কিরণ কামার ।
 যাহার প্রতাপে কাঁপে মগধ বেহার ॥
 আর যুদ্ধপতি চলে কেশব সাঁচনৌ ।
 বার শত ঘোড়া যার না ছোঁঞে মেদিনী ॥
 ঘন ঘন পড়ে শিখা বিবল তেঘাই ।
 পাইক ছাওয়ালে যত করে ধাওয়াধাই ॥
 মড়িয়া পাটনি চলে তেকড়িয়া তেলি ।
 হালদ্র তেলদ্র বঙ্গ চমকিত ডিল্লি ॥
 ডোমের নন্দন নিতা বলে মহাবলী ।
 রণারণ ঝাঁপালা চলিল সিহলি ॥
 ধরা পরা শিবা মুচি চারি ভাই রতা ।
 যাহার প্রতাপে কাঁপে কামরূপী মাতা ॥
 মাধাই কুশল চলে বারই বারণা ।
 চরণে তোড়রমল যোল কোশে হানা ॥
 শেলিলে সরসা মুঠি নাহি ছোঁঞে মাটি ।
 নিযুক্তেক নেত্রা চলে অযুক্তেক জাতি ॥
 নকড়্যা বাগুদি চলে ছকড়্যা তিরয় ।
 হাতে নেতফালি শোভে মাথায় টোপর ॥

ফলা সাট মারে দুই হরষিত মনে ।
 মিলিব সংগ্রাম আজি চণ্ডিকার সনে ॥
 ধনা কাপড়ি চলে তিন ভাই গদা ।
 আশু দলে বাস্তা শুনে যুদ্ধের বারতা ॥
 পাগ মোজা দিয়া খোজা অস্ত্রে হরষ ।
 পাখরিয়া চাপে লাখ যুবার মহিব ॥
 ছুটিল মহিব যেন শূন্তে থলে তারা ।
 শতেক কাহন পাইক চলিল কাণ্ডরা ॥
 আপনা আপুনি বাওয়াবাই মহারোল ।
 আঠার কাহন পোদ দুই লক্ষ কোল ॥
 ধাইল বাণেশ্বর রাজু হাতে করি শেল ।
 চোদ সত্তরা যার চলিল ঝাম খেল ॥
 [১০৭] দামা দড়মদা বাজে দগড় কাঁসর ।
 যোল শত চলিল রাজার পাট ঘর ॥
 দোকড়িয়া কুমার চলে তেকড়িয়া হাড়ি ।
 রণমুখী রাজার বাঘটি চলে রাণ্ডি ॥
 ধাইল অনেক সৈন্ত না শুনে বচন ।
 নীচ ভূমি দেখি যেন জলের গমন ॥
 ঘোড়ায় রাউত চলে রণে মহারঙ্গ ।
 অনল ঝাঁপিতে যেন উড়িল পতঙ্গ ॥
 পঞ্চ পাত্র চলিল রাজার কাছে কাছে ।
 সাহলু গাহলু চলে যেন তালগাছে ॥
 আপুনি সাঁজিল রণে আনিল ত্রিপুরা ।
 অহুচিত যুদ্ধ আমি করিব একেলা ॥
 হাতে খড়্গ করি চণ্ডী উনমত্ত কায় ।
 ত্রিযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা সহায় ॥০॥

দেবীর যুদ্ধসজ্জা

। পঠমঙ্গরী ॥

চণ্ডী রণ সমুৎসুক খড়্গে ঝিকেক ঝক
 চিন্তে হারি যত্নাঙ্গরী ।
 উরে নন্দী মহাকাল হুহমান ক্ষেত্রপাল
 আজি সৃষ্টি হইল প্রলয় ॥৩॥

নেত্রা ভবক টাকি রণেতে দানব বজি সময় লাবণি মেলি মথিয়া ভবক সিলি
কাছিল যুগল খর খাণ্ডা ।
ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবী সতী মধুমতী ভগবতী দিমিকি দিমিকি দণ্ডি মেলাই ফেপাই চণ্ডী
উরে চণ্ডী মৃদানী চামুণ্ডা ॥
অতি চণ্ডা চণ্ডরূপা চণ্ডোগ্রা প্রচণ্ডতপা পবনজ হুমান ধনুকের সন্ধান
চণ্ডবতী চণ্ডনাথিকা ।
বিশালাকী মহামায়া কালিকা বিজয়া জয়া রাউত মাহত যত বখী রণবিশারদ
উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডা চচ্চিকা ।
শূল হাথে উরে গৌরী মহেশের রূপ ধরি বহুমতীপতিপুত্র খাঁচিয়া ধবল ছত্র
তৃতীয় নয়ান বুঝাবা ।
সুচ্ছন্দ কবরি বন্ধ তথি শোভে মকরন্দ আনাআনি গালাগালি প্রবণে লাগিল তালি
বিভূতি ভূষিল সৰ্বদেহা ॥
নরসিংহরূপ তহু করে শোভে শর ধহু কোতুকে উরিল চণ্ডী রণে হৈয়া কাণ্ডাকাণ্ডি
শৃগালবাহিনী শিবদূতী ।
করযুগে খাণ্ডা ফলা গলায় নুমুণ্ডমালা গুড় গুড় দগড়ধ্বনি সুনাদ কঁাসর বেগি
সাজ সাজ বলে ভগবতী ।
অষ্ট তণ্ডুল দুর্কা প্রকৃতি ভাবিনী দুর্গা উভয়ত কাট কাট পত্তি মায়ে ফলাসাঁট
দুর্গপ্রভাবিনী শৈলজাতা ।
মহিষ নিশ্চুস্ত শুস্ত ধুস্তলোচন চণ্ড দানবের শুনি সিলি সৈন্ত করে কিলিকিলি
মুণ্ডবিনাশিনী জগন্নাভা ॥
উন কোটি কাত্যায়নী আশানে নৃপতিমণি ত্রিপুরাচরণবর সরোবর মধুকর
সেনাপতি বেটিল সকল ।
চণ্ডীপদসরসিঙ্গ ত্রিযুত মুকুন্দ ভিঙ্গ ত্রিযুত মুকুন্দ স্ববচনে ॥০॥
বিরচিত সরস মঙ্গল ॥০॥

যুদ্ধারম্ভ

। সুই রাগ ।

দেবীর যুদ্ধযাত্রা

। ঝাঁপামাল ।

যুদ্ধ অঙ্কুর রে [১০৮ক] প্রধান নৃপতিবর উঠে বীরজয়ধ্বনি সচকিত রণভূমি
জয়ধ্বনি বিজিত নির্ঘাত ।
দানব লঙ্ঘতি সাধু গিরে বত পুষ্পরধু ঝাস বহে বজ্রা পবন ।
ভগবতী গুরে লিংহনার ।
কিতি ধরনী ভাই পার্শ্বে ভূরগ কই ঘন ঘন বন ঝান অন্ধিত হান হান
ধাহকী বিকটে ফলাফর ।
প্রমত্ত কুঞ্জরবদ গৃধুভয় মহীধর ঘিলজিত তিক্ত কিরণ ।
ভাবুশ হানিল দেবীমুণ্ডে ।
হস্ত পদ লাবধান চক্রে করি দুইধান ভক্তে ধরি করিমুগ্ধ ছিণ্ডে ।

কোথিল ক্ষত্রিয় বল বলে চারি দিগাসল
চানমুখ করিল তুঙ্গ ।

সহিতে না পারে বণ প্রধান দানবগণ
বিমুখ হইয়া দিল ভঙ্গ ॥

ধায় নন্দী মহাকাল কোধে হৈয়া চোতাল
কাট কাট ছাড়ে বীরডাক ।

প্রকৃপিত [১০৮] স্বখীল বাজে সিদ্ধা ভেরি ঢোল
দগড় বরোহ ভেরি ঢাক ॥

আগে যায় ক্ষেত্রপাল পাতিয়া মহিষা ঢাল
হুম্মান পুরিল কোদণ্ড ।

পদাতিক রহে সব চরণে তোড়রমল
বেনকে করিল খণ্ড খণ্ড ॥

মাহত তেজিল হাখী হাখী লোটাইল ক্ষিতি
কামানে বিদ্ধিল শূলে দানা ।

কারে কেহ নাহি ছাড়ে মুচ্ছিত হইয়া পড়ে
কাট কাট গুলি বনবনা ॥

পড়িল সারথি বখী শোণিতের বহে নদী
কার নাহি তিলেক বিবাদ ।

পত্তি করে কিলিকিলি মধিয়া তবক সিলি
দাবাসিনী বেন বজ্রাঘাত ॥

খব বহে রক্তনদী চমকিত নরপতি
রণমুখী হৈল মহামায়া ।

উলানি উঠানি বণ গচিস্তিত দেবগণ
কারে কেহ নাঞি করে দয়া ॥

ভাসে গাণ্ডি মুণ্ডি পত্তি হয় হস্তী চন্দ্রপতি
দানব করয়ে জয়ধ্বনি ।

চণ্ডীপল্লবরোহে শ্রীযুত মুকুম্ভ কহে
রণভূমি যায় নৃপমণি ॥১॥

দেবীর কোণ

। শ্রীমা রাগ ।

কঠলু চামুণ্ডা চণ্ডী বৈরীমুণ্ড লোটে ।

ধম্ম অগি খরতর ধরিয়া কর্পর
চাপিয়া সিংহের পিঠে ॥

শশিচূড়কাস্তা সমরতরস্তা
বিপরীত যুগল চিন্তা ।

বিজলিতবসনা বিগলিতরসনা
হরিহর বিক্রম হস্তা ॥

পুলকিতগাত্রা সচকিতনেত্রা
প্রবিকট দশন জলা ।

সমরপ্রচণ্ডা স্থললিতকণ্ঠা
বিভূষিত নরশিরোমালা ॥

যোগিনী শঙ্খিনী বণভূ রন্ধিনী
ঘন ঘন পুরে সিংহনাদ ।

ভূতল সম্রত নিবদ নিসদ
প্রলয় বেন উৎপাত ॥

আকুলিতচিকুরা জয় জয় মুখরা
প্রলয় মহাজ বরদাতা ।

কধিরাকাজিহ্বত হৃদয় আনন্দিত
সকল ভুবনজনমাতা ॥

ঘণ্টা ঘোষণার উর মাল নুপুর
রন রন কম্পিত পৃথি ।

বিস্মিত সাধুহৃত[১০৯ক] নয়ান নিমেষিত
ত্রিপুরাকৃতি বহু মূর্তি ॥

ঝিকিত কুপাণা কুলবিপুত্রাণা
আগত দশ দিগে দানা ।

শ্রীযুত মুকুম্ভ ভনে ত্রিপুরাচরণে
ধরণী তরণি তরবালা ॥১॥

দেবী ও ছন্দুখে মুদারন্ত

। সারঙ্গ রাগ ।

ধরণীর ক্ষিত্তিপাল বহে খর করবাল
যুদ্ধ দেখি দেবতা পলায় ।
কোপকুপে হতাশন কুপাণি শিখরে ধম
হয়ধুরে সমীর লুকায় ।
তুরগে কুঞ্জরে হানে রাউত মাহত জনে
সারথি বিরথি দুই দলে ।
কারে কেহ নাহি সহে কুখিরে কন্দর বহে
পড়িয়া লোটায়ে ক্ষিত্তিতলে ।
মুদক পট্টহ বাজে প্রবন্ধে কবন্ধ নাচে
রণভূমি করে অবতার ।
নিহিত দানবমুণ্ড শোণিত প্রভব কুণ্ড
দেবগণে লাগে চমৎকার ।
হান হান করে ধনি পাতালে চকিত কণী
ত্রিবেষ সভয় শচীনাথ ।
ঘন বাজিখুর তালি গগনে উটিল ধূলি
আংসাদিল দিনকরনাথ ।
চামুণ্ডা মুণ্ডের মালা গলে বাম ভুজে ফলা
শাপিত মক্ষিণ করে খাণ্ডা ।
নেত্রা ধরি দুই হাথে তুরগ তেজিয়া রথে
কুখিয়া উটিল প্রচণ্ডা ।
কবিল ক্ষত্রিয় বল বলে চারদিগে গেল
এক ষোণ করি দশ বিশেষ ।
সন্ধান পুরিয়া বিচ্ছে কেহ কারে নাহি নিন্দে
দেখিয়া ছন্দুখ নৃপ ঘোষে ।
ভাবলে উপাড়ে খাণ্ডা হানে হযাক্ত গণ্ডা
হস্ত পদ মাহব নিনাদি ।
প্রাণপণে নন্দী রহে দানব সম্মুখ নহে
রথ তেজি পলায় সারথি ।
আকর্ণ পুরিয়া ধনু বিচ্ছে রিপুজন তহু
পবননন্দন হহুমান ।
নেত্রা খাণ্ডা গজ ঢাল পাতে নন্দী মহাকাল
অনখনা কুপাণে কুপাণ ।

পেতি জলে ধক ধক নাচে যুগ ঋতুক
অস্থি পেশীত টানাটানি ।
খের্খে খের্খে করে রব ডসলে আগলে সব
কিচিকিচি গিধিনি শকুনি ।
প্রবীণ লোহার ভাঙ্গে ঘোড়া রথখানি ভাঙ্গে
রাউত পাখর আসে কাটে ।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ছন্দুখ চিন্তিত মনে
ভক দিল নৃপতির ঠাটে ॥০॥

দেবী কর্তৃক ছন্দুখের সৈন্ত্যসংহার

। বারাদী ।

ত্রিপুরা করতল পেখি রি[১০২]পু বল
সকল কম্পিত ওলা ।
চতুরধিক দশ ভুবন কম্পিত
যুদ্ধ কম্পিত ওলা ।
ত্রিপুর ঘাতিনী মহিষমর্দিনী
সমরে নান্মিত ওলা ।
নেত্রা খরতর শিখর কর্পর
কতি দূরে নৃপ ধাওলা ।
উগ্রচতিকা চামুণ্ডা চটিকা
কালিকা কাটে মহামায়া ।
প্রলয়কালে ঘন ঘোর গরজন
শোণিত গিয়ে শিবজায়া ।
পত্তি গুড়ি গুড়ি মাহত রড়ারডি
রাউত হামাহুড়ি দেওয়ানা ।
মুকুন্দ কহে চণ্ডী চরণপঙ্কজ
যুদ্ধে ভক দেওয়ানা ॥

ছন্দুখের পলায়ন

। একপদী ।

নৃপ অতুত ।
রিপু নিমিত্ত ॥১॥

দূরে কৈল যত লাজ ।

ছাড়িল বিক্রম নিজ ॥

জীবনে কাতর বড় ।

গজাক্রুত দেই রড় ।

নগর সমুখে যায় ।

উলটি পাছু না চায় ॥

মন্ত্রী যত জন সঙ্গে ।

সকল মাতঙ্গ তুঙ্গে ॥

হস্তী ঘোড়া পত্তি রথ ।

পড়িল আছিল যত ॥

পড়িল ধবল ছত্র ।

পলায় নৃপতিপুত্র ॥

যোগিনীনন্দিনী ডাকে ।

শুনিঞা চমক লাগে ॥

রহ রহ ক্ষিতিনাথ ।

বারেক করহ যুদ্ধ ॥

মঞ্জিল রাজসমার ॥

আর জিয়া কোন কাজ ॥

সাহস যে নাহি করে ।

বিফল জীবন ধরে ॥

সবে মরে রণমাঝে ।

অমর নাগরি ভঞ্জে ॥

পৃথ্বিপতি কাঁপে ত্রাসে ।

মুখে না ভারতী থসে ॥

উপনীত হৈল ঘরে ।

ফুল্প দেই দুয়োরে ॥

আসনে নৃপতি বৈসে ।

পরিজন যত পাশে ॥

মুকুন্দ ভনে ।

হৃষীকি চিন্তিত মনে ॥

হৃষীকি আক্ষেপ

॥ বিভাস রাগ ॥

নগরে যুবতীগণ মাংসের পসার ।

মায়াদহে পরদেশী সাধুর কুমার ॥

আসিয়া কথিল মিথ্যা সভামত যত ।

সেই সে হইল মোর বিপদের পথ ॥

বিবাদে ক্রন্দন করে বহুমতিপতি ।

না জানি ললাটে মোর কি লিখিল বিধি ।

পদাতিক রথ যত লেখা নাহি জানি ।

কোটা কোটা ঘোড়া হাথী সাজিল আপনি ॥

শুনিল সকল না গণিল হিতাহিত ।

বিপদ সময় বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত ॥

[১১০ক]পিতৃপিতামহভূমি হুর্দ্বার পাটন ।

রক্ষিতে নারিল আমি ছার কুনন্দন ॥

হস্তী ঘোড়া পত্তি রথ পড়িল সকল ।

ক্ষতিতলে একেলা জীবনে কোন ফল ॥

অবলা অবল নহে হুর্দ্বার পুরুষ ।

বিধাতার বিপাকে পর্কত হয় তুষ ॥

পরের গোচর নহে দেখিল আপুনি ।

প্রলয় করিল রাজ্য আসিয়া যোগিনী ॥

যদি পুন রণে মরি দুঃখ বিমোচনে ।

পরে রাজ্য লয় যেন না দেখি নয়ানে ॥

পুরুষ লক্ষণ নহে না কর বিবাদ ।

উপদেশ কহি শুন বহুমতীনাথ ॥

কুঠারি বাক্সিয়া গলে শুন নরেশ্বর ।

যোগিনীর ধর গিয়া চরণকমল ॥

যদি বা রক্ষিবে রাজ্য জীবৈ বা আপুনি ।

কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধ বাণী ॥০॥

দুর্মুখ কর্তৃক দেবীর অরণ্য গ্ৰহণ

। ছন্দ ।

পঞ্চ পাত্র বলে শুন নৃপতিনন্দন ।
 বিবাহে বিক্রম টুটে হির কর মন ।
 কনকনির্মিত ঘর বিগত বিলাপ ।
 সমাজের মাঝে রাজ্য প্রচণ্ড প্রতাপ ।
 রাজার রাজ্যের কিবা মঙ্গল ভাবনা ।
 সাত পাঁচ দশ জনে করয়ে মন্ত্রণা ।
 বন্ধু পরিজন বলে যোগিনী অসেবা ।
 তাঁহার সম্ভাবে চল লৈয়া ভাল দ্রব্য ।
 গুনিয়া নৃপতি দেশে পড়িল ঘোষণা ।
 বিপরীত সত্ত্ব ধরে গলিতযৌবনা ।
 হস্তী ঘোড়া খাণ্ডা ফলা সজ্জা কোন বশ ।
 নৃপতি যোগিনী নহে বস্ত্র কুয়ঃপর্ব ।
 বুঝিল যোগিনী কতু নহে হীনবল ।
 ইজিতে রাজার ঠাঁট পড়িল সকল ।
 সিংহের যোগিনী তাঁর বাক্য ঋদ্ধি সিদ্ধি ।
 আহরী খেচরী কিবা দেবের যুবতী ।
 চরণকমল তাঁর সেবে যেই জন ।
 কোন কালে নহে তার অকালমরণ ।
 শক্তিরূপে ভক্তি করে বিশেষে প্রচুর ।
 গ্রহদোষে আসন্ন আপদ যায় দূর ।
 অহুমানে স্বরপতি শচীর সংহতি ।
 আচম্বিত হইল তথি আকাশভারতী ।
 সত্য সত্য শুন রে দুর্মুখ নরেশ্বর ।
 চিস্ত হস্তী ঘোড়া পতি আপন মঙ্গল ।
 অসিত বিক্রম দূরে [১১০] তেজ অভিমান ।
 শ্রাশানে পড়িল সৈন্ত পাব প্রাণদান ।
 স্বকর্ণে শুনিল রাজা অন্তরীকবাণী ।
 নেত্রা খাণ্ডা ফলা ছুরি তেজিল আপুনি ।
 বহুমতীপতিপুত্র মন্ত্রণা সহায় ।
 স্ববর্ণ কুঠারি বাজে আপন গলায় ।

গুড় গুড় দগড় বাজে দিঙ্গা বাজে ঘন ।
 যোগিনী সম্ভাবে চলে নৃপতিনন্দন ।
 দামা দড়মসা কাড়া মৃদঙ্গ মাদল ।
 মর্দক কঁাসর বীণা বাজে অবিরল ।
 চলিল দুর্মুখ রাজা করি কোলাহল ।
 তুঙ্গকনাথের ফণা কবে টলটল ।
 ঐরাবতাক্রুত ডরে কাঁপে পুরন্দর ।
 ত্রিপুরা জানিল রাজা জীবনে কাতর ।
 সেবকবৎসলা বলে লজ্জা হুই আঁখি ।
 সরস বিরস যোগীহুতা অধোমুখী ।
 প্রধান হুর্নীত পাত্র বুঝে হিতাহিত ।
 নৃপ সঙ্গে সংগ্রামে শ্রাশানে উপনীত ।
 দুর্মুখ হুর্নীত রাজা পাত্র হুই জনে ।
 দণ্ডপাত হইয়া পড়ে যোগিনীচরণে ।
 পদাতি সারথি রথী রাউত মাছতে ।
 প্রাণায় করিয়া ডরে রহে পুটহাথে ।
 ক্লিষ্টগীন্দন বলে জোড় করি হাথ ।
 দেখ মাতা গলায় কুঠারি ক্ষিতিনাথ ।
 যোগিনীচরণপদ্মে লোটায় ভূনাথ ।
 সেবক দোষের স্থানে ক্ষম অপরাধ ।
 পতঙ্গ বাড়বানলে কতু নহে বাদ ।
 আমার কুগ্রহদোষে ফলিল প্রমাদ ।
 সিংহের যোগিনী তুমি কিবা মায়ী ধরি ।
 আমি চন্দ্রচন্দ্র নর চিনিতে না পারি ।
 নিবেদি তোমার পায় আমি পাপী নর ।
 বিচারিয়া যথোচিত করো ফলাফল ।
 রাজার বচনে চারিদশলোকেশ্বরী ।
 দ্বৈত হাসিয়া বলে পাতিয়া চাতুরী ।
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুক মতি ।
 ত্রিহৃত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

দেবী কর্তৃক দুন্দুখের অপরাধ বর্ণন

॥ হুই রাগ ॥

শুন হে নৃপতি স্তুতি না বল সমুখে ।
সতত সন্তোষ আমি প্রণত সেবকে ॥
পরদেশী সাধু নাহি জানে অবসাদ ।
তোমার পাটনে কোন কৈল অপরাধ ॥
[১১১ক] মোর দাসীস্বত্তে তুমি তারে দিলে বলি ।
ত্রিভুবনে জানে আমি বিবাদে বাণেশ্বরী ।
প্রতিপক্ষ জন বুঝে জয় পরাজয় ।
আগে খাণ্ডা লয় পাছে বলে সধিনয় ॥
চিত্তের ছাগল যেন না যায় গণন ।
বুঝিতে নারিল আমি সকল দুর্জয়ন ॥
হৃদয় কর্ণশ মুখে মধুর ভারতী ।
কোন কালে নহে তার পরলোকে গতি ॥
চাতুরী না করে নয় চতুর নিকটে ।
মুনিজন প্রমাণ বচন অকপটে ॥
অচেতন নরে ভাঙে সচেতন নয় ।
ভাল মন্দ যত কথা দেবতাগোচর ॥
উচিত ভাবিয়া মোরে দেহ শাপ বর ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিন্ধর ॥০॥

দুন্দুখের ক্ষমা-ভিক্ষা

॥ ছন্দ ॥

কি বলিব শুন নৃপ তোমার সেবকে ।
অবিলম্বে চল পাছে দেখে ভিন্ন লোকে ॥৫৭॥
যোগীর নন্দিনী আমি যোগীর কামিনী ।
নিহুঁরভাবিণী পঞ্চকুলভিক্ষাশিনী ॥
নরপতিশিরোমণি তুমি নয়রাজ ।
ঐশ্বর্য করিয়া মোরে কৈলে কোন কাজ ॥
রাজা পাত্র কোটরাল রাজাখানি ভাল ।
দুর্মুখ ছনীত ছরাতার ছববার ॥

প্রভীত না যাই আমি পরের বচনে ।
দেখিল শুনিল নিজ নয়ন শ্রবণে ॥
যোগিনীর বোলে রাজা কাঁপে ধরধর ।
মুকুতা গাঁথিল যেন চক্ষে পড়ে জল ॥
বিনতি করিয়া বলে চণ্ডীয়া চরণে ।
কেন্দ্র দোষ বারেক শরণাগত জনে ॥
মায়াবিনী জননী তোমার প্রতি ভয় ।
মন স্থির নহে মোর দেহ পরিচয় ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুপ্ত মতি ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

দেবীর ক্রোধ সংবরণ

॥ হুই রাগ ॥

শুনি সক্রোধ বাণী হরষিত নারায়ণী
পরিচয় দেন কিত্তিনাথে ।
[১১১] যুতাসনে ত্রিনয়নী নৃমুণ্ডমালিনী ধনী
সবস্ত্র কর্পর কাতি হাতে ॥৫৮॥
অরুণ মণ্ডলোজ্জ্বল কনক কুণ্ডল
শ্রবণে কপোল বিভূষণ ।
উজ্জ্বল প্রলয়কালে ললাট নয়ন জলে
ববি শশী সহজে লোচন ॥
উদয় যেন কোটা ভাঙ্গ ঈষত প্রকাশে তরু
কোটা চাঁদ জিনিঞা বদন ॥
হুমুখ ছনীত পাত্র দেখে অতি বিপরীত
গুণদত্ত দাসীর নন্দন ॥
সমুদ্র শোণিত জল রত্নবিবচিত ঘর
ত্রিপুরা বসিঘা তথি মাঝে ।
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর দেবতা প্রণতিপর
মুকুটে উইলা দ্বিজরাজে ॥
অরুণ কিরণ বাস বিকট দশনভাস
মুখর কিকিণী কটদেশে ।
বিশালাকী দরশনে রাজা পাত্র দুই জনে
মুচ্ছিত পড়িলা তরাসে ॥

টল টল করে ক্ষিতি সিংহের উৎকট মূর্তি

প্রাণ রাখ জননী নৃনাথে ।

অকারণে অচেতন ভয় নাহি নন্দন

ত্রিপুরা ধ্বংস তার হাথে ॥

দেখিয়া যোগিনীরূপ সজ্জিত পাইল ভূপ

প্রকাশিতঃ নয়নবৃন্দ ।

চণ্ডীপদসরসিজে ত্রীমূর্ত মুকুন্দ দ্বিজে

বিরচিতঃ সরস মঙ্গল । ০।

মুকুন্দখের প্রতি দেবীর আদেশ

। পরায় ॥

প্রণতি করিয়া বলে পৃথিবীর নাথ ।

ত্রৈলোক্যজননী যোরে ক্ষম অপরাধ ।

রাজ্যার বচনে দেবী মনে পরিতোষ ।

শুন নৃপ তোমার ক্ষেমিল যত দোষ ।

শুণদন্তে দেহ দান আপন হৃদিত ।

শুণবতী রূপবতী বার নাম বিস্তা ॥

চণ্ডীর বচনে রাজা হরষিত চিস্তে ।

জামাতা বলিয়া পান দিল শুণদন্তে ॥

চন্দনের তিলক সুগন্ধি পুষ্পমালা ।

দেখিয়া সন্তোষ চিত্ত সেবকবৎসলা ॥

সুভক্ষণ হইল আদেশিল ভগবতী ।

অধিবাস করাহ যেমত আছে বিধি ।

[১১২ক]বলে নৃপ শুন চণ্ডি মনে নাহি শর্ম্ম ।

অশৌচ থাকিতে কতু নহে সুভক্ষণ ॥

রণেতে পড়িল জাতি যদি পায় প্রাণ ।

তবে আরি শুণদন্তে করি কষ্টাদান ॥

ইচ্ছিতব্য সাধক চণ্ডীর ধরে পায় ।

ত্রীমূর্ত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা সহায় । ০।

মুকুন্দখের দেবীস্তুতি

॥ হুই রাগ ॥

ত্রিপুরা তব পদকমলে প্রণাম ।

দাসীর নন্দনে যদি বিবাহ করাবে তুমি

মৃত সৈন্ত দেহ প্রাণদান ॥ ৫ ॥

যোগিনীরূপিণী সতী ভগবতী রূপানিধি

তুমি মাতা তৃতীয়রূপিণী ।

যে জন তোমারে সেবে কতু হুঃখ নাহি লভে

মুনিজন বচন প্রমাণি ॥

মাতা, শূগাল কুকুর বাঘ গিধিনি শকুনী কাক

রক চিল বিবিধ প্রকারে ।

করিল কৃষির পান জাহার কেমতে প্রাণ

কোনরূপে জীবন সঞ্চারে ॥

মাতা, মৃত প্রাণ বল বীৰ্য্য পাব এই কোন সজ্জ

মায়াবিনী শুন গো জননী ।

বার বোলে হয় নয় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

দেব স্বর নর সিদ্ধা মুনি ॥

শুনিঞা সাধুর বোল হাসে চণ্ডী খল খল

কনক কলসে মন্ত্রে জল ।

চণ্ডীপদসরসিজে ত্রীমূর্ত মুকুন্দ দ্বিজে

বিরচিতঃ সরস মঙ্গল । ০।

দেবী কর্তৃক সকলের জীবনদান

। পরায় ॥

জপিয়া ত্রিপুরামন্ত্র ছাড়ে হৃদকায় ।

মুচ্ছিত লোক দশ দিগ অন্ধকার ।

হাড়ে হাড়ে হয় যত দিয়া রড়ারড়ি ।

সঞ্চরিল মল মুক্ত পবনের নাড়ি ॥

মগ্নিত জল চণ্ডী পেনিল প্রবন্ধে ।

বার বেবা মন্তক লাগিলেক কন্ধে ॥

মাংস শোণিতঃ হয় কেহের নির্দাণ ।

হত পদ বর্ধ মুখ নাকঃ চক্ষু কণ ।

দশন অঙ্গুলি নথ ভ্রমুগ স্বন্দর ।
 খাসপবন বহে নহে উজাগর ॥
 পরমপুরুষ পদ্ম দশশত দলে ।
 নয়ান মেলিয়া প্রাণী উঠে কোলাহলে ॥
 দণ্ডবত প্রণাম করে দেখিয়া যোগিনী ।
 কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিত শুদ্ধবাণী ॥০॥

গুণদত্তের সহিত দুমুখকত্তা বিত্তার বিবাহ

॥ মঙ্গল বাগ ॥

আদেশিল নয়নাথ বান্ধিতে ছান্দলা ।
 অধিবাস করাইল শুভক্ষণ বেলা ॥
 করিল মাতৃকা [১১২] পূজা গণেশ পূজিয়া
 বহুধায়া দিল দান মঙ্গল পড়িয়া ॥
 মুদঙ্গ পট্টহ বাজে শব্দ মাঝে মাঝে ।
 কাসর মুহুরি দণ্ডি ডিণ্ডিম বাজে ॥
 নান্দীমুখ কর্ম আদি কৈল গুণদত্তে ।
 রাজা রাণী বরিলেক হরষিত চিত্তে ॥
 রূপসী রাজার কন্যা বিত্তা নামখানি ।
 গোধূলি সময় দুইার করিল ছান্ধনি ॥
 দুমুখ নৃপতি সাধু দিল কন্যাদান ।
 অর্ধরাজ্য নানা ধন হস্তী ঘোড়া মান ॥
 গুণদত্ত বলে দেব দেহ এক দান ।
 কারাগারে যত বন্দী করিব ছোড়ান ॥
 জামাতার বোলে সত্য করিল নৃপতি ।
 অনল পূজিয়া দেখে ঐব অরুদ্ধতী ॥
 বিবাহ দেখিয়া লোক ধনি ধনি ঘোষে ।
 বর কন্যা নিল ঘরে পরম সন্তোষে ॥
 কন্যাদান শেষে বাজে অবিরল বাণী ।
 ব্রাহ্মণ গণক ভাটে দিলেক দক্ষিণা ॥
 আনন্দে বিহ্বল লোক রাজা রাজরাণী ।
 বিসরিল যত শোক যোগীর নন্দিনী ॥

কন্যা বর একযোগে করিল ভোজন ।
 যোগিনী যৌতুক দিল স্বর্ণ কঙ্কণ ॥
 পরিতোষে গেল। চণ্ডী স্বরনিকেতনে ।
 কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

গুণদত্ত কর্তৃক বান্ধিগণকে মুক্তিদান

। ছন্দ ।

রজনী প্রভাতে নৃপতি পরিপন্থী ।
 একযোগে সাধু আনাইল যত বন্দী ॥
 প্রণাম করিয়া বন্দী দাণ্ডায় দক্ষিণে ।
 একে একে জিজ্ঞাসিল বসি সিংহাসনে ॥
 ঘর কোন দেশে বন্দী বলহ নির্ভয় ।
 কি তোমার নাম তুমি কাহার তনয় ॥
 কনকনগরে ঘর নাম সিংহরায় ।
 ছয় মাস আছে বন্দী নাহি কোন দায় ॥
 জনক গোপালদাস নাহিক সহায় ।
 নিবেদিল ঠাকুর তোমার দুই পায় ॥
 সাধুর বচনে কৈল নিগড় মোচন ।
 চারি পণ দিল কড়ি ঝুল বসন ॥
 স্বখে ঘর চল মোরে করিয়া কল্যাণ ।
 জিজ্ঞাসিয়া করে যত বন্দীর চোড়ান ॥
 কারাগারে ধূসদত্ত পরাণের ভয় ।
 মুষিকের মাটি যত তুল্যা দেই গায় ॥
 ছুটিল অনেক বন্দী নাহি দেখে বাপ ।
 [১১৩ক] চণ্ডীর চরণে দোষ কত কৈল পাপ ॥
 আর বন্দী নাহি জিজ্ঞাসিতে কেহ কহে ।
 গরিষ্ঠ পাণিষ্ঠ এক আছে কারাগৃহে ॥
 আদেশিল সাধব তুরিত আন তারে ।
 টুটি চিপা দিয়া তারে শিঠে ঢেকা মারে ॥
 দুই পায় নিগড় সঘনে পড়ে উঠে ।
 উপনীত করিল নিঞা সাধুর নিকটে ॥
 বর্জ্যানে ঘর মোর নাম ধূসদত্ত ।
 জনক উৎসাহক নাম স্বদেশে মহত্ত ॥

আইল পাটনে দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে ।
দ্বাদশ বৎসর বন্দী আছি অকারণে ॥০॥

শুলভভেদে মুক্তি

॥ ধানসী রাগ ॥

অকারণে নিরুদ্ধ না করে নরপতি ।
কে আছে তোমার ঘরে বল কোন জাতি
যুবতী যুগল মোর আছে এক দাসী ।
স্বভতি সকল কাল সহজে রূপসী ।
বণিকের কুলে জন্ম আপনার দেশে ।
পরিবার যতেক স্বরূপ নূপ পোষে ।
যুবতী যুগল দাসী বল তিন নাম ।
গুনিঞা তোমার মুখে করিব ছোড়ান ।
এ বোল গুনিঞা বন্দী কহে সত্যবাণী ।
সত্যবতী কল্পিণী আর নাম চেটা পানি ।
বন্ধন ঘুচাইল তার হৈয়া অহুকুল ।
নাপিত আনাইয়া ঘুচাইল নখ চুল ॥ .
জ্ঞান কবাইয়া দিল যুগল বসন ।
ব্রাহ্মণরন্ধনে দুই করিল ভোজন ॥
মুখশুদ্ধ করিয়া বসিয়া একাগনে ।
বাপে পোয় পরিচয় কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

গুণদত্তের দেশে ফিরিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন

॥ ছন্দ ॥

সত্যবতী বিমাতা কল্পিণী সত্য মাতা ।
গুণদত্ত নাম মোর তুমি জন্মদাতা ।
দুই জনে পরিচয় পরিতোষ মনে ।
প্রণতি করিয়া ধরে বাপের চরণে ।
বাপে পোয়ে দরশনে মুখে দেই চুম্ব ।
অদেশে চলিব বাপা না কর বিলম্ব ॥

রাজার বল্লভা নারী স্মৃখী দুর্লভা ।
যুবতীর অগ্রগণ্য বলধোতনিভা ॥
গুনিঞা চিস্তিত মনে কান্দে অধোমুখী ।
বিদ্যা নামে দুহিতা বঞ্চিল মোরে বিধি ॥
দুর্লভা জনমভূমি নন্দনের বরে ।
বিদ্যা নামে রূপসী আইল গজবরে ॥
কে তো[১১৩]দ্বারে কৈল মন কোন পরমাদ ।
গুন গো জননী তুমি না কর বিবাদ ॥
জামাতা চলিব দেশে গুনিঞা প্রাণে ।
তোমায়ে এড়িব হেন নাহি লয় মনে ॥
মায়ের বচন গুনি বলে গুণবতী ।
পতি গতি যুবতী স্মৃজিল সেই বিধি ॥
স্ত্রী পুরুষে দুই কেহ কারে নাহি ছাড়ে ।
মায়ামোহে জনক জননী মন পোড়ে ॥
কহিতে কহিতে খসে নয়নের জল ।
মায়ে ঝিয়ে গলাগলি বিবাহে বিহ্বল ॥
মুখে জল দিয়া সখী করায় চেতনা ।
দেখিয়া রাজার মনে বাড়িল বেদনা ॥
চেতন পাইয়া বিদ্যা মুখে দেই বারি ।
প্রভুর নিকটে গেল লৈয়া সখী চারি ॥
দাঙাইল চাঁদমুখী আত্মাঞ্জলি দিয়া ।
ভোজন করিবে বলে ঈষত হাসিয়া ॥
ভোজন করিব প্রিয়ে ইথে নাহি আন ।
স্মরিতে জননী অন্তরে পোড়ে প্রাণ ॥
থাকিবে চলিবে প্রিয়ে কি তোমার মনে ।
চলিব আপন দেশে কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

বিদ্যার বারমাসী

॥ কৌ রাগ ॥ বারমাসী ॥

মুহুরিত বহুল স্নান পিকবোলে ।
স্ত্রী পুরুষে পরিতোষ এক নিকেতনে ॥
নহে অতি তপ্ত নহে অতি স্নানতল ।
মলয় পবন বায়ে মননের বল ॥

আমি রাজার কুমারী কুমারী ।
 মধুমােসে বঞ্চিত স্বখদ বিভাবরী ॥৫৥
 কুসুম হৃগন্ধি ফুল চন্দন বিলাসে ।
 বিদগ্ধ পুরুষ নারী বৈশাখ মাসে ॥
 পিকরঙ্গ রব তরুডালে পাত ঘূচে ।
 তরুণের মলয়জ তরুণীর কূচে ॥
 বুঝ সর্ব কলা নাথ বুঝ সর্ব কলা ।
 ভুবনে দুর্ভেদ স্বখ মদনের খেলা ॥৬৥
 জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে জলধর ঘরে ।
 একত্র থাকিব রত্ন পালক উপরে ॥
 কর্পূর তাবুল খাব হান্ত পরিহাসে ।
 রজনী দিবস গোড়াইব রতিরসে ॥
 না ভাবিহ আন প্রভু না ভাবিহ আন ।
 জীবনে মরণে [১১৪ক] দুই একই পরাণ ॥
 আষাঢ় মাসেতে রবি প্রচণ্ড কিরণ ।
 দীঘল দিবস তখি তৃষ্ণাকুল মন ॥
 স্নানীতল পথনে নিদ্রায় চক্ষু ঢুলে ।
 পূণ্যবতী সে যুবতী পতি ষার কোলে ॥
 না ভাব বিবাদ প্রভু না ভাব বিবাদ ।
 ভুক্তিবে স্বর্গের স্বখ যেন শচীনাত ॥
 তরুণ জলদগণ উরিলা আকাশে ।
 হুড় হুড় গরজন শ্রাবণ মাসে ॥
 বিজুরি বিকশে ঘন দাতুরি ধ্বনি ।
 বড় পুণ্য ষার কোলে নিবসে তরুণী ॥
 থাকিব রাত্রি দিনে নাথ থাকিব রাত্রি দিনে
 মশারিতে বঞ্চিত রতনসিংহাসনে ॥
 ভাদ্র মাসের মেঘে ক্ষিতি জলসাই ।
 যুবতী হইয়া নাথ তোমায়ে বুঝাই ॥
 দিবা নিশি বরিষে কর্দম প্রতি নাছে ।
 বিদগ্ধ পুরুষ থাকে যুবতীর কাছে ॥
 রাজার নন্দিনী আমি রাজার নন্দিনী ।
 দাসী হইয়া তোমাকে ঘোগাব অন্ন পানি ॥
 আশ্বিন মাসের মেঘ ক্ষীণ জল বহে ।
 আনন্দিত লোক ভগবতী প্রতি গৃহে ॥

চাগল মহিষ মেঘ কেহ দেয় বলি ।
 দশমী পাইয়া লোক করে জলকেলি ॥
 শুন একমনে প্রভু শুন একমনে ।
 বাজাইয়া ঢাক ঢোল যুবতী বাখানে ॥
 হিমকর স্বখদ মৃগধ জলপান ।
 অর্জুনে যতেক লোক করিব পয়ান ॥
 কাঠিক মাসেতে ইন্দ্র নাহি ধরে চাপ ।
 যুবতীর কোলে যুবা পাসরে মা বাপ ॥
 নহ অগেয়ান নাথ নহ অগেয়ান ।
 রাজার জামাতা তুমি বড় ভাগ্যবান ॥
 আঘণ মাসের বায়ু সহজে শীতল ।
 রবিকর স্বখদ ঈষত তপ্ত জল ॥
 পাষণকঠিন যুবতীর পয়োধর ।
 রজনী শয়নে কোলাকুলি বঞ্চে নর ॥
 নিবেদি তুমি পায় প্রভু নিবেদি তুমি পায় ।
 বড় দুঃখ হৃদয় তেজিতে বাপ [১১৪] মায় ॥
 গুণবতী যুবতী সহজে প্রিয়ঘদা ।
 উন্নত ঘোবনবতী বাহার বনিতা ॥
 ধরণীমণ্ডলে তারে কেহ নহেধিক ।
 ধনের ঠাকুর যত সকল রসিক ॥
 থাকিব বৃকে বৃকে প্রভু থাকিব বৃকে বৃকে ।
 পৌষ মাসের রতি বঞ্চিত কৌতুকে ॥
 রজনী বাঢ়ে টুটে প্রতি দিন ।
 মাঘ মাস ষায় দিনে দিনে টুটে হিম ॥
 কুন্দ কুসুম ফুটে সকল নূতন ।
 যুবতী নিকটে যুবা জুড়ায় মদন ॥
 বলি সবিনয় নাথ বলি সবিনয় ।
 এ পাটনে নিবস বৎসর পাঁচ ছয় ॥
 ফাল্গুন মাসেতে সভাকার পরিতোষ ।
 কথ কাল বুঝ স্বস্তরের গুণ দোষ ॥
 যথোচিত কথিলে না লয় মোর মনে ।
 বার মাসে ষড় ঋতু কবিচন্দ্র ভনে ॥০৥

বিদ্যাকে দেশে যাইবার অনুরোধ

॥ ছন্দ ॥

চলিব দেশেয়ে প্রিয়ে চলিব দেশেয়ে ।
না জীব পরাণে আমি মায় না দেখিলে ॥
না যাব দেশেয়ে তুমি নহ কাপুরুষ ।
আনাব তোমার মাতা পাঠাইয়া মাহুষ ॥
কমলসম্ভব দেব দুর্মুখ ভূপতি ।
রাগী মোর জননী দুর্জন্ম নাম সতী ॥
পৃথিবীবিখ্যাত বিজ্ঞা নাম গুণবতী ।
তব পদে কহি আমি করিয়া প্রণতি ॥
বাণে পোয় এক ঠাঞি না ভাব অস্থখ ।
আমার হৃদয়মাগে তুমি মথভুক ॥
অদেশ বিদেশ কিবা যেই জন বলি ।
ময়গল গজকুস্ত বিবাদে কেশরী ॥
গন্ধ তৈল লবে নিত্য স্নান পুণ্যজলে ।
ভোজন শুবিবে মুখ কর্পূর তাহলে ॥
শটীর ঈশ্বর যেন হ্রনিকতনে ।
ভাল মন্দ করিবে বসিয়া সিংহাসনে ॥
বিদেশে রহিলে প্রিয়ে তোমার বচনে ।
ঘূষিতে মায়ের গুণ না জীব জীবনে ॥
কি বলিতে পারি নাথ তোমার চরণে ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

দুর্মুখের নিকট বিদ্যায় প্রার্থনা

॥ হই রাগ ॥

[১১৫ক] ঠাকুর হে, তব পদে করিয়ে প্রণাম ।
তুমি দেব দয়ানিধি পাইয়া তোমারে বিধি
নিজ দেশ যাব বর্জমান ॥ ৫ ॥
তুমি মহাশয় রাজা আমারে জানিবে প্রজা
নিবেদিল তোমায় চরণে ।
মহন্ত পাঠাইয়া ঘরে উদ্দেশ করিবে যোরে
অহুগ্রহ যদি থাকে মনে ॥

ঘন পড়ে কাড়া লিঙ্গা চাষিখিক দশ ভিঙ্গা
ধনে দ্বাভা করিল পুণিত ।
বলে শুন বৈবাহিক মনে কিছু না করিহ
যত আশি কৈল হিতাহিত ॥
শতরচরণযুগে সাধব বিদ্যার মাগে
নিজ মুখে করিয়া বিনতি ।
কুশলে থাকিহ ছুবি বধু সঙ্গে চিরজীবী
আশংসিল রাজার যুবতী ॥
রাজা রাগী প্রিয় ভাষে নগরে যতেক বৈসে
যুবতীরে না করিহ যোষ ।
সহজে অলপ গুণ যতেক কামিনীগণ
বড় পুণ্য নাহি থাকে দোষ ॥
খ্যাতি রাজা ত্রিভুবনে ত্রিপুরার নিদেশনে
তুমি মোরে করিলে কল্যাণ ।
লংঘিলে তোমার বাক্য কত নহে স্থখ যোক
আমি সাধু নহি অগেগান ॥
তবক কাহাল শব্দ ঘন বাজে মৃদদ
ঢাক ঢোল পট্ট কঁপার ।
বরোদ মূহুরি ভেরি মধুর ডিগুয় হেরি
দড়মসা গুড় গুড় দগড় ॥
পরিজন কাছে কাছে রাজা রাগী অহুত্রজে
উপনীত দ্বারাদহতীরে ।
বিদ্যায় করিয়া পুন ভিঙ্গা চাপে যত জন
বর কস্তা চাপে মধুকরে ॥
ব্রাহ্মণ বিখ্যাত গুণ জয়দাস্তা বিকর্জন
হাবাবতী হৃদয়ধারিণী ।
চণ্ডীপদসরোজহে শ্রীমুত মুকুন্দ কহে
তুই যারে বিশাললোচনী ॥০॥

গুণদন্তের পিতা ও বধুসহ স্বদেশে যাত্রা

॥ ছন্দ ॥

শতর শাস্ত্রী ছই চরণকমলে ।
বিদ্যায় ছইয়া সাধু চলিল দেশেয়ে ॥

বিভা নান্দ্রে গুণবতী মা বাপের পায় ।
 বিদায় লইয়া সতী কাল্লে উভরায় ॥
 রাজা রাণী কান্দে মোহে যত পুরীজন ।
 বিলম্ব না করে চলে সাধুর নন্দন ॥
 রাজা রাণী পুরীজন উর্দ্ধমুখে চায় ।
 নেতের আঁচলে বিভা মায়েরে ফিরায় ॥
 ডিকার উপরে সাধু উলটিয়া চাহে ।
 দুর্কার পাটনে লোক কান্দে উভরায়ে ॥
 মায়াদহ মেলানি বাহিল সদাগর ।
 দেখিতে দেখিতে নহে নয়নগোচর ॥
 উলটিয়া গেলা [১১৫] লোক দুর্কার পাটনে
 কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥১৥

অদেশের পথে

॥ পয়ার ॥

মায়াদহ এড়াইল সাধুর প্রধান ।
 দ্রবত লীলায় গেল বাবু মোকাম ॥
 পিতা পুত্রে দুই সাধু শিবানীরে জপে ।
 নিবসে পদ্মিনী যথা সিংহলের ঘোঁষে ॥
 কেহ বয় বায় কেহ হরিগুণ গায় ।
 কড়ি যোক শব্দ কঁকড়া দহ বায় ॥
 সতত সাধব দুই সেবে হরগৌরী ।
 রামসেতু এড়াইল কাঞ্চনগরী ॥
 বেগী রাজার পাট দিয়া যায় সদাগর ॥
 সঙ্কটমাধব যথা গঙ্গাসাগর ॥
 দেবতা পূজিল তথা করপুট করি ।
 এড়াইল মগরা পাটন তড়বড়ি ॥
 সিলিয়ার পেলে সিলি যেন যনযনা ।
 মানকৌর এড়াইয়া পাইল বমখানা ॥
 দ্রবত পবনে কুল কুল ডাকে জল ।
 এড়াইয়া যায় সাধু বড়া মন্তেশ্বর ॥
 আইল অনেক দূর জলদুর্গপথে ।
 প্রবেশিল চারিদশ ডিঙ্গা দেবনদে ॥

নায়েব নফর যত সাধু তার পিতা ।
 এড়াইয়া যায় সাধু কুলিয়া গোচিটা ॥
 নাইকুলি এড়াইয়া পাইল বাঘড়া ।
 কান্দিগীনন্দন তথা পুজিল চামুণ্ডা ॥
 অন্তরে হরিষ বড় দুই সদাগর ।
 এড়ায় ডিঙ্গলহাট চাঁচুয়ানগর ॥
 দাসীর নন্দনে আছে ত্রিপুরার কুপা ।
 জাঙ্গিপাড়া দিয়া যায় দ্বারহাটঘোঁষা ॥
 গুণদত্ত সদাগর পুজিল ত্রিপুরা ।
 বৈজপুয় এড়াইয়া পাইল মশঘরা ॥
 জাড়গ্রাম বাহে সাধু নাহি করে হেলা ।
 মহলা উত্তরে সাধু দুই প্রহর বেলা ॥
 হিমলাগ্রাম জাড়গ্রাম এড়াইয়া যায় ।
 যামদহে গিয়া সাধু বাজনা তোলায় ॥
 কাহাল ফুকরে শব্দ দণ্ডি মুহুরি ।
 ঢাক ঢোল কঁাসর দগড় বাজে ভেরি ॥
 দড়মসা বরোদা সঘনে সিঙ্গা পড়ে ।
 কাহাল ফুকরে পত্তি ডিকার উপরে ॥
 তবকী তবক ছোঁড়ে বাজে সিদ্ধুয়ান ।
 কেহ গীত গায় কেহ হানে ধূলবাণ ॥
 জয় জয় কোলাহল পুরে সিংহনাদ ।
 সিলিয়ার পেলে সিলি যেন বজ্রঘাত ॥
 দুই দিকে বাহ বাহ পড়িল বিতণ্ডা ।
 চলিল পবনগতি নৃতন বরগুণা ॥
 [১১৬ক] ত্রিপুরাচরণ ভাবে সাধুর প্রধান ।
 বড়মোলা দিয়া ডিঙ্গা গেল বর্দ্ধমান ॥
 পাটন হইতে সাধু আইল বর্দ্ধমানে ।
 বার্তা জানাইল গিয়া নৃপতির স্থানে ॥
 ত্রিপুরা রক্ষিত তিন মুকুন্দনন্দনে ।
 রামানাথ চন্দ্রশেখর সনাতনে ॥
 শুনিঞা সন্তোষ মনে ত্রিপুরার দাসী ।
 পতি পুত্র আইল দেশে দ্বিতীয়ার শশী ॥
 ডিঙ্গা নির্মলিতে বায় সাধুর নন্দিনী ।
 কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিত শুদ্ধবাণী ॥১৥

বর্জ্যমানে প্রত্যাগমন

॥ কামোদ রাগ ॥

যৌবন রূপবতী যুবতী বসবতী
অশেষ গুণসিক্তবতী ।

সাধু ধূসদত্ত সঘন আনন্দিত
নগর উল্লসিত অতি ॥

স্বনাদ শব্দ বেগী মুরজ পট্টহ সানি
সঘন কৃত হলাহলি ।

অসিত ধবল শতেক ছাগল
রুধিরে সন্তোষিতেধরী ॥

সধবা বত নারী মিলনে স্নানরী
রুক্মিণী পতিপুত্রবতী ।

পূজিত পার্বতী তদুৎসাহ সতী
বুহিছ তোলেন যুবতী ॥

স্বমুখী সত্যবতী দ্রোহিণী পতিগতি
যুবতী জন পুরন্দরা ।

জলদ স্ববসন ব্যক্ত প্রতিফল
সৌদামিনী কলেবরা ॥

কঙ্কল সমুজ্জল চপল সমীক্ষণ
সকল জন মনোহরা ।

সুগন্ধি জলসিত কনক রচিত
পাত্র বিভূষিত করা ॥

চন্দন সিন্দূর সফল তাৎপল
পূর্ণিত হেমপাত্র ভূজা ।

নিরাগন্ধ দীপ দূর্বা দধি ধূপ
দ্ব্যত কৃত দেবপূজা ॥

গুড় গুড় মধুরিম দগড় ভিগ্নিম
কাঁসর ধ্বনি নিরবধি ।

হৃদয় নুপুর চরণ বিনিম্বিত
মরাল নয়পতি গতি ॥

গলিত যৌবন তরুণ শিশুজন
নিত্য বিমোহিত লবী ।

অমর নরকুলে চলিলা কুতূহলে

ইন্দু স্নানরমুখী ॥

চতুরধিক দশ বুহিছ মুচ্ছিত

দেখিয়া সন্তোষ যুবতী ।

ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর

মুকুন্দ দ্বিজ স্ভারতী ॥১॥

বর-বধু-বরণ

॥ ছন্দ ॥

স্বমুখী রুক্মিণী সত্যবতী একমনা ।

সলিলে নাশিয়া করে বুহিছ অর্চনা ॥

নিছিয়া বসন পর্ণ পেলে দুই দিগে ।

দূর্বা তণ্ডুল দিল ডিকার মন্তকে ॥

সিন্দূর তিলক দিল [১১৬] অরুণ সমান ।

মধুকর প্রভৃতি ডিকার করে মান ॥

পাঠিল মঙ্গল বেদ ব্রাহ্মণতনয় ।

হেমপাত্র ফিরায়ে উজ্জল দীপালয় ॥

যতেক যুবতী দেই জয় হলাহলি ।

বাগ্মশব্দে উল্লসিত সাধবের পুরা ॥

ডিকার নিষ্পত্তিয়া সাধু যুবতী যুগলে ।

জলধারা দিয়া উঠে দেবনন্দকূলে ॥

মধুকর হৈতে সাধু নাথে পিতা পুত্রে ।

অজয় নদের কূলে ষায়ে পদে পদে ॥

হলাহলি কোলাকুলি আনন্দে বিহ্বল ।

স্বামীর বন্দিল হুহে চরণকমল ॥

আপন নন্দনে চুষ দিয়া তোলে কোলে ।

আশীর্বাদ করি বহু যুবতীর মেলে ॥

দণ্ডবত প্রণতি করিয়া সপ্ত মায়া ।

পথে চলে ছাতা হাথে করি বাপে পোয় ॥

ব্রাহ্মণ মঙ্গল পড়ে স্তুতি করে ভাট ।

কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট ॥

যুবতীর মুখে পুন শুনি হলাহলি ।
 ইষ্ট মিত্র বন্ধুজনে করে কোলাকুলি ॥
 অবিচ্ছেদ জলধারা নিম্ন গৃহাবধি ।
 চলিল কল্লিগী ধীরে ধীরে সত্যবতী ॥
 জলপূর্ণ হেমকুস্ত মুখে চূতডাল ।
 পথের দু'দিকে বৃক্ষ কদলী বিশাল ॥
 স্বরূপ কুরূপ যত শিশু বৃদ্ধ যুবা ।
 আনন্দিত নাচে গায় হরষিত শিবা ॥
 কোতুকে যতেক শিশু চলিল সত্তর ।
 আনন্দিত ধূসদন্ত সাধবের ঘর ॥
 সাধুর আশ্রমে যত যুবতী পুরুষে ।
 উপনীত হইল গৃহে হাশ্র পরিহাসে ॥
 ধূসদন্ত গুণদন্ত ধনের ঠাকুর ।
 অস্থ জনের দুঃখ করিলেক দূর ॥
 পুরস্কারে গেল যথা যার যেরা ঘর ।
 শ্রীমুখ মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাক্ষিকর ॥০॥

বর্জ্যমানে সুরথ রাজার নিকট
 সাধুর প্রত্যগমন

॥ পাহিড়া ॥

পাটনে থাকিয়া সাধু আইল সদনে ।
 নানা সজ্জ লৈয়া চলে রাজসম্ভাষণে ॥
 মণি মুক্ত হীরা নীলা পরশপাথর ।
 রজত কাঞ্চন শঙ্খ চন্দন চামর ॥
 পঞ্চ রত্ন নানা ধন পশুপক্ষিগণ ।
 দেউল পর্বতচিহ্ন অমূল্য বসন ॥
 কর্ণের কুঙ্কুম মধু মিষ্ট নারিকল ।
 মধুযষ্টি এলাচি লবঙ্গ জাতিফল

[১১৭ক] পাট ভোট নেত পত্তি নেহালি কহল ।

তাড়িপত্র রূপাণ প্রবাল রত্নফল ॥
 পায়রা বড় কপোত কোকিলো রব করে ।
 ভাঙ্ক গণ্ডুক শুক স্বর্ণ পঙ্করে ॥
 নকুল হরিণ শশ যুঝাক গারড় ।
 কস্তুরি গৌলক খাগী তেলজা ছাগল ॥

দোলাকুট দুই সাধু বাস্ত উল্লসিত ।
 রাজার সভায় গিয়া হইল উপনীত ॥
 পাটনে থাকিয়া আইল রাজদর্শনে ।
 আপন আসনে বৈসে নৃপনিদেশনে ॥
 রাজা বলে শুন সাধুহুত কি কারণে ।
 এতেক দিবস কেন বিলম্ব পাটনে ॥
 পাটনের কথা সাধু নিবেদে স্বরথে ।
 শ্রীমুখ মুকুন্দ কহে হরবধূপদে ॥০॥

পাটনের কথা বর্ণনা

॥ হই রাগ ॥

শুন হে স্বরথ নিবেদিয়ে অকপটে ।
 আপুনি শব্দর মোরে রক্ষিল সঙ্কটে ॥
 তোমার ভাণ্ডারে নাহি চামর চন্দন ।
 আদেশ করিলে মোরে ঘাইতে পাটন ॥
 সাজিয়া বহিছে সাত মোক্ষ মধুকর ।
 উপনীত মায়াদহে নাহি দেখি স্থল ॥
 মায়াদহে দেখিল পদ্মিনী গজ গিলে ।
 মাংস বেচে কিনে কেহ কনকনগরে ॥
 পাটন দুর্বার কোটালিয়া হুরাচার ।
 নৃপতি দুর্মুখ পাত্র দুর্নীত তাহার ॥
 কহিল যতেক কথা নৃপতি সন্তোষে ।
 অসত্য বলিয়া রাজা সাজিলেক রোষে ॥
 না দেখিয়া পদ্মিনী নগর মায়াদহে ।
 তে কারণে বন্ধন বিষম কারাগৃহে ॥
 হরের প্রসাদে হৈল পুত্র শুভক্ষণে ।
 দুর্বার পাটন গেল বাপের কারণে ॥
 আইল তোমার স্থানে পুত্রের সংহতি ।
 আদেশিলে ঘরে যাব হরষিত মতি ॥
 পরম হরিষে রাজা করিল সম্মান ।
 বাপে পোয়ে ঘরে যায় সাধব প্রধান ॥
 দোলাকুট হৈল সাধু সাধুর নন্দন ।
 হরষিত নিকটে যতেক পরিজন ॥

নানা বাস্ত বাজে লোক হরষিতে ধায় ।
 পরম হরষে সাধু নিজালয় যায় ।
 আপন মস্তক ঢাকে প্রসাদ কাপড়ে ।
 বাজালি [১১৭] খেলায় পত্তিগণ ধায় রড়ে ।
 যুবতীগণের মুখ নাহি ঢাকে লাজে ।
 প্রবেশ করিল আসি নগরের মাঝে ।
 সাধুর নন্দন দেখি যুবতী পুরুষে ।
 পূর্ণিমার শশী যেন ধনি ধনি ঘোষে ।
 গমনাগমন করে বত সব নারী ।
 নৃপশূণে কেহ তার নহে মন্দকারী ।
 নির্ভর দেখে দুই রাজার আগুয়ারি ।
 নানা বস্ত্র কিনে বেচে বসিছে পসারী ।
 কেহ বুড়িঘল খেলে কেহ সাতাচারি ।
 অবিরত কেহ গজতুরগবেহারী ।
 চতুরে চতুরে খেলে বুঝে নানা ভাঁতি ।
 কেহ গেণ্ড খেলে কেহ কেহ খেলে পাঁতি ।
 কেহ বাঘছানি খেলে হাসি খলখল ।
 কেহ সাতাচারি খেলে কেহ চ্যাতরল ।
 পক্ষ লুকালুকি খেলে কেহ খেলে ছুঁছুঁ ।
 কেহ কড়ি ভাঁটা খেলে কেহ খেলে লেঁজুঁ ।
 গালাগালি মারামারি কেহ থিকামিক ।
 কর্দম মার্জ্জযে কেহ খেলে ভাঁটাটিক ।
 কেহ ভাঁটা খেলে কেহ বেলে চিড়াফুট ।
 বিবানে গায়ড় কেহ বুঝার কুজুট ।
 কেহ অঙ্গ বলি দেই কেহ দেব পূজে ।
 নর্ভকী নাচয়ে কোথা নানা বাস্ত বাজে ।
 সঘন চাতক পক্ষ ডাকে পিউ পিউ ।
 কামানলে বিরহী জনের পোড়ে জিউ ।
 ভক্ত মন্ত্র বাজায় গায়নে গায় গীত ।
 জতি করে ভাট ব্রাহ্মণে চিন্তে হিত ।
 প্রচুর করিয়া দেই ব্রাহ্মণে লবণ ।
 রজত কাঞ্চন ব্যারি বসিতে কদল ।
 কারে তড়া দেই সাধু কারে দেই কড়ি ।
 লজ্জ ক সন্দেশ কারে দেই চিড়া মুড়ি ।

সেবকেরে পরিতোষ সাধুর শাশকে ।
 দধি দুগ্ধ স্নত বোল গোপী বার বিকে ।
 নগর দেখিয়া পিতা পুত্র বার স্নখে ।
 নগর তেজিয়া সাধু আইল কোড়ুকে ।
 পুরীজন সঙ্গে উপনীত হৈল ঘরে ।
 ত্রিভূত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে ॥১॥

দ্রুমুখের পরিণতি বর্ণনা

গুণবস্ত্র কথয়তি ।
 শুন গো জনমভূমি প্রতাপে দিবসমণি
 [১১৮ক]রূপে জিনি নর পঞ্চশর ।
 না জানি রজনী দিবা যেমত ইশ্বের সভা
 দ্রুমুখ বহুমতীশ্বর ।
 অগাধ গলিল বহে উপনীত মায়াদহে
 নগরে পদ্মিনী গজ গিলে ।
 কেহ মাংস কুটে বেচে কেহ রাঙে কেহ ভুজে
 কেহ নাচে কোন জন খেলে ।
 পাটনখানি দুর্বার কটোওয়ার দুরাচার
 মহাপাত্র তাহার দুর্নীতি ।
 নৃপতিব্র পুরোহিত নাম তাঁর কুচরিত
 লকল দেখিল কুচরিত ।
 গেলাঙ রাজার ঠাক্রি পান প্রসাদ পাই
 ভক্ষ্যব্রব্য পাইল বিস্তর ।
 কথিল পথের কথা সভাজন বলে মিথ্যা
 নর নৌকার সাজিল সাংগর ।
 জীবন করিল পণ রাজস্ব সিংহাসন
 প্রতিজ্ঞা করিল দুই জনে ।
 রাজা পাত্র সন্তে গেল দেখাইতে না পারিল
 পরাজয় সাক্ষীর বচনে ।
 কাঁকালো মিলেক ভোর লোকে দেখে যেন চোর
 নিক্রা গেল দক্ষিণ স্বশানে ।
 আপন বরণকালে বসিয়া তরুর মূলে
 পার্শ্বভী চিঙিল একমনে ।

কোটাল নৃপতি পাত্র দয়া নাঞি লেশমাত্র
ছিও ছিও বলে উচ্চবাণী ।

কোটাল করিল ছিন্ন কঙ্কে যুগে হৈল ভিন্ন
জিয়াইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী ।

যোগিনী কোটালে বাধ গালাগালি পরমান
বিপরীত আশান ভিতরে ।

পড়িল অনেক সেনা শোণিতের বহে খানা
কোটালিয়া পলায় সত্বরে ।

নৃপতি সমুখে কহে যোগিনী মহুত্র নহে
যত সৈন্ত পড়িল সকল ।

তুনিঞা নৃপতি হাসে সাজিয়া আইল রোধে
পরাজয় হৈল নরেশ্বর ।

পড়িল ধবলছত্র পলায় নৃপতিপুত্র
মন্ত্রণা করিল মন্ত্রিগণ ।

গলায় কুঠারি বাঁধ যোগিনীর পাদ বন্দ
যদি রাজ্য রক্ষিবে জীবন ।

কুঠারি বাড়িয়া কঠে আইল রাজ্য সেই দণ্ডে
যোগিনীরে করিল প্রণাম ।

বলে দেবী পরিতোষে নৃপ হুট নহে দোষে
সাধুকে করহ কড়া দান ।

মৃত সৈন্ত পাইল প্রাণ রাজ্য কৈল কড়াদান
যোগিনী [১১৮] করিল ভর রথে ।

তোমার সফল ব্রত মর্যাছিল পাইল স্তুত
নববধু বাঙালীপ্রসাদে ।

দ্বিগুণ বৃহত্ত্ব ধন বাশে শোয়ে দরশন
বর্দ্ধমান আইলাও নগর ।

চণ্ডীপদ সরসিজ্ঞে ঐহুত মুকুন্দ বিজে
বিরচিল সরল মঙ্গল ।০।

কুল্লিগীর বাঙালীপুজা

। কামোদ রাগ ।

আনন্দিত মানি সাধুর কামিনী

কুল্লিগী পূজে বাঙালী ।

পঞ্চ সখী মেলি দেই হল্লাহলি
শতেক ছাগল দিয়া বলি ।

কুমিল স্নেহজ বসন নির্মিত
শুভ্রা চন্দ্রাতপতলে ।

পুষ্প নিকেতন নিকটে আরোজন
পঞ্চ দীপে ঘৃত জলে ।

স্বগন্ধি চন্দন স্বাসিত বন
পূর্ণিত কাঞ্চন ঘটে ।

দিয়া চুতডাল কঠে ফুলমাল
ঢাকিল ধবল পটে ।

ঘৃত স্বাসিত আতর কণ্ঠিত
ধবল তণ্ডুল তলে ।

নানা ফুল ফল কর্পূর তাঁতুল
পাতিল কদলিতলে ।

ঢাক ঢোল ভেরি ভিণ্ডিম মোহরি
কাঁদর বাজে মৃদঙ্গ ।

বিগ্রহ পড়ে মন্ত্র বাজে নানা বস
কেহ পুরে জয়শঙ্খ ।

শুন সদাগর বুঝহ সকল
আপন বাহিত লভ ।

আমার নিকটে বলিয়া ত্রিপুরা-
চরণকমল সেব ।

দোঁধল নির্ঝল বল কহুত্তর
তোরে শুণে অতি সহি ।

জান মোর মতি বতেক যুবতা
দেবতা কুর্পর নহি ।

তোমার কিঙ্করী কি বলিতে পারি
নাহি সেব ভগবতী ।

বধা বধা জীব তথা শক্তি শিব
নির্ণীত কহে যুবতী ।

একাচন্ড করি সেবিলে শঙ্করী
শঙ্কর হুর্লভ নহে ।

নাহি জান তব্বে বাহার প্রসাদে
সকল কুবন রহে ।

সহজে যুবতী অমৃত ভারতী
তখি রূপগুণবতী ।
তোমার বচন নাহি লয় মন
তিক্ত যেন মৌষধি ।
ভূমি প্রাণসয়া নাহি কর কমা
তোমায়ে বলিষ কি ।
কহ পুনঃ পুন নিবৰ্ণ বচন
জানি হিমালয়ম্বি ।
পণ্ডিত হুমতি পাগল সংহতি
বলিলে এক সমান ।
বলদ ঈশ্বর সেবি নিরন্তর
মতি কেন হব আন ।
ভগবতী বিনি চন্দ্রশিরোমণি
ভিলেক আতমা নিন্দে ।
শ্রীধৃত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
ত্রিপুরাপদ্যাবিলম্বে ॥০॥

বাসুদেব-বন্দনা

[১১৯ক] ॥ মল্লার ॥ অথ গৌরী ॥

সাধব রে তৎ ভজ ত্রিপুরা ।
কখি স্তুত বামাপরাধ হরা ।
ঔষধ তিক্ত মনে কাহুতং !
নাথ নিশাময় মল্লপিতং ।
তব চরণে প্রপিত্য ময়া ।
বিনিবেদিতমাধুনিকপ্রিয়য়া ।
বিধিবিশুদেবিত পদকজয়া ।
কজনিলায়া হিমশৈলজয়া ।
জিগুপসয়ি জিলোচনয়া ।
প্রভবন্তি বগন্তি বিনানন্তয়া ।
যো যুগলাকনমৌলিরসৌ ।
অনন্তক বুনক ননেতি পলৌ ।
শ্রীল মুকুন্দ স্তুতাবচসা ।
ভবরমণী অবধি পদ শিরসা ॥০॥

বাসুদেব আবির্ভাব

। একাবলী ছন্দ ॥
হৈমবতী হেন কালে ।
কৈলাসে প্রভুর কোলে ॥
অচলজা দশভূজা ।
লইতে আপন পূজা ।
পরম স্তম্ভরী গৌরী ।
কল্পিত সাধুর নারী ।
আমার জন্মের দাসী ।
প্রভু তার পরবাণী ।
ভিঙ্গা লইয়া সাত সাত ।
বাণে গোয়ে ধুমদস্ত ॥
আইল আপন ঘরে ।
নাথরসীপ নগরে ॥
ভেজিয়া জীবনপতি ।
ধীরে চলে ভগবতী ।
জয় জয় করে জয়া ।
পাতিল অশেষ ময়া ।
ভেজিল আপন দেশ ।
ধরিয়া ষোগিনী বেশ ॥
গলিতযৌবনদস্তা ।
ভিলেক নাহিক চিন্তা ॥
শঙ্খের কুণ্ডল কানে ।
ঈশ্বর পেখি নয়ানে ॥
দেব জটাতার মাথে ।
লোহাগাছি বার হাথে ॥
বিকৃতি কুটিল ভালে ।
সিংহনাদ গলে দোলে ॥
কাঁধায় ঢাকিল তত্ত্ব ।
বারি ধরে যেন ভাছ ॥
নামিল পৃথিবীতলে ।
পূজা লৈতে ভিচ্কাহলে ।
নাথরসীপের মাঝে ।
সাধু ধুমদস্ত নাছে ॥

যতি সে গৌরক্ষ লাগে ।
 যোগিনী সঘনে ডাকে ॥
 সাধুর যুবতী শুনে ।
 এতেক আপন কানে ॥
 ধাইল মকতকেশী ।
 ভাকিল কুজ ভিক্ষাশী ॥
 যোগিনী দেখিয়া সতী ।
 দণ্ডবত করে নতি ॥
 মায়াবিনী ত্যেজ মায়ী ।
 দাসীরে করহ দয়া ॥
 তুমি শশিচূড়মায়ী ।
 দেহ মোরে পদছায়া ॥
 সকল তোমা[১১৩]র বরে ।
 আইস চল মোর ঘরে ॥
 যোগিনী চলিল আগে ।
 ভূমিতে চরণ না লাগে ॥
 আসনে যোগিনী বৈসে ।
 সাধু অর্চনাভিলাষে ॥
 স্তুতি করে গুণদন্ত ।
 সিন্ধি হৈল অভিমত ॥
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ।
 চণ্ডিকার ঘোষ সহে ॥০॥

বাস্তলীস্তুতি

॥ মালিনী ॥

রণমুখী রুচি দুর্গা রুধিরাকাঙ্ক্ষিণী ।
 শরদিন্দুমুখী জয়া চকোরনয়ানী ॥
 হরের ডমক মাঝা যুগ জিলোকিনী ।
 আতঙ্করহিতমনা কঙ্কালমালিনী ।
 সদাই রহক মতি চরণকমলে ।
 তোমা না লেবিলে জন্ম বিফল ভূতলে ॥
 তব পদকমল রুচির ভব বেণু ।
 সৃজিলে পৃথিবী বিধি একানেকা তহু ॥

সহস্রেক কণে তার বহে নারায়ণ ।
 বপুসি ভস্মের ছলে মাখে জিনয়ন ॥
 জিজ্ঞাসনে যে জনে তোমার নাহি কৃপা ।
 দুখের ভাজন কি করিব মহাতপা ॥
 অজ্ঞান তিমির কাল কিরণ মালিনী ।
 সত্ত্ব রজ তমোময় তৃতীয় রূপিনী ॥
 চারিদশ লোকে বত নিবসে যুবতী ।
 কারণে বুঝিতে পারি যেই জন সতী ॥
 মহাদি প্রায় মরে ব্রহ্মাদি গিরীণা ।
 তোমার জীবনপতি না মরে ঈশান ॥
 প্রতিদিন খায় স্নান জয়া মৃত্যু হরে ।
 শতমুখ দেবতা প্রভূতে তর্হি মরে ॥
 সতীনাথ শঙ্কর গরল গিয়ে জিয়ে ।
 কে জানে তোমার মায়ী কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

ত্রিপুরে ।

তুমি চারিদশ লোকে গতি ।
 আমি পতিসুতগতি তোমার প্রসাদে সতী
 তব পদে রহ মোর মতি ॥৫॥
 শশিশিরোমণি কণী মালতি বোষ্টিত বেকী
 প্রণত প্রকৃত ক্ষেমকরী ।
 মাহুয়মন্তকমাল কৃত কুচ যুগ হার
 অনবত্ত মহিমা বাস্তলী ॥
 সত্ত্ব রজ তম গুণ ক্রমে ব্রতী তিন জন
 বিধি নারায়ণ শূলপাণি ।
 ত্রিকাল শঙ্করী নিত্য। কৃপাণ তিমির বিভা
 সৃজন পালন সংহারিণী ॥
 স্বর্গ মর্ত রসাতলে দেব অষ্ট লোকপালে
 পূজে নিত্য চরণকমল ।
 তোমার মহিমা নয় কি বলিব পামর
 বিধি হরি হর অগোচর ॥
 তব ব্রত বর দাসী [১২০ক] স্বদয় প্রায় বাসি
 নিজ জন্ম করিল সকল ॥

চণ্ডীপদ সরসিজ্ঞে

শ্রীযুত মুকুন্দ বিজে

বিবচিতল সরস সঙ্গল ॥০॥

বাণ্ডলীকে ধুলদন্তের অমুনয়

। গৌরী রাগ ।

কল্পিত বচনে হৃদয় সাধু গুণে ।
 বিধি হরি হর ত্রিপুরা নাহি জানে ॥
 আবার যুবতী কহে বিপরীত কথা ।
 হয় নয় ছই আমি জানিব বারতা ।
 শিবশক্তি বচন হৃদয় বোর নয় ।
 পুজিলে ত্রিপুরা কিছু নাহি অপচয় ॥
 সবিনয় বলে সাধু সাধুর নন্দন ।
 তব পদসরসিজ্ঞে কেরোঁ নিবেদন ।
 তুমি দেবী ভগবতী না কর জঙ্ঘাত ।
 ভিক্ষুক যুবতী বেশ দেখিছ সাক্ষাত ॥
 কল্পিত তোমার দাসী জানিল নিশ্চয় ।
 নিজ রূপ ধরি যোরে দেহ পরিচয় ॥
 সাধুর বচনে চণ্ডী হাসে খল খল ।
 ধীরে ধীরে কহে কটু মধুর উত্তর ॥
 শিরাতে বেষ্টিত সর্ক শরীর দুর্বল ।
 মশনবন্ধিত দেখে বদনকমল ॥
 অন্ন বিহনে আমি অধিক দুর্বল ।
 চলিতে না পারি পথ করি টলটল ॥
 কক্ষিত জড়িত জটা মস্তক উপর ।
 আন্তর্য দেখে কর্ণে শব্দের কুণ্ডল ॥
 গলে সিংহনাম বাম হাতে লোহাগাছি ।
 আপুনি না জানি আমি কোন রূপে আছি ॥
 তুমি সাধু দারু দুর্কা দুর্কা কর দারু ।
 তৈলহীন দেখে দেহ ধুলর কর্কাক ॥
 দরিত্র যুবতী আমি দরিত্রের বি ।
 পূর্ব পুণ্য নাহি ছুখে অভিমান কি ॥
 রূপে কামদেব তুমি ধনের ঠাকুর ।
 তোমার দান করে রাজা পমাজে প্রচুর ॥

পরিচয় মিল সাধু বুঝহ সকল ।

দরিত্রের যুবতী সেবনে কোন কল ॥

সাধুর নন্দন তুমি সকল রসিক ।

যত কিছু তোমারে কখিল উপাধিক ॥

ত্রিপুরাবচনে কল্পিত কীপে ডরে ।

বিভূজে ধরিল চণ্ডীর চরণকমলে ॥

[১২০] হুম্বী কল্পিত কহে সাধুর যুবতী ।

কপট চরিত্র মাতা ত্যজ ভগবতী ।

হুমতি পণ্ডিত জপে কুমার কুমিনে ।

হতবুদ্ধি প্রাণনাথ তোমা নাহি চিনে ॥

শ্রিত বিকসিত গণ্ড ঈষত পাণ্ডুরা ।

মধুর ভারতী কহে সেবকবৎসলা ॥

জগতমণ্ডলে যত কহে মূর্খজনে ।

বাম হস্তের দোষ গুণ না লয়ে দক্ষিণে ॥

প্রয়াস না কর বিয়ে তোর দুই স্বামী ।

পুন পদ ধরি কহে প্রণত কল্পিত ॥

তোমার বচন শিখ্যা নহে কোন কালে ।

পতিগতি যুবতী স্থজিলে মহীতলে ॥

কল্পিত যতপি দাসী নাহি লবে দোষ ।

নিজ রূপ ধর দেবী ত্যজ অভিযোষ ॥

প্রকাশিয়া নিজ রূপ লহ পুণ্য জল ।

প্রবোধ করিতে চাহ পথের পাগল ॥

প্রকাশে আপন রূপ দাসীর বচনে ।

শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

বাণ্ডলীর আত্মপ্রকাশে ধুলদন্তের ভয়

। ধানসী ।

হাসিয়া অচলপত্নী সংহরে বোগিনী মূর্তি
 পরিচয় মেন ধুলদন্তে ॥

চামুণ্ডা নৃমুণ্ডমালা যত কথিরাখরধরা
 সরস কর্পর কাতি হাথে ॥

শোণিতসিদ্ধুর জলে কল্পবৃক্ষের মূলে
 নর প্রেতাননে ভগবতী ॥

কবরী মালতিমালা মধুলোভে গুঞ্জে
মধুকর হরে মুনিপতি ॥

উজ্জল দশনজ্যোতি মুকুটে পীযুষনিধি
তিমিরারি উরিলা ললাটে ।

কর্ণে স্বকুণ্ডল যুগল নয়ন নীল
সরসিজ যুগ অঙ্গপুটে ।

গণনাথ গজমুখ তারকারি কার্তিক
হিমালয়ঝিরায়িনন্দন ।

বসিল দেবীর কাছে ময়ুর মূষিক নাচে
হরিলোক দেবতার মন ।

সবীণা নারদ বায় মধুর কিকিণী গায়
আসনে বসিলা ভগবতী ।

একজ বাসব বিধি হরি হর করে স্তুতি
ছুই পাশে কমলা ভারতী ॥

অস্ত্রহস্ত পরিতোষে হংস গরুড় বৃষে
জগত জিনিঞা যার রথ ।

উচ্চৈঃশ্রবা বশ হর যুগবাজ নির্ভয়
সমুখেতে রহে ঐরাবত ॥

প্রলয়কালের ভাষু দৈবত প্রকাশে তহু
কটিদেশে মুখর কিকিণী ।

সভয় কর্মঠপতি পিঠে যার বহুমতী
টল টল দশ শত ফণী ॥

দেখি মুক্তি বিপরীত ডরে সাধু মুচ্ছিত
সাধুর বুঝতী অহুমানো ।

পূর্ব লিখিল বিধি কুমতি জীবনপতি
মরণ বাণ্ডলীমরণনে ॥

রাগরাগাই মহারোল কেহ দেই মুখে জল
অনিমিষ নয়ন কমল ।

[১২১ক] প্রীযুত মুকুন্দ কর ওরে সাধু নাহি ভয়
বোগিনীরে দেহ পুষ্প জল ॥

ধুসদন্তের বাণ্ডলী-বন্দনা

॥ তুড়ি পয়ার ॥

ও বান্দা চরণ বিহু আর না চাহি আমি ।

কিসের অভাব তার যার মাতা গো তুমি ॥০॥

সচেতনে বলে শুন দেবী ভগবতী ।

বিশাললোচনী দেবী জিতুবনে গতি ॥

বণিকের কূলে জন্ম নহি পরতন্ত্র ।

আমি সাধু ধুসদন্ত অপিল কুমন্ত্র ॥

আপনার মনে আমি করিল বিচার ।

মহাদেব বিহু দেবতা নাহি আর ॥

জিতুবনে জানে আমি মহেশকিন্দর ।

আপদ তারিতে আমার ন শক্ত শঙ্কর ॥

বাণ্ডলী জননী মোর মহাদেব তাত ।

মাতা পিতা ক্ষেম অবিরত অপরাধ ॥

জনক জননী চুই নহে গুরু পর ।

সর্বকাল ঘূষিয়াছে দৈবত অন্তর ॥

যাহার প্রসাদে বিজ্ঞানান পুণ্য বশ ।

একরূপে দয়া করে অল্প বয়স ॥

পুত্রের কারণে বাপ সহজে পাগল ।

দয়া করে শৈশবে যৌবনে হতাদর ॥

মায়েরে অধিক চাপ নহে কোন কালে ।

দশ মাস গর্ভ ধরে কথোদিন কোলে ॥

বার্দ্ধক্যে ভরণে শৈশবে প্রতিপালে ।

ভাল নন্দ নাহি জানে মা বাপের কোলে ॥

কামতুল্য পুত্র কিবা খোড় কুজ কান ।

যত দেখে একরূপ মায়ের পরাণ ॥

বাপাধিক দশগুণ সদয় হৃদয় ।

গুণের নিদান মাতা দোষ নাহি লয় ॥

পুত্রের মরণে বাপ অলপে পাসরে ।

জননীর হৃদয় বাবত নাহি মরে ॥

জগন্মাতা শিবশিব জগত্তের পিতা ।

কুপুত্রের মরণে মায়েরে লাগে ব্যথা ॥

বিশাললোচনী বলে সাধুর বচনে ।
 চল চল কাঁট পাছে কেহ বেধে শুনে ।
 বড় নিশা যুবতী মেঘতা পদাৰ্চনে ।
 [১২১] শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥১

মুকুন্দভট্টের ক্ষমাভিক্ষা

। সুই রাগ ।

অননি ক্ষেম দোষ ত্যেজ পরিহাস ।
 অকপটে দেহ বর কোপ বোরে দূর কর
 আমি সাধু কুমতিবিলাস ।
 বলদবাহনে পদ সেবনে বাঢ়য়ে মদ
 মোর মনে অবলা অবলা ।
 না জানি মঙ্গলালয় বিশাললোচনী অর
 তব চরণকমলে কৈল হেলা ।
 হরেশ্বরী বেদমাতা ত্রিপুরা পরাধ্বজাতা
 ত্রিপুরা জীবনসহায়িনী ।
 হুমতী বিক্রমা সভী মধুমতী ভগবতী
 রতিপতিহৃদয়মোহিনী ।
 তুমি বার হুগেহিণী বিজ্ঞ শিরোমণি
 তোমার সারাতে নহে স্থির ।
 জঠর নাসিকা কর্ণ মলমূত্রে পরিপূর্ণ
 আমিৎসার মহুগ্ধশরীর ।
 তুমি লক্ষী সদাচারে অলক্ষী পাণ্ডীর ঘরে
 প্রণত সেবকে কৃপাময়ী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে চণ্ডীসংসার জনে
 সকল ভুবনে পরাজয়ী ॥১

মুকুন্দভট্টের বাণুলী-পূজা

। মঙ্গল । ছন্দ বারিখণ্ড ।

আনন্ডিত বড় সাধু ধূসদন্ত
 অস্ত্রেহস্ত মানসে পূজে ।
 চণ্ডীপদস্থল শত শতদল
 ধরিয়া যুগল ভূজে ॥২

কীরের গিটেক শর্করা মোদক
 দধি ছন্দ খণ্ড ফেনি ।
 কস্তুরি চন্দন সিন্দূর কুঙ্কুম
 গন্ধ আনে ফরমানি ।
 স্বগন্ধি তণ্ডুল কর্পূর তাবুল
 দ্রুত মধু ফল ফলে ।
 রচিল নৈবেদ্য বসত অনবদ্য
 ধূপ দ্রুতদীপ অলে ।
 ব্রাহ্মণ সকল উচ্চায়ে মঙ্গল
 চারি বেদ অবিরত ।
 কল্পিণীর পতি পূজিল পার্বতী
 সিদ্ধি হইল অভিমত ॥
 আসনে যোগিনী বিপত্ত্যানাশিনী
 সাধুহৃত কাহুর্ভাষে ।
 বর্গ মুক্তি বর-দায়িনী কিঙ্কর
 সেবকবৎসলা হাসে ॥
 ঢাক ঢোল বেণী শ্রবদ্ব শ্রবনি
 জয়শব্দ বাজে ভেরি ।
 দেই গন্ধপুষ্প মেঘবস মেঘ
 [১২২ক] ছাগল মহিষ বলি ॥
 হরি হর বিধি নিত্য করে স্তুতি
 ইন্দ্র বার পদ বন্দে ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে ॥১

বাণুলী-বন্দনা

। মল্লার

তুমি স্থল শৃঙ্গ বন সলিল পাতাল ।
 ত্রিদেবাসন মূর্তি অষ্টলোকপাল ।
 পর্ত্তত ভূজগ তরু সিদ্ধ নদ নদী ।
 জী পুরুষাকৃতি তুমি দেবী ভগবতী ।
 মাতা তারিহ ত্রিলোকে ত্রিলোকে ।
 উত্তম মধ্যমাধম প্রণত সেবকে ॥২

অলক্ষী অদয়া নয় আন্তর্যাহিকৃতি ।
 তুমি মিথ্যা স্বরূপা কমলা সরস্বতী ।
 একানেকা ধৃতি লজ্জা কোটী কাত্যায়নী ।
 ক্ষমা শাস্তি ভক্তি কান্তি যাতা কুণ্ডলিনী ।
 দণ্ড পল মুহূর্ত্ত করণ বোগ ভিধি ।
 দিবস রজনী সন্ধ্যা কাল কলানিধি ॥
 হুমতি কুমতি নিধি বিষ্ণু নিরঞ্জন ।
 উদয় প্রলয় নিদ্রা তুমি আগরণ ॥
 জন্ম শিশু অরা বুঝা হেতু বেদমাতা ।
 ভারত পুরাণ শাস্ত্র ভাগবত গীতা ॥
 মীনাদি দশাবতার অনন্তরূপিণী ।
 বিপত্যানাশিনী হ্রস্বশত্রুবিনাশিনী ।
 স্বাহা স্বধা তুষ্টি পুষ্টি সদা সর্ষচার ।
 তুমি বোগ লোহ ভোগ মহা অহকার ॥
 মাস ঋতু বৎসর ধর্ম তপোধর্ম ।
 তুমি পক্ষ গুণ দোষ স্বধ মোক্ষ কর্ম ॥
 গ্রহ বার তিথি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ।
 হ্রস্বতি উৎসব তীর্থ তুমি মহাসদ্ব ।
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুঙ্গ মতি ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥১॥

॥ পঠ্যভ্যং বাগ ॥

[১২২] জয় শঙ্খিনী বরণজিহী
 তৃতীয় লোকজনকারী ।
 অম্বর স্বব নয় প্রণতি পদসর-
 সরসিকহাচলনন্দিনী ॥৫॥
 বহুধা বিপতি সংহতি হ্রদতি
 সংপ্রতি বাতব কীরীটিনী ।
 হ্রদ শঙ্খ হাথ বৈরী বিনিব্ধিত
 কথির কর্পর মণ্ডলিনী ।
 প্রতিপক্ষ নয় কোটীসমর চতুর
 তুরগম্বক রূপিণী ।
 ক্রচির নব যুগ ভিলক মন্তক
 রেণু কোটী কঙ্কালিনী ।
 অপরাধী নয় মূর্ছয়তর কিস্কর
 বরমখিল হ্রদ প্রাভিনী ।
 মুকুন্দ ইতি ভারতী পদকমল সারধি
 রচয়তি পিনাকিনী ॥১০॥

ইতি শ্রীমতী বিশাললোচনীর গীত সমাপ্তঃ

॥ অধ অষ্টমঙ্গলা ॥
 ॥ কল্পিণী ঝিয়ে ॥
 স্বখে থাক সাধুর সুবতী ।
 পুঞ্জিলে আমার পদ তোর অভিমত সিদ্ধ
 কৈল যেন হ্রদ সমাধি ॥৫॥
 প্রলয়গয়োধি জলে বিষ্ণুর অবগম্ভলে
 হৈল মধুকৈটভ অম্বর ।
 জগদীশনাভিপদ উরে বিধি কৈল সদা
 জিনিলেক হ্রদপতিপুর ॥

অচিন্ত্যরূপিণী ত্রয়ী বোগনিদ্রা কৃপাময়ী
 বলে ব্রহ্মা জীবনে কাতর ।
 ত্যোজিল বিষ্ণুর দেহ দেখে মধুকৈটভ
 যুঝে পাঁচ সহস্র বৎসর ॥১॥
 ছুই বীরে ভুজযুদ্ধ কার নাহি টুটে লব
 মধুমুখে বাড়ে বোব ।
 ডাকি বলে দৈত্যোত্তর গুরে তুঞ্জে মাগ বর
 তোর যুদ্ধে পাইল পরিতোষ ।
 বলে হরি শুন দৈত্য এই বাক্য সত্য সত্য
 ছুই তোজ্ঞে সময় বিরোধ ।
 ধরিয়া চুলের মুঠি [১২৩] অঘনে আনিঞা কাঠি
 প্রকারে করিল তারে বধ ॥২॥

মহিষ জন্তের স্বত	ধর্মে তার বাড়ে চিত্ত	অতাপি শশিমুখী	আমার প্রসঙ্গে স্থখী
বিরিক্তি সেবই তপোবনে ।		নির্ভয় দেবতা সকল ॥	
মরাল নৃপতি পতি	সাক্ষাত হইল বিধি	প্রণত পাতক ভয়	হুঃখ চিন্তা ছিড় হয়
বর দিল নৃপ ত্রিতুবনে ।		বিশালাক্ষী প্রসন্নহৃদয়া ।	
মহিষ ব্রহ্মার বরে	অনিলেক পুৰন্দরে	শিবজয়া বিষ্ণুজয়া	সর্বলোকে জানে জয়া
আগুনি হইল শচীনাথ ।		আমি বাণী কমলানিলয়া ॥৭॥	
অধিকার ত্রিতুবনে	হারিয়া পলায় বণে	আমার ব্রতের দাসী	ঈশ্বত কুটিলকেশী
সকলিল দেবতা বিবাদ ॥৩॥		তোর জন্ম সফল ভূতলে ।	
হুঃখ নিবেদন পর	বেদমুখ অরেশ্বর	তুঁহ সত্য পুণ্যবতী	দূরদেশে[১২৩]গত পতি
বধা আছে দেব হরিহর ।		স্বত নববধু কর কোলে ॥	
হুঙ্কর মহিষ ডরে	ক্ষীরোদ সিকুর কুলে	চণ্ডীপদসরসিঞ্জে	শ্রীষুত মুকুন্দ দ্বিজে
উপনীত দেবতা সকল ।		বিবচিতল মঙ্গল মাধুরী ।	
দেবতা মন্ত্রণাকালে	দেব হুঃখ কোশানলে	কাক্সিগীরে বর দিয়া	নিজ পূজা প্রচারিয়া
শক্তিরূপিণী স্ৱারীশ ।		কৈলাসে চলিলা মহেশ্বরী ॥৮॥০॥	
চামর বিষ্ণুর বীর	আর বত মহাশ্বর	অই রাজরাজেশ্বরী	মণিরচিতাসন মাঝে ।
পাছে আমি বধিল মহিষ ॥৪॥		ত্রিমিকি ত্রিমিকি	ত্রিমি হুন্দুভি বাজে
দেবগণ স্তুতিপর	তারে আমি দিল বর	বর সহচরীগণ নাচে ॥৫॥	
বিপত্ন্যতারিণী তেজময়ী ।		অমলা বিমলা	দাণ্ডাইল হুই বালা
নিজ হণ্ড বাহুবলে	ত্রিতুবন বশ করে	আৎসানন আধ মাধায় ।	
গুস্ত নিগুস্ত হুই ভাই ।		কণু ঝহু ঘনে ঘন	করে কাজ করণ
রবি শশী বমালয়	কুণ্ডের করুণালয়	চুলু চুলু চামর চুলায় ॥	
বিধি বিষ্ণু প্রভূতে কর্পর ।		সেবনে সারসাপদ	নামিলা অমর বত
নিগুস্ত গুস্তের ভয়	দেবগণ হিমালয়	কমলজ আর হরিহর ।	
স্তুতি মোরে করিল বিস্তর ॥৬॥		কমলা ভারতী রতি	ভাগীরথী শচীপতি
সাক্ষাত দক্ষিণা কালী	দেবতা প্রবোধকারী	লোকপাল সহিত অমর ।	
ত্রৈলোক্য মোহিল নিজরূপে ।		হংস গরুড় গজ	কপিপতি যুগরাজ
চণ্ডমুণ্ড দেখি মোরে	কথিল গুস্তের তবে	ভল্লক মূষিক ময়ূর ।	
পাঁচনি স্ত্রীঘ্ন দূত নৃপে ।		হরিণ মহিষ ঘোট	কেহ কারে নহে ছোট
তিন লোকে বহুবাহ	নিগুস্ত গুস্তেরে ভজ	বৃষভ শার্ঙ্গূল নহে দূর ।	
কুভারতী লহিতে না পারি ।		স্বতরুফুল ফুটে	পরিমলে নাহি ছুটে
ধ্বলোচ্চ আইল	হকারেতে ভয় কৈল	দেবগণ হরিষ অন্তরে ।	
গুনে গুস্ত নিগুস্তাধিকারী ॥৭॥		দেবীর চরণতলে	ভকতি করিয়া বলে
রক্তবীজ চণ্ডমুণ্ড	কৈল তারে খণ্ড খণ্ড	না ছাড়িহ প্রণত দ্বাপরে ।	
গুস্ত নিগুস্ত মহাবল ।			

বাণলীমঙ্গল গীত ত্রিত্ববনে স্থপুজিত
নরলোকে জয়জয়কারী ।
চণ্ডীপদসরসিজ্ঞে শ্রীমুখ মুকুন্দ যিজ্ঞে
বিরচিত মঙ্গল মাধুরী ॥০॥

। শ্রী রাগ ।

তুমি নাহি জান মন সতত চঞ্চল ।
চণ্ডীনাথখানি পরলোকের সঞ্চল ॥৫॥
আপন মঙ্গল হেতু সেব ভগবতী ।
জনমে জনমে যেন না রহে হুর্গতি ॥
চারি যুগে পশু পক্ষ মৃগাদি মাহুয ।
স্বজন পালন আত্মা প্রধান পুরুষ ॥
ব্রাহ্মণ সকল হয় জাতিশিরোমণি ।
রক্ষিহ সর্বতোভাবে পর্বতনন্দিনী ॥
আমি সুগায়ন কহি বচন রচনা ।
পরিপূর্ণ কর মাতা নায়েক কামনা ॥

বিপত্তিনাশিনী জয়া হরের গৃহিণী ।
নায়েকের ধন হৃত রক্ষিহ ভবানী ।
বাণলীমঙ্গল গীত শুনে বেই জনে ।
রাজহানে বশে বনে রক্ষিহ আপনে ।
ব্রহ্মাদি না জানে স্তব কি বলিব লোকে ।
রক্ষিহ সর্বতোভাবে প্রণত সেবকে ।
চামুণ্ডা বাণলী তুমি সেবকবৎসলা ।
বিশাল হৃদয় শোভে নরমুণ্ডমালা ।
নিগুণ সাধবে আমি থাকি যথা তথা ।
[১২৪]সেবক বলিয়া যোরে রক্ষিবে সর্বথা ॥
ত্রিপুরাহন্যবী নাটেশ্বরী মহামায়া ।
গায়নে বায়নে কভু না ছাড়িবে দয়া ॥
ত্রিপুরার নাম যার না নিঃসরে মুখে ।
বিফল জনম তার কহে তিন লোকে ।
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
শ্রীমুখ মুকুন্দ কহে সেবিরা ঈশ্বরী ॥০॥

। ইতি শ্রীমুকুন্দ কবিচন্দ্র বিরচিত শ্রীমদ্বিশাললোচনীর গীত সমাপ্তঃ ।

নৈবেদ্যকীং বর্ণিতে চণ্ডী জ্ঞাতেন স্বয়ম্ভবা

সদাস্ত যতিরস্মাকং ত্রিপুরাপদপঙ্কজে ॥

নমস্তে সমস্তে সনেষে সবন্দে

নমস্তে কৃপাশোভিধিবক্ত্রাবিন্দে ।

নমস্তে ভবান্ধোদ্বিপারয়িতারে

নমস্তে বিশালাক্ষী মাতার্মনস্তে ॥০॥

। নমস্তে শ্রীচুর্গায়ৈ নমঃ ।

। নমস্তে শ্রীত্রিপুরায়ৈ নমঃ ।

। শ্রীশ্রীভবনৈ নমঃ ।

শুভমন্ত শকাব্দা ১৬৫৭ সৌর কাৰ্ত্তিকস্ত ত্রিংশ দিবসে সংক্রান্ত্যাং শনিবাসরে দিবা এক
প্রহর সময়ে চতুর্দশান্তির্থে শ্রীশ্রীমহিলালালদেবীং গীতং সমাপ্ত ॥

বাক্যমিহং ত্রিকিশোর দাস যিত্ত্র মোকাম সাং আখড়িয়া পরগণে যতুলঘাট আমল
ত্রিযুত মহারাজা কীৰ্ত্তিচন্দ্র রায় মহাশয় সন ১১৪২ সাল তারিখ ৩০ কাৰ্ত্তিক ॥

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নান্তি দোষকং ।

ভীমস্তাপি যশে ভঙ্গ মূনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥

। শ্রীশ্রীশিবায় নমঃ ॥

। নমো গণেশায় নমঃ ॥

। শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥

দৃষ্টি ভঙ্গো কটী ভঙ্গো নৈব দুঃখ অধোমুখং দুঃখেন লিখিতা গ্রন্থং যদ্যপি ইহ পুস্তক মাতা
তস্ত ভবেৎ বেস্তা পিতা ভবেৎ শূকর ॥

শিরোমে চণ্ডিকা পাতৃ কণ্ঠং পাতৃ মাহেশ্বরী ।

দ্বয়সাম্পাতৃঃ চামৃণ্ডা সৰ্ব্বভঃ পাতৃ কালিকা ॥০॥

। শ্রীশ্রীকমলদুর্গায়ৈ নমঃ ॥

! শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥

। সমাপ্ত ॥

শব্দ-সূচী

অ

অঙ্কুল ১৪০
অতিরিক্ত ৮
অতুলিত ২
অন্ধক ৩৪
অনিবারা ৫১
অমুবন্ধ ৯, ১৫
অমুবাদ ৪২
অমুব্রজে ১৫০
অমুম্বতা ৭৯
অস্তম্পট ১০
অগ্ন্যহু, অগ্ন্যেহু ৩৬, ১৫২, ১৬০
অপঘনে ৭
অপঝারি ৬৭, ৬৯, ১১২
অবতার ৩৪
অবস্থিতা ১০, ৬৯
অবিশাল ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯
অবিসাখি ৩৩
অজ্ঞে ৮
অভিসাত ৪০
অমিঞা ৪০
অরিষ্ট ৭২
অর্ধগাঙ্গ ৫২
অলব্র ৩০
অসমীহ ২৪
অসিত বিছাতি ৮০
অসোয়ার ৪৮

আ

আইয় ৯, ৬৭, ১১১, ১১২
আইয়া ১০০

আওয়ারি, আওয়ারী ৮৭, ১৫৪
আওয়ারাম ৮২, ১০০, ১৫৩
আওর ১৩, ৮৯, ৯০
আকবাদি ৮০
আক্ষটি ২৮
আগল ৪৪, ৫৮
আঘণ, আঘন ১০২, ১২০
আঙহাণ্ডি ৮০
আঙ্গরুখি, আঙ্গরেখি ৩০, ৪৬, ৫০, ১০৬,
১২৪, ১২৯, ১৩১
আছাদন ৮৭
আজাড় ৮৬, ১০২
আড়াইহানা ১১১
আড়াকিয়া ৪৯, ৯২
আংসন্ন ৬০
আংসাদন ৬৭, ১১২, ১৬২
আংসাদিত ১৩৮
আংসাদিল ৩০, ৪৮, ১৩০, ১৪২
আততাই ১৯
আতমা ১৫৬
আতর ২৩, ৪৪, ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৭
আতাকলি, আতাকলি ৬৫, ৬৮, ৭৬, ১১২,
১৪৮
আত্মেহ ১৯
আত ১৩১
আন ২২
আনল ৬৯, ১৩১
আনাআনি ১৪০
আত্মা ৯
আপার ২৯, ৫১, ১০৫
আমাধিক, আমায়েধিক ৬৪, ৮৩, ১৩৫

কঙ্ক ৭৭, ১০৪	কাঁঠালি ৯.
কঙ্কতিকা ৭৩, ৯৩	কাঁগুরা ১৩৯
কটোরা ৪৭	কাত ১২
কড়িয় ৪৮	কাতি ৪, ৩৪, ৪০, ৪১, ৫৩, ১১০
কড়া ৮৮	কাঁদ ৪৬
কড়্যানি ১৩৮	কানি ৮২
কণ ৫৪	কাণ্ডা গুণা ১৩০
কণ্ঠা ২৯	কান্ধে ৭
কথ ১১	কাপড়ি ১৩৯
কথিল ২, ১৯	কামধুক ৪২
কন্দরে ১:৪	কামন্দ ১০৮
কঙ্করে ৩৭	কামান ২৯
কঙ্কে ৪৫	কামিন্ধা ৭৯
কপট ২১	কাল ১২
কবই ৭৮	কালকেয় ৩৮
কমঠ-২৭	কাসন্দ ১২৫
কম্বু ৫০	কাসব ৫৭
কর্কাক ১৫৮	কাহাল ৩১, ৪৩, ৪৬, ৫০, ৫১, ৫৭, ৬২, ৭৮, ১০৭
কর্পর ৪, ৪০, ৪১	কিঙ্কিণী ৩৩
করবত্তি ৩৭	কিমিতি ২৯
করবাল ১৭, ৫৮	কিয়ে ৬
কলধোতনিভা ১০, ১৪৮	কুইলা ৭৯
কলাটিন ৪১	কুজ ১৬, ৭৯
কা ১১৪	কুড়িসা ৯০, ৯১
কাকড়া ১০২, ১১৯	কৃতভুক ৬৮
কাকতলি ১০৮, ১২৫	কুপিল ৪৬
কাকরঙা ৭৮, ১০৪, ১২২	কৃষ্ণস্থল ৩৩
কাকুবাদ, কাকুর্বাদ, কাকুর্বাণী, কাকুর্ভাষ	কুর্পর ৬৪, ১৩৩, ১৬২
২৭, ৩৯, ১০০, ১২৭, ১৩৫, ১৬০	কুরল ১৭
কাঁচ সরায় ৬৫	কুরঃপর ১৪৪
কাছিল ৩০, ৫৬	কুলুপ ৫৫, ৬৩, ১০১, ১৩১
কাজর ৮৪	কুহিড়া ৫৩, ১০১, ১১৮
কাঁঠা ৮১	কৃতভুক ১১২

কুমিস্ত্র ৩	গাবর ৭৭, ৯২, ১০২, ১০৮, ১১৭
কৃষ্ণসার ৩৯	গারড় ৭৮, ১০৫, ১২২, ১৩৩
কেহধিক ১০৫, ১২২	গিধিনী ৩৯
কেনি ৯, ১৩, ২০, ৬৯, ৮৯	গীর্দান ৩৬
কেরোয়াল ৭৭	গুণ্ডি ৬০
কেশরি ১	গুণ্ডিমু ৪৮
কো ৮, ২০	গুপত ৩৮
কোঙলা ৭৯	গেতু ৭৮, ১০৫
কোনংসার ৪৯, ৫০	গেতু কড়ি ভাঁটাটিক ১৩২
কোয়াংকার ৯৫	গেতুয়া ৯১
কৌড়ি ৮৭, ৮৮	গেয়ান ৬৩
কৌতুকিত ৫৯	গেরে ৬৬
কৌমারী ৫২, ৫৩, ৫৯	গোড়ায় ৭৯
কৌশিক ৫৪	গোঞ্জে ১১
কৃত্তভুক ৩৯, ৪২	গোটিকা ৭৩
কৃত্তভুজ ৫২	গোরোক ৭৯
ক্রোষ্ট ১৩৬	গোত্রবণপতি ৮
কুরুপায় ৫৮	গৌরার ৯
ক্ষেণে, ক্ষেণেক ২৩, ২৭, ৩৫	গৌরি ৭৪
ক্ষেমা ৩০	গৌরিম ২
ক্ষেমিহ ৫	গৌল ১৭

গ

চ

গ ৯	চক ৪৭, ৪৮
গজ ১০	চক্ৰ ২০
গজবেল ১০৪, ১২৩	চক্ৰীক ১৩৮
গণ্ডা ১৩৩, ১৪২	চডণ ৬১
গতরশুকা, গতরশুকী ৭৫, ৮১	চতুর্জাত ৭১
গজসাদী ৪৪	চপ্পাই ৫০, ৫৪
গাগর ৮৮, ৯০, ৯১	চমক ৩২, ৫৭
গাঠ্যার ৭৭, ১১৭	চরণালি ৩৩
গাঁজা ৭৯	চলকাণ্ড ৫৭
গাণ্ডি মুণ্ডি ৩২, ৫৩, ১৪১	চাউলি ১১
গাণ্ডে ৩২	চাক ৬১

চাকড়া ১১৫

চাকনা ১৩০

চান্দ ১, ৩

চাপ ৭০, ৪৭

চাপ মুক্কে ৫৪

চাপে ৪৩

চামচটা ৭২

চামি ১০

চিড়াউ ২০

চিড়াকুট ১১৪

চিতউ ২১

চিতাউ ২২

চিপট ৬৭, ৭৩, ৮৮, ১১২

চিপটক ৭৭

চিরাতের কাঁঠি ১১

চিলকুটা ৭২

চুচড়া, চুচড়ি ২০, ২১

চুচুড়া ৮৮

চুঁচড়া ২১

চুষ ৮৪

চ্যুতবল ১০৫

চ্যুতরল ১২২, ১৫৪

চেওয়াড় ৪৬

চেটা ৬৬

চোড় ৩০, ৩১

চেয়াক ২৩

চেলা ১১

চোকল ৫২

চোকাম ১৩৩

চোলে ৩২

চোতরা ২২

চৌবঞ্চ ১৪

চৌবল ৭৮

ছ

ছড় ৭২

ছত্রিশ ৫৪, ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৭

ছন্দ ১৫

ছন্ন ৩১

ছাওয়া ১১, ২০, ৪৭

ছান্দলা ৭, ৭, ১৪৭

ছামনি ১১, ৭৪, ৭৫

ছামুনি ১৪৭

ছাক্রি ৮০

ছিঙিল ৩৫

ছিন্নধরা ৩৩

ছুঁছুঁ ১৫৪

ছো ৮

ছোড়ান ১৪৭, ১৪৮

জগাত ১৫৮

জতিস ৮২

জমু ৬, ১৭

জন্মিঞা ৫

জম ৩০

জমকিত ৬৫

জলপাই টাবা ৮২

জলরুহাকুর ৪০

জহুঁ ৫৭

জাগতি ৬৮

জাদ ১৩০

জাঠে ৩০

জাঠি ৭২

জাড়ে ১০৩

জাঁতিয়া ১৩২

জাদ ২৩

জানসি ৮২, ৯৬

ঠ

জানিঞা ৪

জালি ৬৭

জিতদক্ষ ৪২

জিন ১৪

জিনিঞা ৩

জিয়ঞ্চ ৮০

জিরক ২০

জিফু ৩৫

জীব ১১০

জের্ট ৪, ২২, ৩১

জোথে ১১৪

জায়ান ২০

ঠাঞ্জি ৭

ঠাট ৩২, ১১, ৫৪, ১৪৪

ঠাটে ৪৪, ৪৮, ৫৩

ড

ডম্ফ ৩১

ডাকা ৭৮, ১০৫, ১২২

ডাগর ১:৫

ডাঙ্গ ১৩০

ডাবলে ১৪২

ডাবুশ ৪৪, ৪৮, ৫০, ১২২

ডামরসাই, ডামরসাই ৪, ১৩০

ঝ

ঢ

ঝল্লিকা ২৩

ঝষ ৬২

ঝাট, ঝাটো, ঝাঁট, ঝাঁটো ২২, ২৩,

৪৫, ৭৭, ১০৪

ঝাঁপবালা ১৩২

ঝিকটি, ঝিকটি ৬৬, ২৮

ঝিক্তৈ ৩১, ৫৪

ঝিয়ারি ৭, ১৫২

ঝুবে ১৮

ঢাকুনি ৬৫

ঢাটা ৮১

ঢেকা ১৪৭

ঢোকনিঞা ৪১

ঢোকৌনিয়া ১৪০

ত

তকে ৫০

তড়বড়ি ১০২, ১১২

তথি ১, ৮, ১২, ৩৭, ৪১

তমুকুত ৩২

তবক ৪১, ৪৬, ৫২, ৭৭

তবকসিনি ৩১

তবকী ৭৭

তভু ৮৪

তরস্বিনী ২

ভরাস ৩৫

ভরোয়ারি ৪৪

ট

টক ৫৭, ৫৮

টক ১৩০

টকি ১৩২

টটুনি ৫২, ৭৩, ১০৬, ১২৪

টটুলি ১৩১

টাবা ২১, ২২

টিটিকারি ১৪

টেঙ্কানা ৭৩

তলানি উঠামি ৫৪	তোলা ৪৪, ৫১, ৫৩, ১০৬, ১২৪
তলিয়া ২:	তোলবোল ৫৬, ২১
তলিল ২০	তোহর ১০২
তলে ২১	তুপা ১১৬
তাকুর ১২২	ত্রিকা ৩৬
তাজি ৫০	ত্রিকুট ৭৫
তাড় ২, ৩, ১১৬, ১১৭	ত্রিসর ১১২
তাড়িপত্র ৭২	ত্রোটি ৪০
তাবদ ৩৫	
তারক ৪১	থ
তারে ১০৩	থলরেণু ১
তারৈধিক ৬২, ৪৫, ১২২	থাকু ২
তাহান ১২২	থোপ ২৩
তিক্ষু ১৪০	
তিয়র ১৩২	
তিরতর ১৩৮	দগড় ২৬, ২৭, ৩১, ৩২, ৪১, ৪৩, ৪৬, ৫০, ৫১,
তিরুতী ৩৬	৫৬, ৬৮
তুঞ্জি ৮৪	দড় ৩০
তুণ্ড, তুণ্ডে ১৫, ৪২, ৭১, ৯০, ১১৩	দড়মসা ২৬, ৩১, ৩২, ৪৪, ৪৬, ৫০, ৫১
তুয়া ৬৪	দণ্ডি ৩১, ৪৬, ৪৯, ৫১, ৫৭
তুরত ৮১	দশবান ২৮
তুরিত, তুরিতা ১০, ৬২	দাগা সাড়া সাড়ি ৮০
তুলির ৮৩	দাণ্ডাইল ১৬
তূর্ণ ৫৮	দাণ্ডায় ৪৩
তে কাঁঠি ৬৭	দাহু ৭৫
তেঘাই ২৭, ৩০, ৩১, ৪৬, ৫৪	দাহুড়ি ১৪
তেত্তিশ ৫০	দাবা ৩১
তেত্তলী ৮৮	দাবাদার ১৪০
তেন ১০, ১২	দাবাসিলি ১০৭, ১২৪
তেরি ৬০, ১২৭	দাবাসিনি ২৬, ৫৭
তেলঙ্গা, তেলেকা ৭৮, ১০৪, ১২২, ১২৫, ১৫৩	দাবিব ৮১
তোড়রমল ১৪১	দিগাসল ১৪১
তোমর ৩১	দিগে ১০
তোমাধিক ৬৪, ৯২	দিঘল ৩

দিবোকস ৫৫	ধুস্তর, ধুস্তর ৬, ৭, ৩৭
দ্বিতীয়া ১৪	ধূলমোড়া ৮০
দ্বয়া ১৪	ধূলাবাণ ৫১, ৭৩, ৭৭, ১০০
দুর্ধর ৩৪	ধেয়ান ১
দুরিত ৬২, ৯০	ধোকড়ার, ধোকরার ১০৮, ১২৫
দুলিয়া ২০	
দুসদি ৭৪	ন °
দুস্থের ১৫৭	নকুড় ৮০
দুইার ১১	নক্র ৭২
দৃগকল ২৬	নগর্যা ৭৮
দৃশাকুর ২৭	নঠ ২২, ৪৩, ৭১
দেয়ানে ২২	নড়ি ১১৫
দেহালি ১	নবনতা ১১১
দৈঘা ৩২	নমেক ৬
দোয়াড় ২৬, ২৯, ৩১, ৫২, ১২২	নহেধিক ২৭, ১৪২
দোয়ালা ৮৪	নাইয়র ১৩
দোরণ্ড ২১	নাছে ৬, ২৬, ১১০, ১২১, ১৪২, ১৫৬
দোসরি ৪৬, ৭৪	নাফি ৭, ২
দোহট্ট ৭৭, ১১৮	নাটকী ৮
দৌহদ ৫০	নাটকী ভেজান ১৩, ৭০, ৭১
দ্বিরষণ ৬	নাটে ৩
ক্রহিণী ১০০	নানামো ২২
	নাতিৎসেদ ৬৬
	নারিকল ৬৮
ধনি ধনি ১১, ৪০, ৬৬, ৭৫, ১৪৭	নিকটস্থ ৬০
ধন্দে ২	নিকলঙ্ক ৬৯
ধাওয়াধাই ৭, ২৬, ৩০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৫০, ৫১, ৭৬	নিকসে ২৫
ধাঁটা ৮২	নিছিয়া ৮, ১৫২
ধানপুলি ২০	নিজি ৮১
ধিষণা ৫	নিদেশনে ১০
ধুকড়িয়া ৪২, ৭৭, ১০৪, ১২২	নিন্দ ২১, ৩২, ৭৬, ৮৪
ধুতানি ৪১	নিবন্ধ ২
ধুতামুড়ি ৮১	নির্জর ৬৮, ৪০
	নির্খঙ্কিয়া, নির্খঙ্কিতে ১৫১, ১৫২

নিশান ৫১	পরমান ৫২
নিশিত ৪৮, ৬১	পরন্তু ৫২
নিষ্প্রতিভা ২৬	পরানী ৭২
নিসঙ্গী ৫১	পরার্কদাত্তা ১৬০
নেউট্রক ১০	পরিবন্ধে ২৫, ৭৩
নেকাচোকা ১০১, ১৩০	পরিবেশে ৭১
নেজাপঞ্জি ৩০	পলা ৮৮, ৯১
নেজা ৩১, ৩২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫২, ৬৬	পাকমোড়া ১১৫
নেত্র ৭৮, ১০৪, ১১৬	পাকসাট ৪৭
নেত্রকালি ১৩২	পাকিল ১২
নেতের ১৫১	পাখড়ি ২৮
নৈরাশ ১০	পাখর ২৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৫৪, ১৩৮, ১৪২
নোন ২০	পাখরিয়া ৪৬, ৫০, ১৩২
	পাখালে, পাখালি ৬২, ৮২, ৮৩, ৯৮, ১২৭
	পাখে ২০
পক্ষ ২০	পাঁচনি ১৪, ১৬২
পটুহ ১৪২	পাঁচিব ৪৬
পটিল ৩২	পাঁচিয়া ১৪
পড়া ৪৪	পাঁচিলে ১৩৫
পটিল ১১৩	পাচে ২২
পতকা ৫০	পাছুড়ি ৮৩
পত্তি ২৬, ৪১, ৫৭, ৭৮, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৫৪	পাঠিল ৮৫
পত্তিক ১৭, ২০, ৪৮, ৭৩	পাঁঠীন ২১
পত্তিয় ৫০	পাঁতি ২
পয়ান ৭, ৩০	পাট ৭৮
পয়ানা ৪৮	পাটজাদ ৬৫
পয়কাশি ৪	পাটখোপ ৩, ৬৫, ৭৩
পরচণ্ড ৫৭	পাটপড়শী ৮১
পরচাট ৭৭, ১০৪, ১২১	পাটা ৭১
পরভেক ১৩৪	পাড়ি ৮৩
পরবাসে ২২	পাণ্ডর ২
পরমাণ ২৩	পাতিনী ৬৭
	পাতিলে ৬৪
	পাতে ৪৮, ৫১

পানিকুড়া ৮৫	প্রভাবিকা পঞ্জিকা ২২
পারণা ১৩৩	প্রভূতে ১৬২
পার্বা ১৩	প্রযুক্ত ৩২
পালঙ্ক ২১	প্রযাঙ্ক ১৩৪
পালঙ্ক ৮৮	প্রেসিত ৮
পালাসি ৮৫	
পিচাস ১১, ১২২	ফ .
পিয়ল ৫২	ফরকী ৪১
পিসাস ৬৮, ১১২	ফরমানি ৬২, ২২, ১১৩, ১৬০
পুখরি ১৩১	ফরি ২২
পুখুরের ৮	ফলাসটি ১৩২, ১৪০
পুগ ৩৭, ৭৩, ৭৪	
পুটজাত ৩১	
পুহু ১১	ব
পুঙ্ ১	বউলী ২
পুখুলোচন ১	বক্তে ৮
পুণমিক ১	বহু ২৭
পুণিত ৪	বজ্জই ৫০
পুর্ব ৫৮	বকে ৫
পেড়ি ৬৫	বট ৩০
পেতি ১৩৬, ১৪২	বড় ৬
পেলি, গেলে, পেলায়, পেলাইয়া ১১, ২৬, ২২,	বদ ৬০
৩০, ৩৩, ৩৪, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৫২,	বন্দিলু ৫
২১, ১০৩	বন্ধুক ৫৭
পেশীত, পেষিত, পেসিত ৮, ২১, ১৪২	বন্ধুকী ৬০
পো ৬৩	বঘ্যা ৬
পোতা ২১	বরষিকি ৫৭
পোড়ানিলা ১৩০	বরজ, বরলো ৩০, ৩১, ৪৩, ৪৭, ৫১, ৫৭, ৬০,
পোয়ান ১০	১০৬, ১০৮, ১০২, ১৩১
পোলাইয়া ৩১	বরতা ১৫১
পোস্ত ১৩৫	বরতীত ১০৫
প্রণমহো ৪	বরিখে ৬২
প্রবন্ধ ৫, ৩২, ৪২	বরিচার ২০
প্রবৃদ্ধ ৫	বলয়া ২২

বলরজি ৪৬	বারাচে ২৫
বলী ২	বার্যায় ৫০
ববট ২১	বালিকড়া ২০
ববু সঙ্ঘা ৩০, ৩৪	বালুকার ৮২, ২০, ২২
বস্তুজাত ৫	বাসি ৬৪
বহিষ্ ১১১, ১১৫, ১১৬, ১২০	বাসে ৬২
বহত ৪৮	বাস্তল ৩০, ৩২
বাণ্ডয়াস ১০৮, ১২৫	বাহে ৬৫
বাঘছানি ১৫৪	বিটক ৪০
বাউন ১০৪, ১১২	বিৎস্লেদ ৭২
বাউল ৬৭, ৬৮, ১২২	বিদগু ৭৭
বাকাল, বাকালি, বাকালী ৪১, ৭৮, ১০৪, ১০৬, ১০৮, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১৫৪, ১৫৫	বিদাই ৬৮,
বাট ১০৭	বিদিত ১৭
বাটুনা ৮৮	বিহু ১৪
বাটুলা ২০	বিহুবিস্তি ১৪
বাটিল ৫	বিনিমিত ১৬১
বাত ২৭	বিন্দাবিন্দ ২৫
বাত্তার ২	বিন্দে ২৫
বাধাই ৬৮, ১১৩	বিপতানাপিনী ৫৫, ৬২, ১৬০, ১৬১
বাধিক ৪৮	বিবরজক ৩০
বাঙ্কিল ৫	বিবুধ ২৭
বাকুলি ৪১	বিভাড় ৪৬
বাক্সা ৬২, ৭০, ৮২, ২১, ২২	বিভাহ, বিভা ৭, ২, ১১, ৬৮, ৬৯
বাক্সানী ৬৬, ১০০	বিভোল ২৬
বাক্সের ২১	বিমুচন ৫০
বাপা, ১৬, ১৪৮	বিদু ১২, ৩২
বাফই ১২৫	বিরতি ৩২
বায়ক ১৪	বিরল ৩১
বায়ন ৩১	বিলকিত ৫০
বায়ি ৮৮	বিলয় ১১
বায় ১২	বিলোলা ৩
বারচয় ১৪	বিশদ ৩৩
বারাকী ১৩০	বিশিখ ৫২
	বিশিখচাপিনী ৫৫

বিসা ৮৮
 বুঢ়া ২
 বুয়ে ৩২
 বুলি, বুলিতে ৮০, ৮১
 বুহিঞ ১৫২, ১৫৩, ১৫৫
 বেকাল ৫০
 বেঞ্জা ১৩৬
 বেড়ে ৮
 বেতাগ ২০, ২১
 বেধ ৪৫
 বেস্ত ৮২, ৮৭
 বেন ৭৭
 বেনক ৪৬, ১৪১
 বেনা ৬৬
 বেনি, বেণি, বেণী ৮, ২৪, ৪১, ৪৬, ৫১, ১০৭
 বেহু ১১২
 বেসাইয়া ৭২
 বেসারি ৮২
 বেসোয়ার ২০
 বেহানি ১৫৬
 বোকচা ১৩৫
 বোদালি ৮২, ২০, ২১, ১৩৩
 বৃহি তাল ১২৭

ভ

ভরলি ১২
 ভসলে ১৪২
 ভাঙরা ৮০
 ভাঙ্ড়া ১৩
 ভাঁটাটিক ১৫৪
 ভাড়া ৮৫
 ভাণ্ডে ১৪৫
 ভাঁতি ৮৮
 ভাত্তরে ১১

ভাবসি ৭২
 ভিক্সিসিনী ১৩৪
 ভিড়ন ৪১
 ভিম্মিগাল ৩১, ৩২, ৩৪, ৫২
 ভুক ৮
 ভুঁজে ১০৪
 ভুব, ভুবি ২, ১৪, ২৪, ৪৭, ২৮, ১৫০
 ভুবিস্বগত ১৩৪
 ভুলকুড়ি ৪৫
 ভূতভুক ৩৭
 ভেকাচকা ৭৫
 ভেকা ভুলা ১৩০
 ভেঙ্কত ৮
 ভেদক ৮০
 ভ্রমণে ৩৫
 ভ্রহি ২০
 ভ্রহি ৩, ৭০

মথভুক ১৫০
 মথভুক্ত ২
 মঘবান ২৫, ৬৬
 মছয় ৭৩
 মজিতে ৩২
 মতুক, মতুকী ২৪
 মনকলা ১০
 মনুতা ১৫
 মনোর ৭৪
 ময়গল ১৮, ২০
 ময়মল ৭৮
 মর্দক ১৪৪
 মকধান ২৩, ২৭
 মসা ৩০
 মহঃবল ৫০

মহাকাট ৩০

মহানল ৮২, ২২

মহাসল ৫৭, ৬০

মহাসন্ধ ২১

মহাসত্ত্ব ৩১, ৩৩, ৬২

মাই ১২

মাইয়া ১০০

মাইসর ৮৩

মাণ্ড ১০৮, ১২৬

মতিয়া ৫২

মালসাট ৩০, ৪৫, ৫১, ৫২

মালি ৮৪

মালুয়ে ১২০

মিত, মিতা ৭

মিলিত ৮

মুকাইয়া ২২

মুজ্জবতর ১৬১

মুঝার ১০৪

মুঞ্জি ২

মুটকী ২১, ২৫, ৩৩, ৩৪, ৫৮

মুণ্ডি ২৬

মুস্তার ১৩৬

মুকছা ১০

মুস্তিক ৩৪

মুসরি ৮৩

মুসাউলি ২২

মুহরি ৫১, ৮২, ২১

মুড়ানী ১৪০

মেষা ১২, ১২৮

মেলক্সা ৬৭

মেলান, মেলানি ১১৮, ১৫১

মো ৬৩

মোক্তা ৮

মোঠন ৫০

মোহরি ৩১, ৫৭

মৌর্য ৩৮, ৫০

মৌর্যি ৮, ১৫৬

ম

মবকারে ৮৮

মমদাড় ১২২

মমর্দ ৩২

মমল ২৪

মাবদ ৮০

মাসি ২৫

মুকি ৫১

মুখিল ৭৪

মুগী ২

মুঝার ১৩৩

মুঝার ৭৮, ১২৫

মুঝার ১৫৩

মেন ১০

ম

মকত ৪১

মক ৮৫, ১৪৬

মজাবে ২

মড় ৩২, ৩৫, ৩২, ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৩

মড়ারডি ২, ২৬

মড়ে ৪৮, ৪২

মণচিলা ৪৪, ৬৭

মণতুর ৩৩

মণ্ড, মণ্ডা, মণ্ডি ৭২, ৮১, ১৩২

মধদণ্ডাবল ৩২

মসবাস ৮৮

মাইত ২৬, ৩২, ৪৪, ৪৬, ১০৬, ১০২

মাইয়ারাই ৫১, ১০৭, ১০৮, ১২৫, ১৫২

মাই ১২০

বান্ধন ১৩২

বান্ধালি ৭৩

বামজি ৫৬

বামরজা ২

বচির ২, ৪১

কঠলু ১৪১

কষ ৮৮

কস ২০

কপোৎছেদ ৭২

বৈধ ২৩

বোক ৮২

ল

লখিল ৪২

লগে ১২

লকৃত ৭

লম্বিত ৫০

লডুক ৭৮

লতিকা ৭৩

লাথর ৬৭

লাকট ৬, ৮, ২, ১৬

লাছে ১৬

লাকন ১৪

লাখে ৩৪, ৪৩

লাসের ৬৫

লুকাঅহি ৮

লুকি ৩৭, ৪৬, ৪২

লোঁজু ১৫৪

লোখা ৩২

লোহ ৪৭

লোলে ৩, ২৩

লোহ ৬২

লোহার ৪৬, ৫২

শতমথ ২২, ৩৮, ৫৬, ১৫৭

শর্খ ১৪৬

শাকস্তরী ৩

শান্ত্য ৭৮

শিজিনী ৪৬, ৫১

শিরসিজ ৪৫

শিলি ৪৪, ৪৬, ৫১, ৫২

শুনিঞা ৬

শোএ ১২

শোষে ৮২

শ্রুতিমুখ ১২

শ্রপ ১০৮, ১২৬

ষ

ষাটি, ষাটা ৩২, ৮৮

যুকি ১৩১

স

সংহতি ৪২

সকুল ৭৮, ৮৮, ২০, ২১

সখড়ি ২১, ২২

সঘোত ২৩

সক ৭৮

সক্কেতমাধব ১৫১

সজ্জ ৭৮, ৭২, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮২, ১০২, ১০৪,

১০৫, ১১২, ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১১২

সক ২

সটা ৩১

সতাই ৮৪, ১১৮

সত, সত্বা ২৩, ৩২, ৪৭, ১৬১

সত্তরা ১৩২

সত্ত ৪২

সদ ১৬১

সন্তি ৩২

সন্ন ৮৮

সনমুষ্টি ৬২	স্বরক ৩, ৭
সভে ১, ১০, ২৬,	সৌচিল ১২২
সমুক্ষিত ৫০	সোই ২০
সমুষ্কর ৪৭	সৌচিল ৯৮
সমুদগর ৬১	সোম ৮২
সম্বিধান ১১৫	স্বকিত ৫৮
সয়া ৭২, ৮৩	স্বপ্নে ৭১
সর ৩০	
সর্জ ৬৮	হ
সর্জন ২৬	হট ১০২, ১২০
সব ১৪১	হরিভূজ ৮
সহর স্বরস্বই ৫০	হলকা ৩০
সহিত ৩১	হাকুচ ৮৮
সাকো ২৪	হাতি ১০, ৮২, ৯০
সাঙলি ২১	হাতিয়া ১২৪
সাধি ২৬, ৫২	হাথ ২, ৩, ৬, ৭, ১১...
সাচাইল ২১	হাথি, হাথী ২৩...
সাঁচিয়া ১৩২	হানা ৬৬
সাঁপুড়া ২২, ২৩	হাম, হামু ২০, ৬০, ৭৬, ১৩৪
সাতা ১৪, ৭৮, ১০৫, ১২২, ১৫৪	হামাকুড়ি ১১১, ১৪২
সারি ১৪	হামারা ৬০
সারেক ১৩০	হারশালী ৩১
সাহিনী ১৩২	হালক ১৩২
সাহন ৪৬, ৫০	হিকই ১০৮
সাহলু ১৩২	হিকে ৫৮
সাহে ৮	হিকের ১০৮
সিত ৩৭, ৬৭	হিতির ৭
সিতাসিত ২৭	হিমল ১০৮, ১২৫
সিদ্ধ ৩৭	হকুতার ১০৮, ১২৫, ১২৬
সিনি ৪১, ৭৭	হকই ১২৫
সিহলি ১৩২	হতভূক ২৫
স্বছান্দ ১	হেটে ১৬
স্বনাইয়রি ৭২	হেমে ৭৫
স্বয়ার্টি ২, ৬৭	হেমেনেত ১০২, ১১২

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সাহিত্যিকদের জীবনী ও রচনাবলীর পরিচয়। ১ম—২য় খণ্ড একত্রে মূল্য—৫৫/-

পৃথক ভাবে ২৭খানা বই এবং খুচরা খণ্ডও পাওয়া যায়।

সজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

নবীনচন্দ্র-রচনাবলী

১ম—৩য় খণ্ড (আমার জীবন)—৩২/-

চতুর্থ খণ্ড—১৩/-

অগ্রাগ্র খণ্ড (যন্ত্রধ্ব)

হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

সমগ্র রচনাবলী দুই খণ্ডে স্বদৃশ্য রেজিনে
বাঁধাই। মূল্য—২০/-

অক্ষয়কুমার বড়াল-

গ্রন্থাবলী

স্বদৃশ্য রেজিনে বাঁধাই। মূল্য—১৫/-

রামেন্দ্র-রচনাবলী

৬ষ্ঠ খণ্ড (বিবিধ) মূল্য—১৩/-

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

বঙ্কিম-রচনাবলী

উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা আদি খণ্ডে

স্বদৃশ্য রেজিনে বাঁধাই। মূল্য—৭৫/-

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

কাব্য, নাটক, প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

স্বদৃশ্য রেজিনে বাঁধাই। মূল্য—২০/-

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, রসমঞ্জরী ও বিবিধ কবিতা

স্বদৃশ্য রেজিনে বাঁধাই। মূল্য—১০/-

কাগজ মলাট—৮/-

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী

নাটক, প্রহসন, গল্প-পল্প দুই খণ্ডে স্বদৃশ্য

রেজিনে বাঁধাই। মূল্য—২০/-

দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী

কবিতা, গান, হাসির গান। মূল্য—১২ ৫/-

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

সমগ্র বাংলা রচনাবলী স্বদৃশ্য রেজিনে
বাঁধাই। মূল্য—১৭ ৫০

বালেন্দ্র-গ্রন্থাবলী

বালেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী—১৫/-

রামেন্দ্র-রচনাবলী

১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড একত্রে মূল্য—৬০/-

শরৎকুমারী চৌধুরাণীর
রচনাবলী

‘শুভবিবাহ’ ও অগ্রাগ্র সমাজ চিত্র।

মূল্য—৬ ৫০

পাঁচকড়ি-রচনাবলী

১ম+২য় খণ্ড একত্রে মূল্য—১২/-